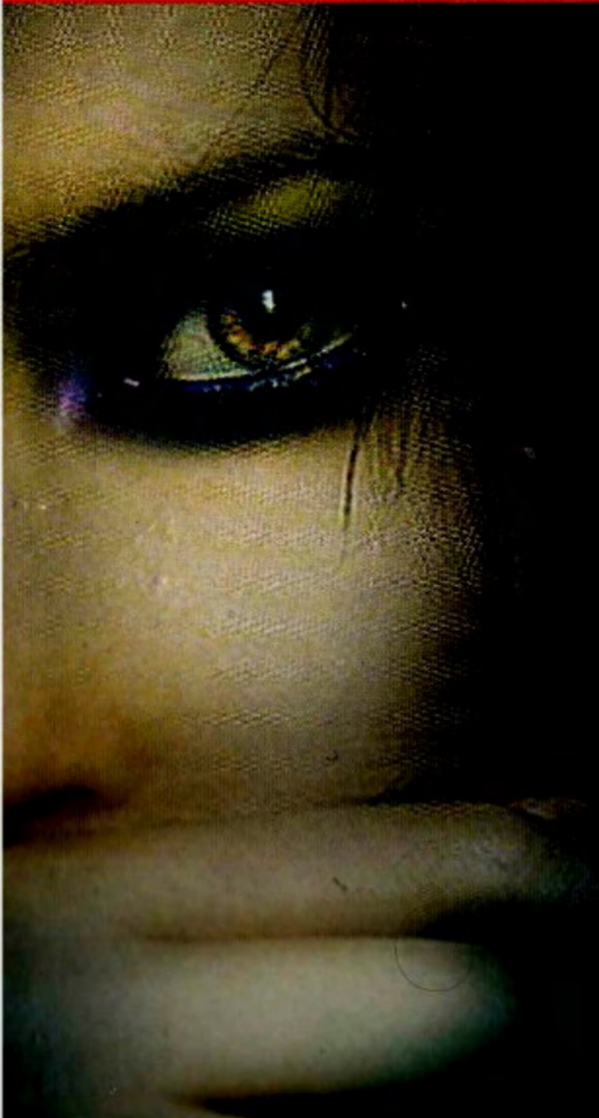
সিডনি শেলডনের ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার

সিডনি শেলডন

দ্য স্যান্ডস অভ টাইম

অনুবাদ • অনীশ দাস অপু





চার সন্ন্যাসিনী অকস্মাৎ নিজেদেরকে আবিষ্কার করল বৈরী পৃথিবীতে। নিজেদের অজান্তেই তারা পরিণত হল দুই প্রভাবশালী পুরুষের দাবার ঘুঁটিতে। এদের একজন জেমি মাইরো, বিদ্রোহী বাস্ক জাতীয়তাবাদী নেতা এবং অপরজন স্প্যানিশ সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর এক কর্নেল র‍্যামন আকোকা।

চার নারী এবং তাদের পুরুষরা যাদেরকে ভালোবাসা নিষেধ–

মেগান

এতিম এ মেয়েটি জেমি মাইরোর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে।

লুসিয়া

সিসিলিয়ান এ সুন্দরী খুনের দায়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা রুবিও আরজানো তাকে ভালোবাসে, তার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে তুলতেও পিছপা হয় না।

টেরেসা

তার অপরাধবোধ তাকে বাধ্য করে বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে।

গ্রাসিয়েলা

এক ভয়ংকর গোপন খবর জেনে যাবার কারণে প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি হয় সে এবং রিকার্ডো মেল্লাডো। রিকার্ডো ভালোবাসে গ্রাসিয়েলাকে।

দা স্যান্ডস অভ টাইম এক অবিস্মরণীয় অ্যাডভেঞ্চার এবং অসাধারণ এক প্রেমকাহিনী। কাহিনীর পটভূমি স্পেন।

প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ

ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার

দ্য স্যান্ডস অভ টাইম

সিডনি শেলডনের ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার

দ্য স্যান্ডস অভ টাইম

অনুবাদ অনীশ দাস অপু



অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৪৪ ০১

বিক্রয় কেন্দ্র
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১১৯৬ ০৪৭৮৯২

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১৭১২ ৭৬৬৬৫৩

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০

মূল্য ৩২০.০০ টাকা

THE SANDS OF TIME
by Sidney Sheldon Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
6 Shrish Das Lane Dhaka-1100 Phone 717 29 66
First Published in February 2010
Price Taka 320.00
US $ 15

ISBN 978-984-414-0220-6

উৎসর্গ

সুমন চক্রবর্তী

সিডনি শেলডনের মহাভক্ত!

প্যামপ্লোনা, স্পেন ১৯৭৬

এক

পরিকল্পনামাফিক যদি কাজ না হয়, আমরা সবাই মারা পড়ব, শেষবারের মতো প্ল্যানটা উল্টেপাল্টে দেখল সে। কোথাও কোনো খুঁত আছে কিনা আবারও পরীক্ষা করল। নাহ্, নেই। একদম ফুলপ্রুফ প্ল্যান। পরিকল্পনাটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক, সময়ের বিন্দুমাত্র হেরফের করা যাবে না। যদি কাজে লাগে প্ল্যান, প্রতিপক্ষের দারুণ পরাজয় ঘটবে। কিন্তু যদি ব্যর্থ হয়...

তবে এখন আর দুশ্চিন্তা করার সময় নেই, দার্শনিকদের মতো চিন্তা করছে জেমি মাইরো। *এখন অ্যাকশনের সময়।*

জেমি মাইরো এক কিংবদন্তির নাম, বাস্কদের কাছে হিরো, তবে স্প্যানিশ সরকারের কাছে মস্ত এক অভিশাপ। সে ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারায় কাঠিন্য। শরীরটা পেশিবহুল, শান্ত, গভীর কালো একজোড়া চোখ। তবে তাকে যারা দেখেছে তারা জেমি মাইরোর বর্ণনা দেয়ার সময় বাড়িয়ে বলে। তার উচ্চতা, গায়ের রঙ, তার স্বভাব কতটা ভয়ংকর, সবকিছুতেই লোকে সোৎসাহে রঙ চড়াতে ভালোবাসে। সে জটিল, দুর্বোধ্য এক চরিত্র যে জানে কী প্রতিকূলতার মাঝ দিয়ে সে যাচ্ছে, চারিদিকে তার শত্রু, সে একজন রোমান্টিক মানুষ, নিজের বিশ্বাসের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও পরোয়া নেই।

প্যামপ্লোনা শহরটা উন্মাদ হয়ে গেছে। ষাঁড়ের লড়াইয়ের আজ শেষ দিন। ষাঁড়ের লড়াই নিয়ে গত ৭ জুলাই থেকে রীতিমতো উৎসব চলছে এ শহরে। উৎসবের নাম ফিয়েস্তা ডি স্যান ফারমিন। আজ, চোদ্দ জুলাই সপ্তাহব্যাপী চলা উৎসবের সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে ত্রিশহাজারেরও বেশি দর্শনার্থী এসেছে ষাঁড়ের বিখ্যাত লড়াই দেখতে। কেউ বিপজ্জনক খেলার স্রেফ দর্শক আবার অনেকে নিজেদের পৌরুষ প্রমাণ করতে এতে নিজেই অংশ নিয়েছে। ক্রুদ্ধ, ছুটন্ত ষাঁড়ের সামনে তারা দৌড়াদৌড়ি করে। শহরের সবগুলো হোটেল-রুম ভাড়া হয়ে গেছে অনেক আগেই। নাভারা থেকে আসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা হোটেলে জায়গা না পেয়ে বিছানা পেতেছে রুমের দরজার সামনে, ব্যাংকের প্রবেশপথে, রাত কাটছে গাড়িতে শুয়ে, পাবলিক স্কোয়ারে, এমনকি শহরের রাস্তা ও ফুটপাতও হয়ে উঠেছে তাদের আশ্রয়স্থল।

ক্যাম্পে এবং হোটেলে ট্যুরিস্টদের গিজগিজে ভিড়, তারা *Papier mathe gigantes*-এর বর্ণিল, হুল্লোড়ে-ভরা প্যারেড দুচোখে গিলছে, কান পেতে শুনছে

ব্যান্ডের বাজনা। প্যারেডের সদস্যদের পরনে বেগুনি আলখেল্লা, কিছু লোকের মাথায় রয়েছে সবুজ হুড, কেউ চাপিয়েছে গারনেট, অন্যরা সোনালি রঙের হুড। রাস্তা দিয়ে যাওয়া মিছিল যেন রঙধনুর এক নদী। বিকট শব্দে ফাটছে পটকা, দর্শকের চিৎকার চেঁচামেচিতে নরক গুলজার।

জনতা সান্ধ্যকালীন বুলফাইট দেখতে এসেছে, তবে তাদের সবচেয়ে আগ্রহ হল *এনসিয়েরো* নিয়ে—সকালের ষাঁড়ের দৌড়। বিকেলে এগুলোই আবার লড়াই করবে।

মাঝরাতের দশ মিনিট আগে শহরের নিম্নাঞ্চল থেকে অন্ধকার রাস্তায় হাঁটিয়ে আনা হল খোঁয়াড়ে রাখা জানোয়ারগুলোকে। নদীর ওপরের সেতু পার করে কাল্লে সান্তো ডোমিঙ্গোর খোঁয়াড়ে সারারাত রাখা হবে তাদেরকে। সকালবেলায় ছেড়ে দেয়া হবে জানোয়ারগুলোকে, কাল্লে সান্তো ডোমিঙ্গোর সরু রাস্তা ধরে নিয়ে আসা হবে। রাস্তার প্রতিটি মোড়ে রয়েছে কাঠের ব্যারিকেড। অবশেষে ওগুলোকে ঢোকানো হবে প্লাজা ডি হেমিংওয়ের খোঁয়াড়ে। বিকেলের বুলফাইট শুরু হওয়ার আগপর্যন্ত ওরা ওখানেই থাকবে।

মাঝরাত থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত দর্শকরা কেউ ঘুমায় না। জেগে থাকে, তারা মদ খায়, গান গায়, রমণ করে। উত্তেজনায় ঘুম আসলে তো! যারা ষাঁড়গুলো তাড়িয়ে নিয়ে আসে, তাদের গলায় জড়ানো থাকে স্যান ফারমিনের লাল স্কার্ফ।

ভোর পোনে ছ'টায় রাস্তায় শুরু হয়ে গেল ব্যান্ডের বাজনা, নাভারের উত্তেজক সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়ল। কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাতটায় আকাশে উড়ে গেল একটা আতশবাজি, সংকেত দিল খোঁয়াড়ের ফটকগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। প্রত্যাশায় উল্লসিত হয়ে উঠল দর্শক। দ্বিতীয় আরেকটি আতশবাজি আকাশে উড়ে নগরবাসীকে সতর্ক করে দিল ষাঁড়ের দল এবার রাস্তায় হাঁটা দিয়েছে।

এরপরে দেখা গেল এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। প্রথমে শোনা গেল বাতাসে মৃদু, দূরাগত মড়মড় একটা আওয়াজ। প্রায় কানে শোনা যায় না। তারপর বেড়ে চলল শব্দের মাত্রা, শেষে বিস্ফোরণের মতো হয়ে উঠল ধাবমান খুরের আওয়াজ। অকস্মাৎ চোখের সামনে হাজির হয়ে গেল ছয়টি বলদ এবং ছয়টি দৈত্যাকার ষাঁড়। প্রতিটির ওজন ১৫০০ পাউন্ড। তারা কাল্লে সান্তো ডোমিঙ্গো ধরে ছুটে আসছে ভয়ংকর এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে। প্রতিটি চৌমাথায় কাঠের বেড়া তুলে দেয়া হয়েছে যাতে ষাঁড়গুলোকে মোড় ঘুরতে না হয়, সোজা দৌড়াতে থাকে। কাঠের বেড়া শতাধিক মহাউৎসাহী এবং নার্ভাস তরুণকে পাগলা জানোয়ারগুলোর মুখোমুখি হওয়ার সাহস প্রদর্শন থেকে বিরতও রাখছে।

ষাঁড়ের দল রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে। একে একে পার হয়ে গেল কাল্লে এস্তোফেতা, কাল্লে ডি জেভিয়ার ওষুধ এবং কাপড়ের দোকান, ফলের বাজার। ওরা চলেছে প্লাজা ডি হেমিংওয়ের দিকে। উন্মাদ দর্শক তারস্বরে চিৎকার করছে 'ওলে! *ওলে!*' বলে। প্রাণীগুলোকে কাছিয়ে আসতে দেখে তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে

গেল। ওগুলোর ধারালো শিঙের গুঁতো আর ভয়ংকর খুড়ের আঘাত খাওয়ার শখ নেই কারও। এখনই রাস্তা ছেড়ে না দিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এ ভাবনা কয়েকজন অত্যুৎসাহী অংশগ্রহণকারীর শরীরে বিদ্যুৎগতি এনে দিল। তারা জান বাঁচানো ফরজ বুঝে পড়িমরি ছুটল লোকের বাড়ির দরজায়, কেউবা ফায়ার এস্কেপ অভিমুখে। তাদের পিছু নিল 'কোবার্ডন' বা কাপুরুষের দল। কয়েকজন রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল নিরাপদ স্থানে।

একটি ছোটছেলে তার দাদুকে নিয়ে কাঠের বেড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। কয়েক হাত দূরের রুদ্ধশ্বাস দৃশ্য দেখে দুজনেরই দমবন্ধ দশা।

'দ্যাখ্, দ্যাখ্!' চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। 'ম্যাগনিফিশো।' দারুণ শিউরে উঠল ছোটছেলেটি। '*টেঙ্গো মিয়েডো, আবুয়েলো,*' আমার ভয় লাগছে!'

বৃদ্ধ নাতির একটা হাত চেপে ধরল, 'সি ম্যানুয়েল। ভয় তো লাগবেই। তবে দৃশ্যটা কিন্তু দারুণ সুন্দর, কী বলিস? একবার ষাঁড়দের সঙ্গে দৌড়েছিলাম। এরচেয়ে উত্তেজনার আর কিছু হয় না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার স্বাদ পাওয়া যায় এতে। নিজেকে মনে হবে সত্যিকারের পুরুষ।'

কাল্লে সান্তো ডোমিঙ্গো থেকে অ্যারেনার ৯০০ গজ রাস্তা অতিক্রম করতে জানোয়ারগুলো সময় নেয় দু'মিনিট। ওদেরকে খোঁয়াড়ে ঢোকানোর পরে তৃতীয় আতশবাজিটি ওড়ানো হয় আকাশে। কিন্তু আজ তৃতীয় আতশবাজিটি আকাশে উড়ল না। কারণ এমন একটি ঘটনা ঘটল যা প্যামপ্লোনার ষাঁড়ের দৌড়ের ৪০০ বছরের ইতিহাসে কোনোদিন ঘটেনি।

সরু রাস্তায় পৌঁছেছে জানোয়ারের দল, রঙিন পোশাক পরা আধডজন লোক রাস্তা থেকে কাঠের ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলল। ষাঁড়গুলোর গতিপথ ঘুরে গেল শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে। এক মুহূর্ত আগেও যা ছিল মজার উৎসব, পরক্ষণে তা পরিণত হল দুঃস্বপ্নে। বিমূঢ় দর্শকদের ওপর চড়াও হল ক্ষিপ্ত জানোয়ারের দল। সবার আগে মারা গেল বুড়ো দাদু এবং তার নাতি। ছুটন্ত ষাঁড়ের শক্ত খুরের নিচে চাপা পড়ে ভর্তা হয়ে গেল তারা। ভয়ংকর শিং ভেঙে টুকরো করে ফেলল একটি শিশুর প্যারামবুলেটের, মারা গেল বাচ্চাটা। আর তার মা মাটিতে পড়ে খুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। চারিদিকে শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু। ষাঁড়গুলো অসহায় পথিকদের শরীর ফুঁড়ে দিল শিঙের গুঁতোয়; তাদের পায়ের নিচে চাপা পড়ে মারা গেল নারী এবং শিশু। লম্বা, ধারালো শিঙের আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল দোকানপাট, বাজার, রাস্তার স্ট্যাচু। ছোটার সময়ে সামনে যা পেল সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলল ওরা। আতঙ্ক আর ভয়ে চিৎকার করছে মানুষজন, মূর্তিমান যমের কবল থেকে রক্ষা পেতে মরিয়া হয়ে ছুটছে, বেরিয়ে আসতে চাইছে রাস্তা থেকে।

হঠাৎ লাল রঙের একটি ট্রাক এসে হাজির হল ষাঁড়গুলোর সামনে। ঘুরল জানোয়ারগুলো। ফোঁস ফোঁস করতে করতে ছুটে গেল ট্রাকের দিকে ওটাকে গুঁতিয়ে

বারোটা বাজানোর জন্য। ওরা যে-রাস্তায় এসে পড়েছে ওটার নাম কাল্লে ডি এস্তেল্লা। এখানেই রয়েছে *কারসেল* বা প্যামপ্লোনার কারাগার।

কারসেল অশুভ চেহারার দোতলা, পাথরের একটি ভবন। গায়ে ভারী গরাদঅলা জানালা। বিল্ডিঙের চার কোণে চারটে টারেট। দরজায় উড়ছে লাল ও হলুদ রঙের স্প্যানিশ পতাকা। ভবনের দোতলায় একসারি সেল বা প্রকোষ্ঠ। এখানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদেরকে রাখা হয়।

কারাগারের ভেতরে পোলিশিয়া আর্মাডার ইউনিফর্ম-পরা এক গার্ড দ্বিতীয় তলার করিডর ধরে হাঁটছে। সঙ্গে কালো আলখেল্লা পরা এক প্রিস্ট। পুলিশের লোকটির হাতে সাবমেশিনগান।

প্রিস্ট অস্ত্রটির দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেখে ব্যাখ্যা দিল গার্ড, 'এখানে সবসময় সতর্কভাবে থাকা যায় না, ফাদার। এ ফ্লোর পৃথিবীর যাবতীয় আবর্জনায় ভর্তি।'

এয়ারপোর্টে ব্যবহার করা হয় এরকম একটি মেটাল ডিটেকটরের সামনে নিয়ে আসা হল ধর্মযাজককে।

'আমি দুঃখিত, ফাদার। কিন্তু বোঝেনই তো আইন—'

'ঠিক আছে, মাই সান।'

প্রিস্ট নিরাপত্তার দ্বার পার হচ্ছেন, করিডরে কান-ফাটানো শব্দে বেজে উঠল সাইরেন। অস্ত্রের ট্রিগারে শক্ত হয়ে বসল গার্ডের আঙুল।

ঘুরলেন প্রিস্ট, হাসলেন গার্ডের দিকে তাকিয়ে।

'আমারই ভুল,' তিনি গলায় ঝোলানো রুপোর চেইনের সঙ্গে আটকানো ভারী ধাতব ক্রুশটা খুলে গার্ডের হাতে দিলেন। এবারে মেটাল ডিটেকটর পার হবার সময় চিৎকার করল না সাইরেন। গার্ড প্রিস্টকে তাঁর ক্রুশ ফিরিয়ে দিল। দুজনে করিডর ধরে হাঁটতে লাগল।

করিডরে বোটকা একটা গন্ধ। কাছের সেল থেকে আসছে বমি-ওঠা দুর্গন্ধ।

গার্ড উদাস গলায় বলল, 'আপনি এখানে খামোকা সময় নষ্ট করছেন, ফাদার। এই জানোয়ারগুলোর আত্মা বলে কিছু নেই।'

'তবু তো ওদের জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে, মাই সান।'

মাথা নাড়ল গার্ড। 'ওদের দুজনের জন্য নরকের দুয়ার অপেক্ষা করছে।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে গার্ডের দিকে তাকালেন ফাদার। 'দুজন? আমি তো শুনলাম তিনজন নাকি কনফেশন করবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল গার্ড। 'আপনার খানিকটা সময় আমরা বাঁচিয়ে দিয়েছি। আজ সকালে হাসপাতালে মারা গেছে জ্যামোরা। হার্ট অ্যাটাক।'

করিডরের শেষপ্রান্তের সেল-এ পৌঁছাল ওরা।

'আমরা চলে এসেছি, ফাদার।

একটি সেলের দরজা খুলল গার্ড। প্রিস্ট সেল-এ ঢুকেছেন, সে সাবধানে পিছিয়ে এল। আবার দরজায় তালা ঝোলাল গার্ড, দাঁড়িয়ে রইল করিডরে, যে-কোনো অঘটনের জন্য প্রস্তুত।

কারাগারের নোংরা কট-এ শুয়ে থাকা মানুষটির দিকে এগিয়ে গেলেন প্রিস্ট।

'তোমার নাম কী মাই সান?'

'রিকার্ডো মেলাডো।'

প্রিস্ট স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন লোকটার দিকে। চেহারা চেনা যাচ্ছে না। মুখটা মারের চোটে ফুলে আছে। চোখ বোজা। মোটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল কথাগুলো, 'আপনি এসেছেন বলে খুশি হয়েছি, ফাদার।'

প্রিস্ট বললেন, 'তোমার পাপ মোচন করা গির্জার কর্তব্য, মাই সান।'

'ওরা আজ সকালে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, না?'

প্রিস্ট লোকটার কাঁধে মৃদু চাপড় দিলেন। 'তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে গ্যারটে বসিয়ে।'

রিকার্ডো মেলাডো বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাল ফাদারের দিকে।

'না!'

'আমি দুঃখিত। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর হুকুম।'

প্রিস্ট কয়েদির মাথায় একটি হাত রেখে সুর করে বলতে লাগলেন *'Dime Tus Pecados...*

রিকার্ডো মেলাডো বলল, 'আমি অনেক পাপ কাজ করেছি, অনেক পাপচিন্তা করেছি। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে এখন এজন্য অনুতাপ করছি।

'Ruego a nuertro Padre celrtial Por la Salvacion de tu atma. Enla hombre del Padre, del tujo y del Espiritu Santo...

সেলের বাইরে দাঁড়ানো গার্ড ফাদারের মন্ত্রোচ্চারণ শুনছে। মনে মনে বলল, 'বেহুদা সময় নষ্ট। ঈশ্বর ও-লোকটাকে থুতু ছিটাবে।'

শেষ করলেন প্রিস্ট। '*আদিওস*, মাই সান। ঈশ্বর তোমার আত্মার শান্তি দিন।'

প্রিস্ট সেলের দরজায় পা বাড়ালেন। গার্ড খুলে দিল দরজা। পিছিয়ে এল এক পা। হাতের অস্ত্র কয়েদির দিকে তাক করে ধরা। আবার বন্ধ করা হল দরজা। গার্ড পাশের সেলে গেল। খুলল দরজা।

'আসুন, ফাদার।'

প্রিস্ট দ্বিতীয় সেলে প্রবেশ করলেন। এ লোকটিকেও মেরে ফুলিয়ে দেয়া হয়েছে শরীর। প্রিস্ট অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'তোমার নাম কী, মাই সান?'

'ফেলিক্স কার্পিও,' দাড়িঅলা লোকটি ঘরঘরে গলায় জবাব দিল। গালে দগদগ

করছে সদ্য তৈরি কাটা একটা দাগ। 'আমি মরতে ভয় পাই না, ফাদার।'

'বেশ, মাই সান। আয়ু ফুরালে সবাইকেই একদিন বিদায় নিতে হবে।'

কার্পিও'র কনফেশন শুনতে লাগলেন প্রিস্ট। এমন সময় ভেসে এল শব্দটা। প্রথমে ভোঁতা, তারপর জোরালো হয়ে উঠল আওয়াজ, একটু পরে বিল্ডিঙে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল শব্দের নিনাদ। ছুটন্ত ষাঁড়ের বজ্রপাতের মতো খুরের শব্দ। চিৎকার শব্দ ক্রমে কাছিয়ে আসছে।

'জলদি করুন, ফাদার,' বলল গার্ড। বাইরে বোধহয় গণ্ডগোল লেগেছে।'

'আমার কাজ শেষ।'

দ্রুত সেলের দরজা খুলল গার্ড। প্রিস্ট বেরিয়ে এলেন করিডরে। গার্ড বন্ধ করে দিল সেলের দরজা। কারাগারের সামনে থেকে হঠাৎ হুড়মুড় করে কিছু ভেঙে পড়ার বিকট শব্দ হল। ঘুরল গার্ড। গরাদঅলা জানালা দিয়ে উঁকি দিতে যাচ্ছে বাইরে।

'কিসের শব্দ?'

প্রিস্ট বললেন, 'কী জানি! আমি কি ওটা নিতে পারি?'

'কী নেবেন?'

'তোমার অস্ত্রটা।'

কথা বলতে বলতে গার্ডের পাশে চলে এলেন প্রিস্ট। গলায় ঝোলানো লম্বা ক্রুশের ওপরের অংশটা খুলে ফেললেন নিঃশব্দে। আত্মপ্রকাশ ঘটাল লম্বা, ভয়ংকর দর্শন একটা স্টিলেটো। বিদ্যুৎ খেলে গেল প্রিস্টের শরীরে। ছুরিটা ঝট করে ঢুকিয়ে দিলেন গার্ডের বুকে।

'দেখলে তো, মাই সান,' বলল ছদ্মবেশী প্রিস্ট ওরফে জেমি মাইরো। মৃতপ্রায় গার্ডের হাত থেকে আলগোছে সাবমেশিনগানটা কেড়ে নিল সে। 'ঈশ্বর এবং আমার ধারণা এ-অস্ত্রটির তোমার আর প্রয়োজন নেই।'

সিমেন্টের মেঝেতে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল গার্ড। জেমি মাইরো লাশের পকেট থেকে চাবি বের করে দ্রুত দুটি সেলের দরজা খুলল। রাস্তায় খুরের আওয়াজ ক্রমে বেড়ে চলেছে।

'চলো,' হুকুম দিল জেমি।

সাবমেশিনগান হাতে তুলে নিল রিকার্ডো মেলাডো। 'প্রিস্টের ভূমিকায় দারুণ মানিয়েছে তোমাকে। আমি তো প্রায় বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম তুমি প্রিস্ট।' ফোলা মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল সে।

'ওরা তোমাদের দুজনকে খুব মেরেছে, না? ঠিক আছে। এর প্রতিদান ওরা পাবে।'

জেমি মাইরো দুজনকে জড়িয়ে ধরে পা বাড়াল করিডরে।

'জ্যামোরার কী হয়েছে?'

'গার্ডরা ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। আমরা ওর চিৎকার শুনেছি। হাসপাতালে

নিয়ে গিয়েছিল জামোরাকে। বলেছে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে।’

সামনে একটি বন্ধ লোহার দরজা।

‘একটু দাঁড়াও,’ বলল জেমি মাইরো।

সে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার ওপাশে দাঁড়ানো গার্ডকে বলল, ‘আমার কাজ শেষ।’

দরজা খুলল গার্ড। ‘জলদি চলে যান, ফাদার। বাইরে খুব গোলমাল–’ কথা শেষ করতে পারল না সে। জেমির ছুরি ঢুকে গেছে তার বুকে, ঝলক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

জেমি তার দুই লোককে ইশারা করল, ‘চলে এসো।’

ফেলিক্স কার্পিও গার্ডের অস্ত্র তুলে নিল হাতে। নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। বাইরে দক্ষযজ্ঞ বেধে গেছে। পুলিশ দৌড়াদৌড়ি করছে কী হচ্ছে দেখার জন্য। পাগলা ষাঁড়ের কবল থেকে বাঁচার জন্য ছুটতে থাকা আতঙ্কিত মানুষজনকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। একটা ষাঁড় কারাগারের প্রবেশপথের দেয়ালে ঢুশ মারল। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল গেট। আরেকটা ষাঁড় ইউনিফর্মধারী এক গার্ডকে শিং দিয়ে গেঁথে ফেলল মাটির সঙ্গে। লাল ট্রাকটা এখনো রাস্তায়, সচল ইঞ্জিন। ভয়ানক এ গোলমালের মধ্যে জেমি মাইরো এবং তার দুই সঙ্গীকে কেউ লক্ষ করল না। কেউ দেখলেও দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাল না। কারণ তারা নিজেদের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত।

একটিও বাক্যব্যয় না করে জেমি এবং তার লোকেরা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ট্রাকের পেছনে। জনাকীর্ণ রাস্তায় হুড়োহুড়ি করে ছুটতে থাকা পথচারীদের মাঝ দিয়ে ছুটল। সবুজ ইউনিফর্ম গায়ে, মাথায় কালো চামড়ার হ্যাট পরা প্যারামিলিটারি গ্রাম্য পুলিশ আতঙ্কিত জনতাকে শান্ত করার বৃথা চেষ্টা করছে। শহুরে পুলিশ পোলিশিয়া আর্মাডরাও ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষজনের কাছে অসহায়। ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের খুরের নিচে চাপা পড়ে পৈতৃক জানটা খোয়ানোর ভয়ে তারা চতুর্দিকে ছুটে পালাচ্ছে। ষাঁড়ের গুঁতো থেকে রক্ষা পেতে তারা উন্মাদের মতো ছুটতে গিয়ে অনেকেই তাল সামলাতে না পেরে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। তাদেরকে নির্দয়ের মতো মাড়িয়ে যাচ্ছে অন্যরা। সবচেয়ে করুণ দশা বৃদ্ধ ও নারীদের। তারা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের পদদলনের শিকার হল।

জেমি অবিশ্বাস্য দৃশ্যটার দিকে আতঙ্ক-ভরা চোখে তাকিয়ে আছে। ‘এরকম কিছু ঘটবে কল্পনাও করিনি!’ গুঙিয়ে উঠল সে। অসহায় দৃষ্টিতে দেখল ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ। ঘটনা ঘটানোর প্ল্যানটা তারই। কিন্তু এখন করার কিছু নেই। সে চোখ বুজল। হৃদয়বিদারক দৃশ্যটা আর দেখতে চায় না।

প্যামপ্লোনার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল ট্রাক, চলল দক্ষিণ অভিমুখে, পেছনে রেখে গেল মৃত্যু-আর্তনাদ।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি, জেমি?' জানতে চাইল রিকার্ডো মেলাডো।

'টোরের কাছে একটি সেফ হাউজ আছে। সাঁঝ পর্যন্ত ওখানে থাকব। অন্ধকারে আবার বেরিয়ে পড়ব।'

ব্যথায় কাতরাচ্ছে ফেলিক্স কার্পিও।

তাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখল জেমি মাইরো। বলল, 'গন্তব্যে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগবে না, বন্ধু।'

প্যামপ্লোনার ভয়ংকর দৃশ্যটা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলা যাচ্ছে না।

আধঘণ্টা পরে টোরের ছোট একটি গাঁয়ে এসে হাজির হল ওরা। গাঁয়ের ওপরে, পাহাড়ে নির্জন একটি বাড়ির সামনে চলে এল ট্রাক নিয়ে। জেমি মাইরো ওদেরকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করল।

'আপনাদেরকে মাঝরাতে নিতে লোক আসবে,' জানাল ড্রাইভার।

'ওদেরকে বোলো একজন ডাক্তার যেন নিয়ে আসে,' বলল জেমি। 'আর ট্রাকটাকে কোথাও ফেলে দিয়ো।'

ওরা তিনজন বাড়িতে ঢুকল। এটি একটি খামারবাড়ি। সাধারণ এবং আরামদায়ক। লিভিংরুমে ফায়ারপ্লেস আছে। উঁচু সিলিং। টেবিলে একটি চিরকুট। পড়ল জেমি। *'Mi casa es su casa'*। ওদেরকে স্বাগত জানানো হয়েছে। মৃদু হাসল জেমি। বার-এ মদের বোতল। জেমি সবার জন্য পানীয় ঢালল গ্লাসে।

রিকার্ডো মেলাডো বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার জানা নেই, বন্ধু। তোমার উদ্দেশে পান করছি।'

গ্লাস তুলল জেমি, 'স্বাধীনতার উদ্দেশে।'

হঠাৎ একটা ক্যানারি পাখি ডানা ঝটপটিয়ে উঠল খাঁচায়। জেমি হেঁটে গেল খাঁচার সামনে। অস্থির পাখিটিকে দেখল খানিকক্ষণ। তারপর খাঁচা খুলে বের করে আনল ওটাকে। নিয়ে এল খোলা জানালার কাছে।

'চলে যাও, *পাতারিটো,*' নরম গলায় বলল সে। 'তুমি মুক্ত।' পৃথিবীর সকল জীবিত প্রাণী যেন মুক্ত থাকে।'

মাদ্রিদ

দুই

প্রধানমন্ত্রী লিভপোল্ডো মার্টিনেজ রেগে আগুন হয়ে আছেন। ছোটখাটো গড়নের মানুষটি যখন রেগে যান, কথা বলার সময় গোটা শরীর কাঁপতে থাকে।

'জেমি মাইরোকে থামাতেই হবে,' চিৎকার দিলেন তিনি। তীক্ষ্ণ উঁচু গলা, কানের পর্দায় বাড়ি মারে। 'আমরা মাত্র একজন টেররিস্টকে খুঁজছি অথচ গোটা সেনাবাহিনী এবং পুলিশ তার কোনো হদিশই পাচ্ছে না।'

মিটিং হচ্ছে মনক্লোয়া প্রাসাদে। এটি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এবং অফিস। মাদ্রিদের কেন্দ্রস্থল থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে, কারেটেরা ডি গ্যালিসিয়া নামের একটি হাইওয়েতে। যদিও হাইওয়ের নাম কোনো সাইনবোর্ডে লেখা নেই। ভবনটি সবুজ রঙের ইটের, রট আয়রনের ব্যালকনি, সবুজ জানালা, প্রতিটি কিনারে পাহারা দিচ্ছে রক্ষী।

শুকনো, গরম একটি দিন। জানালা দিয়ে যতদূরে নজর যায়, ভৌতিক সেনা ব্যাটালিয়ানের মতো হিট ওয়েভের স্তম্ভ চোখে পড়ে।

'গতকাল মাইরো প্যামপ্লোনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে।' দুম্ করে ডেস্কে ঘুসি বসালেন মার্টিনেজ। 'দুজন প্রিজন গার্ডকে হত্যা করেছে সে, তার দুই আতঙ্কবাদী সঙ্গীকে কারাগার থেকে বের করে নিয়ে গেছে। রাস্তায় ষাঁড় ছেড়ে দিয়ে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে সে।'

কেউ কোনো কথা বললেন না।

প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় বসার পরপরই ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'আমার প্রথম কাজ হবে বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলোর মধ্যে লড়াই বন্ধ করা। মাদ্রিদ সবাইকে একত্রিত করতে চায়। এ শহর আন্দালুসিয়ান, বাস্ক, ক্যাটালান এবং গালিশিয়ানদের পরিণত করেছে স্পেনিয়ার্ডে।'

প্রধানমন্ত্রী প্রথমদিকে খুব আঁশাবাদী ছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ডরকম আত্মনির্ভরশীল বাস্করা তাঁর আশার আগুনে জল ঢেলে দেয়। তারা একের-পর-এক বোমাবাজি এবং ব্যাংক-ডাকাতি চালিয়ে যায়। Euzkadi Ta Azkatasuna বা ETA'র টেররিস্টরাও অবিরাম বিক্ষোভ করছে।

মার্টিনেজের ডান পাশে বসা মানুষটি শান্ত গলায় বললেন, 'আমি ওকে খুঁজে বের করব।'

লোকটি কর্নেল র‍্যামন আকোকা, Gupo de operaciones Especiales বা GOE-র প্রধান। এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই হয়েছে বাস্ক টেররিস্টদেরকে শায়েস্তা

করতে। আকোকা দৈত্যাকার একজন মানুষ, বয়স পঁয়ষট্টি, মুখভর্তি কাটাকুটির দাগ, শীতল, কালো চোখ। সিভিল ওআরের সময় তিনি ফ্রান্সিসকো ফ্রাংকোর অধীনে কাজ করেছেন। তখন অবশ্য তিনি তরুণ কর্মকর্তা। তবে এখনও ফ্রাংকোর দর্শনের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। *'আমরা শুধু ঈশ্বর এবং ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ।'*

আকোকা একজন প্রতিভাবান অফিসার। তিনি ছিলেন ফ্রাংকোর অন্যতম বিশ্বস্ত এইড। তবে কর্নেলকে লৌহমুষ্ঠির শৃঙ্খলার মধ্যে পড়তে হয়নি, যেতে হয়নি দ্রুত সেই শাস্তির মধ্যে যারা আইন কিংবা আদেশ অমান্য করলে কপালে জুটত ভয়ানক সাজা। গৃহযুদ্ধের ভয়ংকর রূপ আকোকা দেখেছেন। একপক্ষে ছিল মনার্কিস্ট, বিদ্রোহী সেনাপতির দল, ভূস্বামী, গির্জার পুরোহিত ও ফ্যাসিস্ট ফ্যালানজিস্ট। অপরপক্ষে রিপাবলিকান সরকারি দল, সোশালিস্ট, কম্যুনিস্ট, লিবারেল, বাস্ক এবং কাটানান বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। ধ্বংস আর মৃত্যুর এক মহাযজ্ঞ সৃষ্টি হয়েছিল সেসময়। যুদ্ধের জন্য ডজনখানেক দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে মানুষ এবং যুদ্ধের নানান সরঞ্জাম। কাতারে কাতারে লোক ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। বাস্করা এখন আবার যুদ্ধ এবং খুনোখুনি শুরু করে দিয়েছে।

কর্নেল আকোকা টেররিস্ট বিরোধী একটি দক্ষ এবং নির্দয় ক্যাডার বাহিনী গড়ে তুলেছেন। তাঁর লোকেরা লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করে, সবসময় থাকে ছদ্মবেশে। এদের চেহারা কেউ কখনও দেখেনি। কারণ কাগজে কখনও এদের ছবি ছাপা হয় না, ফটোগ্রাফও কেউ তোলার সুযোগ পায়নি।

কেউ যদি জেমি মাইরোকে থামাতে পারে তো কর্নেল আকোকই পারবে, ভাবলেন প্রধানমন্ত্রী। তবে একটা প্রশ্ন থেকে যায় *কর্নেল আকোকাকে কে থামাবে?*

কর্নেলকে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব দেননি। মাঝরাতে নিজের প্রাইভেট লাইনে ফোন পেয়েছিলেন তিনি। কণ্ঠটি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।

'জেমি মাইরো আর তার আতঙ্কবাদীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে আমরা যারপরনাই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। আপনি কর্নেল র‍্যামন আকোকাকে GOE'র দায়িত্ব দেবেন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

'জি, স্যার। আপনার আদেশ এক্ষুনি পালিত হবে।'

তারপরই কেটে গিয়েছিল লাইন।

কণ্ঠটি Opus Mundo-র একজন সদস্যের। ব্যাংকার, আইনজীবী, প্রভাবশালী কর্পোরেশন প্রধান এবং সরকারি মন্ত্রীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি গুপ্ত সংঘ এটি। শ্রুতি আছে, এ প্রতিষ্ঠান চালাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। তবে টাকাটা কোত্থেকে আসে, কীভাবে ব্যয় করা হয় তা রহস্য হয়েই রয়ে গেছে। এ বিষয়ে কোনও প্রশ্নও তোলা যাবে না।

নির্দেশমাফিক প্রধানমন্ত্রী আকোকাকে GOE'র দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু দানবটি অনিয়ন্ত্রিত ফ্যানাটিকে পরিণত হয়েছেন। তাঁর GOE আতঙ্কের রাজ্য সৃষ্টি করেছে।

প্যামপ্লোনায় বাস্ক বিদ্রোহীদের ধরে এনেছিল আকোকার লোকজন। তাদের দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিতে ঝোলানোর আদেশ দেয়া হয়। আকোকা ফাঁসির পক্ষে নন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন অভিযুক্তদের গ্যারট ভিল পরিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হোক। গ্যারট ভিল হল লোহার একটি কলার। ওতে তীক্ষ্ণ স্পাইক লাগানো থাকে। কলার ক্রমে চেপে বসতে থাকে শরীরে, অবশেষে ভেঙে ফেলে কাশেরুকা, গুঁড়িয়ে যায় ভিক্টিমের স্পাইনাল কর্ড।

জেমি মাইরো কর্নেল আকোকার কাছে একটি অবসেশনে পরিণত হয়েছে।

'আমি ওর মুণ্ডু চাই,' বললেন কর্নেল। 'ওর মাথাটা কেটে আনলেই বাস্ক আন্দোলনের অবসান ঘটবে।'

কথাটা অতিরঞ্জিত, ভাবছেন প্রধানমন্ত্রী। যদিও একই সঙ্গে স্বীকারও করলেন এর মধ্যে সত্যতা রয়েছে। জেমি মাইরো একজন ক্যারিশম্যাটিক নেতা, নিজের যুক্তিতে অটল ও উন্মাদ এবং বিপজ্জনক।

তবে কর্নেল আকোকাও কম বিপজ্জনক নন, জানেন প্রধানমন্ত্রী।

ডিরেক্টর জেনারেল ডি সিগারিদাদ প্রাইমো কাসাডো বললেন, 'ইয়োর এক্সেলেন্সি, প্যামপ্লোনায় এরকম ঘটনা ঘটবে কেউ কল্পনাও করেনি। জেমি মাইরো হল—'

'আমি জানি সে কী,' দাবড়ে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী। 'আমি জানতে চাই সে কোথায় আছে।' কর্নেল আকোকার দিকে ফিরলেন।

'আমি ওর পিছু নিয়েছি,' বললেন কর্নেল। তাঁর কণ্ঠে নীরবতা নেমে এল ঘরে। 'আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, ইয়োর এক্সেলেন্সি, যে আমরা স্রেফ একজন মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করছি না। আমরা বাস্কদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। তারা জেমি মাইরো এবং তার আতঙ্কবাদীদের খাবার, অস্ত্র ও আশ্রয় জোগাচ্ছে। লোকটা তাদের কাছে বীরের মতো। তবে চিন্তা করবেন না, শীঘ্রি সে ফাঁসিকাষ্ঠের বীরে পরিণত হবে। অবশ্য তার আগে আমি ওর যথাযথ বিচারের ব্যবস্থা অবশ্যই করব।'

আমরা নই, আমি! প্রধানমন্ত্রী ভাবলেন ঘরের অন্যান্যরা কর্নেলের শব্দচয়ন লক্ষ করেছে কিনা। *নাহ্, শীঘ্রি এর কোনো একটা ব্যবস্থা করা দরকার।*

প্রাইম মিনিস্টার চেয়ার ছাড়লেন। 'আজকের মতো এ পর্যন্তই, জেন্টলমেন।'

অন্যান্যরাও সিধে হলেন। শুধু কর্নেল আকোকা বাদে। তিনি নিজের আসনে বসে রইলেন। চলে গেলেন বাকিরা।

লিও পোস্তা মার্টিনেজ পায়চারি শুরু করলেন। 'বাস্করা জাহান্নামে যাক। স্পেনিয়ার্ড হিসেবে বাস করতে তাদের এত অনীহা কেন? ওরা আর কী চায়?'

'শক্তির লোভে পেয়ে বসেছে ওদেরকে,' বললেন আকোকা।

'তারা চায় স্বায়ত্তশাসন, নিজস্ব ভাষা, তাদের পতাকা—'

'না। আমি যতদিন ক্ষমতায় আছি তারা এসব কিছুই পাবে না। আমি ওদেরকে স্পেন টুকরো করতে দেব না। সরকার ওদেরকে জানিয়ে দেবে ওরা কী পাবে আর

কী পাবে না। উচ্ছৃঙ্খল জনতা—'

একজন এইড ঢুকল ঘরে। 'মাফ করবেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল সে। 'বিশপ ইবানেজ এসেছেন।'

'ওঁকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

কর্নেলের চোখ সরু হয়ে এল। 'আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন সবকিছুর পেছনে কলকাঠি নাড়ছে চার্চ। ওদেরকে একটা শিক্ষা দেয়ার সময় হয়েছে।'

চার্চ, আমাদের ইতিহাসের অন্যতম এক বিড়ম্বনা, তিক্ত চিত্তে ভাবছেন আকোকা।

গৃহযুদ্ধের শুরুর দিকে ক্যাথলিক চার্চ জাতীয় শক্তির পক্ষে ছিল। পোপ জেনেরেলিসোমো ফ্রাংকোকে সমর্থন দিয়েছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন ফ্রাংকো ঈশ্বরের পক্ষে লড়াই করছেন। কিন্তু যখন বাস্ক চার্চ, মঠ এবং প্রিস্টরা হামলার শিকার হল, সমর্থন তুলে নিল চার্চ।

'বাস্ক এবং ক্যাটালানদের আরও বেশি স্বাধীনতা দিতে হবে,' বলল চার্চ। 'এবং বাস্ক যাজকদের হত্যা করা চলবে না।'

জেনেরেলিসিমো ফ্রাংকো তো রেগে অস্থির। চার্চের এত সাহস, সরকারকে নির্দেশ দেয়!

শুরু হয়ে গেল শক্তিক্ষয়ের যুদ্ধ। ফ্রাংকোর দল আরও বেশি করে চার্চ এবং মঠে হামলা চালাতে লাগল। খুন হতে লাগলেন নান এবং প্রিস্টরা। বিশপরা গৃহবন্দি হয়ে রইলেন, গোটা স্পেনের যাজকদের জরিমানা করা হল এ অপরাধে তাঁরা নাকি নসিহত দিয়ে জনগণকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছেন। চার্চ যখন ফ্রাংকোকে বহিষ্কারের হুকুম দিল, কেবলমাত্র তখন ফ্রাংকো হামলা বন্ধ করলেন।

জাহান্নামে যাক, চার্চ! মনে মনে গালি দিলেন আকোকা। ফ্রাংকো মারা যাবার পরে এরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকালেন তিনি। 'বিশপকে বুঝিয়ে দেয়ার সময় হয়েছে যে আসলে কে স্পেন দেশটা চালাচ্ছে।'

বিশপ কালভো ইবানেজ রোগা, হালকা-পাতলা, ভঙ্গুর চেহারার। মাথায় কাশফুলের মতো শাদা চুল। চশমার আড়াল দিয়ে তিনি ওদের দুজনকে দেখলেন।

'Buenas verdes'

পেট ঠেলে বমি আসতে চাইছে কর্নেলের। পাদ্রিদের দেখলেই অসুস্থ বোধ করেন তিনি।

দাঁড়িয়ে রইলেন বিশপ, বসার আমন্ত্রণের অপেক্ষায়। কিন্তু তাঁকে কেউ বসতে বললেন না। কর্নেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়াও হল না। ইচ্ছে করেই অপমানটা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আকোকার দিকে তাকালেন।

আকোকা কাঠখোট্টা গলায় বললেন, 'কিছু অপ্রীতিকর খবর আমাদের কানে এসেছে। বাস্ক বিদ্রোহীরা ক্যাথলিক মঠে সভা করছে বলে খবর পেয়েছি। এমনও শুনেছি যে চার্চ মঠ ও কনভেন্টে বিদ্রোহীরা অস্ত্র মজুত রাখার অনুমতিও দিচ্ছে।' তাঁর কণ্ঠে ইস্পাত-কাঠিন্য। 'আপনি যখন স্পেনের শত্রুদেরকে সাহায্য করেন তখন আপনি স্পেনের শত্রু হয়ে যান।'

বিশপ ইবানেজ স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কর্নেলের দিকে। তারপর ফিরলেন প্রধানমন্ত্রীর দিকে।

'ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনার প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে বলছি আমরা সবাই স্পেনের সন্তান। বাস্করা আপনারা শত্রু নয়। ওরা শুধু স্বাধীনতা চাইছে—'

'ওরা স্বাধীনতা চাইতে পারে না,' হুংকার ছাড়লেন কর্নেল। 'ওরা অভিশপ্ত! ওরা সারাদেশে বদমাইশি করে বেড়াচ্ছে। ব্যাংক ডাকাতি করছে, হত্যা করছে পুলিশের লোকজন। আর তারপরও আপনি বলছেন ওরা আমাদের শত্রু নয়?'

'স্বীকার করছি কিছু ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধে সবসময়ই বিশ্বাস করা হয়—'

'ওরা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করে না। স্পেন নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের এক বিখ্যাত লেখক বলেছেন, 'স্পেনের কেউ দেশের কথা ভাবে না। যে যার স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। চার্চ, বাস্ক এবং ক্যাটালান। সবাই সবার পাছা মারার জন্য মুখিয়ে রয়েছে।'

কর্নেল আকোকা কোন্ লেখকের উদ্ধৃতি বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন জানেন বিশপ। ওর্তেগা ই গ্যাসেট। তবে ওর্তেগা কেবল সেনাবাহিনী আর সরকার নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন। কিন্তু বিশপ এ নিয়ে কোনো মন্তব্য না-করাই সমীচীন মনে করলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকালেন। আশা করছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যুক্তি নিয়ে কথা বলা যাবে।

'ইয়োর এক্সেলেন্সি, ক্যাথলিক চার্চ—'

প্রাইম মিনিস্টার বুঝতে পারছেন আকোকা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, 'আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না, বিশপ। নীতিগতভাবে সরকার ক্যাথলিক চার্চকে শতভাগ সমর্থন করে।

আবার কথা বলে উঠলেন কর্নেল আকোকা। 'কিন্তু তাই বলে আপনার চার্চ, মঠ এবং কনভেন্টকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে দিতে পারি না। আপনারা যদি বাস্কদের অস্ত্র মজুত রাখতে থাকেন, তাদেরকে সভা-সমিতি করতে দেন, এর পরিণতি অবশ্যই আপনাদের ভোগ করতে হবে।'

'আপনারা যে রিপোর্ট পেয়েছেন তাতে সত্যতার অভাব রয়েছে,' মসৃণ গলায় বললেন বিশপ। 'যা হোক, তবু আমি বিষয়টি নিশ্চয় তদন্ত করে দেখব।'

প্রধানমন্ত্রী বিড়বিড় করলেন, 'ধন্যবাদ, বিশপ। তাতেই চলবে।'

চলে গেলেন বিশপ।

'তোমার কী মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলেন মার্টিনেজ।

'কী ঘটছে সবই উনি জানেন।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী। চার্চের সঙ্গে নতুন কোনো বিরোধে আমি জড়াতে চাই না, কারণ এমনিতেই অনেক সমস্যা নিয়ে জর্জরিত আছি, ভাবলেন তিনি।

'চার্চ যদি বাস্কদের পক্ষ নেয়, তার মানে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে,' কঠিন শোনাল কর্নেলের কণ্ঠ। 'আমি আপনার অনুমতিক্রমে বিশপকে একটা শিক্ষা দিতে চাই।'

কর্নেলের চোখে উন্মাদের চকচকে চাউনি চমকে দিল প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি সতর্ক গলায় প্রশ্ন করলেন, 'চার্চ বিদ্রোহীদেরকে সাহায্য করার কোনো প্রমাণ কি তুমি পেয়েছ?'

'অবশ্যই, ইয়োর এক্সেলেন্সি।'

লোকটা সত্য বলছে নাকি মিথ্যা তা প্রমাণ করার উপায় নেই। প্রধানমন্ত্রী আকোকা চার্চকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন। চার্চকে খানিকটা শিক্ষা অবশ্য দেয়া যায় আকোকাকে লেলিয়ে দিয়ে। তবে কর্নেলের রাশ আলগা করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন আকোকা। 'চার্চ যদি টেররিস্টদের আশ্রয় দিয়ে থাকে তাহলে ওদেরকে শাস্তি দিতেই হবে।'

তেতোমুখে মাথা ঝাঁকালেন প্রধানমন্ত্রী। 'তুমি কোথেকে শুরু করতে চাইছ?'

'জেমি মাইরো এবং তার লোকদেরকে গতকাল আভিলায় দেখা গেছে। সম্ভবত ওখানকার কনভেন্টে লুকিয়েছে।' মনস্থির করে ফেললেন প্রধানমন্ত্রী। 'সার্চ করো।' হুকুম দিলেন তিনি।

তাঁর এ সিদ্ধান্ত এমন সব ঘটনার জন্ম দিল যা শুধু স্পেন নয়, গোটা বিশ্বকে ধরে নাড়া দিল।

আভিলা

তিন

এখানে নীরবতা যেন মৃদু তুষারপাতের মতো, নরম এবং ফিসফিসে, যেন গ্রীষ্মকালীন বাতাসের কানাকানি, নক্ষত্রপুঞ্জের প্যাসেজের মতো শান্ত। সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট অব দা স্ট্রিক্ট অবজারভেশনটি দেয়াল-ঘেরা শহর আভিলার ঠিক বাইরে। আভিলা স্পেনের সবচেয়ে উঁচু শহর, মাদ্রিদ থেকে ১১২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। কনভেন্টটি তৈরি করাই হয়েছে নীরবতার জন্য। ১৬০১ সালের গৃহীত আইনকানুন এখনও এখানে বলবৎ গণপ্রার্থনা, আধ্যাত্মিক এক্সারসাইজ, কঠোর এনক্লোজার, প্রায়শ্চিত্ত এবং নীরবতা। সর্বদা নীরবতা।

কনভেন্টটির চেহারা অতি সাধারণ, শক্ত পাথর দিয়ে তৈরি। মাঝখানের উঠোনে খোলা আর্ক। কনভেন্টে নানের সংখ্যা চল্লিশ। তারা প্রার্থনা করে, থাকে কনভেন্টের মধ্যে। গৃহযুদ্ধের সময় চার্চ-বিরোধী আন্দোলনে স্পেনে শতাধিক গির্জা ধ্বংস করা হয়। তারও আগে, আরও বহু মঠ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। যে সাতটি কনভেন্ট চার্চ-বিরোধীদের রোষ থেকে রক্ষা পেয়েছে আভিলার কনভেন্ট তার একটি।

সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট অভ দ্য স্ট্রিক্ট অবজারভেন্স-এর অধিবাসীরা তাদের পুরোটা জীবন কাটিয়ে দেয় প্রার্থনা করে। এখানে কোনো ঋতু প্রবেশ করে না, সময়ের হিসেব নেই, যারা একবার এখানে বসবাস করতে আসে, বাইরের জগৎ থেকে তারা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সিস্টারসিয়ানের জীবন হল ধ্যান আর প্রায়শ্চিত্তের জীবন।

এ কনভেন্টের সিস্টারদের সকলে একইরকমের পোশাক পরে। তাদের পোশাকের নাম কাপুচা। এটি হুডঅলা একটি আলখেল্লা। পবিত্রতা এবং সারল্যের প্রতীক। তাদের পোশাকের সঙ্গে আরও থাকে লিনেন টিউনিক, স্কাপুলার (কাঁধের ওপর চৌকোণা উলেন বস্ত্রখণ্ড) এবং উইম্পল (মাথা, গাল, চিবুক ও ঘাড় ঢাকা দেয়া লিনেনের ঘোমটা)

কনভেন্টের ভেতরের দেয়ালে রয়েছে বেশকিছু প্যাসেজওয়ে এবং সিঁড়ি যা দিয়ে ডাইনিংরুম, কম্যুনিটি রুম, প্রকোষ্ঠ এবং চ্যাপেলে যাওয়া যায়। সর্বত্র বিরাজমান শীতল, পরিষ্কার একটি পরিবেশ। মোটা কাচের জানালাগুলো উঁচু দেয়ালে ঘেরা বাগানের দিকে মুখ ফেরানো। প্রতিটি জানালায় লোহার গরাদ, বাইরে থেকে ভেতরটা কারও দেখার

অবকাশ নেই। ভোজনশালা ও ডাইনিং হলটি লম্বা, নিরাভরণ, জানালায় পর্দা ফেলা। প্রাচীন আমলের মোমদানির মোম-ছাদ এবং দেয়ালে ফেলছে ভৌতিক ছায়া।

গত চারশো বছরে কনভেন্টের দেয়ালের ভেতরের কোনোকিছুর পরিবর্তন ঘটেনি, শুধু মুখগুলো ছাড়া। সিস্টারদের ব্যক্তিগত সম্পদ বলতে কিছু নেই, কারণ যিশুখৃস্টের মতো গরিবি হালেই থাকাই তাদের জন্য অবশ্যকর্তব্য। একদম অনাড়ম্বর, শুধু খাঁটি সোনার একটি অমূল্য ক্রুশ রয়েছে। এটি বহু আগে এক ধনবান ধার্মিক গির্জাকে উপহার দিয়েছিলেন। সোনার ক্রুশটি ভোজনশালার একটি কেবিনেটে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। চার্চের বেদিতে ঝুলছে কাঠের সাধারণ একটি ক্রুশ।

যিশুখৃস্টের মতো জীবনযাপন যেসব নারীর ধ্যানজ্ঞান তারা সবাই একত্রে বসবাস করে, একসঙ্গে কাজ করে, আহার করে একসঙ্গে এবং প্রার্থনাও করে একসঙ্গে। যদিও তারা কখনও কারও সঙ্গে কথা বলে না, এমনকি কেউ কারও শরীর পর্যন্ত স্পর্শ করে না। তবে এর ব্যতিক্রমটি ঘটে যখন রেভারেন্ড মাদার প্রাইওরেস বেটিনা নিজের অফিসে তাদের সঙ্গে কথা বলেন, তখন। তবে তখনও যতটা সম্ভব শরীরের ভাষা ব্যবহার করে, আকার ইঙ্গিতে কথাবার্তা সারা হয়।

রেভারেন্ড মাদারের বয়স সত্তরের কোঠায়। এ বয়সেও ঝলমলে চেহারা, হাসিখুশি এবং প্রাণবন্ত। কনভেন্টের জীবন তিনি উপভোগ করেন, ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। তিনি তাঁর নানদের দশ হাত দিয়ে আগলে রাখেন, বেদনাবোধ করেন যখন কাউকে শাস্তি দেয়ার চেয়ে তার ওপর নিয়মকানুন প্রয়োগ করতে বাধ্য হন।

নানরা মঠ এবং করিডরে জমিনের দিকে চোখ নামিয়ে হাঁটাহাঁটি করে, হাতজোড়া আড়াআড়িভাবে থাকে বুকের ওপর, একজন অপরজনের পাশ দিয়ে হেঁটে যায় নিঃশব্দে, কেউ কাউকে চিনতে পেরেছে এরকম কোনো আলামত তাদের চেহারায় অনুপস্থিত। শুধু যে-আওয়াজটি শোনা যায় তা হলো ঘণ্টাধ্বনি—যে ঘণ্টার নাম দিয়েছেন ভিক্টর হুগো, *গির্জার অপেরা।*

কনভেন্টের সিস্টারদের কারও ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে কারও কোনো মিল নেই এবং তারা এসেছে নানান দেশ থেকে। এদের কারও পরিবার অভিজাত, কেউ কৃষকের সন্তান, কারও বাবা সৈনিক... কেউ ধনী পরিবারের, কেউবা গরিব। এদের মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, দুঃখী, মর্যাদাবান সবাই আছে। তবে এরা এখন সকলে ঈশ্বরের চোখে এক, তারা সবাই যিশুর অনন্ত জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবন বেঁধে নিতে ব্যাকুল।

কনভেন্টের জীবন অত্যন্ত শাদামাঠা। শীতের সময় প্রবল ঠাণ্ডা ধারালো ছুরির কোপ বসায় শরীরে, গরাদঅলা জানালা দিয়ে শীতল, ম্লান আলো ঢোকে ঘরে। নানরা পুরো পোশাক পরে খড়ের গদিতে ঘুমায়, গায়ে থাকে খসখসে কম্বল। নানদের প্রত্যেকের জন্য ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ বরাদ্দ। সেখানে আসবাব বলতে শুধু পিঠখাড়া

কাঠের একখানা চেয়ার। হাতমুখ ধোয়ার কোনো ওয়াশস্ট্যান্ড নেই। মেঝের এককোণে মাটির একটি জগ আর বেসিন। কেউ কারও ঘরে ঢুকতে পারে না। এ ব্যাপারে প্রতিটি নানের ওপর কঠোর বারণ রয়েছে। শুধু রেভারেন্ড মাদার বেটিনাই যে-কারও ঘরে ঢোকার অধিকার রাখেন। নানদের জীবনে বিনোদন বলে কিছু নেই, শুধু কাজ আর প্রার্থনা ছাড়া। কাজের মধ্যে রয়েছে সেলাই, বই বাঁধাই, তাঁত বোনা, এবং রুটি তৈরি। প্রতিদিন আটঘণ্টা সময় নির্ধারিত প্রার্থনার জন্য মাতিন, লাউডস, প্রাইম, টার্স, সেক্সট, নান, ভেসপার এবং কমপ্লাইন। এছাড়াও তাদেরকে বেনেডিকশন, হাইম এবং সমবেত প্রার্থনা সংগীতে অংশ নিতে হয়।

মাতিন প্রার্থনার সময় অর্ধেক পৃথিবী যখন জেগে থাকে আর বাকি অর্ধেক লিপ্ত থাকে পাপকর্মে।

লাউডস-এর প্রার্থনা করা হয় ভোর রাতে।

প্রাইম হল চার্চের সকালবেলার প্রার্থনা। সারাদিনের কাজের জন্য আশীর্বাদ চাওয়া হয়।

টার্স শুরু হয় সকাল ন'টায়, সেন্ট অগাস্টিনের উদ্দেশে উৎসর্গকৃত এ প্রার্থনা।

সেক্সট প্রার্থনার সময় সকাল সাড়ে এগারোটা, মানুষের কামনাবাসনা দমনের জন্য এ প্রার্থনা করা হয়।

নান-এর প্রার্থনা করা হয় বেলা তিনটায়, এ সময়ে মারা গিয়েছিলেন যিশু।

ভেসপার হল চার্চের সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা।

কমপ্লাইন হল দিনের শেষের প্রার্থনা। রাতেও প্রার্থনা করে নানরা। এ প্রার্থনা হল মৃত্যু এবং ঘুমের জন্য প্রস্তুতি।

কিছু কিছু কনভেন্টের চাবুক মারার প্রথা নেই। কিন্তু সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট এবং মঠে এ নিয়মটি এখনও রয়ে গেছে। সপ্তাহে অন্তত একদিন, কখনও কখনও প্রতিদিন নানরা ডিসিপ্লিন নামে বারো ইঞ্চি লম্বা একটি বেত দিয়ে নিজেদেরকে শারীরিক কষ্ট দেয়। ডিসিপ্লিন সরু একটি রশি দিয়ে তৈরি, লেজের দিকে গোটা ছয় গিটঠু। প্রতিটি বাড়িতে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে অসহ্য যাতনা। বেত মারা হয় পিঠ, পা এবং নিতম্বে। সিস্টারসিয়ানের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনাকারী মাধ্যম বার্নার্ড অব ক্লোয়াভক্স বলেন, 'যিশুর শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছিল...আমাদের শরীরকে আমাদের প্রভুর নির্যাতিত দেহের অনুরূপ গড়ে তুলতে হবে।'

কারাগারের চেয়েও কঠিন কনভেন্টের জীবন। যদিও এখানকার অধিবাসীরা এ জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট, কারণ বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাদের প্রায় কারোরই কোনো ধারণা নেই। শারীরিক প্রেম, ব্যক্তিগত কোনো সম্পদ লাভ কিংবা নিজের কোনো পছন্দ থাকা তাদের জন্য সম্পূর্ণ বারণ। তাদেরকে লোভ-লালসা, প্রতিযোগিতা, ঘৃণা এবং ঈর্ষা ত্যাগ করতে হয়েছে। বাইরের দুনিয়ার সমস্ত চাপ এবং প্রলোভন থেকে তারা মুক্ত। কনভেন্টে সর্বদা বিরাজ করছে শান্তি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে থাকার অনির্বচনীয় আনন্দের

অনুভূতি। কনভেন্টের চার দেয়ালের মাঝে রয়েছে অবর্ণনীয় প্রশান্তি, যে শান্তি ছড়িয়ে আছে এখানে বসবাসকারী অধিবাসীদের মাঝেও। কনভেন্টকে যদি কারাগারের সঙ্গে তুলনা করাও হয়, তবু এটি তাদের কাছে ঈশ্বরের বাগানের কারাগারের মতো। যারা এখানে আছে তারা সবকিছু জেনে বুঝেই থাকছে এবং সারাজীবন এখানেই কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছে তাদের।

কনভেন্টের ঘণ্টার শব্দে জেগে গেল সিস্টার লুসিয়া। চোখ মেলে চাইল সে, ক্ষণিকের জন্য চমকে গেছে। তার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নিঃসীম আঁধারে ঢাকা। ঘণ্টার শব্দ অকে জানিয়ে দিল রাত তিনটা বাজে। গোটা পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে আছে অথচ এখন ওদের কনভেন্টে নিশিপালন শুরু হবে।

ধ্যাত্তেরি! এ রুটিন আমাকে একদম মেরে ফেলবে, মুখ বাঁকাল সিস্টার লুসিয়া।

সে তার ক্ষুদ্র, অস্বস্তিকর কট-এ পিঠ দিয়ে শুয়ে রইল। সিগারেটের তেষ্টা পেয়েছে খুব। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেহটাকে তুলে নিল লুসিয়া। পরনের কাপড় এবং গায়ের জিনিসটা শিরিষ কাগজের মতো ঘষা দিচ্ছে তার নরম বুকে। চোখে ভেসে উঠল রোমে তার অ্যাপার্টমেন্টে রাখা চমৎকার ডিজাইনের গাউনগুলো, গস্তাদ-এর শ্যালেতেও দারুণ দারুণ পোশাক রেখে এসেছে লুসিয়া। মনে পড়ছে ভ্যালেনটিনো, আরমানি আর গিয়ান্নির ডিজাইন করা দামি গাউনের কথা।

প্যাসেজ থেকে নানদের মৃদু পদশব্দ ভেসে এল। সবাই উঠে পড়েছে। সিস্টার লুসিয়া বিছানা ছাড়ল, যেমনতেমনভাবে বিছানা গোছাল, তারপর বেরিয়ে এল লম্বা করিডরে। ওখানে সার বেঁধে দাঁড়ানো নানের দল, চোখ মাটিতে। ধীরপায়ে সকলে চ্যাপেলের দিকে রওনা হল।

ওদেরকে দেখাচ্ছে এক ঝাঁক পেঙ্গুইনের মতো, ভাবল লুসিয়া। ও কিছুতেই বুঝতে পারে না এই মেয়েগুলো কেন স্বেচ্ছায় এরকম একটা নীরস জীবন বেছে নিয়েছে, বিদায় জানিয়েছে সেক্সকে, সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় তারা পরে না, ভালো ভালো খাবার খায় না। *এসব ছাড়া বেঁচে থাকা যায় নাকি? জাহান্নামে যাক আইনকানুন।*

সিস্টার লুসিয়া যেবার প্রথম কনভেন্টে এল, রেভারেন্ড মাদার তাকে বলেছিলেন, 'মাথা নিচু করে হাঁটবে, কোটের নিচে ভাঁজ করে রাখবে হাত। ছোট ছোট কদমে হাঁটবে এবং ধীরে ধীরে। অন্য কোনো সিস্টারের চোখে কখনও তাকাবে না, এমনকি তাদের দিকে আড়চোখে তাকানোও মানা। কারও সঙ্গে কথা বলা বারণ। তুমি শুধু ঈশ্বরের বচন শুনবে।'

'জি, রেভারেন্ড মাদার।'

পরের একটা মাস নির্দেশমাফিক কাজ করেছে লুসিয়া।

'এখানে যারা আসে তারা অন্যদের সঙ্গে যোগ দিতে আসে না, ঈশ্বরের সঙ্গে

একা যোগ দিতে আসে। ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধন গড়ে তুলতে আত্মার একাকিত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয়,' বলেছিলেন রেভারেন্ড মাদার। 'আর নীরবতার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব।'

'জি, রেভারেন্ড মাদার।'

'চোখের নীরবতাকে সবসময় মেনে চলতেই হবে। অন্যের চোখে চোখ পড়লে তুমি অর্থহীন চেহারা বা আকৃতির দ্বারা মানসিক বিহ্বলতার শিকার হতে পারো।'

'জি, রেভারেন্ড মাদার।'

'এখানে প্রথম যে-শিক্ষাটি তুমি পাবে তা হল অতীতের শুদ্ধিমোচন, পুরনো অভ্যাস এবং অভিলাষ তুমি পরিশোধন করতে পারবে। নিজের ইচ্ছা, স্ব-প্রেমকে নিরাভরণ করবে তুমি, পাপমোচন করবে। শুধু অতীতের কার্যকলাপ নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। আমরা যখন একবার ঈশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য এবং পবিত্রতাকে আবিষ্কার করতে পারব, তখন শুধু নিজেদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করতেই পারব না, যারা পাপ করেছে তাদের সকলকেও মুক্ত করতে পারব।'

'জি, রেভারেন্ড মাদার।'

'কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে অবশ্যই তোমাকে লড়াই করতে হবে।'

'জি, রেভারেন্ড মাদার।'

'এখানে প্রতিটি নান নীরবতা এবং একাকিত্বের মাঝে বসবাস করে, যেন তারা স্বর্গে আছে। এই খাঁটি, মূল্যবান নীরবতার জন্য তাদের মধ্যে থাকে ক্ষুধা আর যারা এর মধ্যে বাস করতে জানে তারা ঈশ্বরের অনন্ত নীরবতাকে উপভোগ করতে পারে।'

প্রথম মাসের শেষের দিকে লুসিয়া তার প্রাথমিক শপথ নিল। অনুষ্ঠানের দিন ওকে চুল ছাঁটতে হল। যন্ত্রণাদায়ক একটা অভিজ্ঞতা। রেভারেন্ড মাদার প্রাইওরেস নিজে ওকে ন্যাড়া করলেন। লুসিয়াকে ডেকে পাঠালেন নিজের অফিসে। ইশারা করলেন বসতে। তিনি লুসিয়ার পেছনে বসলেন। লুসিয়া কী ঘটছে বুঝতে পারার আগেই কাঁচির ক্যাচক্যাচ শব্দ শুনতে পেল, টের পেল ওর চুল মুঠো করে চেপে ধরা হয়েছে। প্রতিবাদ করতে গিয়েও বিরত থাকল। চেঁচামেচি করলে ওরই বিপদ। ছদ্মবেশটা আর থাকবে না, আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে। *পরে চুল তো বড় হবেই,* ভাবছিল লুসিয়া। *অবশ্য এখন আমাকে ন্যাড়া মুরগির মতো দেখাবে।*

লুসিয়া তার নীরস কিউবিকলে ফিরে এল। এখানেই ওকে থাকতে হচ্ছে। *এটা একটা সাপের গর্ত,* মনে মনে বলল লুসিয়া। মেঝে নগ্ন কাঠের। খড়ের বিছানা আর পিঠখাড়া চেয়ারটা ঘরের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে। খবরের কাগজ পড়তে খুব ইচ্ছে করছিল ওর। কিন্তু এখানে কাগজ পড়ার কোনো সুযোগ নেই, জানে ও। কনভেন্টে কেউ খবরের কাগজের নামও শোনেনি, রেডিও শোনা কিংবা

টিভি দেখা দূরে থাক। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন।

তবে লুসিয়াকে সবচেয়ে যে-জিনিসটি কষ্ট দেয় তা হলো অস্বাভাবিক নীরবতা। একে অন্যের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান হয় শুধুমাত্র হাত-ইশারা এবং অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে। এ ব্যাপারটা লুসিয়াকে প্রায় উন্মাদ করে তুলেছে। ঝাড়ুর দরকার হলে ওকে ডান হাত বাড়িয়ে ডান থেকে বামে নাড়তে হয়, যেন ঝাড়ু দিচ্ছে। লুসিয়া কাজে ঢিলা দিলে রেভারেন্ড মাদার একবার ওকে ভর্ৎসনা করেছিলেন ডান হাত দিয়ে নিজের গাল চুলকে দিয়ে। ওই দৃশ্য দেখে লুসিয়ার মনে হয়েছিল মাদারকে যেন মশা কামড়িয়েছে আর তিনি গাল চুলকাচ্ছেন।

ওরা চ্যাপেলে চলে এসেছে। নানরা নীরবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল। তবে লুসিয়া ভাবছিল অন্য কথা।

আর দু-এক মাসের মধ্যে পুলিশ যখন আমাকে খোঁজাখুঁজি বাদ দেবে, তখন আমি এই পাগলাগারদ থেকে পালাব।

সকালের প্রার্থনা সেরে সিস্টার লুসিয়া অন্যদের সঙ্গে মার্চ করে ডাইনিংরুমে ঢুকল, আইন ভঙ্গ করে, যা সে প্রতিদিনই করে, প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল। এতে সে মজা পায়। তার বিনোদন শুধু এটাই। ভাবতে পুলক জাগে মনে যে সে ছাড়া কেউ জানে না অন্যান্য নানরা কে কেমন দেখতে।

নানদের চেহারা দেখে লুসিয়া বিমোহিত হয়।

কেউ বৃদ্ধা, কেউ তরুণী, কেউ সুন্দরী, কেউ কুৎসিত। কিন্তু ও বুঝতে পারে না সবাইকে এমন সুখি মনে হয় কেন। তিনটি চেহারা লুসিয়াকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। একজন সিস্টার টেরেসা, বয়স ষাটের কোঠায়। মহিলা দেখতে তেমন সুন্দর নন। তবে তাঁর মধ্যে এমন পবিত্র একটা ভাব আছে যা তাঁকে অপার্থিব এক সৌন্দর্য এনে দিয়েছে। তিনি যেন সবসময়ই হাসছেন। যেন তিনি চমৎকার কিছু কথা গোপন করে রেখেছেন যার কথা ভেবে সর্বদা হাসিহাসি তাঁর মুখ।

আরেক নান, সিস্টার গ্রেসিয়েলার প্রতিও দারুণ আগ্রহ বোধ করে লুসিয়া। মহিলার বয়স একত্রিশ/বত্রিশ। অপূর্ব সুন্দরী। গায়ের রঙ জলপাইয়ের মতো, মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো ফিগার, চোখজোড়া যেন আলোকিত কৃষ্ণ পুষ্করিণী।

এ মহিলা ফিল্মস্টার হতে পারত, ভাবে লুসিয়া। *এর কাহিনী কী? এ কেন এরকম একটা জায়গায় মরতে এসেছে।*

লুসিয়ার তৃতীয় আগ্রহের কারণ সিস্টার মেগান। নীল চোখ, স্বর্ণকেশী এ নানের বয়স ছাব্বিশ/সাতাশ হবে। মুখখানা লাবণ্যে ঢলঢল।

এ এখানে কী করছে? এ মহিলারা এখানে কী করছে? কনভেন্টের দেয়ালের মাঝখানে তারা বন্দি, ছোট একটি সেলে এদের থাকতে দেয়া হয়, পচা খাবার খেতে

হয়, প্রতিদিন আটঘণ্টা প্রার্থনা করতে তারা বাধ্য, শক্ত শক্ত কাজ করে, ঘুমাবার খুব কম সময় মেলে। এরা আসলে সবাই পাগল।

লুসিয়া ভাবে, সে এ মহিলাদের চেয়ে অন্তত ভালো আছে। কারণ বাকি জীবনটা এদেরকে এখানেই কাটাতে হবে আর লুসিয়া এখান থেকে আর দু-এক মাসের মধ্যে কেটে পড়বে। বড়জোর তিন মাস। *লুকাবার চমৎকার জায়গা এটা,* ভাবছে ও। *তাড়াহুড়োর কিছু নেই। কিছুদিন পরে পুলিশ ভাববে আমি মারা গেছি। এখান থেকে বেরিয়ে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংক থেকে টাকাগুলো তুলে নেব আমি। তারপর হয়তো এ উন্মাদ-আশ্রয় নিয়ে একটা বই লিখব।*

কয়েকদিন আগে সিস্টার লুসিয়াকে রেভারেন্ড মাদার নিজের অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন একটি কাগজ ফেরত নেয়ার জন্য। লুসিয়া মাদারের অনুপস্থিতিতে ফাইলে চোখ বুলাচ্ছিল। কিন্তু সে ধরা পড়ে যায় মাদারের কাছে।

'এজন্য শাস্তি তোমাকে পেতে হবে,' বললেন রেভারেন্ড মাদার। 'ডিসিপ্লিন দিয়ে নিজেকে চাবকাবে তুমি।'

মাথা নিচু করে ভীরু গলায় লুসিয়া বলল, 'জি, রেভারেন্ড মাদার।'

লুসিয়া নিজের ঘরে গেল, কিছুক্ষণ পরে নানরা করিডর ধরে হাঁটার সময় শুনতে পেল চাবুকের ঠাস ঠাস শব্দ আর লুসিয়ার গোঙানি। যেন লুসিয়া নিজেকে চাবকাচ্ছে। আসলে লুসিয়া নিজেকে চাবকাচ্ছিল না, বিছানায় সাঁই সাঁই চাবুক মারছিল আর মুখে যন্ত্রণাকাতর শব্দ করছিল।

ওরা এখন ভোজনালয়ের খাবার টেবিলে বসেছে। চল্লিশজন নান দুটো লম্বা টেবিলে। সিস্টারসিয়ানে শুধু নিরামিষ খাওয়া হয়। কারণ শরীর মাংসের জন্য ব্যাকুল বলে ওটা খাওয়া নিষেধ। ভোর হবার অনেক আগে পরিবেশন করা হয় এক কাপ চা অথবা কফি এবং কয়েক আউন্স শুকনো রুটি। প্রধান খাবার দেয়া হয় সকাল এগারোটায়। মেনুতে থাকে এক বাটি পাতলা সুপ, সামান্য সব্জি এবং কখনো সখনো এক টুকরো ফল।

'আমরা এখানে নিজেদের শরীরকে খুশি করতে আসিনি, এসেছি ঈশ্বরকে খুশি করতে।'

এমন বাজে খাবার তো আমি আমার বেড়ালকেও খেতে দেব না, ভাবছে লুসিয়া। এখানে দুমাস ধরে আছি আমি। ইতিমধ্যে আমার ওজন দশ পাউন্ড কমে গেছে। এ হল ঈশ্বরের হেলথ ফার্ম।

নাশতা খাওয়া শেষ হলে দুজন নান দুটি হাতধোয়ার বাটি এনে টেবিলের দুপ্রান্তে রাখল। টেবিলে বসা সিস্টাররা তাদের প্লেট এগিয়ে দিল বাটি হাতে সিস্টারের দিকে। সে প্রতিটি প্লেট বাটিতে ধুয়ে নিয়ে, মুছে প্লেটটি তার মালিককে ফিরিয়ে দিল। বাটির পানি কিছুক্ষণের মধ্যে কালো, নোংরা হয়ে গেল।

বাকি জীবনটা ওরা এভাবেই কাটিয়ে দেবে, তিক্ত মন নিয়ে চিন্তা করছে সিস্টার লুসিয়া। *কিন্তু আমি তো আর কোনো অভিযোগ করতে পারছি না। সারাজীবন কারাগারে কাটানোর চেয়ে এটা অন্তত ভালো...*

লুসিয়া এ মুহূর্তে একটি সিগারেট পেলে তার অমর আত্মা বিকিয়ে দিতে রাজি।

এদিকে রাস্তা থেকে চারশো গজ দূরে কর্নেল র‍্যামন আকোকা GOE থেকে নির্বাচিত দু-ডজন দক্ষ লোককে নিয়ে কনভেন্টে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

চার

শিকারির প্রবৃত্তি রয়েছে কর্নেল র‍্যামন আকোকার মধ্যে। তিনি শিকারকে তাড়িয়ে বেড়াতে ভালোবাসেন, তবে হত্যা করে তিনি আত্মিক তৃপ্তি লাভ করেন। একবার তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছে স্বীকার করেছিলেন, 'হত্যার সময়ে আমার যৌন রাগমোচন ঘটে। সেটা হরিণ, খরগোশ কিংবা মানুষ যা-ই হোক—কারও জীবন ছিনিয়ে নেয়ার সময় নিজেকে মনে হয় ঈশ্বরের সমতুল্য।'

সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরে কাজ করেছেন আকোকা, দুর্দান্ত প্রতিভাবান কর্মকর্তা হিসেবে খুব দ্রুত খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তিনি অকুতোভয়, নির্মম এবং বুদ্ধিমান, আর এ তিনের সমন্বয় তাঁকে জেনারেল ফ্রাংকোর এক এইডের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

আকোকা ফ্রাংকোর বাহিনীতে লেফটেনেন্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন, তিন বছরেরও কমসময়ে কর্নেলের পদমর্যাদায় ভূষিত হন। তাঁকে ফ্যালানজিস্টদের দায়িত্ব দেয়া হয়। ফ্রাংকোর বিরোধিতাকারীদের কাছে মূর্তিমান আতঙ্কের নাম ফ্যালানজিস্ট।

যুদ্ধের সময় আকোকাকে OPUS MUNDO'র একজন সদস্য ডেকে পাঠান।

'জেনারেল ফ্রাংকোর অনুমতিক্রমে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, নিশ্চয় জানো।'

'জি, স্যার।'

'তোমার ওপরে আমাদের নজর আছে, কর্নেল। তোমার কর্মকাণ্ডে আমরা খুশি।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'মাঝে মাঝে আমাদেরকে কিছু কাজ করতে হয়—ধরো গোপন কোনও কাজ এবং একই সঙ্গে অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

'বুঝতে পারছি, স্যার।'

'আমাদের শত্রুর অভাব নেই। আর এসব লোকজন আমাদের কাজের গুরুত্ব বুঝতে অক্ষম।'

'জি, স্যার।'

'এরা মাঝে মাঝে আমাদের কাজে নাক গলায়। আর তা কিছুতেই আমরা হতে দিতে পারি না।'

'না, স্যার।'

'আমার বিশ্বাস, তোমার মতো একজন লোককে আমরা কাজে লাগাতে পারব, কর্নেল। আমার ধারণা, আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারব।'

'জি, স্যার। আমি আপনাদের কাজে লাগতে পারলে সম্মানিত বোধ করব।'

'তুমি সেনাবাহিনীতেই থাকো। এতে আমাদের সুবিধে হবে। তবে মাঝে মাঝে তোমাকে আমরা এসব বিশেষ প্রজেক্টে পাঠাব।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'আর কাউকে একথা বলার দরকার নেই।'

'না, স্যার।'

ডেস্কের পেছনের মানুষটি আকোকাকে নার্ভাস করে তুলছিল। মানুষটার মধ্যে ভীতিকর কী যেন একটা ব্যাপার আছে।

কর্নেল আকোকাকে OPUS MUNDO আধডজন অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিল। আর এসব অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে তাঁকে আগেই বলা হয়েছে এগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

একটি মিশনে গিয়ে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আকোকার। মেয়েটির জন্ম এক অভিজাত পরিবারে। এর আগে আকোকার সঙ্গে যেসব মেয়ের সাক্ষাৎ হয়েছে তারা হয় ছিল বেশ্যা নতুবা ক্যাম্পের মেয়ে। এদেরকে ঘৃণা করতেন আকোকা। কিছু মেয়ে আকোকার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল, আসলে তাঁর শক্তির প্রেমে পড়ে গিয়েছিল বলা যায়। আকোকা এদেরকে একদমই পাত্তা দেননি।

কিন্তু সুসানা সেরেডিল্লা ছিল ভিন্নজগতের নারী। তাঁর বাবা ছিল মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর মা আইনজীবী। সুসানের বয়স তখন সতেরো, শরীর পূর্ণযৌবনা যুবতীর তবে মুখখানা ম্যাডোনার মতো নিষ্পাপ, নরম। র‍্যামন আকোকা এমন নারী-শিশু কোনোদিন দেখেননি। মেয়েটির নম্রতা তাঁকে দারুণ আকর্ষণ করে। তিনি সুসানার প্রেমে পড়ে যান। এবং তাঁকে বিয়ে করেন। কামনা-বাসনা আকোকার কাছে অপরিচিত শব্দ নয়, তবে প্রেম এবং প্যাশনের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে।

বিয়ের তিনমাস পরে সুসানা ঘোষণা দেয় সে মা হতে চলেছে। উল্লাসে ফেটে পড়েন আকোকা। ওই সময় তিনি স্ত্রীকে বাস্কদের চমৎকার সুন্দর গাঁ কাস্টিলবানকায় সুখের সময় কাটাচ্ছিলেন। তখন ১৯৩৬ সালের শরৎকাল, রিপাবলিকান এবং ন্যাশনালিস্টদের মধ্যে লড়াই তুঙ্গে।

রোববারের এক শান্তিময় সকালে র‍্যামন আকোকা তাঁর বধূকে নিয়ে কফি পান করছেন, এমন সময় বাস্ক-বিক্ষোভকারীদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে ভোরের শান্তি নষ্ট হয়ে গেল।

'তুমি ঘরে যাও,' বললেন আকোকা। 'ঝামেলা হবে।'

'কিন্তু তুমি—?'

'প্লিজ, আমার কোনও সমস্যা হবে না।'

বিক্ষোভকারীরা ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে র‍্যামন আকোকা দেখলেন তাঁর বধূ ভিড়ের কাছ থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে, এগোচ্ছে চত্বরের শেষপ্রান্তের মঠটির দিকে। মঠের ধারে পৌঁছেছে সুসানা, বিস্ফোরিত হল কনভেন্টের দরজা, ভেতরে লুকিয়ে থাকা সশস্ত্র বাস্করা গুলি ছুড়তে ছুড়তে বেরিয়ে এল। অসহায়ের মতো আকোকা দেখলেন গুলিবৃষ্টির মধ্যে মোরব্বার মতো কেচে যাচ্ছে তার নববধূর শরীর। সেদিন তিনি শপথ নিলেন এর প্রতিশোধ নেবেন। বাস্করা তো বটেই, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য গির্জাও কম দায়ী নয়।

এখন তিনি আভিলায়, আরেকটি কনভেন্টের বাইরে। এবারে ওদের মৃত্যু অনিবার্য।

কনভেন্টে, ভোর হবার আগে, অন্ধকারে, ডান হাতে ডিসিপ্লিন শক্ত করে চেপে ধরে শরীরে বাড়ি মারতে লাগলেন সিস্টার টেরেসা। শক্ত গিঁঠগুলো তাঁর নরম মাংসে যেন কেটে বসতে লাগল। যন্ত্রণায় প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন তিনি, হাঁ করে গিলে ফেললেন ধ্বনি। এখানে কোনোরকম শব্দ করা নিষেধ। নীরবে *Misere* থেকে উদ্ধৃত করে চলেছেন *আমার পাপের জন্য আমাকে ক্ষমা করো, যিশু। তুমি যেভাবে শাস্তি পেয়েছ, সেভাবে নিজেকে শাস্তি দিই আমি, যে ক্ষত তোমার শরীরে সৃষ্টি হয়েছে, সে ক্ষত আমি তৈরি করি নিজের শরীরে। তুমি যেভাবে যন্ত্রণা সয়েছ আমাকেও সেভাবে সইতে দাও যন্ত্রণা।*

প্রচণ্ড ব্যথায় প্রায় জ্ঞান হারাবার দশা হল সিস্টার টেরেসার। আরও তিনবার চাবুক দিয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করলেন তিনি। তারপর নেতিয়ে পড়লেন নিজের বিছানায়। তবে শরীর থেকে রক্ত বেরোয়নি। কারণ রক্ত বের করা নিষেধ। টেরেসা চাবুকটি কালো একটি বাক্সে পুরে ওটা ঘরের এককোণে রেখে দিলেন। ওটা সবসময় ওখানে থাকে, মনে করিয়ে দেয় সামান্যতম পাপ করলেও তার শাস্তি শারীরিক যন্ত্রণা।

সিস্টার টেরেসার অপরাধ তিনি ওইদিন সকালে করিডর ধরে চোখ নামিয়ে হাঁটতে গিয়ে সিস্টার গ্রাসিয়েলার গায়ে ধাক্কা খেয়েছিলেন। চমকে গিয়ে তিনি সিস্টার গ্রাসিয়েলার মুখের দিকে তাকান। সিস্টার টেরেসা সঙ্গে সঙ্গে আইনভঙ্গের এ-কাজটির কথা জানিয়ে দেন রেভারেন্ড মাদার বেটিনাকে। অসন্তুষ্ট দেখায় বেটিনাকে, তিনি ডান হাত তিনবার এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে রেখে বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখান। তাঁর মুঠো ছিল বন্ধ, বুড়ো আঙুলের ডগা তর্জনী স্পর্শ করছিল—বেত ধরার চিহ্ন।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে সিস্টার টেরেসার চোখে বারবার ভেসে উঠছিল তরুণী নানের অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি। তিনি জানেন যতদিন বেঁচে থাকবেন, ওই মেয়েটির

সঙ্গে কথা বলা এবং তার দিকে আরেকবার তাকানোর সুযোগ তাঁর হবে না। কারণ নানদের মাঝে সামান্যতম ঘনিষ্ঠতার আঁচ পেলেও এজন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। মানসিক এবং দৈহিক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার এ পরিবেশে যে-কোনো রকমের সম্পর্ক গড়ে তোলা নিষেধ। রেভারেন্ড মাদার যদি কখনও দেখেন যে দুজন সিস্টার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করছে এবং পরস্পরের নীরব সান্নিধ্য উপভোগ করছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওদেরকে আলাদা করে ফেলেন। খাবার টেবিলে, একই ব্যক্তির সঙ্গে এক সারিতে দুবার পাশাপাশি বসাও মানা। এভাবে কেউ বসা মানে চার্চের চোখে তাদের মাঝে 'বন্ধুত্ব' গড়ে ওঠা। এর শাস্তি দ্রুত এবং ভয়ানক। আইন ভাঙার অপরাধে শাস্তি পেতে হয়েছে সিস্টার টেরেসাকে।

গির্জার ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল যেন অনেক দূর থেকে। ঘণ্টাধ্বনি নয়, এটা ঈশ্বরের কণ্ঠ, সিস্টার টেরেসাকে ভর্ৎসনা করছেন তিনি।

পরের প্রকোষ্ঠে, ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজ গ্রাসিয়েলার স্বপ্নের করিডর গড়িয়ে ঢুকে পড়ল। ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে চৌকির স্প্রিং-এর ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ মিশে গেল। গ্রাসিয়েলা স্বপ্ন দেখছিল উলঙ্গ মুর পুরুষটা, তার পুরুষাঙ্গ স্ফীত এবং দৃঢ়, দুহাত বাড়িয়ে ওকে ধরতে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল গ্রাসিয়েলার, বুকের পাঁজরে ধড়াস ধড়াস বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। চারপাশে চোখ বুলাল সে, আতঙ্কিত। দেখল অন্ধকার ক্ষুদ্র কক্ষটিতে সে একা। আর ঘণ্টাধ্বনি ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই।

খাটের কোণে হাঁটু মুড়ে বসল গ্রাসিয়েলা। প্রার্থনা করল নীরবে। তারপর খাট থেকে নেমে সাবধানে বিছানা ঝেড়েঝুড়ে রাখল। দরজা খুলে বেরুল। যোগ দিল অন্যান্য সিস্টারদের নীরব দলটির সঙ্গে। সবাই চ্যাপেলে যাচ্ছে মাতিন প্রার্থনায় অংশ নিতে। গ্রাসিয়েলার নাকে পোড়া-মোমের গন্ধ ভেসে এল, পায়ের নিচে পাথরের খড়খড়ে মেঝে।

সিস্টার গ্রাসিয়েলা যখন প্রথম এখানে আসে, মাদার প্রাইওরেস ওকে বলেছিলেন একজন নান হল সেরকম একজন নারী যে সবকিছু পাবার জন্য সবকিছু ত্যাগ করে। একথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি গ্রাসিয়েলা। তখন ওর বয়স মাত্র চোদ্দ। সতেরো বছর পরে একথার অর্থ এখন তার কাছে পরিষ্কার। গভীর ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় সবকিছুই সে পেয়ে যায়, ধ্যানস্থ অবস্থায় তার মন আত্মার সমস্ত জবাব দেয়। তার দিন কাটে অপূর্ব শান্তিতে।

আমার ভয়ংকর অতীত ভুলিয়ে দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ফাদার। আমার পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ। আপনাকে ছাড়া আমার ভয়ংকর অতীতের মুখোমুখি আমি হতে পারতাম না...ধন্যবাদ...ধন্যবাদ...

মাতিন প্রার্থনা শেষে নানরা যে-যার কক্ষে ফিরে এল, ঘুমাল লাউডস প্রার্থনা শুরুর আগ পর্যন্ত, ভোর তখন সবে উঁকি দিয়েছে আঁধার চিরে।

বাইরে কর্নেল আকোকা এবং তার লোকেরা অন্ধকারে দ্রুত ছুটে চলেছে। কনভেন্টে পৌঁছার পরে কর্নেল আকোকা বললেন, 'জেমি মাইরো আর তার লোকজনের কাছে অস্ত্র আছে। কাজেই কোনও ঝুঁকি নেয়া যাবে না।'

কনভেন্টের সামনে তাকালেন তিনি, একমুহূর্তের জন্য তাঁর চোখে ভেসে উঠল সেই কনভেন্টের দৃশ্য—বাস্করা কনভেন্ট থেকে বেরিয়ে আসছে আর তাদের গুলিতে আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে সুসানার দেহ।

'জেমি মাইরোকে আমি মৃত অবস্থায় চাই,' বললেন তিনি।

নীরবতা জাগিয়ে তুলল সিস্টার মেগানকে। তবে এ নীরবতা অন্যরকম, চলমান, বাতাসে ফিসফাস চাঞ্চল্য, মানুষজনের চাপা কণ্ঠ। এমন কিছু শব্দ সে শুনছে যা কনভেন্টে গত পনেরো বছরে এই প্রথম। হঠাৎ তার মনে হল এখানে মারাত্মক কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

অন্ধকারে নিঃশব্দে উঠে বসল মেগান। ঘরের দরজা খুলল। অবিশ্বাস নিয়ে দেখল করিডর বোঝাই পুরুষমানুষ। মুখে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ, এক দানব রেভারেন্ড মাদারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল মেগান। *আমি নিশ্চয় দুঃস্বপ্ন দেখছি,* ভাবছে ও। *এখানে এরা আসবে কীভাবে?*

'আপনি ওকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?' গর্জন ছাড়লেন কর্নেল আকোকা।

রেভারেন্ড মাদার বেটিনার মুখ শাদা হয়ে গেছে ভয়ে। 'শ্‌শ্‌শ! এটা ঈশ্বরের মন্দির। আপনি একে অপমান করছেন।' গলা কাঁপছে তাঁর। 'আপনারা এক্ষুনি চলে যান।'

কর্নেলের বজ্রমুষ্ঠি আরও শক্ত হল, রেভারেন্ড মাদারকে ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন তিনি। 'আমি মাইরোকে চাই, সিস্টার।'

দুঃস্বপ্নটা সত্যি।

অন্যান্য প্রকোষ্ঠের দরজা খুলতে শুরু করেছে, বেরিয়ে আসছে নানরা, তাদের চোখেমুখে বিহ্বল ভাব। এরকম অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে এই প্রথম।

কর্নেল আকোকা সিস্টার বেটিনাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন। ফিরলেন তাঁর এক লেফটেনেন্ট প্যাট্রিসিও আরিয়েটার দিকে। 'আগাপাশতলা সার্চ করো।'

ছড়িয়ে পড়ল আকোকার লোকজন, হামলা চালাল চ্যাপেল, ভোজনশালা এবং প্রকোষ্ঠগুলোতে, ঘুমন্ত নানদেরকে জাগিয়ে তুলল, তারা করিডরে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হল। সৈন্যদের আদেশ নিঃশব্দে পালন করল সন্ন্যাসিনীরা, নীরব থাকার শপথ এখনও রক্ষা করে চলেছে। মেগানের মনে হল সে নির্বাক চলচ্চিত্র দেখছে।

আকোকার লোকজন প্রতিহিংসায় উন্মত্ত। এরা সবাই ফ্যালানজিস্ট, তারা ভুলে যায়নি গৃহযুদ্ধের সময় চার্চ তাদের বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁদের প্রিয় নেতা

জেনারেলিসিমো ফ্রাংকোর শত্রু লয়ালিস্টদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। এবারে শোধ নেয়ার সুযোগ এসেছে। সন্ন্যাসিনীদের শক্তি এবং নীরবতা লোকগুলোকে আরও খেপিয়ে তুলল।

আকোকা একটি প্রকোষ্ঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, ঘর থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠের চিৎকার। ভেতরে তাকালেন তিনি। তাঁর এক লোক এক নানের পোশাক ছিঁড়ে ফেলছে। কর্নেল চোখ ফিরিয়ে নিলেন। পা বাড়ালেন সামনে।

পুরুষকণ্ঠের চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল সিস্টার লুসিয়ার। সে ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। তার মনে প্রথমেই যে চিন্তাটা এল তা হলো—*পুলিশ নির্ঘাত আমার খোঁজ পেয়ে গেছে। এক্ষুনি এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।* তবে সদর দরজা ছাড়া কনভেন্ট থেকে বেরুবার অন্য কোনও রাস্তা নেই।

দ্রুত খাট থেকে নেমে পড়ল লুসিয়া। উঁকি দিল করিডরে। যা দেখল তাতে অবাক হয়ে গেল। পুলিশ নয়, সিভিলিয়ান ড্রেসে অনেকগুলো লোক, হাতে অস্ত্র। তারা লাথি মেরে ল্যাম্প, টেবিল ইত্যাদি ভেঙে ফেলছে। ছোটাছুটি করছে চারদিকে।

রেভারেন্ড মাদার বেটিনা এই হট্টগোলের মাঝে দাঁড়িয়ে নীরবে প্রার্থনা করছেন, দেখছেন তাঁর প্রিয় মঠকে কীভাবে অপবিত্র করা হচ্ছে। সিস্টার মেগান এসে দাঁড়াল মাদারের পাশে, ওদের সঙ্গে যোগ দিল লুসিয়া।

'এসব কী হচ্ছে? কারা এরা?' জিজ্ঞেস করল লুসিয়া। কনভেন্টে প্রবেশ করার পরে এই প্রথম সে এত জোরে চেঁচিয়ে কথা বলল।

রেভারেন্ড মাদার তাঁর ডান হাত তিনবার বাম বগলের নিচে নিয়ে গেলেন। এর মানে হচ্ছে *লুকিয়ে পড়ো।*

লুসিয়া মাদারের দিকে অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল। 'আপনি এখন কথা বলতে পারেন। ঈশ্বরের দোহাই, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ুন। ফর ক্রাইস্টস শেক।'

কর্নেলের প্রধান এইড প্যাট্রিসিও আরিয়েটা পা চালিয়ে চলে এল আকোকার সামনে। 'আমরা সব জায়গায় খোঁজ চালিয়েছি, কর্নেল। কিন্তু জেমি মাইরো বা তার লোকজনের কোনোই চিহ্ন নেই।'

'আবার খোঁজো,' একগুঁয়ে স্বরে বললেন কর্নেল।

হঠাৎ রেভারেন্ড মাদারের কনভেন্টে লুকিয়ে রাখা মূল্যবান সম্পদটির কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সিস্টার টেরেসার কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি। চ্যাপেল থেকে সোনার ক্রুশটা নিয়ে মেনডাভিয়ার কনভেন্টে রেখে এসো। এখুনি যাও!'

সিস্টার টেরেসা এমন কাঁপছিলেন, মাথার ঘোমটায় কাঁপুনির চোটে ঢেউ উঠে যাচ্ছিল। তিনি স্থাণুর মতো তাকিয়ে রইলেন রেভারেন্ড মাদারের দিকে। সিস্টার টেরেসা ত্রিশ বছর ধরে আছেন কনভেন্টে। এখান থেকে কোথাও যাবার কথা

কোনোদিন কল্পনাও করেননি। তিনি হাত তুলে ইশারায় বললেন *আমি পারব না।*

উন্মাদ হয়ে গেছেন রেভারেন্ড মাদার। 'এই শয়তানদের হাতে ক্রুশটা কিছুতেই পড়তে দেয়া যাবে না। যিশুর জন্য কাজটা করো।'

সিস্টার টেরেসার চোখে ফুটল আলো। শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল তাঁর। তিনি ইশারা করলেন *যিশুর জন্য।* ঘুরলেন। দ্রুত পা বাড়ালেন চ্যাপেলে।

দলটির দিকে এগিয়ে আসছে সিস্টার গ্রাসিয়েলা, চেহারায় ভয়, আতঙ্ক এবং বিমূঢ়তা।

কর্নেলের লোকজন আরও বেশি হিংস্র হয়ে উঠেছে, হাতের সামনে যা পাচ্ছে ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলছে। সমর্থনের দৃষ্টিতে তাদের কাণ্ড দেখছেন কর্নেল।

লুসিয়া ফিরল মেগান এবং গার্সিয়েলার দিকে। 'তোমরা কী করবে জানি না, তবে আমি এখান থেকে কেটে পড়ছি। তোমরা আসবে?'

বোকা-বোকা চোখে লুসিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা, কথা বলতেও ভুলে গেছে।

সিস্টার টেরেসা দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে আসছেন ওদের দিকে, ক্যানভাসের টুকরোতে কী যেন পেঁচিয়ে রেখেছেন। কয়েকজন লোক নানদেরকে ভোজনশালার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

'এসো,' বলল লুসিয়া।

সিস্টার টেরেসা, মেগান এবং গার্সিয়েলা একমুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর লুসিয়ার পেছন পেছন এগোল সদর-দরজায়। লম্বা করিডরের শেষ মাথায় পৌঁছুল ওরা। প্রকাণ্ড দরজাটি ভেঙে পড়ে রয়েছে মেঝেয়।

এক লোক হঠাৎ এসে খাড়া হল ওদের সামনে। 'কোথাও যাওয়া হচ্ছে বুঝি? উঁহুঁ, তা তো চলবে না। তোমাদেরকে নিয়ে আমার বন্ধুদের বিশেষ পরিকল্পনা আছে।'

লুসিয়া বলল, 'তোমার জন্য আমরা একটা উপহার এনেছি।' হলওয়ের টেবিলে সাজানো ধাতবের ভারী একটি মোমবাতিদানি তুলে নিল সে। হাসল।

তাজ্জব লোকটা, 'তোমরা ওটা দিয়ে কী করবে?'

'এই যে এটা করব।' লুসিয়া মোমবাতিদানটা এক পাক ঘুরিয়ে খটাশ করে লোকটার চাঁদিতে বাড়ি মেরে বসল। মেঝেয় পড়ে গেল সে। অজ্ঞান।

তিন সন্ন্যাসিনী আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রইল।

'মুভ!' বলল লুসিয়া।

একটু পরেই লুসিয়া, মেগান, গ্রাসিয়েলা এবং টেরেসা সামনের উঠোনে চলে এল, ফটক পার হয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। মাথার ওপর তারাভরা আকাশ।

দাঁড়িয়ে পড়ল লুসিয়া। 'আমি গেলাম। ওরা তোমাদেরকে খুঁজবে। কাজেই এখান থেকে জলদি কেটে পড়ো।'

দূরের পাহাড় লক্ষ করে হাঁটা দিল লুসিয়া। *খোঁজাখুঁজি বন্ধ হওয়া পর্যন্ত ওখানে আমি লুকিয়ে থাকব, তারপর পালাব সুইজারল্যান্ডে।*

উঁচু ভূমিতে চলে এসেছে লুসিয়া, তাকাল নিচে।

তিন সিস্টারকে দেখতে পেল। এখনও কনভেন্টের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লাগছে কালো কাপড় পরা মূর্তির মতো। *ফর গডস শেক,* মনে মনে বলল লুসিয়া, *জলদি ভাগো। নইলে ওরা ধরে ফেলবে। মুভ!*

ওরা নড়াচড়া করতেও যেন ভুলে গেছে। যেন ওদের চিন্তাচেতনা সমস্ত লোপ পেয়েছে, যা ঘটেছে এখনও মেনে নিতে পারছে না। নানরা নিজেদের পায়ের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এতটাই বিমূঢ়, চিন্তা করার শক্তিও হারিয়েছে। বহুদিন তারা ঈশ্বরের ফটকের পেছনে, বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, এখন তারা নিরাপদ ওই ফটকের বাইরে, বিভ্রান্ত এবং ভয়ে আচ্ছন্ন। কোথায় যাবে, কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। ভেতরে তাদেরকে খাবার দেয়া হত, পরিচ্ছেদ দেয়া হত, বলা হত কী করতে হবে এবং কখন করতে হবে। শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল তারা। হঠাৎ সেই জালটা ছিঁড়ে গেছে। ঈশ্বর ওদের কাছে কী চান! তাঁর পরিকল্পনাই বা কী? গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে রইল ওরা, মুখ খুলতে ভয় লাগছে, একে অন্যের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে।

ইতস্তত করে সিস্টার টেরেসা দূরে, আভিলার আলোর দিকে হাত তুলে ইশারা করলেন *ওই দিকে।* অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তারা পা বাড়াল শহরে।

ওপর থেকে ওদেরকে দেখে মনে মনে আর্তনাদ করে উঠল লুসিয়া *না, গর্দভের দল! ওখানেই ওরা তোমাদেরকে সবার আগে খুঁজবে। যাকগে, তোমরা যেখানে খুশি যাও, আমার কী? আমি নিজের সমস্যা নিয়েই বাঁচি না।* দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও তিন সন্ন্যাসিনীকে দেখল তারা কসাইখানার দিকে যাচ্ছে। *ধ্যাত!*

লুসিয়া হুড়মুড়িয়ে নামতে লাগল পাহাড় বেয়ে। ছুটল ওদের পেছনে।

'এক মিনিট!' ডাকল সে। 'দাঁড়াও।'

দাঁড়িয়ে পড়ল সিস্টাররা। ঘুরল।

লুসিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে চলে এল ওদের সামনে। 'তোমরা ভুল রাস্তায় যাচ্ছ। ওরা তোমাদেরকে সবার আগে শহরে খুঁজবে। অন্য কোথাও গিয়ে লুকাও।'

তিন সিস্টার নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

লুসিয়া অধৈর্য গলায় বলল, 'পাহাড়ে চলো। আমার সঙ্গে এসো।'

ঘুরল ও, চলল পাহাড় অভিমুখে। অন্যরা ওকে যেতে দেখছে, একটু পরে লুসিয়ার পিছু নিল। একে একে।

লুসিয়া মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখল ওরা আসছে কিনা।

আমি কেন এ ঝামেলার মধ্যে জড়াতে গেলাম? নিজেকে ভর্ৎসনা করল ও। ওদের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব নয়। সবাই একসঙ্গে থাকলেই বরং বেশি বিপদ।

পাহাড় বাইতে লাগল লুসিয়া, মাঝে মাঝেই পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে তার সঙ্গীদেরকে।

লুসিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ওদের কষ্ট হচ্ছে। যখনই পিছিয়ে পড়ছে, লুসিয়া এসে তাড়া দিচ্ছে আরও দ্রুত চলার জন্য। *কাল সকালেই ওদেরকে ত্যাগ করছি আমি।*

'জলদি চলো,' তাগাদা দিল লুসিয়া।

মঠে ঘেরাও'র পালা শেষ। রক্তাক্ত কাপড় পরা, নির্যাতিতা নানদেরকে সার বেঁধে দাঁড়া করানো হল।

'মাদ্রিদে, আমার সদর দপ্তরে ওদেরকে নিয়ে যাবে,' হুকুম দিলেন কর্নেল আকোকা। 'সবাইকে আলাদাভাবে রাখবে।'

'কী অভিযোগে—?'

'সন্ত্রাসবাদীদের লুকিয়ে রাখার অভিযোগে।'

'জ্বী, কর্নেল,' বলল প্যাট্রিসিও আরিয়েটা। একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'চারজন নান নিখোঁজ।'

শীতল হয়ে এল কর্নেলের চাউনি, 'ওদেরকে খুঁজে বার করো।'

কর্নেল আকোকা মাদ্রিদে উড়ে এলেন প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দিতে। আমরা কনভেন্টে পৌঁছার আগেই জেমি মাইরো পালিয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকালেন প্রধানমন্ত্রী। 'হুঁ, শুনেছি আমি।' জেমি মাইরো আদৌ কনভেন্টে ছিল কিনা সে-ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ আছে। কর্নেল আকোকা দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছেন। কনভেন্টে নিষ্ঠুর হামলার জোর প্রতিবাদ উঠেছে দেশে। সাবধানে শব্দ বাছাই করলেন প্রধানমন্ত্রী। 'এ ঘটনার জন্য কাগজগুলো আমাকে গালিগালাজ করছে।'

'কাগজগুলো সন্ত্রাসবাদীদের একজনকে হিরো বানাচ্ছে,' থমথমে মুখ নিয়ে বললেন কর্নেল। 'ওরা যেন আমাদেরকে চাপ দিতে না পারে সে-ব্যবস্থা করতে হবে।'

'সরকারকে সে দারুণভাবে বিব্রত করে তুলছে, কর্নেল। আর ওই চার নান—ওরা যদি মুখ খোলার সুযোগ পায়—'

'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। ওরা বেশিদূরে যেতে পারবে না। আমি ওদেরকে ধরব এবং মাইরোকে খুঁজে বার করব।'

আর কোনও ঝুঁকিতে যেতে চান না প্রধানমন্ত্রী।

'কর্নেল, যে ছত্রিশজন নানকে আপনি ধরে এনেছেন তাদের সঙ্গে যেন কোনোরকম দুর্ব্যবহার করা না হয়। মাইরো এবং তার লোকজনদের ধরার জন্য আমি আমার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেব। আপনি কর্নেল সস্টেলোর সঙ্গে কাজ করবেন।'

অনেকক্ষণ বজায় রইল বিপজ্জনক নীরবতা। তারপর জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল। 'অপারেশনের চার্জে কে থাকবে?' তাঁর চোখ বরফ-শীতল।

ঢোক গিললেন প্রধানমন্ত্রী। 'আপনি, অবশ্যই।'

ভোর হবার আগে আগে পাহাড়ের উত্তর-পুবে চলে এল লুসিয়া এবং তিন সিস্টার। আভিলা এবং কনভেন্ট থেকে ক্রমে সরে যাচ্ছে দূরে। প্রায় নিঃশব্দে চলেছে নানরা, শুধু আলখেল্লার খসখস আওয়াজ, মাঝে মধ্যে পায়ের নিচে চাপা পড়া শুকনো ডাল মটাৎ করে ভেঙে যাওয়ার শব্দ আর উঁচু থেকে আরও উঁচুতে ওঠার কারণে ওদের ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই।

গুয়ানডারামা পর্বতমালার একটি মালভূমিতে চলে এল ওরা। পাথুরে দেয়ালের পাশ ঘেঁষে চলে গেছে পায়েচলা পথ। ভেড়া আর ছাগল বোঝাই মাঠ পার হল ওরা। সূর্যোদয়ের সময় দেখল ওরা অনেকখানি রাস্তা পার হয়েছে, চলে এসেছে ভিলাবাসটিন গাঁয়ে।

ওদেরকে এখানে রেখে কেটে পড়ব আমি, সিদ্ধান্ত নিল লুসিয়া।

ওদের ঈশ্বর এখন থেকে ওদের দেখাশোনা করতে পারবেন। তিনি তো আমারও অনেক দেখাশোনা করেছেন, তেতো মন নিয়ে ভাবল ও। *সুইজারল্যান্ড এখান থেকে বহুদূরে। আর আমার কাছে টাকাপয়সা নেই, নেই পাসপোর্ট। আর আমাকে লাগছে গোরখোদকের মতো। ওরা নিশ্চয় এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে যে আমরা পালিয়েছি। আমরা ধরা না-পড়া পর্যন্ত ওরা খোঁজাখুঁজিতে ক্ষান্ত দেবে না। কাজেই যত তাড়াতাড়ি আমি একা হয়ে যেতে পারব ততই মঙ্গল।*

এমন সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল যে পরিকল্পনা বদলে ফেলতে হল ওকে।

সিস্টার টেরেসা গাছপালার মাঝ দিয়ে হাঁটছিলেন, হঠাৎ হোঁচট খেলেন তিনি। বুকে জড়িয়ে ধরে থাকা জিনিসটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। ক্যানভাসের বাঁধন খুলে গেল। লুসিয়া চোখ বড়বড় করে দেখল মাটিতে পড়ে আছে সোনার মস্তবড় একটি ক্রুশ, রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে।

খাঁটি সোনা, ভাবছে লুসিয়া। যাক, ওপরের মানুষটা তাহলে অবশেষে আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। ওই ক্রুশই হবে আমার সুইজারল্যান্ড যাবার টিকেট।

সিস্টার টেরেসা দ্রুত ক্রুশটি তুলে নিলেন মাটি থেকে, সাবধানে ক্যানভাস দিয়ে মোড়ালেন আবার। মুচকি হাসল লুসিয়া। ওই ক্রুশ কেড়ে নেয়া কোনও ব্যাপারই নয়। এই নানগুলো ও যা বলবে তা-ই শুনবে।

আভিলা শহর বিক্ষোভে ফুটছে। কনভেন্টে হামলার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। ফাদার বেরেন্ডোকে পাঠানো হল কর্নেল আকোকার কাছে প্রতিবাদ জানাতে। প্রিস্টের বয়স সত্তরের কোঠায়, হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ। তবে এ মুহূর্তে রাগে ফুঁসছেন।

কর্নেল আকোকা তাঁকে একঘণ্টা ধরে বসিয়ে রেখেছেন। তারপর প্রিস্ট তাঁর অফিসে ঢোকার অনুমতি পেয়েছেন।

কোনো ভূমিকা না করে ফাদার সরাসরি বললেন, 'আপনি আপনার লোকজন নিয়ে বিনা উস্কানিতে একটি কনভেন্টে হামলা চালিয়েছেন। এ স্রেফ পাগলামি।'

'আমরা স্রেফ আমাদের কর্তব্য পালন করছি,' চাঁছাছোলা গলায় বললেন কর্নেল। 'ওই মঠ জেমি মাইরো এবং তার ডাকাতদলকে আশ্রয় দিচ্ছিল। আমরা সিস্টারদেরকে নিয়ে এসেছি জেরা করতে।'

'মঠে জেমি মাইরোকে পেয়েছেন আপনারা?' রাগত গলায় প্রশ্ন করলেন প্রিস্ট।

মসৃণ গলায় জবাব দিলেন কর্নেল। 'না।' আমরা ওখানে পৌঁছার আগেই সে তার লোকজন নিয়ে পালিয়ে যায়। তবে আমরা ওদেরকে খুঁজে বের করে বিচার করব।

আমার বিচার, ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ভাবলেন কর্নেল আকোকা।

পাঁচ

ধীরগতিতে পথ চলছে নানরা। রুক্ষ এ-পথ চলার উপযোগী নয় তাদের পোশাক। খটখটে পাথুরে জমিনে হাঁটার পক্ষে তাদের পায়ের চটি খুব বেশি পাতলা আর তাদের কোট ও স্কার্ট হাঁটার সময় সবকিছুতে বেঁধে যাচ্ছে। জপমালা জপ করার সুযোগও পাচ্ছেন না সিস্টার টেরেসা। হাত ব্যস্ত থাকছে মুখের সামনে ধেয়ে আসা গাছের ডাল-পালা সরিয়ে দিতে।

দিনের আলোয় স্বাধীনতা তাদের কাছে আরও ভীতিকর চেহারা নিয়ে ধরা দিল। ঈশ্বর ওদেরকে স্বর্গ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন অচেনা, ভয়ংকর এক জগতে। দীর্ঘদিন ধরে যে ঈশ্বর ছিলেন ওদের পথপ্রদর্শক, তিনি আজ ওদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। ওরা অচেনা, অজানা একটি দেশে রয়েছে। সঙ্গে নেই ম্যাপ কিংবা কম্পাস। সবরকম আঘাত এবং ক্ষতির কবল থেকে যে দেয়ালটি ওদেরকে রক্ষা করত সেটি এখন অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় নিজেদেরকে নগ্ন এবং উন্মুক্ত লাগছে ওদের। চারিদিকে বিপদ, কোথাও আশ্রয় নেয়ার জায়গা নেই

কনভেন্ট থেকে পালাবার সময় টেরেসা, গার্সিয়েলা এবং মেগান একে অন্যের চেহারার দিকে মনের ভুলেও তাকায়নি, মঠের নিয়মকানুন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মেনে চলছিল। কিন্তু এখন ওরা ঔৎসুক্য নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। বহু বছর নীরবতার ধর্ম পালন করার ফলে ওদের কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল। কথা বলার সময় হোঁচট খাচ্ছে কণ্ঠ, চিন্তা করে খুঁজতে হচ্ছে শব্দ, যেন নতুন করে ভাষা শিখেছে। নিজেদের কণ্ঠ নিজেদের কাছেই ঠেকছে অচেনা। শুধু লুসিয়ার কোনও সমস্যা হচ্ছে না, বাকিরা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ওকে তাদের নেতা মেনে নিয়েছে।

'এসো, পরিচিত হই,' বলল লুসিয়া। 'আমি সিস্টার লুসিয়া।'

একটু বিরতি দিয়ে গ্রাসিয়েলা ভীরু গলায় জানাল, 'আমি সিস্টার গ্রাসিয়েলা।'

কালো চুলের অপূর্ব সুন্দরীটি।

'আমি সিস্টার মেগান।'

অদ্ভুত সুন্দর নীল চোখের তরুণী স্বর্ণকেশী।

'আমি সিস্টার টেরেসা।'

দলের সবচেয়ে বয়সী সদস্য। বয়স কত হবে? পঞ্চাশ নাকি ষাট?

গ্রামের ধারে, জঙ্গলের মধ্যে, ফাঁকা একটা জায়গায় শুয়ে ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে।

লুসিয়া ভাবছে *এরা যেন নবজাতক পাখি, বাসা থেকে পড়ে গেছে মাটিতে। ওরা একা একা পাঁচ মিনিটও টিকতে পারবে না। খুব খারাপ কথা। আমি সুযোগ পেলেই ক্রুশ চুরি করে সুইজারল্যান্ড পালাব।*

সিধে হল লুসিয়া। হেঁটে গেল ফাঁকা জায়গাটার শেষপ্রান্তে। উঁকি দিল গাছপালার ফাঁক দিয়ে। নিচে ছোট্ট গ্রামটি। রাস্তায় দু-একজন মানুষ দেখা যাচ্ছে, তবে কনভেন্টের সেই লোকগুলোর সঙ্গে এদের কোনো মিল নেই। *এই-ই সুযোগ,* চিন্তা করল লুসিয়া।

ও ফিরল অন্যদের দিকে। 'আমি গাঁয়ে যাচ্ছি। দেখি খাবার-টাবার জোগাড় করতে পারি কিনা। তোমরা এখানে থাকো।' সিস্টার টেরেসার দিকে ইঙ্গিত করল। 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

দ্বিধায় পড়ে গেলেন সিস্টার টেরেসা। গত ত্রিশ বছর তিনি শুধু একজন মানুষের আদেশ মান্য করেছেন—রেভারেন্ড মাদার বেটিনা। হঠাৎ এই সিস্টারটি এখন হুকুম দিতে শুরু করেছে। *তবে যা ঘটছে সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা,* ভাবলেন সিস্টার টেরেসা। *তিনিই হয়তো এ মেয়েটিকে আমাদের কাছে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়েছেন। এ সিস্টার ঈশ্বরের পক্ষ হয়ে কথা বলছে।*

'এ ক্রুশটি যত জলদি সম্ভব মেনডাভিয়ার কনভেন্টে পৌঁছে দিতে হবে।'

'আচ্ছা। আগে নিচে তো যাই। তারপর লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে খুঁজে নেব ঠিকানা।'

ওরা দুজন পাহাড় বেয়ে নেমে এল। চারপাশে সতর্ক চোখ বুলাল লুসিয়া। নাহ্, আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। *কাজটা সহজ হবে,* ভাবছে ও।

খুদে শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল ওরা। একটি সাইনবোর্ডে লেখা 'ভিলাকাসটিন'। ওদের সামনে বিছিয়ে রয়েছে মূল রাস্তা। বামে ছোট, নির্জন আরেকটি পথ।

ভালো, মনে মনে বলল লুসিয়া। একটু পরে যা ঘটতে যাচ্ছে তার কোনো সাক্ষী থাকবে না।

পাশের রাস্তায় মোড় নিল ও। 'চলুন, এদিক দিয়ে যাই। তাহলে কারও চোখে ধরা পড়ার ভয় থাকবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাধ্যগতের মতো লুসিয়াকে অনুসরণ করলেন সিস্টার টেরেসা। তিনি এখন শুধু ভাবছেন ক্রুশটা কীভাবে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া যায়।

ওটা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়ে দৌড় দেব নাকি, ভাবছে লুসিয়া। কিন্তু তাহলে মহিলা চিৎকার-চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করে ফেলবে। নাহ্, অন্যভাবে জিনিসটা হাতাতে হবে। ওকে অজ্ঞান করে তারপর...

রাস্তায় মুগুরের মতো একটা গাছের ডাল চোখে পড়ল লুসিয়ার। দাঁড়াল ও, তুলে নিল ডাল। বেশ ভারী। *চমৎকার।*

'সিস্টার টেরেসা...'

নান ঘুরে ওর দিকে তাকালেন, লুসিয়া মুগুর তুলে বাড়ি মারতে যাচ্ছে, একটা পুরুষকণ্ঠ কোত্থেকে যেন ভেসে এল।

'ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।'

পাঁই করে ঘুরল লুসিয়া, ছুট দেবে। এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, পরনে লম্বা, বাদামি রোব, মাথায় সন্ন্যাসী-টুপি। লম্বা, রোগা-পাতলা, ঈগলের মতো নাক, দারুণ পবিত্র একটি ভাব ফুটে আছে চেহারায়। চোখ যেন অন্তরের উষ্ণ আলোয় উদ্ভাসিত, কণ্ঠস্বর নরম এবং কোমল।

'আমি ফ্রায়ার মিগুয়েল কারিল্লো।'

ঝড়ের বেগে চলছে লুসিয়ার মস্তিষ্ক। ওর প্রথম পরিকল্পনাটিই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে অসুবিধে নেই, আরেকটা প্ল্যান মাথায় এসে গেছে। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেল।' বলল ও।

এ লোকের সাহায্যে পালাবে লুসিয়া। স্পেন থেকে পালিয়ে যাবার সবচেয়ে সহজ রাস্তাটি বাতলে দেবে সে।

'আমরা আভিলার সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট থেকে এসেছি,' বলল লুসিয়া। 'গতরাতে কতগুলো লোক আমাদের কনভেন্টে হামলা চালায়। ওরা সব নানকে ধরে নিয়ে গেছে। আমরা চারজন কেবল পালিয়ে আসতে পেরেছি।'

যখন কথা বলল ফ্রায়ার, রাগে গমগম করছে কণ্ঠ, 'আমি সেইন্ট জেনেরোর মঠ থেকে এসেছি। ওখানে গত কুড়ি বছর ধরে আছি।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'ঈশ্বর নিশ্চয় তার সন্তানদের জন্য কিছু ভেবে রেখেছেন। কিন্তু এ মুহূর্তে জানি না সেটা কী।'

'লোকগুলো আমাদেরকে খুঁজছে,' বলল লুসিয়া। 'আমাদেরকে যতদ্রুত সম্ভব স্পেন থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। কীভাবে তা সম্ভব বলতে পারবেন?'

হাসল ফ্রায়ার কারিল্লো। 'আমি বোধহয় এ-ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারব, সিস্টার। ঈশ্বরই আমাদেরকে একত্রিত করেছেন। আমাকে আপনাদের সঙ্গীদের কাছে নিয়ে চলুন।'

লুসিয়া ফ্রায়ারকে নিয়ে এল দলটার কাছে।

'ইনি ফ্রায়ার কারিল্লো,' বলল ও। 'গত কুড়ি বছর ধরে একটি মঠে আছেন। ইনি আমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছেন।'

ফ্রায়ারকে দেখে ওদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হল। গ্রাসিয়েলা ফ্রায়ারের দিকে সরাসরি চোখ তুলে তাকাতে সাহসই পেল না। মেগান আড়চোখে দ্রুত কয়েকবার দেখে নিল সন্ন্যাসীকে। আর সিস্টার টেরেসার চোখে কারিল্লো ঈশ্বর-প্রেরিত দেবদূত, যে কিনা তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে মেনডাভিয়ার কনভেন্টে।

ফ্রায়ার কারিল্লো বলল, 'যারা কনভেন্টে হামলা চালিয়েছে তারা নিশ্চয় আপনাদেরকে খুঁজছে। তবে তারা চারজন নানকে খুঁজবে। সবার আগে আপনাদের

পোশাক পাল্টাতে হবে।'

মেগান বলল, 'আমাদের কাছে বাড়তি কোনও পোশাক নেই।'

তাকে খুশি-খুশি হাসি উপহার দিল ফ্রায়ার কারিল্লো।

'ঈশ্বরের দুনিয়ায় কাপড়ের অভাব নেই। দুশ্চিন্তা করবেন না। ঈশ্বরই সব জুগিয়ে দেবেন। চলুন, শহরে যাই।'

বেলা দুটো বাজে। এখন সিয়েস্তার সময়। ফ্রায়ার কারিল্লো চার সিস্টারকে নিয়ে গাঁয়ের প্রধান সড়কে হাজির হল। সতর্ক চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কেউ ওদের পিছু নিয়েছে কিনা। না, নেয়নি। দোকানপাট বন্ধ, তবে রেস্টুরেন্ট এবং বারগুলো খোলা। বার থেকে উচ্চ নিনাদের মিউজিক ভেসে আসছে। কর্কশ। ফায়ার কারিল্লো সিস্টার টেরেসার চেহারায় বিমূঢ় ভাব লক্ষ করে বলল, 'এর নাম রক এন রোল। তরুণদের মাঝে খুব জনপ্রিয়।'

একটি বার-এর সামনে দুটি তরুণী বসে আছে। চার সন্ন্যাসিনীর ওদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে থাকল। নানরাও পিছু ফিরে তাকাল। মেয়েদুটোর পরনের পোশাক দেখে তাজ্জব। একজন এমন খাটো স্কার্ট পরেছে, ঊরুর প্রায় পুরোটাই দেখা যাচ্ছে। অপরজনের স্কার্ট অপেক্ষাকৃত লম্বা হলেও ঊরুর কাছ থেকে চেরা। দুজনেই স্লিভলেস টাইট কাচুলি পরেছে।

এ তো নগ্ন থাকারই নামান্তর, ভীত হয়ে ভাবলেন সিস্টার টেরেসা।

মেগান রাস্তায় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। থেমে গেল সে।

ফ্রায়ার কারিল্লো জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? দাঁড়িয়ে পড়লেন যে!' মুখ ঘুরিয়ে তাকাল সে।

মেগান তাকিয়ে আছে এক মহিলার দিকে। তার কোলে একটি বাচ্চা। কত বছর পরে ও একটি শিশুর চেহারা দেখতে পেল! চোদ্দ বছর বয়সে এতিমখানা ত্যাগ করার পরে আর দেখেনি। মেগান আকস্মিক উপলব্ধি করল কনভেন্টের জীবন বাইরের পৃথিবী থেকে ওদেরকে কতটাই না দূরে সরিয়ে রেখেছে।

সিস্টার টেরেসাও চোখ বড় বড় করে বাচ্চাটিকে দেখছেন। তবে অন্য কথা ভাবছেন তিনি। *এটা মোলিকের বাচ্চা।* বাচ্চাটা কাঁদছে। *কাঁদছে কারণ আমি ওকে ফেলে রেখে এসেছি। কিন্তু এ তো অসম্ভব। ওটা ত্রিশ বছর আগের ঘটনা।* মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন সিস্টার টেরেসা। *বাচ্চার কান্না বাড়ি মারছে কানে।* ওরা এগিয়ে চলল।

একটা সিনেমা হল-এর সামনে দিয়ে হাঁটছে ওরা। পোস্টারে লেখা *থ্রি লাভার্স।* ছবিতে দেখা যাচ্ছে অতি সংক্ষিপ্ত-বসনা দুই নারী খোলা-বুকের এক পুরুষকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

'এ কী—ওরা তো প্রায় নগ্ন!' চেঁচিয়ে উঠলেন সিস্টার টেরেসা। কপালে ভাঁজ

পড়ল ফাদার কারিল্লোর। 'হ্যাঁ। লজ্জার ব্যাপার এ-ধরনের সিনেমা আজকাল প্রদর্শিত হচ্ছে। ওই ছবিটা পুরো পর্ণোগ্রাফি। মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জিনিসগুলো ওর সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। ঈশ্বরের সন্তানদের জানোয়ারে রূপান্তর ঘটাচ্ছে।'

ওরা পার হল হার্ডওয়ারের দোকান, নাপিতের দোকান। ফুলের দোকানের সামনে সিস্টাররা থেমে দাঁড়াল, জানালা দিয়ে তাকাল ভেতরে। একসময়ের পরিচিত জিনিসগুলো এখন অনেকটাই ঝাপসা হয়ে গেছে স্মৃতিতে।

মহিলাদের পোশাকের একটি দোকানে আসার পর ফ্রায়ার কারিল্লো বলল, 'দাঁড়ান।'

এ দোকানের সামনের জানালার পাল্লা ফেলানো, সামনের দরজায় সাইনবোর্ড ঝুলছে **বন্ধ**।

'এখানে একটু দাঁড়ান। আমি আসছি।'

কারিল্লো দোকানের মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। চার নারী পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল শূন্যদৃষ্টিতে। কোথায় গেল লোকটা? আর যদি ফিরে না আসে?

একটু পরেই দোকানের দরজা খোলার শব্দ হল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ফ্রায়ার কারিল্লো। উদ্ভাসিত চেহারা। ওদেরকে ভেতরে আসার ইঙ্গিত করল সে। 'জলদি।'

ওরা ভেতরে ঢোকার পরে দরজা বন্ধ করে দিল ফ্রায়ার। লুসিয়া জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী করে—?'

'ঈশ্বর সামনের দরজার সঙ্গে একটি খিড়কির দুয়ারও প্রস্তুত রেখেছেন,' গম্ভীরমুখে বলল ফ্রায়ার। তবে তার কণ্ঠের শয়তানি ধার নজর এড়ায়নি মেগানের। সে হাসল।

অবাক-চোখে দোকানের ভেতরটা দেখছে চার সন্ন্যাসিনী। দোকান বোঝাই নানা রঙের ড্রেস, সোয়েটার, ব্রা এবং মোজায়। আছে প্রচুর হাইহিল জুতো। এসব জিনিস বহুদিন তার চক্ষে দেখেনি। দোকানে হ্যান্ডব্যাগ, স্কার্ফ, কমপ্যাক্ট এবং ব্লাউজের ছড়াছড়ি। এত সুন্দর সুন্দর জিনিস, দেখেই ভরে যায় পেট। চার নারী হাঁ করে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

'জলদি করুন,' বলল ফ্রায়ার কারিল্লো। 'এখন ফিয়েস্তার (দুপুরের ভাতঘুম) সময়। একটু পরেই আবার খুলে যাবে দোকানপাট। আপনাদের যার যেটা পছন্দ বেছে নিন।'

লুসিয়া মনে মনে বলল থ্যাংক গড, যাক অবশেষে সত্যিকারের মহিলাদের পোশাক পরার সুযোগ পেলাম। একটা তাক বোঝাই পোশাকের দিকে এগিয়ে গেল ও। বাছাই করতে লাগল। পছন্দ হল হলুদ রঙের স্কার্ট এবং ট্যান সিল্কের ব্লাউজ। নিল প্যান্টি, ব্রা এবং একজোড়া নরম বুট। পোশাকের একটা র‍্যাকের আড়ালে

গিয়ে ঝটপট নতুন ড্রেস পরে নিল লুসিয়া।

অন্যরা ধীরগতিতে তাদের জামাকাপড় বাছাই করছে।

গ্রাসিয়েলা নির্বাচন করল সূতির শাদা ড্রেস যা তার কৃষ্ণকেশ এবং ধবধবে ফর্সা রঙের সঙ্গে বেশ মানিয়ে যাবে। আর একজোড়া স্যান্ডেল।

মেগান বেছে নিল হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সুতির নীল ড্রেস আর নিচু হিলের জুতো।

তবে পোশাক বাছাইতে সবচেয়ে বেশি সময় লাগিয়ে দিলেন সিস্টার টেরেসা। চোখ-বাধানো সব সম্ভার। আছে সিল্ক, ফ্ল্যানেল, টুইড এবং লেদার জামাকাপড়। সূতির ড্রেসেরও অভাব নেই। সবরকম রঙের ড্রেস। কিন্তু সবগুলোই তাঁর কাছে মনে হচ্ছে বড্ড হ্রস্ব। গত ত্রিশ বছর ধরে গা-ঢাকা-দেয়া পোশাক পরে অভ্যস্ত তিনি। আর এখন কিনা সেসব ছেড়ে অশোভন ড্রেস পরতে... খুঁজে পেতে সবচেয়ে লম্বা একটি স্কার্ট তুলে নিলেন তিনি, সেইসঙ্গে লং স্লিভড, হাই কলারের কটন ব্লাউজ।

ফ্রায়ার কারিল্লো তাগাদা দিল, 'জলদি, সিস্টাররা। কাপড়গুলো পরে ফেলুন।'

ওরা একে অন্যের দিকে বিব্রত দৃষ্টিতে তাকাল।

হাসল কারিল্লো। 'আমি অফিসে গিয়ে বসছি।'

দোকানের পেছনে, অফিসে গিয়ে ঢুকল সে।

তিন সিস্টার কাপড় খুলতে লাগল, একজন অপরজনের সামনে নগ্ন হতে শরমে মরে যাচ্ছে।

ওদিকে অফিসে বসে, দরজার ফুটো দিয়ে ফ্রায়ার কারিল্লো ওদের জামাকাপড় খোলার দৃশ্য দেখছে। ভাবছে *এদের কোন্ জনকে আগে বিছানায় নিয়ে যাব আমি?*

দশ বছর বয়সে চুরিচামারি দিয়ে মিগুয়েল কারিল্লোর ক্যারিয়ার শুরু। এক মাথা কোঁকড়ানো সোনালি চুল আর দেবদূতের মতো নিষ্পাপ মুখাবয়ব নিয়ে তার জন্ম। তার চেহারা তার জন্য একটা সম্পদ। কারণ কারিল্লোকে দেখে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না ও একটা চোর। প্রথমে মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগ ছিনতাই আর দোকানের ছোটখাটো মাল হাপিশ করার মাধ্যমে চুরিতে তার হাতেখড়ি। একটু বড় হয়ে সে মাতাল আর ধনবতী নারীদের ওপর চড়াও হতে শুরু করে। দেবদূত মার্কা চেহারা নিয়ে এ-কাজে বেশ সফল হচ্ছিল কারিল্লো। বহু মানুষকে সে ঠকিয়েছে, করেছে প্রতারণা। কিন্তু সর্বশেষ প্রতারণা করতে গিয়ে সে ধরা খেয়ে যায় এবং পালিয়ে বেড়াতে শুরু করে।

সন্ন্যাসীর বেশে একের-পর-এক মঠে রাতের বেলা আশ্রয় নিচ্ছিল কারিল্লো। তাকে প্রতিটি মঠই রাতের বেলা ঘুমাবার জায়গা দিয়েছে, আর সকালবেলা, প্রিস্ট

মঠের দরজা খুলে দেখেছেন গির্জার মূল্যবান আর্কিট্যাক্ট নিয়ে কেটে পড়েছে সুদর্শন ফ্রায়ারটি। তবে ভাগ্য হঠাৎ বিরূপ হয়ে ওঠে কারিল্লোর প্রতি। সে আভিলার নিকটবর্তী ক্ষুদ্র শহর বেনজারের এক মঠে দিনদুই আগে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে প্রিস্টের কাছে ধরা পড়ে যায়। হোৎকা, মোটা প্রিস্ট চার্চের জিনিস চুরি হতে দেখে লাফিয়ে পড়ে কারিল্লোর ওপর। মেঝের ওপরে শুরু হয়ে যায় দুজনের কুস্তি প্রিস্ট কারিল্লোকে ঠেসে ধরে বলে সে ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে। মেঝেয় পড়ে যাওয়া রুপোর ভারী একটি পানপাত্র হাতড়িয়ে নিয়ে ওটা দিয়ে কারিল্লো আঘাত করে প্রিস্টকে। হয় পানপাত্রটি খুব বেশি ওজনদার ছিল, নতুবা প্রিস্টের খুলি তেমন মজবুত ছিল না, তবে যা-ই হোক ওই এক বাড়িতেই প্রিস্টের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। আতঙ্কিত মিগুয়েল কারিল্লো ওখান থেকে পালিয়ে যায়। যতদূরে সম্ভব পালিয়ে যেতে চাইছিল সে। আভিলায় পৌঁছে সে জানতে পারে কর্নেল আকোকা এবং GOE কনভেন্টে হামলা চালিয়েছে। নিয়তিই বলতে হবে পলায়নপর চার নানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে কারিল্লোর।

কারিল্লো সন্ন্যাসিনীদের নগ্নদেহ চোখ দিয়ে চাটতে চাটতে ভাবছিল *কর্নেল আকোকা এবং তার লোকেরা এই সিস্টারদেরকে খুঁজছে। এদের ধরিয়ে দিলে নিশ্চয় মোটা অঙ্কের পুরস্কার মিলবে। আগে ওদেরকে নিয়ে শোব আমি, তারপর আকোকার হাতে তুলে দেব।*

লুসিয়া আগেই ড্রেস পরেছে, অন্য তিনজন এখনও পুরোপুরি নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারিল্লো ওদের বস্ত্র-পরিধানের দৃশ্যটি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল। ওরা অনভ্যস্ত হাতে বোতাম লাগাল, স্কার্টের জিপ টানল।

এবারে কাজে নামার সময় উপস্থিত। খুশিমনে ভাবছে কারিল্লো। চেয়ার ছাড়ল সে, ঢুকল দোকানে। মেয়েদের দিকে এগিয়ে গেল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

'চমৎকার। আপনাদেরকে কেউ এখন আর নান বলে চিনতে পারবে না। মাথায় স্কার্ফ পরে নিন।' ওদেরকে স্কার্ফ বেছে দিল কারিল্লো।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মিগুয়েল কারিল্লো। গ্রাসিয়েলাকে ও সবার আগে নেবে। দলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী সে। এত সুন্দর মেয়ে জীবনে দেখেনি কারিল্লো। আর শরীর কী! *এত চমৎকার একটা শরীর ঈশ্বর-বন্দনার নামে নষ্ট করার কোনও মানে হয়? আমি ওকে দেখিয়ে দেব শরীর কী কাজে লাগে।*

লুসিয়া, টেরেসা এবং মেগানকে উদ্দেশ করে কারিল্লো বলল, 'আপনাদের নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। একটু আগে যে ক্যাফেটি পার হয়ে এসেছি, আপনারা ওখানে গিয়ে বসুন। আমি চার্চে যাচ্ছি। প্রিস্টকে বলে কিছু টাকাকড়ি জোগাড় করা যায় কিনা দেখি। তারপর একসঙ্গে খাব।' গ্রাসিয়েলার দিকে ফিরল সে। 'আপনি

আমার সঙ্গে যাবেন, সিস্টার। কনভেন্টে কী ঘটেছে তা প্রিস্টকে জানাবেন।'

'আ—ঠিক আছে।'

কারিল্লো অন্যদেরকে বলল, 'আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি। আপনারা খিড়কির দুয়ার থেকে বেরুবেন।'

লুসিয়া, মেগান এবং টেরেসা চলে গেল। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনে কারিল্লো গ্রাসিয়েলার দিকে ফিরল। *উহ্, কী জিনিস রে!* জিভে জল এসে গেল তার। *একে আমার সঙ্গেই রেখে দেব। আমার দুই-নম্বরি কাজে এ মেয়েটা অনেক সাহায্য করতে পারবে।*

গ্রাসিয়েলা বলল, 'আমি রেডি।'

'উঁহুঁ,' ওকে পরখ করার ভান করল কারিল্লো। 'না, হয়নি। এ ড্রেসে চলবে না। এটা খুলে ফেলো।' সে চট করে 'তুমি'তে নেমে এল।

'কিন্তু— কেন?'

'এ পোশাকে তোমাকে খুব বেশি সুন্দর লাগছে,' ফুরফুরে গলায় বলল কারিল্লো। 'সহজেই লোকের চোখে পড়ে যাবে। তুমি নিশ্চয় কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাও না।'

একটু ইতস্তত করে একটা র‍্যাকের আড়ালে চলে গেল গ্রাসিয়েলা।

'জলদি। হাতে সময় খুব কম।'

গ্রাসিয়েলা জামা খুলে ফেলল। পরনে শুধু প্যান্টি আর ব্রেসিয়ার। হঠাৎ কারিল্লো এসে হাজির।

'সব খুলে ফেলো,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল সে।

গ্রাসিয়েলা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। 'কী? না!' চিৎকার দিল ও। 'আ—আমি পারব না। প্লিজ আমি—'

কারিল্লো ওর কাছে চলে এল, 'আমি তোমাকে সাহায্য করছি, সিস্টার।'

টান মেরে গ্রাসিয়েলার ব্রেসিয়ার ছিঁড়ে ফেলল কারিল্লো, প্যান্টিরও একই দশা হল।

'না!' চিৎকার করছে গ্রাসিয়েলা। 'থামুন!'

মুচকি হাসল কারিল্লো। '*কারিটা,* মাত্র তো শুরু হল। দেখো, মজা পাবে।'

পেশিবহুল হাতে গ্রাসিয়েলাকে জাপটে ধরল কারিল্লো। ল্যাং মেরে ফেলে দিল মেঝেয়। একটানে খুলে ফেলল নিজের রোব।

গ্রাসিয়েলার সেই দুঃস্বপ্নটা যেন ফিরে এল বাস্তবে। সেই ন্যাংটো মুর লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর ওপরে, ছিঁড়েখুঁড়ে ঢুকছে ওর শরীরের ভেতরে, গ্রাসিয়েলার মা চিলের মতো কণ্ঠে চিল্লাচ্ছে।

আতঙ্কিত গ্রাসিয়েলা ভাবছে *না, আবার না। না, প্লিজ, আবার না...*

প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল ও, কারিল্লোকে শরীরের ওপর থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল, উঠে বসতে চাইছে।

‘গড ড্যাম ইউ,’ খেঁকিয়ে উঠল কারিল্লো।

দুম করে গ্রাসিয়েলার মুখে ঘুসি বসিয়ে দিল সে, চিৎ হয়ে পড়ে গেল মেয়েটা। বন বন ঘুরছে মাথা।

মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে সেইসঙ্গে যেন পিছিয়ে যাচ্ছে সময়।

পিছিয়ে যাচ্ছে... পিছিয়ে যাচ্ছে...

লাস নাভাস ডেল মার্কুয়েস
স্পেন ১৯৫০

ছয়

ওর বয়স তখন পাঁচ। শৈশবের স্মৃতি যেসব দৃশ্য নাড়া দিয়ে যায় তার মধ্যে আছে শুধু ন্যাংটো পুরুষদের ছবি— তার মা'র ঘরে ঢুকছে এবং বেরুচ্ছে।

মা বলেছিল, 'এরা সবাই তোমার আংকেল। ওদেরকে সম্মান করে চলবে।'

লোকগুলো অশ্লীল, অমার্জিত এবং নিষ্ঠুর। তাদের কেউ এক রাত, কেউবা এক হপ্তা বা মাসখানেকের জন্য থাকে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। তারা চলে যাবার পরে ডোলোরেস পিনেরো নতুন একজন নাগর খুঁজে নেয়।

যৌবনে খুব সুন্দরী ছিল ডোলোরেস, আর গ্রাসিয়েলা তার মা'র সৌন্দর্যের পুরোটাই পেয়েছে। ছোটবেলা থেকেই তার রূপ চোখ-ধাঁধানো। উঁচু চোয়াল, জলপাই-রঙা ত্বক, ঝলমলে ঘন কেশ, লম্বা লম্বা চোখের পাতা। আর শরীরী সম্পদেও সে ছিল ভরপুর। কালের অমোঘ টানে ডোলোরেস পিনেরো ক্রমে স্থূলকায়া হয়ে উঠছিল, তার চমৎকার মুখশ্রীতে ফুটে উঠছিল বয়সের ছাপ।

ডোলোরেস পিনেরোর সৌন্দর্যহানি ঘটলেও তার চাহিদা খুব একটা হ্রাস পায়নি। দক্ষ বেড-পার্টনার হিসেবে সুখ্যাতিটা সে ধরে রেখেছিল। বিছানায় প্রেম করতে ওস্তাদ সে, পুরুষদের চরম তৃপ্তি দিয়ে তাদেরকে বন্ধনে জড়াত।

গ্রাসিয়েলার মা ঘৃণা করত মেয়েকে। কারণ মেয়ের দিকে তাকালেই একজনের কথা মনে পড়ে যেত ডোলোরেসের, যে লোকটাকে ভালোবেসে ছিল সে। গ্রাসিয়েলার বাবা ছিল তরুণ এক মেকানিক; সে তরুণী, সুন্দরী ডোলোরেসকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল। ডোলোরেস লোকটার কাছে সহজেই সঁপে দিয়েছে নিজেকে। কিন্তু যেদিন ঘোষণা করে সে মা হতে চলেছে, ডলোরেসের পেটে তার অভিশাপের বোঝা রেখে লাপাত্তা হয়ে যায় মেকানিক।

প্রচণ্ড বদরাগী ডোলোরেস পিনেরো। প্রতিশোধ নিতে থাকে সে বাচ্চামেয়েটার ওপর। গ্রাসিয়েলা কোনও ভুল করলেই তার মা তাকে চড়থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে চিৎকার করত, 'তুই তোর বাপটার মতোই নির্বোধ হয়েছিস।'

বৃষ্টির মতো কিলঘুসি কিংবা অনবরত চিৎকারের কবল থেকে রেহাই পাবার উপায় ছিল না বাচ্চাটির। প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে সে প্রার্থনা করত, 'ঈশ্বর আজ যেন আমাকে মা'র মার খেতে না হয়।' 'প্লিজ, ঈশ্বর, মা যেন আজ বলে সে আমাকে ভালোবাসে।'

যখন মেয়েকে ধরে মারত মা, গ্রাসিয়েলা স্রেফ অগ্রাহ্য করে চলত তাকে। যেন গ্রাসিয়েলা বলে কারও অস্তিত্ব নেই পৃথিবীতে। গ্রাসিয়েলা নিজেই নিজের খাবার বানিয়ে নিত, ধুয়ে নিত জামাকাপড়। লাঞ্চ বানিয়ে স্কুলে যেত সে, শিক্ষককে বলত, 'আমার মা আজ আমাকে empanadas বানিয়ে দিয়েছে। মা জানে আমি empanadas খেতে খুব ভালোবাসি।'

অথবা 'মা আর আমি মিলে কাল সিনেমায় যাচ্ছি।'

শিক্ষক ভালো করেই জানতেন ফুটফুটে মেয়েটির সঙ্গে তার মা কী বিশ্রী ব্যবহারটাই না করে। গ্রাসিয়েলার বানিয়ে বলা কথাগুলো তাঁর বুকে হাহাকার সৃষ্টি করত।

আভিলা থেকে ঘণ্টাখানেক দূরের রাস্তায় লাস নাভাস ডেল মার্কুইস গট। অন্যান্য গাঁয়ের মতো এ গাঁয়েও সবাই সবাইকে চেনে, তাদের হাঁড়ির খবর রাখে। কারও অজানা নেই ডোলোরেস পিনেরো অসম্মানজনক একটি পেশার সঙ্গে জড়িত। এর ফল ভোগ করতে হচ্ছিল ছোট্ট গ্রাসিয়েলাকে। মায়েরা তাদের বাচ্চাদেরকে গ্রাসিয়েলার সঙ্গে খেলতে যেতে দিত না, তাতে নাকি বাচ্চারা নষ্ট হয়ে যাবে। গ্রাসিয়েলা প্লাজোটেলা ডেল ক্রিস্টোর স্কুলে পড়ত। তবে তার কোনও বন্ধু কিংবা খেলার সঙ্গী ছিল না। স্কুলের সেরা প্রতিভাবান একজন ছাত্রী গ্রাসিয়েলা, কিন্তু তার পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হত না। প্রচণ্ড ক্লান্তির কারণে পড়ায় মনোযোগ দিতে পারত না সে।

শিক্ষক মৃদু ভর্ৎসনা করতেন, 'তাড়াতাড়ি শুতে যাবে, গ্রাসিয়েলা। তাহলে পড়াশোনা করার মতো যথেষ্ট সময় পাবে।'

তবে বিছানায় যাবার সঙ্গে গ্রাসিয়েলার ক্লান্তির কোনও সম্পর্ক নেই। গ্রাসিয়েলা তার মা'র সঙ্গে দুই রুমের ছোট একটি *বাসায়* থাকত। খুদে কক্ষটির কাউচে ঘুমাত মেয়েটি, বেডরুম থেকে ঘরটিকে আলাদা করে রেখেছিল পাতলা, ছেঁড়া একটি পর্দা। গ্রাসিয়েলা কীভাবে তার শিক্ষককে বলবে রাতের বেলা অশ্লীল সব শব্দের যন্ত্রণায় সে ঘুমাতে পারে না, জেগে থাকে। তার মা অচেনা লোকের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে প্রেম করত আর তাদের রমণ চিৎকার এবং শীৎকার বেচারিকে ঘুমাতে দিত না।

গ্রাসিয়েলা তার রিপোর্ট-কার্ড একদিন বাসায় নিয়ে এল। রেজাল্ট দেখে ডোলোরেস চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলল।

'জানতাম তো তুই এমন রেজাল্টই করবি, এরকম বাজে মার্কস পাবি। কেন পেয়েছিস জানিস তো? কারণ তুই একটা বোকার হদ্দ, মস্ত একটা নির্বোধ!'

গ্রাসিয়েলা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল সে একটা নির্বোধ এবং মা'র গালাগাল শুনে তার চোখে পানি চলে এলেও সে কান্নাটাকে ঠেকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল।

বিকেলে স্কুল ছুটির পরে গ্রাসিয়েলা অ্যাকাশিয়া আর চিনার গাছ বেষ্টিত সরু, সর্পিল রাস্তায় আপন মনে হেঁটে বেড়ায়। তাকিয়ে দেখে শাদা চুনকাম করা পাথরের বাড়িঘর, ওখানে স্নেহবৎসল পিতারা তাঁদের পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। গ্রাসিয়েলার খেলার সাথির অভাব নেই, তবে তারা সবাই তার কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি। তার বন্ধুরা সবাই সুন্দর দেখতে ছেলেমেয়ে, তারা গ্রাসিয়েলাকে তাদের পার্টিতে দাওয়াত দেয়। ওখানে চমৎকার আইসক্রিম আর কেক খাওয়ানো হয়। তার কাল্পনিক বন্ধুরা দয়ালু, তাদের সবার চোখে গ্রাসিয়েলা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী একটি মেয়ে। মা যখন আশপাশে থাকে না, কাল্পনিক বন্ধুদের সঙ্গে আপনমনে কথা বলে ও।

আমার হোমওয়ার্কটা একটু দেখিয়ে দেবে, গ্রাসিয়েলা? আমি অঙ্ক একদম পারি না। অথচ তুমি অঙ্কের জাহাজ।

আজ রাতে কী করছ, গ্রাসিয়েলা? চলো না সিনেমায় যাই কিংবা শহরে গিয়ে লেমোনেড খেয়ে আসি।

তোমার মা আজ রাতে আমাদের বাড়িতে ডিনারে আসতে দেবেন, গ্রাসিয়েলা? আমরা আজ পায়েল্লা খাব।

না রে, ভাই, আমি বোধহয় আসতে পারব না। মা'র সঙ্গে না থাকলে তিনি খুব নিঃসঙ্গবোধ করেন। জানোই তো, আমি ছাড়া মা'র আর কেউ নেই।

রোববার গ্রাসিয়েলা একটু তাড়াতাড়িই ঘুম থেকে উঠে পড়ে। নিঃশব্দে পোশাক পরে যাতে জেগে না যায় তার মা এবং তার পাশে শুয়ে থাকা অচেনা আংকেলটি। গ্রাসিয়েলা চলে যায় স্যান জুয়ান বাতিস্তা চার্চে। ওখানে ফাদার পেরেজ মৃত্যুর পরের জীবনের আনন্দ নিয়ে কথা বলেন, সেই জীবনে যিশুর সঙ্গে দেখা হবে। ওটা রূপকথার মতো জীবন। যিশুর সঙ্গে দেখা করার জন্য মরতে সাধ জাগে গ্রাসিয়েলার।

ফাদার পেরেজের বয়স চল্লিশ/বিয়াল্লিশ। তিনি অনেক দিন আগে লাস নাভাস ডেল মার্কুইসে এসেছেন। এ গাঁয়ের সবার কথাই জানেন তিনি। জানেন গ্রাসিয়েলা নিয়মিত চার্চে আসে, তার মা'র পেশা সম্পর্কেও তিনি অবগত। ওই বাড়ি এ ছোটমেয়েটির বসবাসের উপযুক্ত নয়। কিন্তু ফাদারের তো কিছু করার নেই। গ্রাসিয়েলাকে দেখে মুগ্ধ হন পেরেজ। মেয়েটি এত ভদ্র, নমনীয়, বাড়ির জীবন নিয়ে কখনও কোনও অভিযোগ বা নালিশ করতে শোনেননি তিনি ওকে।

গ্রাসিয়েলা প্রতি রোববার সকালে চার্চে আসে নিজহাতে ধোয়া ধবধবে একটি পোশাক পরে। ফাদার পেরেজ জানেন শহরের বাচ্চারা গ্রাসিয়েলাকে এড়িয়ে চলে। এজন্য তাঁর কষ্ট হয়। তিনি প্রতি রোববার প্রার্থনা শেষে, সময় পেলে গ্রাসিয়েলাকে নিয়ে ছোট একটি ক্যাফেতে যান *হেলাডো* খেতে।

শীতকালটা গ্রাসিয়েলার ভালো লাগে না মোটেই। নিরানন্দ, একঘেয়ে, বিষণ্ণ একটা ঋতু। লাস নাভাস ডেল মার্কুইসকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ক্রুজ ভার্দে পর্বতমালা। সে-কারণে এ-অঞ্চলে শীতকালটা ছয়মাসের জন্য জাঁকিয়ে বসে। শীতকাল বিদায় নিলে খুশি হয় গ্রাসিয়েলা। আসে ঝলমলে গ্রীষ্ম, ট্যুরিস্টদের ভিড়ে সরগরম হয়ে ওঠে গাঁ। তাদের কলকাকলীতে জ্যান্ত হয়ে ওঠে রাস্তাঘাট। তারা পাথরের তৈরি বাদনমঞ্চ প্লাজা ডি ম্যানুয়েল ডেলগাডো বারেডোতে হাজির হয়। স্থানীয়দের গান শোনে, নাচ দেখে। তারা হাতে হাত ধরে, নগ্নপায়ে শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত সারডানা নৃত্য করে। গ্রাসিয়েলা তাকিয়ে তাকিয়ে দর্শকদের দেখে। তারা ক্যাফের পেভমেন্টে বসে *operitivos* পান করে কিংবা মৎস্যবাজার *Pescaderia*-তে বাজার করতে যায়।

তবে গ্রাসিয়েলার প্রতি সন্ধ্যাবেলার *Paseo* দেখতে সবচেয়ে ভালো লাগে। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে প্লাজা মেয়রে হাঁটাহাঁটি করে। ওদের বাবা-মা এবং দাদা-দাদিরা রাস্তার পাশের ক্যাফেতে বসে ছেলেমেয়েদেরকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করতে থাকে। এটাও ঐতিহ্যগত একটি প্রথা, চলে আসছে শতশত বছর ধরে। গ্রাসিয়েলার খুব ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে। কিন্তু ওর মা কঠোরভাবে মানা করে দিয়েছে।

'তুই Puta (বেশ্যা) হতে চাস?' মেয়ের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠেছে মা। 'ছেলেদের কাছ থেকে সবসময় দূরে থাকবি। ওরা তোর কাছ থেকে শুধু একটি জিনিসই চাইবে আমি জানি।'

দিনগুলো মোটামুটি গেলেও রাত হয়ে ওঠে অসহ্য। পাতলা পর্দার দেয়াল ওপাশের বিছানার ফোঁসফোঁস নিশ্বাস, গোঙানি, শীৎকার কোনোকিছুই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

'আরও জোরে...আরও জোরে!'

'cogeme!'

'maname le verga!'

'matela en el culo!'

দশ বছরে পা দেয়ার আগেই গ্রাসিয়েলা স্প্যানিশ যত অশ্লীল শব্দ আছে সব শিখে ফেলল। ওরা ফিসফিস করে, চিৎকার দেয়, খাটে মচমচ শব্দ হয়, গোঙায়। যৌন শীৎকার আর চিৎকার গ্রাসিয়েলার মন গ্রহণ করতে চায় না, কিন্তু একই সঙ্গে কীরকম অদ্ভুত একটা শিরশিরানি জেগে ওঠে শরীরে।

গ্রাসিয়েলার তখন চোদ্দ বছর বয়স, ওদের ঘরে একদিন এল এক স্প্যানিশ মুর। ভালুকের মতো প্রকাণ্ড শরীর, গায়ের রঙ আবলুস কালো, চওড়া কাঁধ, পিপের মতো

চিতানো বুক, বিরাট দুটো হাত। মাঝরাতে এল লোকটা। গ্রাসিয়েলা তখন ঘুমে। লোকটাকে ভোরবেলা দেখল সে। পর্দা সরিয়ে গ্রাসিয়েলার ঘরে ঢুকল সে। বিছানার পাশ দিয়ে উঠোনে যাচ্ছিল। সম্পূর্ণ নগ্ন। তাকে দেখে রীতিমতো খাবি খেল গ্রাসিয়েলা। লোকটার সবকিছুই বড় বড়। *এ লোক তো আমার মাকে মেরেই ফেলবে,* ভাবল গ্রাসিয়েলা।

লোকটা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল গ্রাসিয়েলার দিকে। 'বেশ, বেশ। তো কে তুমি?'

ডোলোরেস পিনোরে তাড়াতাড়ি নিজের বিছানা থেকে নেমে এল, দাঁড়াল লোকটার পাশে। 'আমার মেয়ে,' বলল সে।

মা-ও ন্যাংটো। রীতিমতো বিব্রতবোধ করল গ্রাসিয়েলা।

হাসল স্প্যানিয়ার্ড। তার দাঁতগুলো সুন্দর। মসৃণ, শাদা।

'কী নাম তোমার, *গুয়াপা?'*

গ্রাসিয়েলা লজ্জায় লোকটার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না। চুপ করে রইল ও।

'ওর নাম গ্রাসিয়েলা। ও মানসিক প্রতিবন্ধী।'

'ও সুন্দরী। তুমি নিশ্চয় যৌবনে এরকম সুন্দর দেখতে ছিলে।'

'আমি এখনও বুড়িয়ে যাইনি,' খেঁকিয়ে উঠল ডোলোরেস। ফিরল মেয়ের দিকে। 'যাও, জামাকাপড় পরো গে। স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, মা।'

লোকটা দাঁড়িয়ে রইল, চোখ দিয়ে গিলছে কিশোরীকে।

গ্রাসিয়েলার মা লোকটার হাত ধরে ছিনাল ভঙ্গিতে বলল, 'বিছানায় চলো, *কুইরিডো!* আমরা তো এখনও শেষ করিনি।'

'পরে,' বলল লোকটা। এখনও গ্রাসিয়েলার ওপর দৃষ্টি।

মুর লোকটা থেকে গেল। গ্রাসিয়েলা প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় প্রার্থনা করে বাসায় ফিরে যেন দেখে লোকটা চলে গেছে। লোকটাকে দেখলেই ও আতঙ্ক বোধ করে। কিন্তু লোকটা কখনও ওর সঙ্গে বাজে আচরণ করেনি, ধমক দিয়ে কথা বলেনি। কিন্তু মুরের কথা ভাবলেই গ্রাসিয়েলার রক্ত জমাট বেঁধে যায়।

মুর ওদের ক্ষুদ্র বাড়িতে বেশিরভাগ সময় কাটায়, সারাক্ষণ মদ গেলে। ডোলোরেস পিনেরোর উপার্জিত সমস্ত অর্থ সে কেড়ে নেয়, মাঝেমাঝে মাঝরাতে মহিলার সঙ্গে প্রেম করে, গ্রাসিয়েলা শুনতে পায় লোকটা তার মাকে ধরে পেটাচ্ছে। সকালে দেখা যায় ডোলোরেস চোখের নিচে কালশিটে দাগ কিংবা কেটে গেছে ঠোঁট।

'মা, তুমি লোকটাকে থাকতে দিচ্ছ কেন?' জিজ্ঞেস করে গ্রাসিয়েলা।

'ও তুই বুঝবি না,' গম্ভীর কণ্ঠ ডোলোরেসের। 'ও সত্যিকারের পুরুষ, অন্যগুলোর মতো ভেড়া নয়। নারীকে কীভাবে তৃপ্তি দিতে হয় জানে ও।' নিজের চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দেয় সে। 'তাছাড়া ও আমার প্রেমে মাতোয়ারা।'

মায়ের কথা বিশ্বাস হয় না গ্রাসিয়েলার। ও বুঝতে পারে মুর ওর মাকে ব্যবহার করছে, কিন্তু প্রতিবাদ করে কিছু বলার সাহস নেই গ্রাসিয়েলার। মা'র বদমেজাজ ও খুব ভয় পায়, ডোলোরেস পিনেরো রেগে গেলে শয়তান ভর করে তার ওপর। একবার গ্রাসিয়েলা তার এক 'আংকেল'-এর জন্য এক কাপ চা বানিয়ে দিয়েছিল বলে ডোলোরেস ওকে রান্নাঘরের ছুরি হাতে তাড়া করেছিল।

এক রোববার সকালে গ্রাসিয়েলা ঘুম থেকে উঠেছে চার্চে যাবে বলে। ওর মা আরও ভোরে বেরিয়েছে কিছু ড্রেস ডেলিভারি দিতে। গ্রাসিয়েলা নাইটগাউন খুলেছে, পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল মুর। উলঙ্গ।

'তোমার মা কোথায়, *গুয়াপা?*'

'মা কাজে বেরিয়েছে।'

মুরের স্থিরদৃষ্টি গ্রাসিয়েলার নগ্ন শরীরে। 'তুমি খুব সুন্দর।' নরম গলায় বলল সে।

লজ্জায় রক্তিম হল গ্রাসিয়েলা। ও জানে ওর এখন কী করা উচিত। নগ্নতা ঢাকা দিতে ওর স্কার্ট এবং ব্লাউজ পরে এ লোকটার সামনে থেকে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল গ্রাসিয়েলা, নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। দেখছে লোকটার পুরুষাঙ্গ খাড়া হয়ে যাচ্ছে। কী বড়! কানে ভেসে এল কণ্ঠগুলো :

'জোরে...আরও জোরে।'

গ্রাসিয়েলার মাথাটা কেমন চক্কর দিয়ে উঠল।

ঘরঘরে গলায় মুর বলল, 'তুমি বাচ্চামেয়ে। জামাকাপড় পরে এখান থেকে চলে যাও।'

নড়ে উঠল গ্রাসিয়েলা। পা বাড়াল মুরের দিকে। লোকটার কোমর জড়িয়ে ধরল দুহাতে, গায়ে লৌহদণ্ডের গরম ছ্যাঁকা খেল।

'না,' গুঙিয়ে উঠল গ্রাসিয়েলা। 'আমি বাচ্চামেয়ে নই।'

তারপর যে ব্যথাটা ও পেল তার সঙ্গে কোনোকিছুর তুলনা হতে পারে না। অসহ্য একটা যন্ত্রণা, শরীরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছিল কিন্তু সেইসঙ্গে অদ্ভুত একটা আনন্দও জাগছিল, পুলক অনুভব করছিল গ্রাসিয়েলা। লোকটাকে দুহাতে জড়িয়ে বুকের সাথে ঠেসে ধরল ও, সুখের আতিশয্যে গোঙাচ্ছে। একের-পর-এক রেতঃপাত হয়ে চলল গ্রাসিয়েলার। ও ভাবছিল *রহস্যটা তাহলে এই!* সকল সৃষ্টির গোপনীয়তা ওর সামনে উন্মোচিত হল। এমন আনন্দ, এমন সুখ যে আছে পৃথিবীতে জানত না গ্রাসিয়েলা।

'তোমরা করছ কী?'

চিৎকার করছে ডোলোরেস পিনেরো। একমুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল সবকিছু, জমাট বেঁধে গেল সময়। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডোলোরেস, বিস্ফারিত চোখে দেখছে তার মেয়ে এবং মুরকে।

মা'র দিকে তাকাল গ্রাসিয়েলা, ভয়ের চোটে বন্ধ হয়ে গেছে জবান। সেই ভয়ংকর, অশুভ ক্রোধে জ্বলছে ডোলোরেসের চক্ষু।

'মাগী!' হিসহিস করে উঠল ডোলোরেস। 'খানকি মাগী!'

সে বিছানার পাশে রাখা লোহার ভারী একটা অ্যাশট্রে তুলে নিয়ে বাড়ি মারল তার মেয়ের মাথায়।

তারপর আর কিছু মনে নেই গ্রাসিয়েলার।

ওর জ্ঞান ফিরল হাসপাতালের ধবধবে শাদা ওয়ার্ডে।

ওয়ার্ডটি বেশ বড়, কমপক্ষে দুডজন বেড। সবগুলোর রোগী ভর্তি। ব্যস্ত নার্সরা আসা-যাওয়ার মাঝে আছে। রোগীদের কাছে যাচ্ছে।

ব্যথায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে গ্রাসিয়েলার। একটু নড়াচড়া করলেই আগুন ধরে যাচ্ছে মাথায়। চুপচাপ শুয়ে রইল ও, অন্য রোগীদের আর্তনাদ, চিৎকার-চেঁচামেচি শুনছে।

শেষ বিকেলের দিকে এক তরুণ ডাক্তার এল গ্রাসিয়েলাকে দেখতে। বয়স বড়জোর ত্রিশ/বত্রিশ হবে, কিন্তু ক্লান্তির কারণে দেখাচ্ছে আরও বেশি।

'যাকগে, জ্ঞান ফিরল তাহলে,' বলল সে।

'আমি কোথায়?' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে গ্রাসিয়েলার।

'আভিলার হসপিটাল প্রভিনশিয়ালের চ্যারিটি ওয়ার্ডে। গতকাল তোমাকে এখানে ভর্তি করা হয়েছে। খুবই বাজে অবস্থা ছিল তোমার। তোমার কপালে সেলাই করতে হয়েছে।' বলে চলল ডাক্তার। 'চিফ সার্জন নিজে তোমার ক্ষত সেলাই করেছেন। বলেছেন তুমি এত সুন্দর দেখতে। তোমার চেহারায় যেন কোনও দাগটাগ না পড়ে যায়।'

উনি ভুল বলেছেন, ভাবছে গ্রাসিয়েলা। *আমার জীবনে চিরজীবনের জন্য দাগ পড়ে গেছে।*

দ্বিতীয় দিন ফাদার পেরেজ এলেন গ্রাসিয়েলাকে দেখতে। এক নার্স একটি চেয়ার এনে দিল বসার জন্য। সুন্দরী মেয়েটিকে এমন অসুস্থ, ম্রিয়মাণ অবস্থায় দেখে ফাদারের বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। কী ঘটেছে তিনি জানেন। গাঁয়ের সবাই জানে। যদিও ডোলোরেস পিনোরো পুলিশকে বলেছে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে তার মেয়ের মাথা ফেটেছে।

ফাদার পেরেজ জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কেমন লাগছে, সোনা? ভালো আছ তো?' 'পুলিশ জেরা করছে। তুমি কি তাদেরকে কিছু বলতে চাও?'

দীর্ঘ নীরবতা। অবশেষে গ্রাসিয়েলা বলল, 'ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।'

ফাদার মেয়েটির মুখের দিকে তাকাতে পারলেন না। 'ও আচ্ছা।'

একটু বিরতি দিয়ে করুণ গলায় যোগ করলেন, 'গ্রাসিয়েলা, আমি তোমার মা'র সঙ্গে কথা বলেছি...'

মা কী বলেছে অনুমান করতে পারছে গ্রাসিয়েলা। 'আ—আমি আর বাড়ি ফিরতে পারব না, না?'

'না, এ নিয়ে পরে কথা বলব।' গ্রাসিয়েলার একটি হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিলেন ফাদার। 'আমি তোমাকে দেখতে কাল আবার আসব।'

'ধন্যবাদ, ফাদার।'

ফাদার চলে যাবার পরে গ্রাসিয়েলা শুয়ে শুয়ে প্রার্থনা করল *হে ঈশ্বর, আমাকে মরণ দাও। আমি আর বাঁচতে চাই না।*

ওর কোথাও বা কারও কাছে যাবার জায়গা নেই। আর স্কুলে যেতে পারবে না গ্রাসিয়েলা। শিক্ষকদের প্রিয় মুখগুলো দেখার আর সুযোগ হবে না। পৃথিবীতে ওর জন্য আর কিছুই রইল না।

এক নার্স এসে দাঁড়াল বিছানার পাশে। 'তোমার কিছু লাগবে?'

গ্রাসিয়েলা হতাশ মুখ নিয়ে তাকাল নার্সের দিকে। কী বলবে ও?

পরদিন ডাক্তার এসে গ্রাসিয়েলাকে বলল, 'তোমার জন্য সুখবর আছে। তুমি এখন সুস্থ। বাড়ি ফিরতে পারবে।'

কথাটা মিথ্যা। তবে শেষের কথাটা সত্য। 'আমাদের বেডটা দরকার।'

গ্রাসিয়েলা কোথায় যাবে?

ঘন্টাখানেক বাদে হাজির হলেন ফাদার পেরেজ, সঙ্গে আরেকজন প্রিস্ট।

'ইনি ফাদার বেরেন্ডো, আমার পুরনো বন্ধু।'

গ্রাসিয়েলা ভঙ্গুর চেহারার মানুষটির দিকে তাকাল। 'ফাদার।' *পেরেজ ঠিকই বলেছেন,* মনে মনে বললেন ফাদার বেরোন্ডো *মেয়েটি খুব সুন্দর।*

গ্রাসিয়েলার গল্প বেরোন্ডোকে বলেছেন পেরেজ। বেরোন্ডো গ্রাসিয়েলাকে বললেন, 'তোমাকে খুব খারাপ সময়ের মাঝদিয়ে যেতে হয়েছে আমি জানি,' এ কথাটির মাঝে লুকিয়ে আছে গভীর অর্থ।

ফাদার পেরেজ বললেন, 'গ্রাসিয়েলা, আমি গাঁয়ে ফিরব। তোমাকে ফাদার বেরোন্ডোর কাছে রেখে যাচ্ছি।'

হঠাৎ আতঙ্ক বোধ করল গ্রাসিয়েলা। যেন বাড়ির সঙ্গে শেষ সুতোটি ছিঁড়ে

গেছে। 'প্লিজ যাবেন না,' কাতর গলায় বলল ও।

ফাদার পেরেজ গ্রাসিয়েলার হাত ধরলেন। 'আমি জানি তুমি খুব একাকী বোধ করছ। তবে আর একা লাগবে না। আমাকে বিশ্বাস করো, চাইল্ড, তুমি একা নও।'

একটি কাপড়ের বান্ডিল নিয়ে হাজির হল এক নার্স। গ্রাসিয়েলাকে দিয়ে বলল, 'এর মধ্যে তোমার জামাকাপড় আছে। তোমাকে এখুনি হাসপাতাল ছাড়তে হবে।'

আরও বেশি আতঙ্ক গ্রাস করল গ্রাসিয়েলাকে। 'এখুনি?'

'জামাকাপড় পরে নাও,' বললেন ফাদার বেরোন্ডো। 'তারপর চলো হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।'

পনেরো মিনিট পরে গ্রাসিয়েলাকে নিয়ে ফাদার বেরোন্ডো বেরিয়ে এলেন হাসপাতাল থেকে। হাসপাতালের সামনে রঙিন ফুলের চমৎকার বাগান। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত গ্রাসিয়েলার বাগানটা চোখেই পড়ল না।

নিজের অফিসে এসে ফাদার বেরোন্ডো বললেন, 'ফাদার পেরেজ আমাকে বলেছেন তোমার নাকি কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।'

মাথা ঝাঁকাল গ্রাসিয়েলা।

'তোমার কোনও আত্মীয়স্বজন নেই?'

'শুধু—' বলতে কষ্ট হচ্ছে। 'শুধু—আমার মা আছে।'

'ফাদার পেরেজ বললেন তুমি নাকি নিয়মিত চার্চে যাও।'

ওই গ্রামটি আর কোনোদিন দেখার সুযোগ হবে না গ্রাসিয়েলার। 'জি।'

'গ্রাসিয়েলা, তুমি কখনও কনভেন্টে থাকার কথা ভেবেছ?'

'না।' কথাটা শুনে চমকে গেছে গ্রাসিয়েলা।

'আভিলায় একটি কনভেন্ট আছে— দ্য সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট। তুমি ওখানে থাকতে পারবে।'

'আ—আমি ঠিক জানি না,' ওর ভয় লাগছে।

'ওখানে সবাই যেতে পারে না,' বললেন ফাদার বেরেন্ডো। 'ওখানকার আইনকানুন খুব কড়া। একবার কনভেন্টে ঢুকে শপথ নেয়ার পরে আর কোনোদিন ওখান থেকে বেরুতে পারবে না।'

গ্রাসিয়েলা বসে রইল। কী বলবে ভাবছে। জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেছে দৃষ্টি। পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চিন্তাটাই কেমন ভীতিকর। এ যেন জেলখানার জীবন। কিন্তু পৃথিবী ওকে কীইবা দিয়েছে। যন্ত্রণা আর কষ্ট ছাড়া। ও বহুবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছে। হয়তো কনভেন্টে গেলে ওই কষ্টের হাত থেকে বেঁচে যাবে।

ফাদার বেরোন্ডো বললেন, 'সিদ্ধান্ত তুমিই নেবে, মাই চাইল্ড। যদি যেতে চাও তো আমি তোমাকে রেভারেন্ড মাদার প্রাইওরেসের কাছে নিয়ে যাব।'

মাথা দোলাল গ্রাসিয়েলা। 'আমি যাব।'

রেভারেন্ড মাদার তাঁর সামনে দাঁড়ানো কচি মুখখানাকে দেখছেন। গত রাতে, বহু বছর পরে, প্রথমবারের মতো একটি কণ্ঠ শুনেছেন তিনি। *আপনার কাছে একটি কিশোরী মেয়েকে পাঠানো হবে আশ্রয় দেয়ার জন্য।* 'তোমার বয়স কত, খুকি?'

'চোদ্দ।'

অনেক বয়স। চতুর্দশ শতকে পোপ ঘোষণা করেছিলেন মেয়েরা বারো বছর বয়সে নান হতে পারবে।

'আমার ভয় করছে,' গ্রাসিয়েলা বলল রেভারেন্ড মাদার বেটিনাকে।

আমার ভয় করছে। কথাটা বারবার বাড়ি খাচ্ছে বেটিনার কানে। *আমার ভয় করছে...*

বহুবছর আগে বেটিনা তাঁর প্রিস্টকে একই কথা বলেছিলেন, 'আমার ভয় করছে, ফাদার। আমি জানি না এটা ঈশ্বরের কোনও আহ্বান কিনা।'

'বেটিনা, ঈশ্বরের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগের সময় নানা কারণে মন অস্থির হতেই পারে। আর তাঁর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত।'

ধর্মের প্রতি কোনোই আগ্রহ ছিল না বেটিনার। কৈশোরে তিনি চার্চ এবং সানডে স্কুল এড়িয়ে চলতেন। বরং পার্টি, জামাকাপড় আর ছেলেদের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি।

কিন্তু উনিশ বছর বয়সে এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে যা তাঁর জীবনটাকেই বদলে দেয়।

একদিন তিনি ঘুমিয়ে আছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন একটি কণ্ঠ বলছে, 'বেটিনা, ওঠো, বাইরে যাও।'

চোখ মেলে তাকালেন বেটিনা, ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। ভীত। বেডসাইড ল্যাম্প জ্বালালেন। কেউ নেই। কী অদ্ভুত স্বপ্ন!

কিন্তু কণ্ঠটা এমনভাবে কানে বেজেছে, যেন সত্যি কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। তিনি আবার শুয়ে পড়লেন। তবে আর ঘুম এল না।

বেটিনা, ওঠো, বাইরে যাও।

এ আসলে আমার অবচেতন মনের কাণ্ড, ভাবলেন তিনি। *আমি কেন মাঝরাতে বাইরে যাব?*

আলো নিভিয়ে দিলেন বেটিনা। একটু পরে আবার জ্বাললেন বাতি। শেষে ড্রেসিংগাউন গায়ে চাপিয়ে, পায়ে চটি গলিয়ে নেমে এলেন নিচে। গোটা বাড়ি ঘুমাচ্ছে।

রান্নাঘরের দরজা খুললেন বেটিনা। ভয় লাগছে খুব। আঁধারে চোখ বুলালেন। চাঁদের আলোয় নজর আটকে গেল ফেলে রাখা একটি পুরানো রেফ্রিজারেটরের ওপর।

বেটিনা হঠাৎ বুঝতে পারলেন কেন তিনি এখানে এসেছেন। সম্মোহিতের মতো হেঁটে গেলেন রেফ্রিজারেটরের কাছে, খুললেন। ভেতরে পড়ে রয়েছে তাঁর তিন বছরের ভাইটি। অজ্ঞান।

ওটা ছিল প্রথম ঘটনা। বেটিনা অবশ্য এ ঘটনার একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মনে মনে।

আমি নিশ্চয় টের পেয়েছি আমার ভাই বিছানা থেকে উঠে উঠোনে গেছে। আমি জানতাম ওখানে রেফ্রিজারেটরটা আছে। ভাইয়ের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল বলে আমি ওখানে চলে যাই।

তবে পরের ঘটনাটির ব্যাখ্যা অতটা সহজ ছিল না। ঘটল মাসখানেক বাদে।

ঘুমের মধ্যে একটি কণ্ঠ শুনতে পেলেন বেটিনা।

'আগুন নেভাও।'

একটা ঝাঁকি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেলেন তিনি। ধড়ফড় করছে বুক। এবারও আবার ঘুমাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। ড্রেসিংগাউন পরে ল্যান্ডিং-এ গেলেন। ধোঁয়া কিংবা আগুনের কোনও চিহ্ন নেই। বাবা মা'র বেডরুমের দরজা খুললেন। সবকিছু স্বাভাবিক। ভাইয়ের শয়নকক্ষেও আগুনের আলামত নেই। নিচতলায় গিয়ে সবগুলো ঘরে উঁকি দিলেন বেটিনা। আগুনের চিহ্ন নেই।

আমি একটা বোকা, নিজেকে তিরস্কার করলেন তিনি। *স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি।*

বিছানায় ফিরে এলেন তিনি। এমন সময় গোটা বাড়ি কেঁপে উঠল বিস্ফোরণের আওয়াজে। বেটিনা তাঁর পরিবার নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। দমকল কর্মীরা এসে নেভাল আগুন।

'বেযমেন্ট থেকে এর উৎপত্তি,' একজন দমকল কর্মী জানাল। 'একটা বয়লার ফেটে গেছে।'

পরবর্তী ঘটনা ঘটল তিন হপ্তা পরে। এবারে আর কোনও স্বপ্ন নয়।

বেটিনা বারান্দায় বসে বসে বই পড়ছিলেন। এক লোককে দেখলেন উঠোনে। লোকটা বেটিনার দিকে তাকাল। কী ভয়ানক চাউনি! লোকটাকে দেখামাত্র বেটিনা বুঝে ফেললেন ওটা একটা অশুভ সত্তা এবং ভয়ানক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে তাঁর জীবনে। ঘুরল লোকটা। চলে গেল।

কিন্তু লোকটার কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারলেন না বেটিনা।

তিনদিন পরে একটি অফিস ভবনে এসেছেন বেটিনা, লিফটের জন্য অপেক্ষা করছেন। খুলে গেল লিফটের দরজা। তিনি লিফটে উঠতে যাচ্ছেন, চোখ পড়ল

লিফট অপারেটরের ওপর। আরি, এ লোকটাকেই তো সেদিন তিনি বাগানে দেখেছেন। ভীত বেটিনা পিছিয়ে গেলেন। লিফটে উঠলেন না। বন্ধ হয়ে গেল লিফটের দরজা, উঠতে লাগল ওপরে। কয়েক মুহূর্ত পরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল লিফট। সব কজন যাত্রী মারা গেল।

পরের রোববার চার্চে গেলেন বেটিনা।

'হে ঈশ্বর, আমি জানি না আমার জীবনে এসব কী ঘটছে। আমি ভয় পাচ্ছি। আমাকে পথ দেখাও। বলে দাও আমার কী করা উচিত।'

সে রাতে বেটিনা ঘুমাচ্ছেন, জবাব এল একটি শব্দে—*আরাধনা।*

সারারাত স্বপ্নের কথা ভাবলেন বেটিনা। পরদিন সকালে প্রিস্টের কাছে গেলেন এ নিয়ে কথা বলতে।

প্রিস্ট মনোযোগ দিয়ে বেটিনার কথা শুনলেন।

'তুমি সৌভাগ্যবতী। তোমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।'

'কিসের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে?'

'তুমি কি তোমার জীবন ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে চাও, মাই চাইল্ড?'

'আ—আমি জানি না। আমার ভয় করছে।'

তবে শেষপর্যন্ত তিনি কনভেন্টে যোগ দিলেন।

'আমি সঠিক পথটিই বেছে নিয়েছি,' ভাবলেন রেভারেন্ড মাদার বেটিনা। *কারণ নিজেকে কখনও এত সুখি মনে হয়নি আমার...*

আর এখন এই নির্বাসিত কিশোরীটি বলছে, 'আমার ভয় করছে।'

রেভারেন্ড মাদার গ্রাসিয়েলার হাত তুলে নিলেন নিজের মুঠোয়। 'সময় নাও, গ্রাসিয়েলা। ঈশ্বর তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করো। আমরা এ নিয়ে পরেও কথা বলতে পারব।'

কিন্তু কী চিন্তা করবে গ্রাসিয়েলা? *আমার তো এ পৃথিবীতে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।* সে রেভারেন্ড মাদারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি নীরবতাকেই মেনে নেব।'

এটা সতেরো বছর আগের কথা। ওই প্রথম জীবনে প্রথমবারের মতো জীবনের সুখ খুঁজে পেয়েছে গ্রাসিয়েলা। তার জীবন ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গকৃত। অতীত নিয়ে সে আর ভাবে না। সে এখন ঈশ্বরের সঙ্গিনী। মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ দেবে।

বাগানের কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল সিস্টার গ্রাসিয়েলাকে। সে আপন মনে বাগানে কাজ করত। কনভেন্টের শান্ত জীবনে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে তার পুরনো দুঃস্বপ্ন রূপ নিয়েছে বাস্তবে। বর্বরদের হামলায় তার শান্তিময়

জীবন হয়ে গেছে ছিন্নভিন্ন। সেই মুর আবার ফিরে এসেছে। লোকটার গরম নিশ্বাস পড়ছে মুখে। লোকটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে গ্রাসিয়েলা, চোখ মেলে চাইল। মুর নেই, সেই ফ্রায়ারটা। ওর শরীরের ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। ফ্রায়ার বলছে, 'বাধা দিয়ো না, সিস্টার। তুমি মজাই পাবে!'

'মা!' গলা ফাটাল গ্রাসিয়েলা। 'মা! আমাকে বাঁচাও!'

সাত

মেগান এবং টেরেসাকে নিয়ে রাস্তা ধরে ফুরফুরে মেজাজে হাঁটছে লুসিয়া কারমিন। পছন্দের পোশাক আবার গায়ে চাপানোর সুযোগ হয়েছে, ত্বকের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে সিল্ক। যেন ফিসফিস করছে। অন্যদের দিকে তাকাল লুসিয়া। ওরা নার্ভাস ভঙ্গিতে হাঁটছে, নতুন পোশাকে অনভ্যস্ত, স্কার্ট এবং স্টকিং পরে যেন শরমে মরে যাচ্ছে। *ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওদের যেন ভিন্নগ্রহ থেকে ধরে আনা হয়েছে, এ পৃথিবীর মানুষ ওরা নয়, ভাবছে লুসিয়া।*

সবচেয়ে অস্বস্তিতে আছেন সিস্টার টেরেসা। ত্রিশ বছর কনভেন্টের জীবনে অভ্যস্ত এই নারীর পৃথিবী অকস্মাৎ প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে। এ পৃথিবীতে একদা বসবাস করলেও এখন একে তাঁর অচেনা লাগছে। কনভেন্ট তাঁর চেনা, বাস্তব দুনিয়া, স্যাংচুয়ারির চার দেয়ালের নিরাপত্তার বেষ্টনীর মাঝে ফিরে যাওয়ার ব্যাকুলতা অনুভব করছেন তিনি।

মেগান এ ব্যাপারে সচেতন যে রাস্তার লোকজন তার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। লজ্জায় রাঙা হল সে। নারীদের মাঝে বছরের-পর-বছর বাস করে সে ভুলেই গিয়েছিল পুরুষ দেখতে কেমন কিংবা কেউ তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলে অনুভূতিটা কীরকম জাগে। অনুভূতিটা অস্বস্তিকর, বিব্রতকর...এবং উত্তেজক। পুরুষদের চাউনি মেগানের ভেতরে দীর্ঘদিন নীরবে ডুবে থাকা অনুভূতিগুলো জাগিয়ে তুলছে। বহু বছর পরে এই প্রথম নিজের নারীত্ব নিয়ে সচেতন হয়ে কিছু ভাবছে ও।

কিছুক্ষণ আগে যে বারটিকে পাশ কাটিয়েছে ওরা, ওটার সামনে আসতে যন্ত্রসংগীত আছড়ে পড়ল কানে। ফ্রায়ার কারিল্লো কী যেন বলেছিল একে? *রক এন রোল। তরুণদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয়।* মেগানের ভেতরটা কেমন খচখচ করছে। হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝে ফেলল ও। সিনেমাহলের সামনে দিয়ে যাবার সময় ফ্রায়ার বলেছিল *'খুবই লজ্জার ব্যাপার যে আজকাল সিনেমায় এসব দেখানো হয়। ওই ছবিটা স্রেফ পর্ণোগ্রাফি। মানুষের সবচেয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো ওতে দেখানো হয়।*

মেগানের হৃৎপিণ্ডের গতি বৃদ্ধি পেল। ফ্রায়ার কারিল্লো যদি কুড়ি বছর ধরে একটা মনাস্টেরিতেই পড়ে থাকে তাহলে সে রক মিউজিক কিংবা ওই সিনেমার মধ্যে কী আছে তা জানল কী করে? কিছু একটা মস্ত ভজকট হয়েছে কোথাও।

সে লুসিয়া এবং টেরেসার দিকে ফিরে জরুরি গলায় বলল, 'জলদি দোকানে ফিরে চলো।'

মেগান কথা শেষ করেই ঘুরে দৌড় দিল, বাকি দুজন ওর পেছন পেছন ছুটল।

মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে গ্রাসিয়েলা, শরীরের ওপর থেকে ওজনটাকে খসিয়ে ফেলতে নখ এবং থাবা ব্যবহার করছে।

'গড ড্যাম ইউ! হাত পা ছোড়াছুড়ি কোরো না তো!' খামচি খেয়ে অস্থির কারিল্লো।

শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল সে। দেখল হিল পরা একটা পা সবেগে ছুটে আসছে ওর মাথা লক্ষ্য করে। তারপরের কথা বিস্মৃত হল কারিল্লো।

মেগান হাত বাড়িয়ে টেনে তুলল বেতসলতার মতো কাঁপতে থাকা গ্রাসিয়েলাকে, ওকে জড়িয়ে ধরল। 'শ্‌শ্‌। ইটস অলরাইট। আর কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

নিজেকে সামলে নিতে অনেকক্ষণ সময় লাগল গ্রাসিয়েলার।

'ও—ও—এবারে আমার কোনো দোষ ছিল না,' আকুতি ওর কণ্ঠে।

লুসিয়া এবং টেরেসাও চলে এসেছে। লুসিয়া এক পলক চোখ বুলিয়েই বুঝে নিল পরিস্থিতি।

'বাস্টার্ড!'

তাকাল মেঝেয় পড়ে থাকা অজ্ঞান, অর্ধনগ্ন শরীরটার দিকে। অন্যরা কারিল্লোকে দেখছে, লুসিয়া কাউন্টার থেকে কয়েকটা বেল্ট নিয়ে এসে লোকটার হাত পিছমোড়া করে বাঁধল খুব শক্ত ভাবে।

'তুমি ওর পা বেঁধে ফেলো,' বলল ও মেগানকে।

কাজে লেগে গেল মেগান।

কাজ শেষ করে সিধে হল লুসিয়া। সন্তুষ্ট। 'লোকে বিকেলে দোকান খুললেই ওকে দেখতে পাবে। ও এখানে কী করছিল তখন লোকের কাছে মহাসুখে বলুক।' গ্রাসিয়েলার দিকে তাকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'আ—হ্যাঁ—ঠিক আছি,' হাসার চেষ্টা করল মেয়েটা।

'চলো, বেরুই,' বলল মেগান। 'জলদি পোশাক পরে নাও।'

ওরা চলে যাবার জন্য রেডি হয়েছে, বাধা দিল লুসিয়া।

'এক মিনিট দাঁড়াও।'

ক্যাশ রেজিস্টারে গিয়ে তালায় একটা চাবি ঢোকাল ও। ক্যাশে কয়েকটি একশো পেসেতার নোট। টাকাগুলো খাবলা মেরে তুলে নিল লুসিয়া, কাউন্টার থেকে একটা পার্স নিয়ে টাকাগুলো রাখল ওর ভেতরে। লক্ষ করল টেরেসা ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। চেহারায় অপ্রসন্ন ভাব।

লুসিয়া বলল, 'ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করুন, সিস্টার। ঈশ্বরের যদি আমাদেরকে টাকা না দেয়ার ইচ্ছে থাকত তাহলে তিনি টাকাগুলো এভাবে এখানে রেখে দিতেন না।'

ক্যাফেতে বসেছে সবাই। মিটিং হচ্ছে। সিস্টার টেরেসা বললেন, 'আমাদের যত দ্রুত সম্ভব ক্রুশটা মেনডাভিয়ার কনভেন্টে পৌঁছে দেয়া দরকার। ওখানে আমরা সবাই নিরাপদ থাকব।'

আমি ছাড়া, মনে মনে বলল লুসিয়া। *আমার নিরাপত্তা হল সুইস ব্যাংক। তবে সবার আগে ওই ক্রুশটা আমার হাতাতে হবে।*

'মেনডাভিয়া কনভেন্ট এদিক থেকে উত্তরে, না?'

'হুঁ।'

'লোকে আমাদের খোঁজে শহর চষে বেড়াবে। কাজেই আজ রাতটা আমরা কাটাব পাহাড়ে।'

ওখানে টেরেসা চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ তার চিৎকার শুনবে না।

এক ওয়েট্রেস টেবিলে মেনু নিয়ে এল। দিল ওদের হাতে। সিস্টাররা মেনু দেখছে, চেহারায় হতবুদ্ধি ভাব। হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারল লুসিয়া। ওরা বহুদিন বাইরের খাবার থেকে বঞ্চিত। কনভেন্টে এতদিন শুধু অতি সাধারণ খাবার খেয়ে এসেছে। এখন নানা নামের খাদ্যদ্রব্য অচেনা তো *ঠেকবেই*। সিস্টার টেরেসা প্রথমে কথা বললেন, 'আ—আমি শুধু কফি আর ব্রেড নেব।'

সিস্টার গ্রাসিয়েলা বলল, 'আমিও।'

মেগান বলল, 'সামনে লম্বা, কঠিন যাত্রা পড়ে আছে। শরীরে শক্তি জোগাবে এমন কিছু, যেমন ডিম খাওয়া উচিত আমাদের।'

লুসিয়া নতুন চোখে মেগানের দিকে তাকাল। *এর ওপরেই শুধু নজর রাখতে হবে।* বলল, 'সিস্টার মেগান ঠিক কথাই বলেছে। আমি সবার জন্য অর্ডার দিচ্ছি।'

সে কাটা কমলা, Tortillas de Patatas, বেকন, গরম রোল, জ্যাম এবং কফির অর্ডার দিল।

'আমাদের তাড়া আছে,' বলল সে ওয়েট্রেসকে।

সিয়েস্তা বা দুপুরের ভাতঘুমের অবসান হবে বিকেল সাড়ে চারটায়। জেগে উঠবে গোটা শহর। মিগুয়েল কারিল্লোকে লোকে দোকানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আবিষ্কার করার আগেই লুসিয়া এখান থেকে কেটে পড়তে চায়।

খাবার আসার পরে সিস্টাররা ওদিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল।

'নাও, শুরু করো,' তাড়া দিল লুসিয়া।

ওরা খাওয়া শুরু করল, প্রথমে ইতস্তত ভঙ্গিতে, তারপর অপরাধবোধ কাটিয়ে

দ্রুত ভঙ্গিতে। তবে সিস্টার টেরেসার দ্বিধা কাটছিল না দেখে তাকে কিছু উপদেশ খয়রাত করতে হল লুসিয়ার। শেষে টেরেসা বললেন, 'আচ্ছা, খাচ্ছি। তবে তোমাদেরকে বলে রাখছি খাবারটা খুব বেশি উপভোগ করব না আমি।'

খাওয়া শেষ হলে লুসিয়া দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে চুরি করে আনা টাকা দিয়ে খাবারের বিল মেটাল। তারপর বেরিয়ে এল সদলবলে। প্রাণ ফিরে পেতে শুরু করেছে রাস্তাঘাট, খুলছে দোকানপাট। ওরা হয়তো এতক্ষণে মিগুয়েল কারিল্লোকে ধরেও *ফেলেছে*। ভাবছে লুসিয়া।

লুসিয়া এবং টেরেসা শহর থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ার জন্য অস্থির কিন্তু গ্রাসিয়েলা এবং মেগান হাঁটছে ধীরভঙ্গিতে। শহরের দৃশ্য, রূপ, গন্ধ দেখে দেখে তাদের আশ যেন মেটে না।

শহরের উপকণ্ঠে চলে এল ওরা। হাঁটছে পাহাড়-অভিমুখে। এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল লুসিয়া। সোজা উত্তরে চলেছে ওরা, ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে। লুসিয়ার খুব ইচ্ছে করছিল সিস্টার টেরেসাকে বলে ভারী বোঝাটা তাকে বইতে দেয়ার জন্য। কিন্তু নিজেকে বিরত রাখল ও। এমন কিছু বললে বৃদ্ধার মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

ওরা হাইল্যান্ডে, একটি ফাঁকা জায়গায় পৌঁছাল, চারপাশটা গাছগাছালিতে ঘেরা। লুসিয়া প্রস্তাব দিল, 'আজকের রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেয়া যাক। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে মেনডাভিয়ার কনভেন্টের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করব।'

অন্যরা ওর কথায় সায় দিল।

চার নারী সবুজ ঘাসের বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

লুসিয়া হালকাভাবে শ্বাস করছে। কান খাড়া। ওরা কখন ঘুমিয়ে পড়বে সে অপেক্ষায় রয়েছে। তারপর সে নেমে পড়বে কাজে।

ঘুম আসছে না সিস্টার টেরেসার। নক্ষত্রপুঞ্জের নিচে, তাঁকে ঘিরে আছে তাঁর সিস্টাররা, কেমন অদ্ভুত লাগছে টেরেসার। ওদের এখন নাম জানেন তিনি, চেহারা এবং কণ্ঠ চেনেন। তাঁর ভয় লাগছে ভেবে নিষিদ্ধ এই ব্যাপারটি জেনে ফেলার কারণে ঈশ্বর হয়তো তাঁকে শাস্তি দেবেন। খুব মন খারাপ লাগছে টেরেসার।

সিস্টার মেগানেরও ঘুম আসতে চাইছে না। তবে সারাদিনের উত্তেজনা তাকে ঘুমাতে বাধা দিচ্ছে। *আমি কী করে বুঝতে পারলাম যে ফ্রায়ারটা একটা ভণ্ড?* ভাবছে সে। *সিস্টার গ্রাসিয়েলাকে রক্ষা করার শক্তিই বা পেলাম কোথেকে?*

দলটির মধ্যে একমাত্র গ্রাসিয়েলা ঘুমিয়ে পড়েছে। দুপুরের ঘটনা তাকে মানসিকভাবে নিঃশেষ করে ফেলেছে। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে সে, হাত-পা ছুড়ছে। দুঃস্বপ্ন দেখছে লম্বা, অন্ধকার সীমাহীন করিডরে ওকে কেউ তাড়া করে ফিরছে।

লুসিয়া কারমিন শুয়ে আছে চুপচাপ। প্রায় দুঘণ্টা এভাবে শুয়ে রইল সে। তারপর

নিশব্দে উঠে বসল। অন্ধকারে পা বাড়াল সিস্টার টেরেসার দিকে। জিনিসটা নিয়ে পগারপার হবে।

সিস্টার টেরেসার কাছাকাছি এসেছে লুসিয়া, দেখল নান উঠে পড়েছেন। হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করছেন। ধ্যাত্তেরি! লুসিয়া দ্রুত ফিরে এল নিজের জায়গায়।

আবার শুয়ে পড়ল ও। নিজেকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিচ্ছে। সিস্টার টেরেসা সারারাত প্রার্থনা করবেন না। অল্পক্ষণের জন্য হলেও তাঁকে ঘুমাতে হবে।

পরিকল্পনা আঁটল লুসিয়া। ক্যাশ রেজিস্টার থেকে মেরে দেয়া টাকা দিয়ে বাস কিংবা ট্রেনে চেপে মাদ্রিদ যাওয়া খুব সোজা। একবার ওখানে পৌঁছাতে পারলে হয়, সহজেই একজন বন্ধকি কারবারির দোকান খুঁজে বের করবে সে। কল্পনায় দেখল ও দোকানে ঢুকে দোকানিকে সোনার ক্রুশটা দিচ্ছে। দোকানদার সন্দেহ করবে জিনিসটা চুরি করা। তবে তাতে কিছু আসে যায় না। এ জিনিস কেনার বহু কাস্টমার আছে।

এটার জন্য আপনাকে আমি এক লাখ পেসেতা দেব।

লুসিয়া তখন ক্রুশটা কাউন্টার থেকে তুলে নেবে। *এর চেয়ে শরীর বিক্রি করে আমি বেশি পাব।*

দেড় লাখ পেসেতা।

বরং ক্রুশটা গলিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেব।

দুই লাখ পেসেতা। এর চেয়ে বেশি দিতে পারব না।

আপনি আমাকে ডাকাতি করলেন। তবে কী আর করা। ওই দামই দিন।

বন্ধকি কারবারি এরপর হাত বাড়াবে ক্রুশটির দিকে।

তবে একটা শর্ত আছে!

শর্ত?

হ্যাঁ। আমি আমার পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছি। আমাকে একটা পাসপোর্ট জোগাড় করে দিতে পারবে এমন কেউ জানাশোনা আছে আপনার? লুসিয়ার হাত তখনও চেপে ধরে থাকবে সোনার ক্রুশ।

ইতস্তত করবে লোকটা। তারপর বলবে, *আমার এক বন্ধু আছে সে কাজটা করে দিতে পারবে।*

ব্যস্, এরপরে চুক্তি হয়ে যাবে। লুসিয়া রওনা হয়ে যাবে সুইজারল্যান্ড এবং স্বাধীনতার পথে। ওর বাবার কথা মনে পড়ল লুসিয়ার।

ওখানে যে-পরিমাণ টাকা আছে তা আগামী দশ জনমেও তুমি খরচ করে শেষ করতে পারবে না।

চোখ বুজে এল লুসিয়ার। লম্বা একটা দিন গেছে আজ।

আধা ঘুমের মাঝে দূরের গাঁয়ের চার্চের ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল ওর কানে। ওকে মনে করিয়ে দিল আরেক সময়, আরেকটি জায়গার কথা...

টাওরমিনা, সিসিলি ১৯৬৮

আট

প্রতিদিন ভোরে স্যান ডোমেনিকো গির্জার দূরবর্তী ঘন্টার শব্দে তার ঘুম ভাঙে। গির্জাটি টাওরমিনায়, চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে পেলোরিটানি উচ্চ পর্বতমালা। বেড়ালের মতো আলস্য নিয়ে ধীরেসুস্থে আড়মোড়া ভাঙে সে। চোখ বুজে থাকে খানিকক্ষণ। মনে মনে বলে   আমি কে? তারপর মৃদু হাসি ফোটে তার মুখে। সে লুসিয়া মারিয়া কারমিন, অ্যাঞ্জেলো কারমিনের একমাত্র কন্যা। এ ভাবনাটাই পৃথিবীর যে-কাউকে সুখি করে তুলতে পারে।

ওরা রূপকথার মতো প্রকাণ্ড একটি ভিলায় বাস করে। বাড়িতে চাকরবাকরের সংখ্যা কত তা নিজেও জানে না পঞ্চদশী লুসিয়া। আর্মারড লিমুজিনে প্রতিদিন একজন বডিগার্ড ওকে পৌঁছে দেয় স্কুলে। সিসিলির সবচেয়ে সুন্দর ড্রেস ও পরে, সবচেয়ে দামি খেলনা নিয়ে খেলা করে, সে তার স্কুলের সকল সহপাঠীর ঈর্ষার কারণ।

তবে লুসিয়ার জীবন পুরোটাই তার পিতা-কেন্দ্রিক। লুসিয়ার চোখে তার বাবার মতো সুদর্শন মানুষ হয় না। ওর বাবা বেঁটে, গাট্টাগোট্টা শরীর, কঠিন একটা মুখ, বাদামি চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোয় ক্ষমতার প্রাচুর্য। তাঁর দুই ছেলে আর্নাল্ডো এবং ভিক্টর। তবে অ্যাঞ্জেলো কারমিন সবচেয়ে ভালোবাসেন তাঁর মেয়েকে। আর লুসিয়া তাঁর বাবাকে রীতিমতো পুজো করে। চার্চে প্রিস্ট যখন ঈশ্বরের কথা বলেন, বাবার চেহারা চোখে ভাসে লুসিয়ার।

সকালে বাবা লুসিয়ার বিছানার পাশে এসে বলেন, 'এবার স্কুলে যাবার সময় হয়েছে *faccia del Angelo* (দেবদূত কন্যা)।'

বাবা বাড়িয়ে বলেন, জানে লুসিয়া। দেবদূত কন্যার মতো চোখ-ধাঁধানো রূপসী সে নয়। তবে অসুন্দরীও কেউ বলবে না তাকে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে আকর্ষণীয়ই লাগে লুসিয়ার। তার মুখখানা ডিম্বাকৃতির, ক্রিমের মতো গায়ের রঙ, শাদা মসৃণ দাঁত, দৃঢ় চিবুক—খুব বেশি দৃঢ়?—লোভনীয় ওষ্ঠদ্বয়, আর কালো চোখ। মুখখানা অপূর্ব সুন্দর যদি না-ও হয়, লুসিয়ার ফিগার নিঃসন্দেহে মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো। পনেরোতেই পূর্ণ যুবতীর শরীর আশ্রয় করেছে ওর দেহে। গোল, জমাটবাঁধা দুই বক্ষ, সরু কোমর, হাঁটার সময় চমৎকার ঢেউ ওঠে ওল্টানো তানপুরার মতো নিতম্বে।

'তোমাকে আগেই বিয়ে দিয়ে দিতে হবে,' বাবা মশকরা করেন মেয়ের সঙ্গে। 'শীঘ্রি তুমি তাবৎ যুবকদের Pazzi (দিওয়ানা) করে ফেলবে, মাই লিটল ভার্জিন।'

'আমি তোমার মতো কাউকে বিয়ে করতে চাই, পাপা। তবে তোমার মতো কেউ নেই যে!'

হেসে ওঠেন পাপা। 'নেভার মাইন্ড। তোমার জন্য আমরা একজন রাজকুমার খুঁজে আনব। তুমি সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছ। পুরুষের বাহুডোরে বাঁধা পড়ে তার সঙ্গে প্রেম করতে কেমন লাগে তা একদিন তুমি বুঝে যাবে।'

লাজরাঙা হয় লুসিয়া, 'হ্যাঁ, পাপা।'

একথা সত্য কেউ লুসিয়ার সঙ্গে প্রেম করেনি—অন্তত গত বারো ঘণ্টায় নয়। লুসিয়ার এক বডিগার্ড, বেনিটো পাতাস ওর পাপা যখন শহরের বাইরে যান, ওই সময় লুসিয়ার বিছানায় আসে। বেনিটোর সঙ্গে প্রেম করার সময় লুসিয়ার শরীরে আরও বেশি রোমাঞ্চ জাগে এ-কারণে যে সে তার বাবাকে লুকিয়ে এ-কাণ্ড করছে। বাবা জানতে পারলে দুজনকেই জবাই করবেন।

বেনিটোর বয়স ত্রিশের কোঠায়। সে ভেবে পুলকিত হয় যে বিখ্যাত অ্যাঞ্জেলো কারমিনের সুন্দরী, কিশোরী কুমারী মেয়েটির রূপসুধা পান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

'তোমাকে সুখ দিতে পেরেছি তো?' প্রথমবার লুসিয়াকে বিছানায় নিয়ে যাবার পরে জানতে চেয়েছিল বেনিটো।

'ওহ্, ইয়েস,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে লুসিয়া, 'দারুণ।'

তারপর ভেবেছে *ও মারিও, টনি কিংবা এনরিকোর মতো অত সুখ দিতে না পারলেও রবার্টো এবং লিও'র চেয়ে ভালো খেলুড়ে।* অন্যদের নাম মনে পড়ছিল না লুসিয়ার।

তেরো বছর বয়সে লুসিয়ার উপলব্ধি ঘটে এতদিন ধরে কুমারী হয়ে থেকে বরং নিজেকে বঞ্চিতই করেছে সে। আর সে কুমারী থাকতে চায় না। কুমারীত্ব বিসর্জন দেয়ার জন্য লুসিয়া বেছে নেয় অ্যাঞ্জেলো কারমিনের ডাক্তারপুত্র পাওলো কোস্তেল্লোকে। পাওলোর বয়স সতেরো, লম্বা, সে স্কুলের সকার-তারকা। লুসিয়া প্রথম দর্শনেই পাগলের মতো তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। সুযোগ পেলেই ছুটে যেত পাওলোর কাছে। পাওলো ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি লুসিয়ার সঙ্গে তার ঘনঘন দেখা হওয়ার পুরো ব্যাপারটিই ওই মেয়ের পূর্বপরিকল্পিত। অ্যাঞ্জেলো কারমিনের আকর্ষণীয়া কিশোরী কন্যাটি তার চোখে স্রেফ বাচ্চা একটি মেয়ে বৈ অন্য কিছু ছিল না। তবে আগস্টের এক উত্তপ্ত গ্রীষ্মের দিনে লুসিয়া সিদ্ধান্ত নিল সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না। ও ফোন করল পাওলোকে।

'পাওলো—লুসিয়া কারমিন বলছি। বাবা তোমার সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলবেন। আজ বিকেলে আমাদের পুল হাউজে একবার আসতে পারবে?'

অবাক হল পাওলো, খুশিও। অ্যাঞ্জেলো কারমিনকে সে ভয় এবং শ্রদ্ধা করে তবে

জানত না ক্ষমতাবান মাফিয়োসোটি ওর খবরাখবরও রাখেন। 'আনন্দের সঙ্গে যাব,' বলল সে। 'উনি কখন আমাকে যেতে বলেছেন?'

'তিনটার সময়।'

সিয়েস্তার সময়, সারা দুনিয়া তখন ঘুমে বিভোর থাকবে। লুসিয়াদের সুবিশাল জমিদারির শেষপ্রান্তে নির্জন এবং জনশূন্য পুল হাউজের অবস্থান। আর বাবাও বাড়ি নেই। কেউ ওদেরকে বিরক্ত করবে না।

কাঁটায় কাঁটায় তিনটায় হাজির হয়ে গেল পাওলো। বাগানের গেট খোলা, সোজা পুল হাউজে চলে এল সে। বন্ধ-দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। নক্ করল। 'সিনর কারমিন? *Pronto...?*

কারও সাড়া নেই। ঘড়ি দেখল পাওলো। তারপর সাবধানে দরজা ঠেলে পা রাখল ভেতরে। ঘর অন্ধকার।

'সিনর কারমিনা?'

একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে এল ওর দিকে। 'পাওলো...

লুসিয়ার গলা। 'লুসিয়া। তোমার বাবা কোথায়?'

পাওলোর কাছে সরে এল লুসিয়া। এত কাছে যে পাওলো দেখতে পেল মেয়েটি পুরোপুরি নগ্ন।

'মাই গড!' আঁতকে উঠল পাওলো। 'তুমি—'

'তুমি আমাকে নাও।'

'তুমি *পাজ্জা!* বাচ্চা একটি মেয়ে। আমি যাচ্ছি।' দরজায় পা বাড়াল পাওলো।

'যাও। বাবাকে বলব তুমি আমাকে রেপ করেছ।'

'না, একথা তুমি বলতে পারো না।'

'যাও না, তারপর দ্যাখো বলি কিনা।'

দাঁড়িয়ে পড়ল পাওলো। লুসিয়া সত্যি যদি ওর হুমকি কাজে লাগায়, পাওলোর কপালে খারাবি আছে। ওকে খোজা বানিয়ে দেবেন অ্যাঞ্জেলো।

পাওলো ফিরে এল লুসিয়ার কাছে। ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল।

'লুসিয়া, ডিয়ার—'

'তোমার 'ডিয়ার' ডাকটি শুনতে আমার বেশ লাগে।'

'না—আমার কথা শোনো; লুসিয়া। সিরিয়াসলি বলছি, তুমি যদি তোমার বাবাকে বলো যে আমি তোমাকে রেপ করেছি, উনি আমাকে ঠিক মেরে ফেলবেন।'

'জানি আমি।'

'আমার বাবারও সম্মানহানি হবে। আমার গোটা পরিবার কাউকে আর মুখ দেখাতে পারবে না।'

'তাও জানি।'

একে বুঝিয়ে কোনও লাভ নেই। 'তুমি কী চাও?'

'তুমি আমার সঙ্গে ওটা করো।'

'না। এ অসম্ভব। তোমার বাবা জানতে পারলে আমাকে খুন করবেন।'

'আর তুমি এখান থেকে চলে গেলেও খুন হয়ে যাবে। কাজেই আমার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে তোমার উপায় নেই। কি?'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে লুসিয়ার দিকে তাকাল পাওলো। 'কিন্তু আমি কেন, লুসিয়া?'

'কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি পাওলো!' ওর হাত তুলে নিয়ে দুই উরুর মাঝখানে রেখে এসে মৃদু চাপ দিল লুসিয়া। 'আমি নারী। আমাকে নারীত্বের স্বাদ পেতে দাও।'

আবছা আলোয় পাওলো লুসিয়ার মাংসল পিণ্ডজোড়া দেখতে পেল, স্তনের বোঁটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, উরুর সংযোগস্থল ঢাকা নরম, কালো চুলে।

জেসাস, ভাবছে পাওলো। *একজন পুরুষের এমন অবস্থায় কীইবা করার থাকে?*

লুসিয়া পাওলোর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল একটা কাউচে। ত্রস্ত হাতে খুলে ফেলল ওর ট্রাউজার্স এবং শর্টস। ঝুঁকল। মুখে পুরে নিল পাওলোর পুরুষাঙ্গ। চুষতে লাগল। ওর চোষার ভঙ্গিটি এত চমৎকার, পাওলো ভাবছিল *এ মেয়ে নিশ্চয় এ-কাজ আগেও করেছে।* পাওলো উঠে এল লুসিয়ার গায়ের ওপর, এক ধাক্কায় প্রবেশ করল ওর শরীরের ভেতরে, লুসিয়া শক্ত করে দুহাতে জড়িয়ে ধরল পাওলোর পিঠ, পাওলোর কোমরের ধাক্কার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিতম্ব ওপরের দিকে তুলতে লাগল লুসিয়া। পাওলো ভাবছে : *মাই গড, এ মেয়ে তো অসাধারণ!*

স্বর্গে উঠে গেছে লুসিয়া। তার মনে হচ্ছিল এজন্যই যেন তার জন্ম হয়েছে। কীভাবে একজন পুরুষকে আনন্দ দিতে হয় এবং নিজে সুখ পেতে হয়, ওই মুহূর্তে জেনে গেল ও। ওর গোটা শরীরে যেন ধরে গেছে আগুন। টের পেল চরম মুহূর্ত চলে আসছে, সুখের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, অবশেষে যখন ঘটল রেতঃপাত, অসহ্য সুখে চিৎকার দিল লুসিয়া। দুজনে জড়াজড়ি করে শুয়ে রইল। হাঁপাচ্ছে বেদম।

অবশেষে কথা বলল লুসিয়া। 'কাল আবার একই সময়ে।'

লুসিয়ার ষোলো বছর বয়সে অ্যাঞ্জেলো কারমিন ঠিক করলেন মেয়েকে এবারে পৃথিবী দেখানোর সময় হয়েছে।

'তোমার পাপার মতো সংস্কৃতিবান, রুচিশীল হতে হবে, তোমাকে চাষা হলে চলবে না।' বললেন অ্যাঞ্জেলো। 'পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াবে নানান শহর। ঘোরাঘুরি করলে অনেক কিছু শেখা যায়। ক্যাপ্রিতে তোমার রোসা আন্টি তোমাকে সেন্ট জেমসের কাথুসিয়ান মনাস্টেরিতে নিয়ে যাবে। দেখবে স্যান মিশেলের চ্যাপেল এবং পালাজ্জো এ মেয়োর...'

'আচ্ছা, পাপা।'

'ভেনিসে দেখার মতো রয়েছে সেন্ট মার্কের ব্যাসিলিসা, ডনেস প্যালেস, স্যান

গ্রেগরি'র চার্চ এবং অ্যাকাডেমিয়া জাদুঘর।'

'হ্যাঁ, পাপা।'

'রোম হল বিশ্বের ট্রেজার হাউস। ওখানে অবশ্যই ঢুঁ মারবে সিট্টা ভাটিকানো, সান্তা মারিয়া ম্যাগিওরের ব্যাসিলিকা এবং অতি অবশ্য গ্যালেরিয়া বর্ঘিস।'

'জি, পাপা।'

'আর মিলানো! কনসার্ট দেখতে যাবে কনজার ভাটোরিওতে। আমি রোসা আন্টি এবং তোমার জন্য লা স্কালার টিকেট জোগাড় করে দেব। দেখবে মিউনিসিপাল মিউজিয়াম অব আর্ট, ওখানে কয়েক ডজন চার্চ এবং মিউজিয়াম আছে দেখার মতো।'

'হ্যাঁ, পাপা।'

কিন্তু লুসিয়া এসবের কিছুই দেখল না। বুড়ি রোসা আন্টি প্রতিদিন দুপুরে ভোঁসভোঁস নাক ডেকে ঘুমায়। ঘুম থেকে জাগে শেষ বিকেলে।

'তোমারও খানিক বিশ্রাম নেয়া দরকার, খুকি।'

'নিশ্চয়, রোসা আন্টি।'

রোসা আন্টি যখন ঘুমাচ্ছে ওই সময় লুসিয়া ক্যাপির কুইসিসানায় নাচছে, ঘোড়ায় চড়ছে, মারিনা পিক্কোলায় আড্ডা দিচ্ছে কলেজ ছাত্রদের সঙ্গে।

ভেনিসে এক সুদর্শন মাঝি লুসিয়াকে নিয়ে গেল ডিস্কোতে আর এক জেলের সঙ্গে গেল শিয়োগ্গিয়ায় মাছ ধরতে। ওদিকে রোসা আন্টি নাসিকা গর্জন তুলে ঘুমিয়ে কাদা।

রোমে অখ্যাত রেস্টুরেন্ট ও বার-এ ঢুকে মদ খেয়ে মাতাল হল ও। যেখানেই গেল লুসিয়া, খুঁজে বের করল গোপন বার আর নাইট ক্লাব এবং রোমান্টিক, সুদর্শন পুরুষ। স্ফূর্তি করার সময় ভাবল *আমার পাপা ঠিকই বলেছে। ঘোরাঘুরি করলে অনেককিছু শেখা যায়।*

অ্যাঞ্জেলো কারমিন প্রপার্টি-ব্যবসা করেন। কারমিন-পরিবারের টাওরমিনায় রয়েছে একটি ভিলা, ডোরনোব্বিওরে লেক কোমোতে বাড়ি, গস্তাদে লজ, রোমে অ্যাপার্টমেন্ট এবং রোমের বাইরে বৃহৎ একটি খামার। তবে প্রপার্টি বিজনেসের বাইরেও আরও কয়েকটি ব্যবসা রয়েছে অ্যাঞ্জেলোর। তিনি একডজন পতিতালয়ের মালিক, তাঁর রয়েছে জুয়োখেলার দুটো ক্যাসিনো, ছটা জাহাজ যা কলম্বিয়ায় তাঁর প্ল্যান্টেশন থেকে কোকেন নিয়ে আসে। এ ছাড়া তিনি টাকা কর্জ দেয়ার অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত। অ্যাঞ্জেলো কারমিন সিসিলিয়ান মাফিওসির কাপু। তাঁর জীবন অন্যদের কাছে অনুকরণীয়। কারণ গরিব কৃষক-পরিবার থেকে আজ তিনি কোটিপতি। এটা সম্ভব হয়েছে প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রবল পরিশ্রমের ফলে।

বারো বছর বয়সে মাফিওসি'র সংবাদবাহক বালক হিসেবে কাজ শুরু করেন অ্যাঞ্জেলো কারমিন। পনেরো বছর বয়সে সুদখোরদের এনফোর্সারে পরিণত হন। ষোলো বছর বয়সে জীবনের প্রথম খুনটি করে দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন। এর কিছুদিন

পরে বিয়ে করেন লুসিযার মা অ্যানাকে। পরবর্তী কয়েক বছর কর্পোরেটের বিপজ্জনক, পিচ্ছিল মই বেয়ে ওপরে উঠে যান অ্যাঞ্জেলো, পেছনে পড়ে থাকে শত্রুদের অসংখ্য লাশ। তিনি বড় হয়েছেন, তবে অ্যানা সেই সহজ-সরল কৃষককন্যাটিই থেকে গেছেন। স্বামীকে চমৎকার তিনটি সন্তান উপহার দেয়ার পরে অ্যাঞ্জেলোর জীবনে তাঁর আর অবদান রাখার তেমন কিছু অবকাশ ছিল না। পরিবারে তাঁর আর জায়গা নেই বুঝতে পেরেই হয়তো একদিন নীরবে মারা গেছেন অ্যানা।

আর্নাল্ডো এবং ভিক্টর বাবার সঙ্গে তাঁর ব্যবসায় যোগ দেয়। ছোট্ট লুসিয়া মাঝে মাঝে লুকিয়ে শুনত তার বাবা এবং দুই ভাই উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। কে কীভাবে শত্রুদেরকে ধোঁকা দিয়েছে কিংবা ব্যবসায় মার দিয়েছে তারই গল্প।

লুসিয়ার চোখে তার বাবা চকচকে বর্ম পরিহিত একজন নাইট। বাবা এবং ভাইরা কিছু ভুল করছে বলে কখনো মনে হয়নি তার। বরং তার মনে হয় ওরা মানুষজনকে সাহায্য করছে। লোকের জুয়ো খেলতে ইচ্ছে করলে আইন কেন নির্বোধের মতো তাদেরকে বাধা দেবে? পয়সা দিয়ে সেক্স কিনে লোকে মজা পেতে চাইলে তাদেরকে কেন সহযোগিতা করা হচ্ছে না? কার বাবা এবং ভাইয়েরা কত ভালো! চশমখোর ব্যাংকারদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত লোকদেরকে তারা টাকা ধার দিচ্ছে। লুসিয়ার চোখে তার বাবা এবং ভাইয়েরা আদর্শ নাগরিক। উদাহরণ তো সামনেই। হপ্তায় একদিন অ্যাঞ্জেলো কারমিন ভিলায় ডিনারের বিরাট আয়োজন করেন। ওখানে সমাজের মান্যগণ্য কত মানুষ আসেন আমন্ত্রিত হয়ে! আসেন মেয়র, বিচারকবৃন্দ, পৌরসভার কর্মকর্তা, সিনেমা-তারকা, অপেরা গায়ক এবং মাঝে মাঝে প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা এবং মনসিনর (পাদ্রি)।

বহুদিন গভর্নরও হাজির থেকেছেন পার্টিতে।

লুসিয়া বিলাসবহুল জীবনযাপন করে। তার জীবন মানে পার্টি, সুন্দর সুন্দর পোশাক, গহনা, গাড়ি, ভৃত্য এবং ক্ষমতাবান বন্ধুবান্ধব।

কিন্তু ফেব্রুয়ারির এক দিন, লুসিয়ার তেইশতম জন্মদিনে এ নিরুদ্বেগ, মজার জীবন হঠাৎ থমকে গেল।

অতি সাধারণভাবে ঘটনার সূত্রপাত। দুই লোক এসেছিল লুসিয়ার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। এদের একজন ওদের বন্ধু, পুলিশপ্রধান, অপরজন তাঁর সহকারী।

'মাফ করবেন,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন পুলিশ চিফ। 'পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে একটা ফরমালিটি আমাকে রক্ষা করতেই হচ্ছে। শতবার ক্ষমা চাইছি *Padrone*। একটু অনুগ্রহ করে যদি আমার সঙ্গে থানায় যেতেন। আমি তাড়াতাড়িই আপনাকে ছেড়ে দেব যাতে কন্যার জন্মদিনের উৎসবটি উপভোগ করতে পারেন।'

'নো প্রবলেম,' নরম গলায় বললেন অ্যাঞ্জেলো কারমিন। 'আপনাকে তো ডিউটি পালন করতেই হবে,' মৃদু হাসলেন তিনি। 'শুনলাম প্রেসিডেন্টের সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন এই কমিশনারটি নাকি খুব কঠিন মাল?'

'আমিও তাই শুনেছি,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন পুলিশ চিফ। 'তবে ভাববেন না। এরকম কঠিন মালরা যেমন আসে তেমনি জলদি কেটেও পড়ে তা আমি এবং আপনি বহুবার দেখেছি, তাই না?'

ওরা হেসে উঠলেন একসঙ্গে। তারপর বেরিয়ে পড়লেন।

অ্যাঞ্জেলো কারমিন সেদিন পার্টিতে ফিরলেন না, পরদিনও নয়। আসলে আর কোনোদিনই বাড়ি ফেরা হল না তাঁর। রাষ্ট্র তাঁর বিরুদ্ধে শতাধিক অভিযোগের মামলা ঠুকে দিল। এর মধ্যে রয়েছে হত্যা, মাদকব্যবসা, বেশ্যাবৃত্তি, অগ্নিকাণ্ডসহ আরও নানান অভিযোগ। তাঁর জামিন না-মঞ্জুর হল। পুলিশ চড়াও হল কারমিনের ক্রাইম সংগঠনগুলোর ওপর। তিনি সিসিলির প্রভাবশালী মহলের সাহায্য পাবেন আশা করেছিলেন। ভেবেছিলেন ওই মহল তাঁকে সমস্ত মামলা থেকে অব্যাহতি পেতে সাহায্য করবে। কিন্তু তা ঘটল না। রাতের আঁধারে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল রোমে, জায়গা হল কুখ্যাত কুইন অব হেভেন প্রিজনে। ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়ে দেয়া হল অ্যাঞ্জেলোকে। তাঁর ছোট্ট কক্ষটিতে রয়েছে মোটা মোটা গরাদের জানালা, ঘর গরম রাখার জন্য রেডিয়েটর, অপ্রশস্ত একটি বিছানা এবং একটি টয়লেট।

তাঁর মতো ক্ষমতাবান একজন মানুষকে এমন অবহেলা, ভাবাই যায় না!

শুরুতে অ্যাঞ্জেলো কারমিন নিশ্চিত ছিলেন তাঁর আইনজীবী টোমাসো কনটোরনো তাঁকে কয়েদখানা থেকে দ্রুত ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

কটোরো একদিন কারাগারের ভিজিটিং রুমে এসেছে অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে দেখা করতে, তিনি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর আইনজীবীর ওপর। 'ওরা আমার বেশ্যালয়গুলো আর মাদকব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে, ওরা আমার সুদের ব্যবসার সবকিছু জেনে ফেলেছে। কেউ ব্যাপারগুলো ফাঁস করে দিচ্ছে। খুঁজে বের করো কে এবং তার জিভটা ছিঁড়ে নিয়ে এসো আমার কাছে।'

'চিন্তা করবেন না, *Padrone*,' কন্টোরনো আশ্বস্ত করল তাঁকে। 'আমরা ওকে খুঁজে বের করব।'

কিন্তু আশা নিরাশায় পরিণত হল। নিরাপত্তার খাতিরে রাষ্ট্র সাফ বলে দিল বিচার শুরু না-হওয়া পর্যন্ত তারা সাক্ষীর পরিচয় ফাঁস করবে না।

বিচার শুরুর দুইদিন আগে অ্যাঞ্জেলো কারমিন এবং মাফিয়ার অন্যান্য সদস্যদেরকে রোম থেকে বারো মাইল দূরের টপ সিকিউরিটি কারাগার *রেবিবিয়া প্রিজিওনে* স্থানান্তর করা হল। কাছের আদালত সাজানো হল বাংকারের আদলে। ইস্পাত এবং বুলেটপ্রুফ কাচ দিয়ে তৈরি ত্রিশটি খাঁচায় ভরে, হ্যান্ডকাফ আর শিকল পরানো একশো ষাটজন অভিযুক্ত মাফিয়া-সদস্যকে একটি আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল দিয়ে হাজির করা হল আদালতে। আদালতকে ভেতর এবং বাইরে থেকে ঘিরে থাকল সশস্ত্র রক্ষীর দল, সার্চ করে দর্শকদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হল।

আদালতে ঢোকার পরে জাজের বেঞ্চে বসা লোকটির দিকে তাকিয়ে খুশির বান ডাকল অ্যাঞ্জেলো কারমিনের বুকে। কারণ ওখানে বসে আছেন গিয়োভান্নি বুসেত্তা, যাকে গত পনেরো বছর ধরে নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে আসছেন অ্যাঞ্জেলো আর বুসেত্তা কারমিন হাউজের একজন নিয়মিত অতিথিও বটে। অ্যাঞ্জেলো কারমিন খালাস পাবার ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলেন।

বিচার শুরু হয়ে গেল। অ্যাঞ্জেলো কারমিন পরম বিস্ময় নিয়ে দেখলেন তাঁর বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়েছে তাঁরই দেহরক্ষী বেনিটো পাতাস। কারমিন-পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে বেনিটো। তাকে অ্যাঞ্জেলো এতটাই বিশ্বাস করতেন যে তার সামনে গোপন ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কথা বলতেও কখনও দ্বিধা করেননি। অবৈধ ব্যবসার সমস্ত বৈঠকে বেনিটো উপস্থিত ছিল। তার কাছ থেকে প্রচুর তথ্য পেয়েছে রাষ্ট্র। বেনিটো তার রক্ষিতার নতুন বয়ফ্রেন্ডকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার পরপরই অকুস্থলে হাজির হয়ে যায় পুলিশ, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ভয় দেখায়। প্রলোভিত করে এই বলে অ্যাঞ্জেলোর সমস্ত দুষ্কর্মের কথা ফাঁস করে দিলে বেনিটোকে খুনের মামলা থেকে রেহাই দিয়ে হালকা শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় বেনিটো। অ্যাঞ্জেলো কারমিন আদালতকক্ষে বসে বিস্ফারিত চোখে শুনছেন বেনিটো পাতাস কারমিন-সাম্রাজ্যের গভীর গোপন কথাগুলো একের-পর-এক ফাঁস করে দিচ্ছে।

লুসিয়াও প্রতিদিনি আসছে আদালতে দেখতে তার সাবেক প্রেমিক কীভাবে তাঁর প্রিয় পাপা এবং ভাইদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

বেনিটো পাতাসের সাক্ষ্য যেন খুলে দিল ফ্লাডগেট। কমিশনারের তদন্ত যখন শুরু হল, কয়েকডজন ভিক্টিম স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে বলল, অ্যাঞ্জেলো কারমিনের গুণ্ডাবাহিনী তাদের কী ক্ষতি করেছে। মাফিয়া তাদের ব্যবসায় হাত দিয়েছে, তাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করেছে, বাধ্য করেছে বেশ্যাবৃত্তিতে, প্রিয়জনদের মেরে ফেলেছে কিংবা মেরে চিরদিনের জন্য পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে, সন্তানদের কাছে বিক্রি করেছে মাদক। তালিকা বলে শেষ করা যাবে না।

তবে অ্যাঞ্জেলো কারমিনকে আরও বেশি ক্ষতি করল *Pentiti*। এরা মাফিয়ার অনুতপ্ত সদস্য যারা কথা বলতে খুব আগ্রহী।

লুসিয়া তার বাবার সঙ্গে কারাগারে সাক্ষাতের অনুমতি পেল।

তিনি হাসিমুখে স্বাগত জানালেন মেয়েকে। ওকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বললেন, 'চিন্তা কোরো না, *faccia del Angelo*। বিচারক গিয়োভান্নি বুসেত্তা আমার তুরুপের শেষ তাস। আইনের সমস্ত মারপ্যাঁচ তার নখদর্পণে। সে আমাকে আর তোমার ভাইদেরকে বেকসুর খালাসের ব্যবস্থা করবে।'

কিন্তু অ্যাঞ্জেলোর ভবিষ্যদ্বাণী কাজে লাগল না।

মাফিয়ার অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ এদের বিচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বিচারের মামলা শেষ হওয়ার পরে বিচারক গিয়োভান্নি বুসেত্তা মাফিয়া-সদস্যদেরকে দীর্ঘমেয়াদি কারাবাস বরণের নির্দেশ দিলেন আর অ্যাঞ্জেলো কারমিন এবং তাঁর দুই ছেলেকে দিলেন আটাশ বছরের সাজা অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

অ্যাঞ্জেলো কারমিনের কাছে এটা ছিল মৃত্যু-পরোয়ানা ঘোষণা হওয়ার শামিল।

গোটা ইটালি মেতে উঠল যেন বিজয়-উৎসবে। অবশেষে ন্যায়বিচারের জয় হয়েছে। তবে লুসিয়ার কাছে এটা ছিল দুঃস্বপ্নেরও অতীত। পৃথিবীতে যে তিনটি মানুষকে ও সবচেয়ে ভালোবাসত তাদেরকেই নরকে পাঠানো হল।

আবার একদিন লুসিয়া তার বাবার সঙ্গে তাঁর সেল-এ দেখা করার অনুমতি পেল। রাতারাতি মানুষটা একদম বুড়িয়ে গেছেন। শরীরটা যেন সংকুচিত হয়ে গেছে, টসটসে গায়ের রঙ বিবর্ণ।

'ওরা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,' গুঙিয়ে উঠলেন তিনি। 'সবাই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জাজ গিয়োভান্নি বুসেত্তা—আমার জন্য ও বড়লোক হয়েছে, লুসিয়া। অথচ সেই কিনা আমার বিরুদ্ধে এমন একটা রায় দিল। আর পাতাস, আমার কাছে ও ছিল সন্তানের মতো। পৃথিবীটার হল কী? মানুষ মানুষকে সম্মান করতে ভুলে গেল? অথচ ওরা আমার মতোই সিসিলিয়ান।'

লুসিয়া বাবার হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিয়ে অনুচ্চ গলায় বলল, 'আমিও সিসিলিয়ান, পাপা। এর ফল ওরা ভোগ করবে। আমি প্রতিশোধ নেব, পাপা। আমার জীবন দিয়ে হলেও আমি এর শোধ নেব, কথা দিলাম।'

'আমার জীবন তো শেষ,' বললেন লুসিয়ার বাবা,' কিন্তু তোমার সামনে বিরাট জীবন এখনও পড়ে আছে। জুরিখে আমার একটা অ্যাকাউন্ট আছে। ব্যাংক লিউতে। ওখানে যত টাকা রেখেছি দশ জনম খেয়েও তুমি তা শেষ করতে পারবে না।'

অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা ফিসফিস করে মেয়ের কানে কানে বলে দিলেন তিনি। 'অভিশপ্ত ইটালি ছেড়ে চলে যাও। টাকাটা তুলে ফেলো। উপভোগ করো জীবন।'

লুসিয়া হাতের মুঠো দৃঢ় করল, 'পাপা—'

'তোমার কোনও সাহায্যের দরকার হলে ডিমোনিক ডুরেলের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। আমরা দুজন ভাইয়ের মতো। ফ্রাঙ্কোর বেজিয়ার্সে তার একটি বাড়ি আছে, স্প্যানিশ সীমান্তের কাছাকাছি।'

'মনে থাকবে আমার।'

'কথা দাও তুমি ইটালি ছেড়ে চলে যাবে।'

'যাব, পাপা। তবে তার আগে একটা কাজ সারতে হবে আমাকে।'

লুসিয়ার বাবা ও ভাইয়েরা জেল খাটছে, কিছুদিন পরে জাজ গিয়োভান্নি বুসেত্তার বাড়ি এসে হাজির হল সে। জাজ নিজেই খুলে দিলেন দরজা।

লুসিয়াকে দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। কারমিনদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে লুসিয়াকে বারকয়েক দেখেছেন তিনি, কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে তাঁর তেমন কোনো কথা হয়নি।

'লুসিয়া কারমিন? এখানে কী করছ তুমি? তোমার উচিত হয়নি—'

'আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি, ইয়োর অনার।'

সন্দেহের চোখে ওকে দেখলেন বিচারক। 'আমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছ কিসের জন্য?'

লুসিয়া জাজের চোখে চোখ রাখল। 'আমার বাবা এবং ভাইদের আসল স্বরূপ উন্মোচন করে দেয়ার জন্য। আমি জানতাম না কিসের মধ্যে এতদিন বাস করেছি। ধারণাই ছিল না ওরা সব দানব—' কথা শেষ করতে পারল না লুসিয়া, ফোঁপাতে লাগল।

জাজ ইতস্তত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর ওর কাঁধ চাপড়ে দিলেন। 'ঠিক আছে। ঠিক আছে। কাঁদতে হবে না। এসো। ভেতরে এসে বসো। চা খাও।'

'ধ-ধন্যবাদ।'

লিভিংরুমে এসে বসল ওরা। জাজ বুসেত্তা বললেন, 'আমি জানতাম না তোমার বাবাকে তুমি অপছন্দ করো। আমার ধারণা ছিল তুমি বাবা-অন্ত প্রাণ।'

'আমার কোনও ধারণাই ছিল না আমার বাবা আর ভাইয়েরা এসব করে বেড়াচ্ছিল। যখন জানতে পারলাম—' শিউরে উঠল লুসিয়া। 'আমার তখন কেমন লেগেছে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ইচ্ছে করছিল পালিয়ে যাই। কিন্তু পালিয়ে কোথায় যাব? কোথাও আমার যাওয়ার জায়গা নেই।'

'আমি আসলে তোমাকে বুঝতে ভুল করেছি, মাই ডিয়ার,' বিচারপতি লুসিয়ার হাতে মৃদু চাপড় দিলেন।

জাজ বুসেত্তা আজ নতুন করে যেন আবিষ্কার করলেন লুসিয়া অপরূপা। কালো সাধারণ একটা ড্রেস পরেছে ও। কিন্তু দুর্ধর্ষ যৌবন ঢেকে রাখতে পারছে না সংক্ষিপ্ত ড্রেস। লুসিয়ার সুডৌল বুকের দিকে নজর চলে গেল তাঁর। মেয়েটা যে এতবড় হয়ে গেছে আগে যেন চোখে পড়েনি তাঁর।

অ্যাঞ্জেলো কারমিনের মেয়ের সঙ্গে বিছানায় যেতে পারলে খুব মজা হবে, ভাবছেন বুসেত্তা। লোকটা এখন নিবীর্য, আমার কোনও ক্ষতি করার ক্ষমতা তার নেই। বুড়ো ভামটার ধারণা আমি ওর কাছে দেনা হয়ে আছি। কিন্তু ওর চেয়ে অনেক বেশি চালাক আমি। লুসিয়া বোধহয় এখনও কুমারী। ওকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে নতুন কিছু জিনিস শিখিয়ে দেব আমি।

এক পৌঢ়া হাউজকিপার একটি ট্রেতে চা আর বিস্কিট নিয়ে এল। টেবিলে ট্রে

রেখে সে জিজ্ঞেস করল, 'চা ঢেলে দেব?'

'না, আমি দিচ্ছি,' বলল লুসিয়া। তার কণ্ঠ উষ্ণ।

জাজ বুসেত্তা লুসিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হাউজকিপারকে বললেন, 'তুমি যাও।'

'জি, স্যার।'

লুসিয়া ছোট টেবিলটিতে গিয়ে বিচাকের দিকে পেছন ফিরে নিজের এবং বিচারকের জন্য কাপে চা ঢেলে নিল। ওকে লক্ষ করতে করতে গিয়োভান্নি বুসেত্তা বললেন, 'আমার ধারণা, আমরা খুব ভালো বন্ধু হতে পারব, লুসিয়া।'

ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসল লুসিয়া। 'আমি তাহলে খুব খুশি হবো, ইয়োর অনার।'

'প্লিজ আমাকে শুধু গিয়োভান্নি বলে ডাকবে।'

'গিয়োভান্নি,' লুসিয়া বিচারকের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিল। নিজের কাপটা তুলল টোস্ট করার ভঙ্গিতে। 'খলনায়কদের মৃত্যুর উদ্দেশে।'

হাসতে হাসতে নিজের কাপটা তুলে নিরেন বুসেত্তা। 'খলনায়কদের মৃত্যুর উদ্দেশে।' এক ঢোক চা খেলেন তিনি। মুখ বাঁকালেন। তেতো।

'খুব কী—?'

'না, না। ঠিক আছে, মাই ডিয়ার।'

লুসিয়া আবার নিজের কাপ তুলল। 'আমাদের বন্ধুত্বের উদ্দেশে।' চায়ের কাপে আরেকটা চুমুক দিল লুসিয়া। বিচারক ওর সঙ্গে যোগ দিলেন।

'আমা—'

নিজের টোস্ট আর শেষ করার সুযোগ হল না বুসেত্তার। বুকে হঠাৎ তীব্র ঘাঁই খেলেন তিনি, যেন তপ্ত লৌহশলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে কলজের মধ্যে। তিনি বুক চেপে ধরলেন।

'ওহ্, মাই গড। জলদি ডাক্তার ডাকো।'

লুসিয়া সোফায় বসে শান্ত ভঙ্গিতে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। দেখছে বিচারক টলতে টলতে দড়াম করে পড়ে গেলেন মেঝেয়। তার শরীরে বারকয়েক খিঁচুনি উঠল তারপর তিনি স্থির হয়ে গেলেন।

'একজন গেল, পাপা,' বলল লুসিয়া।

কারাগার প্রকোষ্ঠে বসে সলিটেয়ার (একধরনের তাস, একা একা খেলতে হয়) খেলছে বেনিটো পাতাস, জেলার এসে ঘোষণা করলেন, 'তোমার একজন কনজুগাল ভিজিটর এসেছে।'

খুশি হয়ে উঠল বেনিটো। ইনফরমার হিসেবে কারাগারে তাকে বিশেষ খাতির-যত্ন করা হয়। নানানরকম সুযোগসুবিধা ভোগ করে সে। এর মধ্যে একটি হল কনজুগাল

ভিজিটর। পাতাসের আধডজন গার্লফ্রেন্ড। এরা এসে ওকে সঙ্গ দেয়। একেকদিন একেকজন আসে। বেনিটো ভাবছিল আজ কে এল।

দেয়ালে ঝোলানো আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিল বেনিটো, চুলে সুগন্ধি পোমেড মাখল, আঁচড়াল। তারপর গার্ডের পেছন পেছন কারাগারের করিডর ধরে এগোল প্রাইভেট রুমের সেকশনের দিকে।

গার্ড ওকে ভেতরে যেতে বলল। এ-ঘরে বসেই গার্লফ্রেন্ডদের সঙ্গে কামকলার কাজটি সেরে নেয় বেনিটো। সে লাফাতে লাফাতে ঢুকে পড়ল ঘরে। এবং দাঁড়িয়ে পড়ল। চেহারায় ফুটেছে নিখাদ বিস্ময়।

'লুসিয়া! মাই গড, এখানে কী করছ তুমি? ভেতরে ঢুকলে কী করে?'

লুসিয়া মৃদু গলায় বলল, 'আমরা একসময় এনগেজড ছিলাম ভুলে গেছ, বেনিটো?'

লুসিয়া লাল টকটকে লো-কাট সিল্ক ড্রেস পরেছে, শরীরের খাঁজগুলোতে কামড়ে রয়েছে পোশাক।

পিছিয়ে গেল বেনিটো। 'বেরিয়ে যাও।'

'তুমি আমাকে না চাইলে অবশ্যই আমি চলে যাব। তবে তার আগে কিছু কথা বলে যাই। তোমাকে যখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দেখলাম আমার বাবা এবং ভাইদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছ, তোমার ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল আমার। তোমাকে খুন করতে ইচ্ছে করছিল।' বেনিটোর সামনে চলে এল লুসিয়া। 'পরে বুঝতে পারলাম তুমি আসলে দারুণ সাহসের একটা কাজ করেছ। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সত্যকথা বলার মতো সাহস দেখিয়েছ তুমি। আমার বাবা এবং ভাইয়েরা খারাপ মানুষ নন কিন্তু তাঁরা খারাপ কাজ করেছেন। একমাত্র তুমিই ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস করেছ।'

'বিশ্বাস করো, লুসিয়া,' বলল বেনিটো। 'পুলিশ আমাকে জোর করে—'

'তোমাকে কোনও ব্যাখ্যা দিতে হবে না,' নরম গলা লুসিয়ার। 'অন্তত আমার কাছে নয়। তোমার সঙ্গে প্রথম প্রেম করার দিনটির কথা মনে আছে? আমি সেদিনই তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। জানতাম তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার কোনোদিন মৃত্যু হবে না।'

'লুসিয়া, আমি অমন কাজ কখনোই করতাম না যদি না...

'*কারো,* যা গেছে গেছে। আমি অতীত ভুলে যেতে চাই। ভাবতে চাই বর্তমানকে নিয়ে। তোমাকে আর আমাকে নিয়ে।'

ওর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে লুসিয়া। ওর গা থেকে পারফিউমের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। বিচলিত বোধ করল বেনিটো। 'তুমি—তুমি সত্যি বলছ?'

'এর চেয়ে সত্যি আমার জীবনে আর কিছু নেই। তোমাকে যে আমি আগের মতোই ভালোবাসি তা প্রমাণ করতেই আজ এখানে এসেছি। দেখাতে এসেছি আমি তোমারই আছি। তবে কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করে দেখাব।'

শোল্ডার স্ট্রাপে হাত চলে গেল লুসিয়ার, পরমুহূর্তে ড্রেস খুলে ঝপ করে পড়ে গেল মেঝেয়। সম্পূর্ণ নগ্ন লুসিয়া।

'এখন আমার কথা বিশ্বাস হয়?'

মাই গড, ও এতো সুন্দর! 'হ্যাঁ, তোমাকে আমার বিশ্বাস হয়,' ঘরঘরে গলা বেনিটোর।

লুসিয়া বেনিটোর গায়ে গা ঘষল। কামার্ত গলায় বলল, 'কাপড় খোলো। জলদি!'

বেনিটো দ্রুত কাপড় খুলে ফেলল। লুসিয়াকে পাঁজাকোলা করে ঘরের কিনারের খাটে নিয়ে গিয়ে তুলল। আদর-টাদরের ধার ধারল না। লুসিয়ার শরীরের ওপর উঠে এল বেনিটো, ওর দুপা ফাঁক করে ঢুকিয়ে দিল পুরুষাঙ্গ।

'পুরনো দিনের মতো,' হাসল বেনিটো। 'আমাকে তুমি ভুলতে পারোনি, না?'

'না,' ওর কানের কাছে ফিসফিস করল লুসিয়া। 'কেন তোমাকে ভুলতে পারিনি জানো?'

'না, বলো শুনি।'

'কারণ আমি আমার বাবার মতোই সিসিলিয়ান।'

লুসিয়া হাত বাড়িয়ে চুল থেকে খুলে ফেলল লম্বা, ধারালো চুলের কাঁটা।

বেনিটো পাতাস কাতরে উঠল। ওর পাঁজরের নিচে সাঁৎ করে কী যেন ঢুকে গেছে। প্রচণ্ড ব্যথায় হাঁ হয়ে গেল মুখ, চিৎকার দেবে। কিন্তু নিজের মুখ দিয়ে ওর মুখ ঢেকে দিল লুসিয়া। ওকে আগ্রাসী চুমু খাচ্ছে, গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরুতে দিচ্ছে না। লুসিয়ার শরীরের ওপর বেনিটো প্রচণ্ড আক্ষেপে মোচড় খাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁকি খেল লুসিয়াও। রেতঃপাত হয়ে গেল ওর।

কয়েক মিনিট পরে জামাকাপড় পরে নিল লুসিয়া, মাথায় গুঁজে নিল পাথর-বসানো তীক্ষ্ণধার চুলের কাঁটা। বেনিটোর গায়ে কম্বল, চোখ বোজা। সেল-এর দরজায় নক্ করল লুসিয়া। গার্ড এসে খুলল দরজা। তার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। নিচুগলায় বলল, 'ও ঘুমাচ্ছে।'

গার্ড সুন্দরী তরুণীটির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। 'তুমি বোধহয় ওকে চুষে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলেছ।'

'মনে হয়,' বলল লুসিয়া।

ভয়ানক এক জোড়া খুন ঝড় তুলল ইটালিতে। একজন মাফিয়া নেতার সুন্দরী তরুণী কন্যা তার বাবা এবং ভাইয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে, ইতালীয় জনগণ অভিনন্দিত করল লুসিয়াকে। তবে পুলিশ স্বভাবতই ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারল না। কারণ লুসিয়া কারমিন একজন সম্মানিত বিচারককে হত্যা করেছে এবং আরেকজনকে কারাগারের চার দেয়ালের মাঝে মেরে রেখে গেছে। লুসিয়া পুলিশকে দারুণ বোকা বানিয়েছে। এটা তাদের কাছে ব্যক্তিগত অপমানের মতো। খবরের কাগজগুলো এ ঘটনা নিয়ে

সত্য-মিথ্যা সব খবর ছেপে তাদের কাটতি আরও বাড়িয়ে তুলল।

'আমি ওই মেয়ের কল্লা চাই,' পুলিশ কমিশনার গর্জে উঠলেন ডেপুটি কমিশনারের উদ্দেশে। 'এবং সেটা আজই চাই।'

শুরু হয়ে গেল ম্যান হান্ট। যাকে পুলিশ পাগল হয়ে খুঁজছিল সে তখন আশ্রয় নিয়েছে ওর বাবার এক লোক সালভাতর গিউসেপ্পির বাড়িতে। গিউসেপ্পি কোনোমতে গণ ধরপাকড় থেকে রক্ষা পেয়েছে।

শুরুতে লুসিয়া ভেবেছিল বাবা আর ভাইয়ের বদলা তো নেয়া হল, এখন সে পুলিশের কাছে ধরা দেবে। কিন্তু কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পরে মতো বদলে গেল ওর। জীবনের প্রতি খুব মায়া হচ্ছিল তার। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল *ওরা আমাকে কোনোদিন ধরতে পারবে না। কক্ষনো না!*

সালভাতর গিউসেপ্পি এবং তার স্ত্রী মিলে ছদ্মবেশ দিল লুসিয়াকে। ওর চুলের রঙ বদলে ফেলল, শাদা দাঁত কালো করল, চোখে পরাল চশমা, পরিধানের জন্য জোগাড় করল কিছু পুরনো, জীর্ণ পোশাক। চেহারাই পাল্টে গেল লুসিয়ার। ওকে দেখতে দেখতে সালভাতর বলল, 'ছদ্মবেশ মন্দ হয়নি। তবে তোমার ইটালি থাকা চলবে না। এমন কোথাও চলে যাও যেখানে প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় যেন তোমার ছবি ছাপা না হয়। এমন কোথাও যেখানে কয়েক মাস লুসিয়ে থাকতে পারো।'

লুসিয়ার মনে পড়ল ওর বাবার বন্ধু ডিমোনিক ডুরেলের কথা। বাবা বলেছিলেন কোনও সমস্যা হলে ওই লোকের কাছে যেতে।

'আমি জানি কোথায় গেলে নিরাপদে থাকব,' বলল লুসিয়ার। 'তবে আমার একটা পাসপোর্ট লাগবে।'

'আমি ব্যবস্থা করছি।'

চব্বিশ ঘণ্টা পরে লুসিয়ার কাছে ওর পাসপোর্ট চলে এল। পাসপোর্টে ওর নাম লুসিয়া রোমা, চেহারাও বদলে গেছে আমূল।

'তুমি কোথায় যাবে?'

'ফ্রান্সে আমার বাবার এক বন্ধু আছে, ওখানে।'

সালভাতর বলল, 'আমি কি তোমাকে বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দেব?'

দুজনেই জানে কাজটা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

'না, সালভাতর,' বলল লুসিয়া। 'তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। বাকি কাজটা আমি একাই করতে চাই।'

পরদিন সকালে সালভাতর গিউসেপ্পি লুসিয়া রোমার নামে একটি ফিয়াট ভাড়া করে চাবির গোছা দিল ওকে।

'সাবধানে থেকো, বলল সে।

'আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি।'

ওর বাবা ওকে একথাটাই তো বলেছিলেন, তাই না?

ইটালিয়ান ফ্রেঞ্চ বর্ডারে ফ্রান্সে ঢোকার গাড়িগুলো লম্বা সারি নিয়ে ধীরগতিতে এগোচ্ছে। লুসিয়া ইমিগ্রেশন বুথের যতই কাছে আসছে ততই ধড়ফড় করছে বুক। ওরা লুসিয়াকে সব জায়গায় খুঁজবে। ধরা পড়লে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যাবে ওর, জানে লুসিয়া। *তারচেয়ে বরং আমি আত্মহত্যা করব,* মনে মনে বলল ও।

ইমিগ্রেশন অফিসারের সামনে এসে গাড়ি থামাল লুসিয়া।

'পাসপোর্ট, সিনোরিনা।'

লুসিয়া গাড়ির জানালা দিয়ে ওর কালো পাসপোর্টখানা বের করে দিল। অফিসার পাসপোর্স নিয়ে এক ঝলক দেখল লুসিয়াকে। বিস্ময় ফুটল তার চোখে। পাসপোর্টে ফিরে গেল চোখ। আবার তাকাল লুসিয়ার দিকে। এবারে আরও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

'তুমি লুসিয়া কারমিন,' বলল সে।

নয়

'লুসিয়া কারমিন।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল লুসিয়া। মুখ থেকে সরে গেছে রক্ত। ঝটিতে চারপাশে চোখ বুলাল পালিয়ে যাবার রাস্তার খোঁজে। নেই। ও অবাক হয়ে গেল দেখে হাসছে গার্ড। লুসিয়ার দিকে ঝুঁকে এল সে, ফিসফিস করে বলল, 'আপনার বাবা আমাদের পরিবারের অনেক উপকার করেছেন, সিনোরিনা। আপনি যেতে পারেন। গুড লাক।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল লুসিয়া। *'গ্রাজি।'*

অ্যাকসিলেরেটরে চাপ দিল ও, ফরাসি সীমান্ত আর পঁচিশ গজ দূরে। ছদ্মবেশী লুসিয়াকে দেখতে খুবই বদখত লাগছিল। ফরাসি ইমিগ্রেশন অফিসার লুসিয়ার পাসপোর্টে সিল ঠুকতে ঠুকতে মনে মনে বলল *ইটালিয়ান মেয়েরা ফরাসি মেয়েদের মতো সুন্দর নয় কেন?*

বেশ কয়েক ঘণ্টা বাদে বেজিয়ার্সে পৌঁছাল লুসিয়া।

প্রথমবার রিঙেই সাড়া মিলল। মসৃণ একটি পুরুষকণ্ঠ বলল, 'হ্যালো।'

'ডিমোনিক ডুরেল, প্লিজ।'

'ডিমোনিক ডুরেল বলছি। কে বলছেন?'

'লুসিয়া কারমিন। আমার বাবা বলেছেন—'

'লুসিয়া!' কণ্ঠটি মুহূর্তে উষ্ণতায় ভরপুর। 'তোমার ফোনের অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

'আমার সাহায্য দরকার।'

'আমার ওপর আস্থা রাখতে পারো।'

খুশিতে ভরে গেল লুসিয়ার মন। বহুক্ষণ পরে এই প্রথম একটি সুখবর শুনল সে।

'পুলিশের কবল থেকে রক্ষা পেতে লুকানোর মতো একটা জায়গা আমার দরকার।'

'কোনও সমস্যা নেই। আমি আর আমার স্ত্রী মিলে তোমাকে এমন একটি জায়গায় লুকিয়ে রাখব যেখানে কেউ তোমাকে খুঁজে পাবে না।'

'ধন্যবাদ।'

'তুমি কোথায়, লুসিয়া?'

'আমি—'

এমন সময় একটি পুলিশ শর্টওয়েভ রেডিও খড়মড় করে উঠল ফোনে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয়া হল রেডিও।

'লুসিয়া—'

লুসিয়ার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠেছে।

'লুসিয়া কোত্থেকে বলছ তুমি? ঠিকানাটা দাও। আমি তোমাকে নিয়ে আসছি।'

ওর বাড়িতে পুলিশের রেডিও কেন? তাছাড়া প্রথমবার রিং হবার সঙ্গে সঙ্গে সে সাড়া দিয়েছে। যেন লুসিয়ার ফোনের অপেক্ষাতেই বসে ছিল।

'লুসিয়া—আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

লুসিয়া বুঝে গেছে যে-লোকটা ওর সঙ্গে কথা বলছে সে পুলিশের লোক। ওর ফোন ট্রেস করা হচ্ছে।

'লুসিয়া—'

ফোন নামিয়ে রাখল লুসিয়া, দ্রুত বেরিয়ে এল ফোনবুথ থেকে।

ফ্রান্স থেকে কেটে পড়তে হবে, সিদ্ধান্ত নিল ও।

নিজের গাড়িতে ফিরে এল লুসিয়া, গ্লোভ কমপার্টমেন্ট থেকে বের করল একটি ম্যাপ। স্প্যানিশ সীমান্ত অল্পকিছু দূরে। ম্যাপ রেখে গাড়িতে স্টার্ট দিল ও। মোড় ঘুরে, দক্ষিণে, স্যান সেবাস্টিয়ান অভিমুখে চলল।

স্প্যানিশ সীমান্ত থেকে শুরু হল বিপদ।

'পাসপোর্ট, প্লিজ।'

লুসিয়া স্প্যানিশ ইমিগ্রেশন অফিসারকে ওর পাসপোর্ট দিল। দায়সারা ভঙ্গিতে পাসপোর্ট একবার চোখ বুলিয়ে ওটা লুসিয়াকে ফেরত দিতে যাচ্ছিল অফিসার। হঠাৎ কী ভেবে লুসিয়ার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল চেহারার ভাব।

'এক মিনিট, প্লিজ। ভেতর থেকে সিল মেরে নিয়ে আসি।'

ও আমাকে চিনে ফেলেছে, হতাশ হয়ে ভাবল লুসিয়া। দেখছে লোকটা ছোট অফিসকক্ষে ঢুকল, ওর পাসপোর্ট আরেকজন অফিসারকে দেখাল। দুজন উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগল। পালাতে হবে লুসিয়াকে। ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এল ও। একদল জার্মান ট্যুরিস্ট একটু আগেই কাস্টমসের ঝামেলা সেরেছে, লুসিয়ার গাড়ির পাশে দাঁড় করানো একটি কোচে হাউকাউ করতে করতে উঠছে। কোচের সামনে লেখা 'মাদ্রিদ'।

'Achtung!' ট্যুরিস্টদের গাইড তাড়া দিল। *'schnell'*

লুসিয়া আড়চোখে ক্ষুদ্র অফিসের দিকে তাকাল। যে লোকটা ওর পাসপোর্ট নিয়েছে সে টেলিফোনে চিৎকার করে কী যেন বলছে।

'সবাই উঠে পড়ুন।'

কিছু না-ভেবেই লুসিয়া ট্যুরিস্ট দলের ভিড়ে মিশে গেল, উঠে পড়ল কোচে, তবে মুখখানা এমনভাবে ঘুরিয়ে রেখেছে যাতে গাইডের চোখে পড়ে না যায়। ও কোচের পেছনের দিকের একটি আসন দখল করল, বসল মাথা নিচু করে। *গাড়ি ছাড়ো!* প্রার্থনা করছে লুসিয়া। *এক্ষুনি।*

জানালা দিয়ে লুসিয়া দেখল প্রথম দুজনের সঙ্গে আরেকজন গার্ড যোগ দিয়েছে। তিনজনে মিলে ওর পাসপোর্টে চোখ বুলাচ্ছে। লুসিয়ার প্রার্থনায় সাড়া দিতেই যেন বন্ধ হয়ে গেল কোচের দরজা, চালু হল ইঞ্জিন। একটু পরেই স্যান সেবাস্টিয়ান পেছনে ফেলে মাদ্রিদের উদ্দেশে ছুটল গাড়ি। সীমান্তরক্ষীরা যদি দেখে ও গাড়িতে নেই তাহলে কী করবে? ওরা প্রথমে ভাববে লুসিয়া লেডিসরুমে গেছে। ওরা অপেক্ষা করবে, শেষে কাউকে পাঠাবে ওর খোঁজ নিতে। তারপর ওরা এলাকায় খোঁজ লাগাবে দেখতে লুসিয়া কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা। ততক্ষণে সীমান্ত থেকে বেরিয়ে যাবে কয়েক ডজন গাড়ি এবং বাস। পুলিশ চিন্তা করেও কূল পাবে না লুসিয়া কোথায় কেটে পড়েছে।

কোচের যাত্রীরা খুব মজা করছে। *করবে নাইবা কেন?* ভাবছে লুসিয়া। *ওদেরকে তো আর পুলিশের ধাওয়া খেতে হচ্ছে না। বাকি জীবনটা কি আমাকে এভাবেই পালিয়ে বেড়াতে হবে?*

বেনিতো পাতাস আর বিচারকের চেহারা ভেসে উঠল চোখে। দুই বিশ্বাসঘাতককে ও সঠিক সাজাটাই দিয়েছে। কিন্তু তাতে কি কোনও লাভ হল? ওর বাবা আর ভাইকে তো বাকি জীবনটা জেলেই কাটাতে হবে। *আমি ঠিক কাজটাই করেছি, প্রতিশোধ নিয়েছি।* মনে মনে বলল লুসিয়া।

কোচের একজন জার্মান গান ধরল, অন্যরা তার সঙ্গে তাল মেলাতে লাগল।

এ দলটার সঙ্গে আমি কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিরাপদেই থাকব, ভাবছে লুসিয়া। মাদ্রিদে আগে পৌঁছাই, তারপর ভেবে দেখব কী করা যায়।

কিন্তু ওর আর মাদ্রিদে পৌঁছা হল না।

প্রাচীর-ঘেরা নগর অভিলায় পৌঁছে পূর্বনির্ধারিত শিডিউল অনুযায়ী কোচের যাত্রাবিরতি ঘটল রিফ্রেশমেন্টের জন্য। গাইডের আহ্বানে ট্যুরিস্টরা একে একে বেরুতে লাগল কোচ থেকে। কিন্তু লুসিয়া বসে রইল গাড়িতে এখানেই ও নিরাপদে থাকবে ভেবে। গাইড দেখে ফেলল ওকে।

'বেরিয়ে আসুন, *ফ্রাউলিন,*' বলল সে। 'আমাদের হাতে মাত্র পনেরো মিনিট সময় আছে।'

একটু ইতস্তত করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসন ছাড়ল লুসিয়া, পা বাড়াল দরজায়।

ও গাইডের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, লোকটা বলল, 'আপনি তো আমাদের দলের লোক নন।'

লুসিয়া গাইডের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। 'জি না। দেখুন না, স্যান সেবাস্টিয়ানে আমার গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেল। ওদিকে মাদ্রিদে পৌঁছাও খুব জরুরি। তাই ভাবলাম—'

'নাইন!' ঘাউ করে, উঠল গাইড। 'এ গাড়িতে যেতে পারবেন না। এটা প্রাইভেট ট্যুর।'

'জানি আমি,' বলল লুসিয়া! 'কিন্তু দেখুন আমার খুব—'

'মিউনিখে কোম্পানি হেডকোয়ার্টার্সের সঙ্গে কথা বলে অনুমতি নিতে হবে আপনাকে।'

'সম্ভব না। আমার বড্ড তাড়া আছে তাই—'

'নাইন, নাইন।' আপনার জন্য আমি ঝামেলায় পড়ে যাব। বেরিয়ে যান নয়তো আমি পুলিশ ডাকব।'

'কিন্তু—'

গাইড ওর কোনো কথাই শুনল না। কুড়ি মিনিট পরে লুসিয়া দেখল কোচ গর্জন তুলে হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে মাদ্রিদ অভিমুখে। রাস্তায় বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রইল ও। ওর কাছে পাসপোর্ট নেই, টাকাপয়সাও নেই বললেই চলে। ওদিকে আধডজন দেশের পুলিশ ওকে খুঁজছে। দেখামাত্র ওকে গ্রেফতার করবে। তারপর ওর ফাঁসি হয়ে যাবে।

আশপাশে চোখ বুলাল লুসিয়া। চৌকোনা যে-ভবনটির সামনে কোচটি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, ওটার মাথায় একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে : *Estacion de Autobuses.*

এখানে অপেক্ষা করলে আরেকটা বাস পেয়ে যাব আমি, ভাবল লুসিয়া।

বাসস্টেশনে ঢুকল ও। বেশ বড় ভবন, মার্বেল পাথরের দেয়াল। একটি রুমে ডজনখানেক টিকেট-বুথ। জানালায় গন্তব্য লেখা *সেগোভিয়া...মুনোনগালিন্ডো... ভাল্লাডোনিড...সালামানকা...মাদ্রিদ*। সিঁড়ি এবং এস্কেলেটার গিয়ে মিশেছে নিচতলায়। ওখান থেকে বাস ছাড়ে। একটি দোকানে ওয়াক্সপেপারে মোড়ানো ডোনাট, মিষ্টি এবং স্যান্ডউইচ বিক্রি হচ্ছে। খাবারগুলো দেখে খিদে লেগে গেল লুসিয়ার। মনে পড়ল অনেকক্ষণ পেটে কিছু পড়েনি।

নাহ্, এখন কোনো খাবার কেনা ঠিক হবে না, চিন্তা করল ও, বাসের টিকেট কিনতে কত টাকা লাগে কে জানে।

'মাদ্রিদ' লেখা টিকেট-বুথের দিকে পা বাড়াচ্ছে লুসিয়া, তড়িঘড়ি ঘরে ঢুকল দুই পুলিশ অফিসার। একজনের হাতে একটি ছবি। টিকেট-বুথের বিক্রেতাদের ছবিটি দেখাতে লাগল ওরা।

ওরা নির্ঘাত আমাকে খুঁজছে। ওই হারামজাদা ড্রাইভার আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে।

সবে স্টেশনে পৌঁছা একটি পরিবার হেঁটে আসছিল চলন্ত সিঁড়ির দিকে, তারা

দরজায় পা বাড়িয়েছে, চট করে তাদের পাশে চলে এল লুসিয়া, মিশে গেল ভিড়ের সঙ্গে। বেরিয়ে এল।

আভিলার নুড়ি-বিছানো রাস্তা ধরে হাঁটা দিল ও। ঝেড়ে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা বহু দমন করেছে। হাঁটতে হাঁটতে প্লাজা ডিলা সান্তার পার্কে পৌঁছে গেল। বসল একটি বেঞ্চে। কী করবে ভাবছে। শ-খানেক গজ দূরে বেশকিছু মহিলা এবং দম্পতি বসে বিকেলের রোদ পোহাচ্ছে।

বসে আছে লুসিয়া, হাজির হল পুলিশের একটি গাড়ি। চত্বরের শেষ মাথায় থামল গাড়িটি, নেমে এল দুই পুলিশম্যান। একাকী বসে থাকা এক মহিলার দিকে এগোল তারা, জেরা করছে। ধড়াশ ধড়াশ লাফাতে শুরু করল লুসিয়ার কলজে।

জোর করে শরীরটাকে টেনে তুলল ও, বুকে তীব্র ধুকপুকুনি নিয়ে হাঁটা দিল। ক্রমে সরে যাচ্ছে পুলিশের লোকদুটোর কাছ থেকে। পরের রাস্তাটির নাম অদ্ভুত 'জীবন-মৃত্যুর রাস্তা'। *এটা কোনও সংকেত নাকি?* ভাবছে ও।

গির্জার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেল লুসিয়া। খোলা সিটিগেট দিয়ে তাকাল। দূরে, পাহাড়ের ওপর একটি মঠ দেখা যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়ল লুসিয়া। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মঠের দিকে।

'তুমি আমাদের কাছে কেন এসেছ, মাই ডটার?' মৃদু গলায় জানতে চাইলেন রেভারেন্ড মাদার বেটিনা।

'আমার আশ্রয় দরকার।'

'ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় খুঁজতে এসেছ?'

'জি,' জবাব দিল লুসিয়া। 'আমি সবসময় চেয়েছি ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করব।'

'কিন্তু এখানকার নিয়মকানুন খুব কড়া,' বলে চললেন রেভারেন্ড মাদার। 'আমরা বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।'

রেভারেন্ড মাদারের কথাগুলো যেন মধুবর্ষণ করছে লুসিয়ার কানে।

'এ দেয়ালের ভেতরে যারা একবার প্রবেশ করে তারা আর বাইরে যেতে পারে না।'

'আমি বাইরে যেতে চাইও না,' বলল লুসিয়া। *অন্তত আগামী কয়েক মাস তো নয়ই।*

আসন ছাড়লেন রেভারেন্ড মাদার। 'খুব কঠিন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমাকে। তুমি বরং আজ যাও। ভালো করে ভেবেচিন্তে তারপর এসো।'

সুযোগটা হাত পিছলে চলে যাচ্ছে দেখে আতঙ্ক বোধ করল লুসিয়া। ওর কোথাও যাবার জায়গা নেই। এ মুহূর্তে ওর একমাত্র আশ্রয় হতে পারে এই মঠ।

'আমি চিন্তাভাবনা করেই এখানে এসেছি,' দ্রুত বলল লুসিয়া। 'বিশ্বাস করুন,

রেভারেন্ড মাদার, আমি অন্য আর কিছু ভাবিনি। আমি পৃথিবী ত্যাগ করতে চাই,' মাদার প্রাইওরেসের চোখে চোখ রাখল। 'আমি অন্য কোথাও নয় শুধু এখানে থাকতে চাই।' কথা বলার সময় গলা কাঁপল ওর।

বিস্মিত দেখার রেভারেন্ড মাদারকে। এ মহিলার মধ্যে কীরকম যেন একটা উন্মাদনা আছে যা রীতিমতো অস্বস্তিকর।

'তুমি কি ক্যাথলিক?'

'জি।'

রেভারেন্ড মাদার পুরনো আমলের পালকের কলম তুলে নিলেন হাতে। 'তোমার নাম বলো, চাইল্ড।'

'আমার নাম লুসিয়া কার-রোমা।'

'তোমার বাবা-মা বেঁচে আছেন?'

'বাবা আছেন।'

'তিনি কী করেন?'

'ব্যবসা করতেন। বর্তমানে অবসরে আছেন।' বাবার বিধ্বস্ত, ক্লান্ত চেহারাটা ভেসে উঠল চোখে। কষ্টের একটা খোঁচা খেল লুসিয়া বুকে।

'তোমার ভাই-বোন আছে?'

'দুই ভাই আছে।'

'তারা কী করে?'

এখানে ঢোকার জন্য যে-কোনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে রাজি লুসিয়া। বলল, 'ওরা প্রিস্ট।'

'চমৎকার।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা চলল ঘণ্টা-তিনেক। শেষে রেভারেন্ড মাদার বললেন, 'আজ রাতে তোমার শোবার একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কাল সকালে তোমাকে কিছু নির্দেশ দেয়া হবে। নির্দেশ এবং উপদেশ শোনার পরেও যদি তোমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করে, থাকবে। তবে আবারও বলছি, তুমি কিন্তু খুব কঠিন একটি পথ বেছে নিচ্ছ।'

'বিশ্বাস করুন,' জোর দিয়ে বলল লুসিয়া, 'আমার আর কোনও রাস্তা নেই।'

বাতাস নরম এবং উষ্ণ, ফিসফিস শব্দে বয়ে চলেছে জঙ্গলে। ঘুমাচ্ছে লুসিয়া। স্বপ্ন দেখছে ও চমৎকার একটি ভিলায় পার্টিতে এসেছে। এখানে ওর বাবা এবং ভাইয়েরাও আছে। সবাই খুব স্ফূর্তি করছে। এমন সময় এক আগন্তুক ঘরে ঢুকে বলল, 'এরা কারা?' ঠিক তখন নিভে গেল ঘরের বাতি এবং ফ্লাশলাইটের উজ্জ্বল আলো আছড়ে পড়ল ওর মুখের ওপর। জেগে গেল লুসিয়া, উঠে বসল ধড়মড় করে। তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে গেছে চোখ।

ওদেরকে জনা ছয় লোক ঘিরে ধরেছে। চোখে আলো পড়েছে বলে লোকগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না লুসিয়া।

'কে তোমরা?' গর্জে উঠল লোকটা। গম্ভীর, কর্কশ কণ্ঠ।

এবারে ঘুমের চটকা পুরোপুরি ভেঙে গেল। সতর্ক হয়ে উঠল মন। ফাঁদে পড়েছে লুসিয়া। কিন্তু এরা যদি পুলিশ হত তাহলে নানদের পরিচয় তারা আগেই জেনে যেত। এত রাতে জঙ্গলের মধ্যে এরা কী করছে?

লুসিয়া ঝুঁকি নিল। 'আমি আভিলার কনভেন্টের সিস্টার। সরকারপক্ষের কয়েকজন লোক এসে—'

'জানি আমরা,' বাধা দিল লোকটা।

অন্যান্য নানরাও উঠে পড়েছে ঘুম থেকে। আতঙ্কিত।

'আ—আপনি কে?' জিজ্ঞেস করল মেগান।

'আমার নাম জেমি মাইরো।'

ওরা মোট ছজন। পরনে ট্রাউজার্স, চামড়ার জ্যাকেট, টার্টলনেক সোয়েটার, ক্যানভাসের জুতো এবং ঐতিহ্যবাহী বাস্ক বেরেটা। সব কজন সশস্ত্র। চাঁদের ম্লান আলোয় ভয়ংকর লাগছে দেখতে। দুজনকে দেখে মনে হল প্রচণ্ড মার খেয়ে ফুলে গেছে শরীর।

জেমি মাইরো বলে পরিচয় দেয়া লোকটা লম্বা, কৃশ, ঝকঝকে কালো চোখ। 'ওদেরকে কেউ পিছু নিয়ে এখানে আসতে পারে,' জেমি তার দলের এক সদস্যের দিকে ফিরল। 'ভালো করে খুঁজে দ্যাখো।'

'সি।'

মেয়েলি কণ্ঠের জবাব এল। লুসিয়া দেখল মহিলা গাছগাছালির দিকে নিঃশব্দে পা বাড়িয়েছে।

'আমরা এদেরকে নিয়ে কী করব?' জিজ্ঞেস করল রিকার্ডো মেলাডো।

জবাব দিল জেমি মাইরো। '*নাডা।* ওদেরকে এখানে রেখে আমরা চলে যাব।'

এক লোক আপত্তি করল। 'জেমি—এরা যেসাসের সিস্টার।'

'তাহলে যেসাসই ওদের দেখেশুনে রাখুন,' চাঁছাছোলা গলায় বলল জেমি মাইরো। 'আমাদের কাজ আছে।'

নানরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। জেমির লোকজন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, তার সঙ্গে তর্ক করছে।

'আমরা ওদেরকে এভাবে ধরা খেতে দিতে পারি না। আকোকার লোকজন ওদেরকে খুঁজছে।'

'তারা আমাদেরকেও খুঁজছে, *এমিগো।*'

'আমরা সাহায্য না করলে সিস্টাররা পালাতে পারবে না।'

দৃঢ়গলায় জেমি মাইরো বলল, 'আমরা ওদের জন্য নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিতে পারি না। আমাদের নিজেদেরই সমস্যার শেষ নেই।'

জেমির এক সহকর্মী, ফেলিক্স কার্পিও বলল, 'আমরা ওদেরকে খানিকটা পথ অন্তত এগিয়ে দিতে পারি, জেমি।' সে নানদের দিকে ফিরল। 'আপনারা কোথায় যাচ্ছিলেন?'

ঈশ্বরের আলো চোখে নিয়ে টেরেসা বলে উঠলেন, 'একটি পবিত্র মিশনে। মেনডাভিয়ায় একটি কনভেন্ট আছে। ওখানে আমরা আশ্রয় নেব।'

ফেলিক্স কার্পিও বলল জেমি মাইরোকে, 'ওই রাস্তাটুকু অন্তত আমরা ওদেরকে পৌঁছে দিই। স্যান সেবাস্টিয়ান যাওয়ার রাস্তাতেই পড়বে মেনডাভিয়া।'

জেমি মাইরো রেগে গেল। 'গর্দভ! তারচেয়ে একটা সাইনপোস্ট পুঁতে রেখে সবাইকে বলে দাও না কেন যে আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আমি শুধু—'

'ব্যস্!' খেঁকিয়ে উঠল মাইরো। 'এখন আর ওদেরকে সঙ্গে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। আকোকা ওদেরকে পাকড়াও করতে পারলে কথা বলিয়ে ছাড়বে। ওদের কারণে আমাদের যাত্রার গতি মন্থর হয়ে যাবে। আকোকা আর তার কসাইগুলো সহজেই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে।'

লুসিয়ার মনোযোগ নেই ওদের কথায়। সোনার ক্রুশটা হাতের নাগালেই রয়েছে। কিন্তু এ লোকগুলোর জন্য ও জিনিসটা হাতাতে পারছে না।

'ঠিক আছে,' বলল জেমি মাইরো। 'আমরা এদেরকে সঙ্গে নিচ্ছি। কনভেন্টের কাছাকাছি পৌঁছে ছেড়ে দেব। তবে সার্কাসের দলের মতো এদেরকে নিয়ে হাঁটা যাবে না।' ও নানদের দিকে ফিরল। গলার স্বরে রাগ লুকাবার চেষ্টা করল না। 'আপনারা কেউ মেনডাভিয়া কোথায় চেনেন?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সিস্টাররা।

গ্রাসিয়েলা জবাব দিল, 'ঠিক চিনি না।'

'তাহলে ওখানে পৌঁছাতে পারবেন ভাবলেন কী করে?'

'ঈশ্বর আমাদেরকে পৌঁছে দেবেন,' দৃঢ় গলায় বললেন সিস্টার টেরেসা।

দলের একজন, রুবিও আরজানো মুচকি হাসল। 'আপনাদের প্রতি ভাগ্য সহায়।' জেমিরে দিকে ইঙ্গিত করল। 'ঈশ্বর নিজেই আপনাদেরকে সাহায্য করতে এসে পড়েছেন, সিস্টার।'

রুবিওর দিকে কটমট করে তাকাল জেমি। চুপ হয়ে গেল সে।

'আমরা ছড়িয়ে পড়ব। তিনটে ভিন্ন রাস্তায় যাব।'

ব্যাকপ্যাক থেকে একটি ম্যাপ বের করল সে, পুরুষরা উবু হয়ে বসল জমিনে, ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় মানচিত্র দেখছে।

'মেনডাভিয়া কনভেন্টটি এখানে, লগরোনোর দক্ষিণ-পুবে। আমি ভাল্লাডোলিড

হয়ে উত্তরে এগোব, তারপর যাব বার্গোসে।' ম্যাপের ওপর আঙুল চালিয়ে দিল মাইরো, তাকাল রুবিওর দিকে। সে লম্বা, হাসিখুশি চেহারার মানুষ। 'তুমি ওলমেডোর রুট ধরে পানাফিয়েল এবং আরানডা ডি ডুয়েরোতে চলে যাবে।'

'ঠিক হ্যায়, *এমিগো।*'

আবার ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ল জেমি মাইরো। তারপর মুখ তুলে চাইল রিকার্ডো মেলাডোর দিকে। তার মুখখানা ক্ষতবিক্ষত। 'রিকার্ডো, তুমি সোগোভিয়ায় রওনা হবে, তারপর পাহাড়ি রাস্তা ধরে সেকেরজো ডি আবাকো পৌঁছাবে, সেখান থেকে সোরিয়া। আমরা লোগরোনোতে সাক্ষাৎ করব।' ম্যাপ সরিয়ে রাখল সে।

'লোগরোনো এখান থেকে দুশো দশ কিলোমিটার।' নীরবে একটা হিসাব করল সে। 'সাত দিন লাগবে যেতে। মেইন রোডের ধারেকাছেও যাবে না।'

ফেলিক্স প্রশ্ন করল, 'লোগরোনোর কোথায় সাক্ষাত করব?'

রিকার্ডো বলল, 'আগামী হপ্তায় লোগরোনোতে সিরক জাপোন মঞ্চাভিনয় করবে।'

'গুড। আমরা ওখানে সাক্ষাত করব। ম্যাটিনি শোতে।'

দাড়িঅলা ফেলিক্স কার্পিও বলল, 'নানরা কাদের সঙ্গে যাবে?'

'একেকজন একেকটি দলের সঙ্গে।'

এবারে আলোচনার সমাপ্তি টানা দরকার, ভাবল লুসিয়া। 'সিনর, পুলিশ যদি আপনাদের পিছু নিয়ে থাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে না-নেয়াই উচিত হবে। আমরা একাই যেতে পারব।'

'কিন্তু তোমাদেরকে তো একা যেতে দেয়া যাবে না, সিস্টার,' বলল জেমি। 'কারণ তোমরা আমাদের প্ল্যান জেনে ফেলেছ।'

'তাছাড়া,' রুবিও বলল, 'তোমরা একা যেতে পারবেও না। আমরা এদেশটা চিনি। আমরা বাস্ক। উত্তরের মানুষজন আমাদের বন্ধু। তারা জাতীয়তাবাদী সৈনিকদের হাত থেকে আমাদেরকে লুকিয়ে রাখবে। তোমরা একা একা কিছুতেই মেনডাভিয়া যেতে পারবে না।'

জেমি মাইরো ঘোঁতঘোঁত করে বলল, 'তাহলে চলো সবাই। যাত্রা শুরু করি। সকাল হওয়ার আগে যতদূর সম্ভব যেতে চাই।'

সিস্টার মেগান চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদেরকে লক্ষ করছে। নেতা-গোছের মানুষটাকে কর্কশ, দুর্বিনীত মনে হলেও এর সমস্ত অবয়ব থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে শক্তি। দেখে মনে হয় এর ওপর ভরসা রাখা যায়।

জেমি মাইরো টেরেসার দিকে তাকাল। তারপর টমাস সানজুরো এবং রুবিও আরজানোকে দেখিয়ে বলল, 'আপনি এদের সঙ্গে যাবেন।'

রুবিও টেরেসার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। 'রুবিও আরজানো আপনার সেবায় নিবেদিত, সিস্টার। কী নাম আপনার?

'সিস্টার টেরেসা।'

লুসিয়া দ্রুত বলে উঠল, 'আমি সিস্টার টেরেসার সঙ্গে যাব।'

সোনার ক্রুশটা কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না।

মাথা দোলাল জেমি মাইরো। 'ঠিক আছে।' গ্রাসিয়েলার দিকে আঙুল তুলে দেখাল সে। 'রিকার্ডো, তুমি একে সঙ্গে নেবে।'

রিকার্ডো মেলাডো মাথা ঝাঁকাল। *'বুয়েনো।'*

যে মহিলাকে জঙ্গলে পাঠিয়েছিল জেমি, সে ফিরে এসে ঘোষণা দিল, 'অল ক্লিয়ার।'

'গুড,' জেমি মাইরো তাকাল মেগানের দিকে। 'তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে, সিস্টার।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মেগান। জেমি মাইরো তাকে মুগ্ধ করেছে। আর ওই মহিলার মধ্যে ভয়ংকর কী যেন একটা আছে। মহিলার গায়ের রঙ কালো, শিকারি বাজের মতো চেহারা, মুখটায় লাল একটা ক্ষত। খাই-খাই ভাব আছে চেহারায়।

মহিলা হেঁটে এল মেগানের কাছে। 'আমি আম্পারো জিরন। মুখখানা বন্ধ রেখো, সিস্টার, তাহলে আর কোনো ঝামেলা হবে না।'

জেমি অন্যদেরকে বলল, 'যাত্রা শুরু করো। সাতদিন পরে লোগরোনোতে দেখা হবে। সিস্টাররা যেন কেউ চোখের আড়াল না হয়।'

সিস্টার টেরেসাকে নিয়ে হাঁটা দিয়েছে রুবিও আরজানো। লুসিয়া দ্রুত ওদের পিছু নিল। রুবিও ব্যাকপ্যাকে ম্যাপটা রেখেছে। *ও ঘুমিয়ে পড়লেই ওটা আমি হাতিয়ে নেব,* সিদ্ধান্ত নিল লুসিয়া।

স্পেনে ওদের যাত্রা হল শুরু।

দশ

মিগুয়েল কারিল্লো নার্ভাস। শুধু নার্ভাস নয়, প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে আছে সে। আজকের দিনটি মোটেই ভালো যাচ্ছে না তার সকালে চার নানের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাদের কাছে নিজেকে ফ্রায়ার বলে পরিচয় দেয়া এ-পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মতোই চলছিল। কিন্তু শেষটা মোটেই ভালো হল না। তাকে ওরা অজ্ঞান করে, হাত-পা বেঁধে রেখে ড্রেসের দোকানে ফেলে রেখে গেছে।

দোকানের মালিকের স্ত্রী এসে আবিষ্কার করেছে কারিল্লোকে। ইয়া মোটা, বয়সী এক মহিলা, ঠোঁটের ওপর গোঁফের রেখা আর মেজাজটাও খাণ্ডারনি। দোকানে ঢুকে মেঝের ওপর হাত-পা বাঁধা কারিল্লোকে দেখে তার চক্ষু চড়কগাছ। 'কে তুমি?' গর্জে উঠেছে সে। 'এখানে কী করছ?'

কারিল্লো তার দেবদূত মার্কা চেহারায় পবিত্র হাসি ফোটাল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি এসে পড়েছেন, সিনোরিটা। আমি বাঁধন খোলার চেষ্টা করছিলাম যাতে পুলিশকে ফোন করতে পারি।'

'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি।'

নড়েচড়ে একটু আরাম করে বসার চেষ্টা করল কারিল্লো।

'প্রশ্নের জবাব খুব সহজ, সিনোরিটা। আমি ফ্রায়ার গনজালেস। মাদ্রিদের একটি মঠ থেকে এসেছি। আপনার সুন্দর দোকানটির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় দেখি দুই লোক দোকান ভেঙে ভেতরে ঢুকছে। ঈশ্বরের ভৃত্য হিসেবে আমার কর্তব্য ছিল ওদেরকে বাধা দেয়া। আমি ওদেরকে বলেকয়ে চুরির মতো পাপকাজ থেকে বিরত রাখব ভেবেছিলাম। কিন্তু ওরা আমার কথা তো শুনলই না উল্টো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাত-পা বেঁধে ফেলল। এখন আপনি যদি দয়া করে বাঁধনটা খুলে দিতেন—'

'মিয়েরডা!'

হতভম্ব হয়ে মহিলার দিকে তাকাল কারিল্লো। 'জি!'

'কে তুমি?'

'আমি তো আপনাকে বললামই যে আমি—'

'তুমি একটা মহামিথ্যাবাদী।'

মহিলা নানদের ফেলে যাওয়া রোবের দিকে হেঁটে গেল।

'কী এগুলো?'

'ওহ্, ওগুলো। লোকদুটো নানের ছদ্মবেশে এসেছিল—'

'কিন্তু এখানে চারটে পোশাক দেখছি। অথচ তুমি বললে ওরা ছিল দুজন।'

'জি। পরে ওদের সঙ্গে আরও দুজন যোগ দেয়। এবং—'

ফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মহিলা।

'কী করছেন আপনি?'

'পুলিশে ফোন করছি।'

'পুলিশে ফোন করার দরকার নেই। আপনি আমার বাঁধন খুলে দিন। আমি নিজে গিয়ে পুলিশে খবর দেব।'

মহিলা ওর দিকে তাকাল।

'তোমার রোব খোলা, ফ্রায়ার।'

ওই মহিলার চেয়েও কাঠখোট্টা পুলিশের লোকগুলো। Guardia civil-এর চারজন লোক কারিল্লোকে জেরা করছে। তাদের সবুজ ইউনিফর্ম এবং অষ্টাদশ শতকের কালো প্যাটন লেদার হ্যাট দেখলে স্পেনের মানুষ ভয়ে থরথর করে কাঁপে। কারিল্লোও ভয়ে কাঁপছে।

লোকগুলো কারিল্লোকে জেরা করছে, ঘরে ঢুকলেন মুখে কাটাকুটি দাগ ভর্তি এক দানব।

'গুড আফটারনুন, কর্নেল আকোকা,' বলল এক কর্মকর্তা।

'এ সেই লোক?'

'জি, কর্নেল। দোকানে নানদের রোবসহ একে আমরা পেয়েছি। ভাবলাম আপনি নিজেই হয়তো এ লোককে জেরা করতে আগ্রহ বোধ করবেন।'

কর্নেল র‍্যামন আকোকা দুর্ভাগা কারিল্লোর সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'হ্যাঁ, আমি আগ্রহ বোধ করছি।'

কর্নেলকে তার সেরা মন-গলানো হাসিটা উপহার দিল কারিল্লো। 'আপনাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি, কর্নেল। আমি আমার চার্চে যাচ্ছিলাম কাজে। খুব দ্রুত বার্সেলোনা ফেরা দরকার। আমি এ ভদ্রলোকদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলাম যে আমি স্রেফ ঘটনার শিকার।'

কর্নেল আকোকা হাসিমুখে বললেন, 'যেহেতু তোমার খুব তাড়া আছে তাই তোমার সময় নষ্ট করব না আমি।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হল কারিল্লো। 'ধন্যবাদ, কর্নেল।'

'তোমাকে অল্প কটা প্রশ্ন করব। সত্যি জবাব দিলে তো কোনও সমস্যাই নেই। কিন্তু মিথ্যা বললে তোমার কপালে খারাবি আছে।' কর্নেল হাতে কী যেন পরে নিলেন।

কারিল্লো গলায় দৃঢ়তা ফুটিয়ে বলল, 'ঈশ্বরের অনুসারীরা কখনও মিথ্যাকথা বলে না।'

'শুনে খুশি হলাম। চার নান সম্পর্কে বলো আমাকে।'

'চার নান সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, ক—'

পেতলের নাক্‌ল পরা হাতের প্রচণ্ড ঘুসি আছড়ে পড়ল কারিল্লোর মুখে, রক্ত ছিটকে পড়ল ঘরে।

'মাই গড! আপনি কী করছেন!' গুঙিয়ে উঠল কারিল্লো।

প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করলেন কর্নেল আকোকা। 'চার নান সম্পর্কে বলো আমাকে।'

'আমি জানি না—'

আবার ঘুসি খেল কারিল্লো, ভেঙে গেল দাঁত।

গলায় রক্ত ঢুকে যাচ্ছে কারিল্লোর। 'না, মারবেন না। আমি—'

'চার নানের কথা বলো,' গলার স্বর এবারে নরম।

'আমি—' আবার মুষ্ঠি উঠতে দেখল কারিল্লো। 'হ্যাঁ। আমি— আমি।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল কারিল্লো। 'ওদেরকে ভিল্লাকাস্টিনে দেখেছি আমি, কনভেন্ট থেকে পালিয়ে আসছিল। প্লিজ, আমাকে আর মারবেন না।'

'বলতে থাকো।'

'আ—আমি বললাম ওদেরকে সাহায্য করব। ওদের কাপড় বদল করার দরকার ছিল।'

'তারপর তোমরা দোকান ভেঙে ঢুকলে ভেতরে...'

'না। আ—হ্যাঁ। আমি—ওরা কয়েকটা ড্রেস নিল তারপর আমাকে মেরে অজ্ঞান করে রেখে চলে গেল।'

'কোথায় যাবে বলেছে?'

'না।' ইচ্ছে করেই মেনডাভিয়ার নামটা উচ্চারণ করল না সে। নানদের বাঁচানোর জন্য নয়, নানদের নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই কারিল্লোর। কারণ কর্নেল মেরে ওর চেহারাটা নষ্ট করে দিয়েছে। জেল খেটে বেরুনোর পরে যাজকের ছদ্মবেশে আয়-রোজগার ও আর করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

কর্নেল আকোকা Guardia civil-এর সদস্যদের দিকে ফিরলেন।

'এ লোককে মাদ্রিদে পাঠিয়ে দাও। প্রিস্ট হত্যার অভিযোগ আনবে এর বিরুদ্ধে।'

লুসিয়া, সিস্টার টেরেসা, রুবিও আরজানো এবং টমাস সানজুরো উত্তর-পুবে, ওলমেডা অভিমুখে হেঁটে চলেছে। মেইন রোডগুলো পরিহার করে চলছে ওরা, হাঁটছে শস্যক্ষেত মাড়িয়ে। সারারাত ওরা হাঁটল, ভোরবেলা পাহাড়ে, নির্জন একটি জায়গায় এসে পৌঁছাল।

রুবিও আরজানো বলল, 'ওলমেডা শহর সামনেই। তবে সাঁঝ নামার আগপর্যন্ত আমরা এখানেই অপেক্ষা করব। তোমরা খুব ক্লান্ত। এই ফাঁকে খানিক ঘুমিয়ে নিতে পারো।'

সিস্টার টেরেসা খুবই ক্লান্ত। তবে মানসিকভাবে তিনি আরও বিধ্বস্ত। তিনি তাঁর মূল্যবান জপমালাটি হারিয়েছেন। হারিয়েছেন নাকি কেউ চুরি করেছে? ঠিক বুঝতে পারছেন না টেরেসা। তাঁর কাছে সবকিছু কেমন অবাস্তব ঠেকছে। সত্যি কি কনভেন্টে হামলা হয়েছে নাকি তিনি একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে রয়েছেন? যে বাচ্চাটিকে তিনি দেখেছেন ওটা কি মোনিকের বাচ্চা ছিল? নাকি ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে চাতুরী করছেন! পুরো ব্যাপারটাই বিভ্রান্তিকর ঠেকছে। শৈশব আর কৈশোর জীবন কত সহজ-সরল ছিল। যখন তিনি ছোট ছিলেন...

ইজে, ফ্রান্স ১৯২৪

এগারো

মাত্র আট বছর বয়সে জীবনের বেশিরভাগ সুখের সন্ধান পেয়ে যায় টেরেসা ডিফোসে, চার্চ থেকে। যেন পবিত্র একটি অগ্নিশিখা ওকে তার উষ্ণতার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সে ঘুরে দেখেছে চ্যাপেল ডেস পেনিটেনস ব্লন্ধ, প্রার্থনা করেছে মোনাকোর ক্যাথেড্রাল এবং ক্যানের নোতরদাম বন ভয়েজে। তবে সে ঘনঘন্ যায় ইজের গির্জায়।

মন্টিকার্লোর কাছে, কোটে ডি আকুরের দিকে মুখ ফেরানো, ইজের মধ্যযুগীয় একটি গাঁয়ের পাহাড়ের ওপরে একটি শ্যাতুতে বাস করে টেরেসা। গ্রামটি একটি উঁচু পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। টেরেসার মনে হয় সে তার গাঁ থেকে নিচের গোটা পৃথিবী দেখতে পায়। পাহাড়চুড়োয় রয়েছে একটি মঠ, পাহাড়ের পাশে, নিচে নীল ভূমধ্যসাগরকে সঙ্গী করে গড়ে উঠেছে সারি সারি বাড়ি।

টেরেসার এক বছরের ছোটবোন মোনিক ছিল পরিবারের সকল সৌন্দর্য ও আনন্দের উৎস। খুদে মোনিককে একনজর দেখেই যে-কেউ বলে দিতে পারত বড় হয়ে এ মেয়ের রূপান্তর ঘটবে অপূর্ব সুন্দরী এক নারীতে। মোনিকের নীল চোখ যেন আলো ছড়ায়, চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ সুস্পষ্ট।

কিন্তু টেরেসা দেখতে কুৎসিত হাঁসের ছানার মতো। ডিফোসে পরিবার তাদের বড়মেয়েটিকে নিয়ে বরং বিব্রতই থাকতেন বলা যায়। টেরেসা দেখতে যদি আর সবার মতো কুৎসিত হত, ওর পরিবার হয়তো ওকে কোনও প্লাস্টিক সার্জনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন তার নাকটাকে একটু ছোট করে দিতে, থুতনিটাকে সার্জন হয়তো একটু উঁচু করে দেয়ার ব্যবস্থা করতেন কিংবা ড্যাবডেবে চোখজোড়াও ছুরি-কাঁচির সাহায্যে যাহোক মোটামুটি একটা শেপে আনা যেত। কিন্তু সমস্যা হল টেরেসার সবকিছুই কেমন খাপছাড়া গোছের, তেরা-বাঁকা। তার শরীরের কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যেন ঠিক জায়গায় বসানো নেই। যেন ও একজন কমেডিয়ান, চেহারাটা ইচ্ছে করে কিম্ভূত করে রেখেছে লোক হাসানোর জন্য।

ঈশ্বর টেরেসাকে বদখত একটা চেহারা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেও ওকে চমৎকার একটি জিনিসও সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন। তা হলো টেরেসার কণ্ঠ। এত চমৎকার সুরেলা, জলতরঙ্গের মতো গলা যেন কোনো মানবীর নয়, দেবীর। সে যে অসাধারণ একটি মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী তা আবিষ্কৃত হয় গির্জায় কোরাস ইবার সময়। অল্পবয়েসী মেয়েটির গলা দিয়ে সুরের ঝর্নাধারা গড়িয়ে পড়ছে, এত পরিষ্কার এবং

নিটোল তার উচ্চারণ, গির্জার যাজকবৃন্দ রীতিমতো স্তম্ভিত। বয়স যত বাড়ল টেরেসার, ততই সুমিষ্ট হয়ে উঠল গলা। চার্চের সমস্ত সলো সংগীত তাকে দিয়েই এখন গাওয়ানো হয়। গির্জায় যতক্ষণ থাকে টেরেসা, জায়গাটিকে নিজের বাড়ি বলে মনে হয়। কিন্তু গির্জার বাইরে পা রাখলেই সে পরিণত হয় ভীরু, নিজের চেহারা নিয়ে প্রচণ্ড হীনমন্যতায় ভোগা একটি মেয়েতে।

স্কুলে মোনিকের বন্ধুর অভাব নেই। ছেলেমেয়েরা সারাক্ষণ তাকে ঘিরে থাকে। মোনিকের সঙ্গে তারা খেলা করার জন্য মুখিয়ে রয়, তার সঙ্গে হাঁটতে পারলে যেন ধন্য মনে করে নিজেদেরকে। সকল পার্টিতে মোনিকের দাওয়াত যেন ধরাবাঁধা নিয়মে পরিণত হয়েছে। টেরেসাকেও নেমন্তন্ন জানানো হয়, তবে দ্বিতীয়বার চিন্তাভাবনা করার পরে। আর এ-ব্যাপারটি অজানা নয় টেরেসার। মোনিকের বন্ধুর বাবা-মা বলেন, 'রেনে, শুধু মোনিককে দাওয়াত দিলে ভালো দেখায় না। ওর বড়বোনকেও তোমার বলা উচিত।'

মোনিক তার কদাকার চেহারার বোনটিকে নিয়ে বড়ই শরমিন্দা। তার মনে হয় টেরেসার মতো কুৎসিত একটা বোন আছে বলেই অনেকেই হয়তো আড়ালে এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে।

টেরেসার বাবা-মা তাদের বড়মেয়েকে কম আদর করেন না। বড়মেয়ের প্রতি বাবা-মা'র দায়িত্ব তাঁরা ঠিকমতোই পালন করেন। তবে নিঃসন্দেহে তাঁদের চোখের মণি মোনিক। টেরেসা একটি জিনিসের বড় অভাব অনুভব করে মনে ভালোবাসা।

টেরেসা অতি বাধ্যগত একটি সন্তান, সবাইকে খুশি করে চলতে চায়, অত্যন্ত ভালো ছাত্রী সে, ভালোবাসে সংগীত, ইতিহাস এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষা। সে প্রচুর পড়াশোনা করে। টেরেসার শিক্ষক, ভৃত্য এবং শহরের লোকজনের তার প্রতি মায়া হয়। একদিন টেরেসা এক দোকান থেকে বেরুচ্ছে, শুনল দোকানি কাকে যেন বলছে, 'ঈশ্বর এ বেচারিকে তৈরি করার সময় মোটেই নিজের কাজে মনোযোগী ছিলেন না।'

টেরেসা ভালোবাসার সন্ধান পেল গির্জায়। প্রিস্ট ওকে ভালোবাসেন, ভালোবাসেন যিশু। প্রতিদিন সকালে সে প্রার্থনাসংগীতে যোগ দেয়, হাঁটু গেড়ে যখন প্রার্থনা করে, ঈশ্বরের উপস্থিতি টের পায় সে। যখন গান গায়, আশা এবং প্রত্যাশার আলো জ্বলে ওঠে বুকের ভেতর। মনে হয় অদ্ভুত সুন্দর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে ওর জীবনে। আর এ স্বপ্নটুকুই বাঁচিয়ে রাখে ওকে।

নিজের দুঃখ, বেদনা বা সমস্যার কথা কখনোই বাবা-মা কিংবা বোনকে বলতে যায় না টেরেসা। কারণ এসব কথা বলে তাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে চায় না সে। সে মনে মনে এ ভেবেই খুশি যে ঈশ্বর ওকে ভালোবাসেন এবং ও-ও ঈশ্বরকে ভালোবাসে।

বোনকে খুব ভালোবাসে টেরেসা। শ্যাতুর সবুজ মাঠে সে বোনকে নিয়ে খেলা করে। পাহাড়ের খাঁজকাটা খাড়া পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে নিচের গাঁয়ে, দু বোন ঘুরে বেড়ায় অপরিসর রাস্তায়, দেখে চিত্রকররা তাদের আঁকা ছবি বিক্রি করছে।

দুই বোনই পদার্পণ করল কৈশোরে এবং গ্রামবাসীর ভবিষ্যৎদ্বাণীও সত্যি বলে প্রমাণিত হল। মোনিকের রূপ যেন ফেটে পড়ছে। ছেলেরা মোনিকের একটু সান্নিধ্যে পাবার আশায় তার পেছনে ছোঁক ছোঁক করতে লাগল। আর ওই সময় টেরেসার সময় কাটে ঘরে বসে সেলাই করে, বইয়ের মধ্যে ডুবে থেকে কিংবা গাঁয়ের দোকানে কেনাকাটা করে।

একদিন টেরেসা ড্রইংরুমের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, শুনতে পেল এল বাবা-মায়ের কথোপকথন।

'মেয়েটাকে বোধহয় আমরা বিয়ে দিতে পারব না। চিরদিন আইবুড়ি হয়েই থাকবে ঘরে।'

'টেরেসা কাউকে-না-কাউকে একদিন খুঁজে পাবেই। ও খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে।'

'ছেলেরা শান্ত স্বভাবের মেয়ে চায় না, তারা চায় সুন্দরী মেয়ে যাকে নিয়ে বিছানায় মজা করতে পারবে।'

টেরেসা পালিয়ে গেল ওখান থেকে।

টেরেসা এখনও প্রতি রোববার চার্চে গান করে। একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটল যে তার জীবন প্রায় বদলে গেল। উপাসনায় সেদিন ম্যাডাম নেফ নামে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। তিনি নিসের রেডিও-স্টেশনের পরিচালকের খালা।

এক রোববার সকালে টেরেসাকে দাঁড়া করিয়ে ওর সঙ্গে কথা বললেন।

'তুমি এখানে বেহুদা তোমার জীবনটা নষ্ট করছ, মাই ডিয়ার। তোমার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত সুন্দর। এ গলাটাকে ফেলে রেখো না। কাজে লাগাও।'

'আমি তো কাজে লাগাচ্ছিই। আমি—'

'আমি এখানে কাজে লাগাবার কথা বলছি না,' চট করে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন ম্যাডাম তাঁর কথা কেউ শুনছে কিনা। 'আমি তোমার কণ্ঠ পেশাদার ভাবে কাজে লাগাবার কথা বলছি। কেউ ভালো গান গাইতে পারে জানলে তার জন্য আমার অহংকার হয়, তার জন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয়। তুমি আমার ভাগ্নের জন্য গান গাইবে। সে তোমাকে রেডিওতে গাইবার সুযোগ করে দেবে। তুমি রাজি তো?'

'আ—আমি ঠিক জানি না,' রেডিওতে গাইবার কথা শুনে ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেছে টেরেসার।

'বিষয়টি নিয়ে তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলো।'

'রেডিওতে গান গাইবার সুযোগ পেলে তো খুবই ভালো হবে,' বললেন টেরেসার মা। মাথা দুলিয়ে তাঁকে সায় দিলেন বাবা।

কিন্তু ভেটো দিল মোনিক। বলল, 'তুমি তো পেশাদার গায়িকা নও। সবকিছু

ভজকট করে ফেলবে।'

কথাটা বলেছে সে আসলে ঈর্ষা থেকে। বড়বোনকে সে হিংসে করে। তার ভয় টেরেসা রেডিওতে সুযোগ পেলে বিখ্যাত গায়িকা হয়ে যাবে। *আর টেরেসা বিখ্যাত হয়ে গেলে আমাকে কেউ পুঁছবেও না*, ভাবে মোনিক। সে টেরেসাকে অডিশনে যেতে নিরুৎসাহিত করতে লাগল।

কিন্তু পরের রোববারই ম্যাডাম নেফ গির্জায় গিয়ে টেরেসাকে বললেন, 'ভাগ্নের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। সে তোমার অডিশন নিতে চাইছে। বুধবার বেলা তিনটায় তার কাছে চলে যেয়ো।'

বুধবার বিকেলে মহানার্ভাস টেরেসা গেল নিস-এর রেডিও স্টেশনের ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে।

'আমি লুই বনেট,' কাঠখোট্টা গলায় বলল সে। 'তোমাকে গান গাইবার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।'

টেরেসাকে দেখে মোটেই পছন্দ হয়নি ডিরেক্টরের। তার খালা এর আগেও এরকম দু-একজনকে তার কাছে পাঠিয়েছে। বিরক্ত হলেও খালাকে কিছু বলতে পারেনি সে। কারণ প্রচণ্ড ধনী খালাকে ভাগ্নে তোয়াজ করে চলে। সে খালার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

লুই বনেটের পেছন পেছন সরু একটি করিডর পার হয়ে ছোট একটি ব্রডকাস্টিং স্টুডিওতে ঢুকল টেরেসা।

'এর আগে পেশাদারভাবে কখনও গান করেছ?'

'জি না, স্যার।' ঘামে ভিজে গেছে টেরেসার ব্লাউজ। *আমি কেন এখানে আসতে গেলাম?* নিজের ওপর বিরক্ত লাগছে টেরেসার। আতঙ্ক বোধ করছে, পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত।

বনেট ওকে একটি মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। 'আজ পিয়ানোবাদক আসেনি। তোমাকে খালিগলায় গাইতে হবে। আমি কন্ট্রোল-বুথে আছি। তুমি মাত্র একটি গান গাইবার সুযোগ পাবে।'

'স্যার— আমি কী—?'

চলে গেল ডিরেক্টর। টেরেসা তার সামনে রাখা মাইক্রোফোনের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেই হবে,' পরিচালকের খালা বলেছিলেন। 'ওখানে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় একটি মিউজিকাল প্রোগ্রাম হয়।'

এখান থেকে কেটে পড়ব আমি।

লুই'র কণ্ঠ যেন ভেসে এল শূন্য থেকে। 'আমি সারাদিন অপেক্ষা করতে পারব না।'

'আমি দুঃখিত। আমি—'

কিন্তু ডিরেক্টর ওকে ছাড়বে না। কারণ টেরেসা তার সময় নষ্ট করেছে। এর শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে।

'অল্প দু-এক লাইন গাইলেই চলবে,' বলল সে। যাতে খালাকে অনুযোগ করতে পারে একটা নির্বোধ মেয়েকে গান গাইতে পাঠিয়েছেন তিনি। তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো আর এলেবেলে কাউকে পাঠানো থেকে বিরত রইবেন খালা।

'আমি অপেক্ষা করছি,' বলল বনেট।

চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। ভাবছে প্রেমিকা ইভেটের কথা। আরও চারঘণ্টা পরে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হবে তার। বাড়ি ফেরার আগে ইভেটের কাছে যাবে লুই।

এমন সময় কণ্ঠটা শুনল সে। নিজের কানকে বিশ্বাস হতে চাইল না। এত সুন্দর আর মিষ্টি গলা, শরীরের রোমগুলো সব দাঁড়িয়ে গেল বনেটের। এ কণ্ঠে রয়েছে কামনা, আর্তি, রয়েছে একাকিত্ব এবং হতাশা, সুরে খেলা করছে হারানো প্রেম এবং হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন। গান শুনতে শুনতে বনেটের চোখে পানি এসে গেল। ওর ভেতরের মৃত ঘুমন্ত আবেগগুলোকে নাড়া দিল, জাগিয়ে তুলল। বিড়বিড় করে সে শুধু বলল, 'যেসাস ক্রাইস্ট! এ মেয়ে এতদিন কোথায় ছিল!'

এক ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রোলরুমের পাশে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, গান শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকল সে। খোলা দরজা দিয়ে, গানের টানে আরও অনেকে ঢুকে পড়ল ঘরে। ওরা নীরবে শুনতে লাগল অবিস্মরণীয় এক কণ্ঠের গান, যে কণ্ঠ ভালোবাসার জন্য গুমরে মরছে। ঘরে পিনপতন নিস্তব্ধতা।

গান শেষ হবার পরে দীর্ঘক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। শেষে এক মহিলা ভঙ্গ করল নীরবতা।

'মেয়েটা যে-ই হোক ওকে ছেড়ো না।'

লুই বনেট দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব্রডকাস্টিং স্টুডিওতে ঢুকল। টেরেসা তখন চলে যাবার জন্য প্রস্তুত।

'আপনার অনেক সময় নষ্ট হল বলে দুঃখিত। আসলে গানটি এত লম্বা ছিল—'

'বসো, মারিয়া।'

'টেরেসা।'

'দুঃখিত,' গভীর দম নিল সে। 'প্রতি শনিবার রাতে আমাদের বিশেষ একটি সংগীতানুষ্ঠান প্রচার হয়।'

'জানি। অনুষ্ঠানটি শুনি আমি।'

'তুমি এ অনুষ্ঠানে গান গাইবে?'

চোখ বড়বড় করে ডিরেক্টরের দিকে তাকিয়ে রইল টেরেসা। যা শুনেছে বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। 'তার মা—মানে আপনি আমাকে গান গাইবার সুযোগ দিচ্ছেন?'

'এ হপ্তা থেকেই শুরু করে দাও। তবে শুরুতে খুব বেশিকিছু দিতে পারব না।'

ওরা আমাকে গান গাইবার জন্য আবার টাকাও দেবে, এতবড় সৌভাগ্যবতী টেরেসা। সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে না ওর।

'তোমাকে টাকা দেবে? কত?' জিজ্ঞেস করল মোনিক।

'জানি না। যা খুশি দিক।' বলল টেরেসা।

ও বলতে যাচ্ছিল আমাকে যে-কেউ একজন চাইছে এই-ই ঢের, কিন্তু শেষমুহূর্তে নিজের রাশ টেনে ধরল।

'খুব ভালো খবর। তুমি তাহলে রেডিওতে গাইছ!' বললেন বাবা।

'আমরা আমাদের সব বন্ধুবান্ধবকে জানিয়ে দেব তুমি রেডিওতে গান করছ, চিঠি লিখেও বলব। তুমি কত ভালো গান করো।'

টেরেসা মোনিকের দিকে তাকাল। ওর মন্তব্য শোনার অপেক্ষা করছে। হয়তো মোনিক বলবে না, কাউকে চিঠি লিখতে হবে না। সবাই জানে আপু ভালো গান গায়।

কিন্তু মোনিক কিছু বলল না। ও ভাবছিল টেরেসার উৎসাহ ফুঁ করে ফুরিয়ে যাবে।

কিন্তু ওর ধারণা ভুল ছিল।

শনিবার রাতে, ব্রডকাস্টিং স্টেশনে আতঙ্কে রীতিমতো কাঁপছিল টেরেসা।

'ভয় নেই,' ওকে আশ্বস্ত করল লুই বনেট, 'সব শিল্পীই শুরুতে এরকম নার্ভাস থাকে। এতে ভীত হবার কিছু নেই।'

ছোট, সবুজ একটি ঘরে ওরা বসেছে। এ ঘরটি পারফরমাররা ব্যবহার করে।

'তুমি পরিণত হবে সেনসেশনে।'

'আমি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি।'

'সময় নেই। আর দু'মিনিট পরেই অনুষ্ঠান।'

টেরেসা সেদিন বিকেলে একটি অর্কেস্ট্রা দলের সঙ্গে রিহার্সাল করেছে। রিহার্সাল খুব ভালো হয়েছে। যে স্টেজ থেকে অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে সেখানে রেডিও স্টেশনের লোকজন ভিড় জমিয়েছে। এরা আগেই টেরেসার অসাধারণ কণ্ঠটি শুনেছে। রিহার্সাল চলাকালীন পিনপতন নিস্তব্ধতায় টেরেসার গান শুনেছে। তারা নিশ্চিত একজন দারুণ তারকার জন্ম হতে চলেছে।

'মেয়েটা দেখতে ভালো নয় বলে আমার আফসোসই হচ্ছে,' মন্তব্য করেছিল একজন স্টেজ ম্যানেজার। 'তবে রেডিওতে গান শুনে কে আর চেহারার বিচার করতে যাবে?'

সেদিন সন্ধ্যায় দারুণ পারফরমেন্স দেখাল টেরেসা। মনপ্রাণ ঢেলে গাইল মেয়েটি। কে জানে এ গান ওকে কোথায় নিয়ে যাবে। হয়তো ও বিখ্যাত হয়ে যাবে, পুরুষরা এসে পড়বে ওর পায়ের তলায়, ওকে বিয়ে করার জন্য মিনতি জানাবে। যেভাবে মিনতি করে মোনিককে।

মোনিক ওর মনের কথাটা যেন পড়তে পারল। বলল, 'তোমাকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে, বোন। তবে আকাশকুসুম কিছু চিন্তা কোরো না। লাভ হবে না।'

লাভ হবে, খুশিমনে ভাবল টেরেসা। *নিজেকে আমার এখন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। এখন আমি বিশেষ কেউ।*

সোমবার সকালে লং ডিসট্যান্সের একটি ফোনকল এল টেরেসার কাছে।

'কেউ বোধহয় ঠাট্টা করছে,' টেরেসার বাবা বলল ওকে। 'নাম বলছে জ্যাক রাইমু।' *ফ্রান্সের সেরা মিউজিক ডিরেক্টর।*

ফোন তুলল টেরেসা। 'হ্যালো!'

'মিস ডিফোসে?'

'বলছি।'

'টেরেসা ডিফোসে?'

'জি।'

'জ্যাক রাইমু বলছি। শনিবার রাতে তোমার গান শুনলাম। তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।'

'আ—আচ্ছা।'

'আমি কমেডি ফ্রান্সেস-এ একটি গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছি। আগামী হপ্তায় শুরু হবে রিহার্সাল। তোমার মতো কণ্ঠের একজনকে খুঁজছিলাম। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই তোমার মতো কণ্ঠের কেউ নেই-ই। তোমার এজেন্ট কে?'

'এজেন্ট? আ—আমার কোনো এজেন্ট নেই।'

'তোমার সঙ্গে চুক্তি করতে তাহলে আমি নিজেই আসব।'

'মশিউ রাইমু—আ—আমি দেখতে তেমন ভালো নই।' শব্দগুলো উচ্চারণ করতে রীতিমতো শারীরিক বেদনা হল ওর, কিন্তু বলাটা দরকার ছিল। লোকটা যেন মিথ্যা আশা না করে। হেসে উঠলেন রাইমু। 'আমি যখন তোমাকে নিয়ে কাজ করব তখন তুমি সুন্দরী হয়ে যাবে। থিয়েটার হল মেক-বিলিভের জায়গা। স্টেজ মেকআপ সব ধরনের জাদু তৈরি করতে পারে।'

'কিন্তু—'

'আমি কাল আসছি তোমাদের বাড়িতে।'

এ স্বপ্ন যেন ফ্যান্টাসিকেও ছাড়িয়ে যায়। রাইমুর সঙ্গে মঞ্চে কাজ করা!

'আমি তোমার চুক্তিপত্র দেখে দেব,' বললেন টেরেসার বাবা। 'থিয়েটারের লোকজনকে বিশ্বাস নাই।'

'তোমাকে একটা নতুন ড্রেস কিনে দেব,' বললেন মা। 'ওই লোককে ডিনারের দাওয়াত করব আমরা!'

তবে মোনিক কিছু বলল না। যা ঘটছে তা ওর সহ্য হচ্ছে না। ওর বোন তারকা হবে, এটা ভাবলেই অসহ্য লাগছে মোনিকের, তবে একটা উপায় অবশ্য আছে...

জ্যাক রাইমু বিকেলে আসছেন। মোনিক তক্কে তক্কে রইল ডিফোসে শ্যাতুতে প্রবেশ করা মাত্র সে লোকটার সামনে গিয়ে হাজির হবে। রাইমু ওদের বাড়িতে মাত্র ঢুকেছেন, তাকে স্বাগত জানাল এক অপূর্ব সুন্দরী কিশোরী। তাকে দেখে রাইমুর কলজে ধড়াশ ধড়াশ লাফাতে লাগল। শাদা রঙের সাধারণ একটি ফ্রক পরেছে সে, কিন্তু তাতেই তার দুর্দান্ত ফিগারের সঙ্গে এমন চমৎকার মানিয়ে গেছে!

মাই গড, মনে মনে বললেন রাইমু। *যেমন কণ্ঠ তেমনি চেহারা! শি ইজ পারফেক্ট। ও তো দারুণ এক তারকা হবে।*

'তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খুব খুশি হলাম,' বললেন তিনি।

মিষ্টি হাসল মোনিক। 'আমিও। আমি আপনার খুব ভক্ত, মশিউ রাইমু।'

'গুড। তাহলে আমরা একসঙ্গে কাজ করছি, কেমন? আমি একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেছি। চমৎকার প্রেমের গল্প। আমার ধারণা—'

ঘরে ঢুকল টেরেসা। নতুন কেনা পোশাকটা পরেছে। কিন্তু দেখতে আরও বাজে লাগছে। জ্যাক রাইমুকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'ওহ্—হ্যালো। আমি জানতাম না আপনি এসে পড়েছেন। মানে একটু তাড়াতাড়িই এসে পড়েছেন।'

সংগীত পরিচালক প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন মোনিকের দিকে।

'এ আমার বোন,' বলল মোনিক। 'টেরেসা।'

দুজনেই দেখল রাইমুর চেহারার ভাব বদলে গেছে। প্রথমে শক, সেখান থেকে হতাশা, তারপর বিতৃষ্ণায় কুঁচকে গেল মুখ।

'তুমিই সেই গায়িকা?'

'জি।'

মোনিকের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আর তুমি—'

নিষ্পাপ হাসি ফোটাল মোনিক ওষ্ঠে। 'আমি টেরেসার বোন।'

রাইমু আবার ফিরলেন টেরেসার দিকে। অপাঙ্গে পরখ করলেন ওকে। তারপর ডানে-বামে মাথা নাড়লেন।

'আমি দুঃখিত,' বললেন তিনি টেরেসাকে। 'তুমি—' শব্দ হাতড়াচ্ছেন '—তোমার বয়স খুব কম। আজ আসি। এক্ষুনি আমাকে প্যারিসে ফিরতে হবে।'

রাইমু দ্রুত চলে গেলেন।

কাজ হয়েছে, উল্লসিত হয়ে ভাবল মোনিক, *আমার প্ল্যান কাজে লেগেছে।*

ওই দিনের পরে আর রেডিওতে গান গাইতে গেল না টেরেসা। লুই বনেট ওকে গান

গাইবার জন্য কত অনুরোধ করল। কিন্তু টেরেসার এক কথা—সে আর গান গাইবে না। বেদনাটা এত গভীর ছিল যে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না টেরেসা।

আমার বোনকে একবার দেখার পরে কে-ইবা আর আমার দিকে ফিরে তাকাবে? আমি এমন কুৎসিত দেখতে, ভাবছিল টেরেসা।

যতদিন বেঁচে থাকবে ও, জ্যাক রাইমুর চেহারায় ফুটে ওঠা ভাবের কথা বিস্মৃত হবে না।

আমার আসলে স্বপ্ন দেখাটাই বোকামো হয়ে গেছে, আপন মনে বলল টেরেসা। *ঈশ্বর তার শাস্তি এভাবেই দিয়েছেন।*

তারপর থেকে টেরেসা শুধু চার্চেই গান গাইতে লাগল এবং নিজেকে আরও গুটিয়ে নিল।

পরবর্তী দশ বছরে সুন্দরীতমা মোনিক এক ডজনেরও বেশি বিবাহ-প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল। তার জন্য প্রস্তাব এল মেয়রের ছেলের পক্ষ থেকে, প্রস্তাব দিলেন ব্যাংকার, ডাক্তার এবং গাঁয়ের ধনী সওদাগররা। তরুণরা তো বটেই, মোনিককে বিয়ের জন্য পাগল হয়ে গেল চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের সফল ও প্রতিষ্ঠিত পৌঢ়ের দলও। ওকে বিয়ে করতে চাইল ধনী-গরিব, সুদর্শন-কুৎসিত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই। কিন্তু সবাইকে একবাক্যে 'না' বলে ফিরিয়ে দিল মোনিক।

'তুমি আসলে কী খুঁজছ?' জানতে চাইলেন বিভ্রান্ত পিতা।

'বাবা, এখানকার সবাই খুব বোরিং। ইজে একটা চরম গাঁইয়া জায়গা। আমার স্বপ্নের রাজপুত্তুর বাস করে প্যারিসে।'

উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে মেয়েকে তখন প্যারিসে পাঠিয়ে দিলেন বাবা। তারপর খানিক ভেবে নিয়ে টেরেসাকে ওর সঙ্গী করলেন। দুই বোন উঠল বোয়েস ডি বুলোন-এর কাছে ছোট একটি হোটেলে।

দুই বোনের চোখে ভিন্নভাবে ধরা দিল প্যারিস। মোনিক গেল চ্যারিটি বল এবং বর্ণাঢ্য ডিনার পার্টিতে, চা পান করল প্যারিসের খ্যাতনামা তরুণদের সঙ্গে। আর টেরেসা ঘুরে ঘুরে দেখল লে ইনভ্যালিডেস এবং ল্যুভর। মোনিক গেল লংচ্যাম্পের ঘোড়দৌড় দেখতে, উপভোগ করল ম্যালমাইসনের অনুষ্ঠান। টেরেসা গেল নোতরদাম গির্জায় প্রার্থনা করতে, হেঁটে বেড়াল ক্যানাল সেন্ট মার্টিন-এর বৃক্ষশোভিত, ছায়াময় পথে। মোনিক গেল ম্যাক্সিম এবং মুঁলা রুঝ-এ। আর ওইসময় টেরেসা ব্যস্ত থাকল কুয়েসে, বইয়ের দোকানে এবং ব্যাসিলিসা সেন্ট ডেনিসে। প্যারিস ভ্রমণ টেরেসার কাছে উপভোগ্য লাগলেও মোনিক একে 'ফ্লপ ট্যুর' বলে অভিহিত করল।

বাড়ি ফিরে সে বলল, 'বিয়ে করার মতো কাউকে আমার চোখে পড়েনি।'

'একজনকেও তোমার ভালো লাগেনি?' প্রশ্ন করলেন ওর বাবা।

'তেমন কাউকেই পছন্দ হয়নি। এক যুবক ম্যাক্সিম-এ আমাকে ডিনারের দাওয়াত

দিয়েছিল। তার বাবা কয়লাখনির মালিক।'

'ছেলেটাকে কেমন লাগল?' আগ্রহ মা'র কণ্ঠে।

'ওরা খুব ধনী। ছেলেটা দেখতেও মন্দ নয়। বিনয়ী, আমার প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ ছিল।'

'তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি?'

'প্রতি দশ মিনিট অন্তর দিয়েছে। কিন্তু শেষে আমি বলেছি আমি আর তার মুখদর্শন করতে চাই না।'

বিস্মিত মোনিকের মা। 'কেন রে?'

'কারণ সে সারাক্ষণ কয়লা নিয়ে বকবক করেছে বিটুমিনাস কয়লা, লাম্প কয়লা, কালো কয়লা, ধূসর কয়লা। ওহ্, বোরিং, বোরিং, বোরিং।'

পরের বছর মোনিক সিদ্ধান্ত নিল সে আবার প্যারিসে যাবে।

'আমি আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিচ্ছি,' বলল টেরেসা। মাথা নাড়ল মোনিক। 'না। এবারে আমি একাই যাব।'

মোনিক গেছে প্যারিসে, টেরেসা রইল বাড়িতে। সে প্রতিদিন সকালে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করে তার বোন যেন একজন সুদর্শন রাজপুত্রকে খুঁজে পায়।

তারপর একদিন একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটল। অত্যাশ্চর্য এজন্য যে ঘটনাটি ঘটল টেরেসার জীবনে। টেরেসার জীবনে এল এক পুরুষ। তার নাম রাউল গিরাডট।

রাউল রোববার চার্চে গিয়েছিল, শুনেছে টেরেসার গান। এমন অদ্ভুত কণ্ঠ জীবনে শোনেনি সে। *ওর সঙ্গে আমার পরিচিত হতেই হবে।*

সোমবার সকালে টেরেসা গেল গাঁয়ের মুদি দোকানে কাপড় কিনতে। ও নিজের জন্য একটি জামা বানাচ্ছে। কাপড় লাগবে। ওই সময় কাউন্টারে কাজ করছিল রাউল।

মুখ তুলে তাকাতেই টেরেসাকে দেখতে পেল। আলোকিত হয়ে উঠল চেহারা। 'সেই কণ্ঠ!'

বিস্মিত দৃষ্টিতে রাউলের দিকে তাকাল টেরেসা। 'কিছু বললেন?'

'গতকাল আপনার গান শুনেছি চার্চে। অসাধারণ আপনার গানের গলা।'

রাউল অত্যন্ত সুদর্শন, দীর্ঘদেহী, বুদ্ধিমান, ঝকঝকে কালো চোখ, আবেদনময় ঠোঁট। বয়স ত্রিশ/বত্রিশ হবে। টেরেসার চেয়ে দু-এক বছরের বড়।

রাউলের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে দিশেহারা বোধ করল টেরেসা। ট্যারা চোখে তাকিয়ে রইল যুবকের দিকে, দিড়িম দিড়িম ঢাকের বাড়ি বুকে। 'ধ-ধন্যবাদ।' বলল ও।

'আ—আমাকে তিন গজ মসলিন কাপড় দিন, প্লিজ।'

রাউল হাসল। 'জি, দিচ্ছি।'

কী করবে বুঝতে পারছে না টেরেসা। এত সুদর্শন কোনও যুবক জীবনেও সেধে

ওর সঙ্গে কথা বলেনি। রাউল কাপড় প্যাকেট করে দিচ্ছে, সাহস করে টেরেসা কথাটা বলেই ফেলল, 'আ—আপনি এখানে নতুন এসেছেন, না?'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রাউল। বিদ্যুৎ বয়ে গেল টেরেসার শরীরে তীব্র শিহরন তুলে।

'*উই (হ্যাঁ)*। ইজেতে দিনকয়েক আগে এসেছি। আমার ফুপু এ দোকানের মালিক। আমাকে বললেন একটু সাহায্য করতে। ভাবলাম ক'টা দিন ফুপুর দোকানে একটু কাজ করে যাই।'

ক'টা দিন মানে ক'দিন? মনে মনে প্রশ্ন করল টেরেসা।

'আপনার পেশাদারভাবে গান গাওয়া উচিত,' রাউল বলল ওকে।

ওকে দেখার পরে রাইমুর চেহারা কীরকম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল মনে পড়ল টেরেসার। না, সে আর জীবনেও লোকের সামনে গাইবার ঝুঁকি নেবে না। 'ধন্যবাদ।' বিড়বিড় করল টেরেসা।

টেরেসার বিব্রতভাব ও অস্বস্তিবোধ চোখ এড়াল না রাউলের। দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টাল সে।

'আমি ইজে আগে আসিনি। শহরটা ছোট তবে সুন্দর।'

'জি,' অস্ফুটে বলল টেরেসা।

'এখানেই আপনার জন্ম?'

'হ্যাঁ।'

'এ শহর ভালো লাগে আপনার?'

'হুঁ।'

টেরেসা ওর প্যাকেটটা নিয়ে প্রায় পালিয়ে গেল।

পরদিন সে আবার একটা ছুতো নিয়ে হাজির হল রাউলের দোকানে। আগের রাতে সে অনেকক্ষণ রিহার্সাল দিয়েছে রাউলের সঙ্গে দেখা হলে কী বলবে। কিন্তু রাউলকে দেখা মাত্র সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল তার। হাঁ করে তাকিয়ে রইল কান্তিমান যুবকটির দিকে।

'*বোঝুঁ*' (শুভদিন),' হাসিমুখে বলল রাউল। 'আপনার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে খুশি হলাম, মাদমোয়াজ্জেল ডিফোসে।'

'*ম-মাক্সি*' (ধন্যবাদ), নিজেকে বোকা-বোকা লাগল টেরেসার।

আমার বয়স ত্রিশ অথচ আচরণ করছি স্কুলবালিকাদের মতো। এসব বাদ দাও।

কিন্তু বাদ দিতে পারল না ও।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আ—আমার আরও কিছু মসলিন দরকার।'

আসলে মসলিন ওর মোটেই দরকার নেই।

রাউল দোকানের ভেতরে গেল কাপড় আনতে। কাউন্টারে মসলিনের একটা

বান্ডিল এনে রাখল।

'ক'গজ লাগবে?'

টেরেসা বলতে চাইছিল দু'গজ কিন্তু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অন্য কথা। 'আপনি বিয়ে করেছেন?'

ওর দিকে তাকিয়ে উষ্ণ হাসি উপহার দিল রাউল। 'না। এখনও সে সৌভাগ্য হয়নি।'

সে সৌভাগ্য হবে, মনে মনে বলল টেরেসা। *মোনিক আগে প্যারিস থেকে ফিরে আসুক, তারপর।*

এ যুবককে মোনিকের নিশ্চয় পছন্দ হবে। দুজনের জুটি মানাবে চমৎকার। রাউলের সঙ্গে মোনিকের পরিচয় হওয়ার পরে ওর যে প্রতিক্রিয়া হবে তা ভেবে রোমাঞ্চ বোধ করছে টেরেসা। রাউলকে বোনের স্বামী হিসেবে দেখতে মোটেই খারাপ লাগবে না ওর।

পরদিন টেরেসা রাউলের দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, ওকে দেখে দ্রুত দোকান থেকে বেরিয়ে এল রাউল।

'গুড আফটারনুন, মাদমোয়াজেল। আমার এখন ছুটি। হাতে কাজ না থাকলে চলুন না কোথায় বসে এক কাপ চা খাই?'

রাউলকে দেখেই গলা শুকিয়ে গেছে টেরেসার, রা বেরুচ্ছে না। তবে রাউল ওকে সহজ করে তোলার জন্য নানান চেষ্টা চালিয়ে গেল। অবশেষে আড়ষ্টতা থেকে মুক্তি পেল টেরেসা। সে এমন সব কথা বলল রাউলকে যা আগে কখনও কাউকে বলেনি। ওরা পরস্পরের একাকিত্ব নিয়ে কথা বলল।

'লোকজনের ভিড় আমাকে একাকী করে তোলে,' বলল টেরেসা। 'এক সাগর লোকের মাঝে নিজেকে একটা দ্বীপ বলে মনে হয় আমার।'

হাসল রাউল। 'বুঝতে পারছি আমি।'

'আপনার নিশ্চয় বন্ধুর অভাব নেই।'

'পরিচয় আছে অনেকের সঙ্গে। তবে সবাই কি আর বন্ধু হতে পারে?'

ওরা যেন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, আয়নার প্রতিচ্ছবি। ঘণ্টাগুলো কীভাবে গলে গেল জানে না দুজন। কিন্তু রাউলের কাজে যাওয়ার সময় হয়ে এল।

ওরা উঠছে, রাউল জানতে চাইল, 'কাল আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবেন?'

মানুষটা খুব ভদ্র। ভদ্রতার খাতিরে ওকে লাঞ্চের দাওয়াত দিতে চাইছে। টেরেসা খুব ভালো করেই জানে কোনো পুরুষ ওর প্রতি আকৃষ্ট হবে না। বিশেষ করে রাউলের মতো সুদর্শন কেউ তো নয়ই।

'আপত্তি নেই,' জবাব দিল টেরেসা।

পরদিন রাউলের সঙ্গে ও লাঞ্চ করছে, রাউল ছেলেমানুষি গলায় বলল, 'আজ বিকেলটা আমি ছুটি নিয়েছি। চলুন না নিস থেকে একটু ঘুরে আসি?'

রাউলের গাড়িতে চড়ে ঘুরতে বেরুল টেরেসা। মনে হল শহরের রাস্তাটা যেন জাদুর গালিচা। ওদেরকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে টেরেসা ভাবল, *নিজেকে আমার এত সুখি কোনোদিন মনে হয়নি।* পরক্ষণে অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হল ও। *নাহ্, আমি এসব করছি শুধু মোনিকের সুখের জন্য।*

আগামীকাল প্যারিস থেকে ফিরছে মোনিক। বোনের জন্য রাউল হবে টেরেসার পক্ষ থেকে উপহার। টেরেসা খুব ভালো করেই জানে রাউলদের দুনিয়ায় তার কোনো স্থান নেই। টেরেসা জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে। বহু আগেই জেনে গেছে বাস্তবতা কী জিনিস, জীবনে কী পাওয়া সম্ভব আর কী পাওয়া সম্ভব নয়। যে সুদর্শন পুরুষটি ওর পাশে বসে গাড়ি চালাচ্ছে সে টেরেসার জন্য একটি অসম্ভব স্বপ্ন, যাকে নিয়ে কিছু চিন্তা করার সাহসই নেই ওর।

ওরা নিসে, নেগ্রেকসো হোটেলে লো শ্যান্তেক্লেরে লাঞ্চ করল। খুবই সুস্বাদু খাবার। তবে কী খেয়েছে কিছুই পরে মনে করতে পারেনি টেরেসা। শুধু মনে আছে রাউল আর ও সারাক্ষণ শুধু বকবক করেই যাচ্ছিল। পরস্পরকে বলার মতো কত কথা যে জমা ছিল বুকের ভেতরে। রাউল সুরসিক এবং উপভোগ্য। টেরেসার ওকে ভালো লেগে গেল—খুবই ভালো। নানান বিষয় নিয়ে টেরেসার মতামত জানতে চাইল সে, ওর জবাব শুনল মনোযোগ দিয়ে। প্রায় সব বিষয়েই ওরা একমত হল। যেন দুজনে হরিহর আত্মা।

'কাল রাতে আমাদের বাড়িতে ডিনারে আসবেন? আমার বোন ফিরছে প্যারিস থেকে। তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।'

'অবশ্যই যাব, টেরেসা।'

পরদিন মোনিক বাড়ি ফিরল। শ্বাস চেপে টেরেসা জানতে চাইল, 'প্যারিসে মনের মতো কাউকে খুঁজে পেলে?'

'আরে না। সব সেই বোরিং লোকজন,' জবাব দিল মোনিক।

ঈশ্বর তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন।

'আমি আজ ডিনারে একজনকে দাওয়াত দিয়েছি,' বলল টেরেসা। 'দেখো, ওকে তোমার পছন্দ হবেই।'

আমি কাউকে বলব না আমি ওকে কতটা পছন্দ করি, মনে মনে বলল টেরেসা।

সেদিন সন্ধ্যায় বাটলার রাউল গিরাডটকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল ডাইনিংরুমে। ওখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল টেরেসা, মোনিক এবং তার বাবা-মা।

'এরা আমার বাবা-মা, মশিউ রাউল গিরাডট।'

'কেমন আছেন?'

গভীর দম নিল টেরেসা। 'আর এ আমার বোন, মোনিক।'

‘কেমন আছেন?’ মৃদু গলায় বলল মোনিক।

রাউলের দিকে তাকাল টেরেসা। মোনিকের রূপ নিশ্চয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাউলের চেহারা দেখে সেরকম কিছু বোঝা গেল না। বরং সে টেরেসার দিকে ফিরে চাইল। ‘তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে, টেরেসা।’

গালে লাল ছোপ পড়ল টেরেসার। ‘ধ-ধন্যবাদ।’

সেদিন সন্ধ্যায় সবকিছু কেমন এলেবেলে হয়ে গেল। টেরেসা কোথায় ভেবেছে রাউল এবং মোনিক পরস্পরকে দেখে মুগ্ধ হবে, ওদের মধ্যে প্রেম হবে, ওরা বিয়ে করবে— কিন্তু এসব ঘটা দূরে থাক, রাউল মোনিকের দিকে ভালো করে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রইল টেরেসাকে ঘিরে। টেরেসার মনে হল অসম্ভব একটা স্বপ্ন যেন সত্যি হয়ে ধরা দিচ্ছে ওর মুঠোয়। নিজেকে সিনড্রেলার মতো লাগছে, তবে পার্থক্য হল সে দেখতে অতিশয় কুৎসিত এবং রাজকুমার তার মতো কদাকার চেহারার মেয়েকেই পছন্দ করে বসেছে। পুরো ব্যাপারটা অবাস্তব ঠেকছে টেরেসার কাছে, কিন্তু ঘটনা তো ঘটছে। ও প্রাণপণে চেষ্টা করল রাউলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা থেকে বিরত থাকতে। কারণ ও আর আঘাত পেতে চায় না। এতগুলো বছর ধরে নিজের সমস্ত আবেগ-অনুভূতি কবর দিয়ে রেখেছে টেরেসা। এবারও তা-ই করতে চাইল—গোপন অনুভূতিগুলো তালা মেরে রাখা মনের কুঠুরি থেকে বের করতে চাইল না। কিন্তু রাউলের আকর্ষণ যে অপ্রতিরোধ্য! ঠেকাতে পারছে না টেরেসা।

‘আমি আপনাদের মেয়ের গান শুনেছি,’ বলল রাউল। ‘অসাধারণ গান করে সে।’

আবার লাজরাঙা হল টেরেসা।

‘সবাই আমার আপুর গান পছন্দ করে,’ মধুর গলায় বলল মোনিক।

ডিনার শেষে রাউল বলল, ‘আপনাদের বাগানটি ভারি সুন্দর।’ সে টেরেসার দিকে ফিরল। ‘আমাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাবে?’

টেরেসা বোনের দিকে তাকাল। ওর মনের কথা পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মোনিক একদম উদাসীন।

আমার বোনটা আসলে বোবা, কালা এবং অন্ধ, ভুরু কোঁচকাল টেরেসা।

মনে পড়ল প্যারিসের কথা। মোনিক প্যারিস, কান এবং সেন্ট ট্রপেজে গিয়েছিল উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে। কিন্তু পছন্দসই কাউকেই পায়নি সে।

দোষটা ছেলেদের নয়। দোষ আমার বোনের। কী চায় তা ও নিজেই জানে না।

টেরেসা ফিরল রাউলের দিকে। ‘দেখাব।’

বাইরে এসে টেরেসা রাউলকে জিজ্ঞেস না করে পারল না।

‘মোনিককে কেমন লাগল?’

‘ভালো,’ জবাব দিল রাউল। ‘তবে তার চেয়ে তার বোনকেই আমার বেশি ভালো লেগেছে।’

টেরেসাকে বাহুডোরে বাঁধল সে, চুম্বন করল।

চুমুর অভিজ্ঞতা টেরেসার জীবনে এই প্রথম। সে রাউলের বাহুডোরে বাঁধা পড়ে কেঁপে উঠল থরথর করে। *ধন্যবাদ, ঈশ্বর। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।*

'কাল রাতে আমার সঙ্গে ডিনারে যাবে?' জিজ্ঞেস করল রাউল।

'যাব,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল টেরেসা। 'অবশ্যই যাব।'

দুই বোন যখন একা হল, মোনিক বলল, 'লোকটা বোধহয় তোমাকে খুব পছন্দ করে।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' লাজুক গলা টেরেসার।

'তুমি ওকে পছন্দ করো?'

'হ্যাঁ।'

'তবে সাবধান, আপু,' হেসে উঠল মোনিক। 'বেশি মাতাল হয়ো না।'

দেরি হয়ে গেছে, অসহায়ভাবে ভাবল টেরেসা, *অনেক দেরি হয়ে গেছে।*

তারপর থেকে টেরেসা এবং রাউল প্রতিদিন একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মোনিক মাঝেমধ্যে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। নিসের সাগরতীরে ওরা তিনজন হেঁটে বেড়ায় কিংবা ঘোড়ায় চড়ে। ওরা লাঞ্চ করে ক্যাপ ডি অ্যান্টিবেস-এ, ঘুরতে যায় ভেন্সের মাতিস চ্যাপেলে। ডিনার করে শ্যাতু ডি লা শেভরে ডি' অর-এ। একদিন সকালে তিনজনে মিলে গেল মন্টি কার্লোরে কৃষি মার্কেটে। কিনল তাজা রুটি, সব্জি এবং ফল।

রোববার যখন টেরেসা চার্চে যায় গান গাইতে, রাউল এবং মোনিক বসে বসে ওর গান শোনে। তারপর রাউল টেরেসাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তুমি সত্যি একটা মিরাকল। আমি তোমার গান শুনেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।'

চার হপ্তা বাদে রাউল প্রস্তাব দিল টেরেসাকে।

'আমি জানি তুমি চাইলেই যে-কোনো পুরুষকে পাবে, টেরেসা,' বলল রাউল। 'তবে তুমি যদি আমাকে নির্বাচিত করো, নিজেকে আমি সম্মানিত বোধ করব।'

এক মুহূর্তের জন্য টেরেসার মনে হল রাউল ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছে। তবে ওকে কিছু বলতে না দিয়ে নিজেই বলে চলল রাউল।

'মাই ডার্লিং, আমার সঙ্গে বহু নারীর পরিচয় হয়েছে কিন্তু তুমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল, সবচেয়ে প্রতিভাময়ী, সবচেয়ে উষ্ণ—'

প্রতিটি শব্দ গানের সুর হয়ে বাজল টেরেসার কানে। ওর হাসতে ইচ্ছে করছে, কাঁদতে ইচ্ছে করছে। *আমার কপালে কি এত সুখ সইবে?* ভাবছে ও। *আমি কি সত্যি এত পুণ্য করেছি যে একজন প্রিয় মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি?*

'আমাকে বিয়ে করবে তুমি?'

টেরেসার প্রেমময় চাউনিই এ-প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল।

রাউল চলে যাবার পরে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে লাইব্রেরি ঘরে ঢুকল টেরেসা। ওখানে

বসে কফি পান করছেন ওর বাবা-মা এবং মোনিক।

'রাউল আমাকে বিয়ে করবে বলেছে,' স্বর্গীয় আলোয় জ্বলজ্বল করছে ওর মুখ, ওকে সৌন্দর্যময়ী করে তুলেছে প্রেমের আলো।

বাবা-মা বিস্মিত হয়ে বড়মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কী বলবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না। নীরবতা ভাঙল মোনিক।

'টেরেসা আপু, ও আমাদের টাকার লোভে তোমাকে বিয়ে করতে চাইছে না তো?'

গালে ঠাস করে একটা থাপ্পড় খেল যেন টেরেসা।

'আমি ওভাবে বলতে চাইনি কথাটা,' বলল মোনিক। 'কিন্তু সবকিছুই বড্ড দ্রুত যেন ঘটছে।'

টেরেসা তার সুখ নষ্ট করতে দিতে রাজি নয়।

'জানি তুই আমাকে খুব ভালোবাসিস,' বলল সে ছোটবোনকে। 'তাই আমার ভালো-মন্দের দিকে তোর সতর্ক নজর আছে। না, রাউল টাকার লোভে আমাকে বিয়ে করতে চাইছে না। ওর বাবা ওর জন্য কিছু টাকাপয়সা রেখে গেছেন। আর রাউল নিজেও পরিশ্রম করে টাকা কামাতে ভয় পায় না।' বোনের হাত ধরল ও, আকুতির স্বরে বলল, 'প্লিজ, এ বিয়েতে তোরা আপত্তি করিস না, মোনিক। আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি এরকম কিছু একটা ঘটবে আমার জীবনে। খুশিতে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

ওঁরা তিনজন টেরেসাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন টেরেসার খবরটা শুনে তাঁরা খুবই খুশি। তারপর আলোচনা শুরু হল বিয়ের প্ল্যান-প্রোগ্রাম নিয়ে।

পরদিন খুব ভোরে চার্চে গেল টেরেসা। হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করল।

'ধন্যবাদ, পিতা। আমাকে এত সুখি করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তোমাকে এবং রাউলকে খুশি করার জন্য আমি সবকিছু করব। আমেন।'

মুদি দোকানে গেল টেরেসা। ও হাঁটছে না, যেন শূন্য দিয়ে চলছে। বলল, 'স্যার, আমার বিয়ের গাউনের জন্য কিছু জিনিস লাগবে।'

হেসে উঠে ওকে জড়িয়ে ধরল রাউল। 'বিয়ের গাউনে তোমাকে অপূর্ব সুন্দর লাগবে।'

এক মাস পরে গাঁয়ের চার্চে বিয়ের অনুষ্ঠান ধার্য করা হল। মোনিক হবে মিত্র কনে।

শুক্রবার বিকেল পাঁচটার সময় রাউলের সঙ্গে শেষ কথা হল টেরেসার। শনিবার, দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে চার্চে রাউলের জন্য অপেক্ষা করছে টেরেসা। রাউলের আরও আধঘণ্টা আগে আসার কথা ছিল। প্রিস্টকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখল টেরেসা। তিনি টেরেসার হাত ধরে একপাশে নিয়ে গেলেন। প্রিস্টকে কেমন উত্তেজিত লাগছে। অমঙ্গলের আশঙ্কায় বুক ঢিবঢিব করতে লাগল টেরেসার।

'কী ব্যাপার? রাউলের কিছু হয়নি তো?'

'টেরেসা,' আর্তনাদ করে উঠলেন ওর বাবা। 'আমার টেরেসা।'

ভয়ে মুখ শাদা হয়ে গেল টেরেসার। 'কী হয়েছে, বাবা? বলো!'

'আ—আমরা একটু আগে কথা শুনলাম। রাউল—'

'রাউল অ্যাক্সিডেন্ট করেছে? ওর কোনও ক্ষতি হয়নি তো?'

'ও কী করেছে?' নিশ্চয় জরুরি কোনো কাজে ওকে যেতে হয়েছে—'

'তোমার বোনকে নিয়ে পালিয়েছে সে। মোনিককে নিয়ে প্যারিসের ট্রেনে চড়তে দেখা গেছে তাকে।'

ঘরটা বোঁওও করে ঘুরতে লাগল। না, ভাবছে টেরেসা। *আমি জ্ঞান হারাব না। ঈশ্বরকে বিব্রত করব না।*

এরপরে কী ঘটেছে আবছা মনে পড়ে টেরেসার। ওর মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বেচারি টেরেসা। তোমার আপন বোন তোমার সঙ্গে এরকম একটা কাজ করতে পারল! আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।'

টেরেসা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। ও জানে কীভাবে সবকিছু সামাল দিতে হবে।

'কেঁদো না, মা। মোনিকের প্রেমে পড়ার জন্য রাউলকে আমি দোষ দেব না। ওর প্রেমে যে-কেউ পড়বে। আমার আসলে বোঝা উচিত ছিল কোনও পুরুষ আমার প্রেমে পড়বে না।'

'তুমি ভুল বলছ,' বললেন ওর বাবা, 'তুমি মোনিকের চেয়ে দশগুণ বেশি ভালো।'

কিন্তু বাবার মূল্যায়নটা এসেছে বড্ড দেরিতে।

'আমি এখন বাড়ি যাব, প্লিজ।'

ওরা ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল চার্চ থেকে। সবাই ওদের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কেউ কিছু বলল না।

বাড়ি ফিরে টেরেসা বলল, 'আমাকে নিয়ে একদম দুশ্চিন্তা করবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বাবার ঘরে ঢুকল টেরেসা, দাড়ি কামাবার একটি ক্ষুর নিয়ে এক পোঁচে কেটে ফেলল হাতের একটা শিরা।

বারো

টেরেসা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ওদের পারিবারিক ডাক্তার এবং গাঁয়ের প্রিস্ট।

'না!' চিৎকার দিল টেরেসা। 'আমি বাঁচতে চাই না। আমি মরতে চাই। আমাকে মরতে দাও!'

প্রিস্ট বললেন, 'আত্মহত্যা মহাপাপ। ঈশ্বর তোমাকে জীবন দিয়েছেন, টেরেসা। একমাত্র তিনিই সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক তার বান্দার কবে জীবনাবসান ঘটবে। তোমার সামনে এখনও পড়ে আছে গোটা জীবন।'

'এ জীবন দিয়ে কী করব আমি?' ফোঁপাচ্ছে টেরেসা। 'আরও কষ্ট পাব? আমার ভেতরের যন্ত্রণা আর সইতে পারছি না।'

প্রিস্ট নরম গলায় বললেন, 'যেসাস বেদনা সহ্য করেছিলেন এবং আমাদের জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তুমি তাঁকে অগ্রাহ্য করতে পারো না।'

টেরেসাকে পরীক্ষা শেষ করলেন ডাক্তার। 'তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। তোমার মাকে বলেছি তোমাকে হালকা ডায়েট দিতে।'

পরদিন সকালে বিছানা থেকে নিজেকে টেনে তুলল টেরেসা। হেঁটে এল ড্রইংরুমে, মা ওকে দেখে চমকে গেলেন।

'এখানে কী করছ তুমি? ডাক্তার না বলেছেন শুয়ে—'

কর্কশ গলায় টেরেসা বলল, 'আমি চার্চে যাব। ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলব।'

মা একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'না, আমি একা যাব।'

'কিন্তু—'

ওর বাবা মাথা ঝাঁকালেন। 'ওকে যেতে দাও।'

ওরা দেখলেন মনোবল ভেঙে যাওয়া মেয়েটি পা টেনে টেনে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'ওর এখন কী হবে?' গুঙিয়ে উঠলেন টেরেসার মা।

'ঈশ্বর জানেন।'

চার্চে ঢুকল টেরেসা, বেদির সামনে বসল হাঁটু মুড়ে।

'তোমার কাছে কিছু কথা বলতে এসেছি, ঈশ্বর। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। আমাকে তুমি কুৎসিত করে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছ বলে আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তুমি আমার বোনকে সুন্দরী করেছ বলে আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তোমাকে ঘৃণা করি

কারণ আমার জীবনের একমাত্র ভালোবাসার মানুষটিকে তুমি কেড়ে নিয়েছ। আমি তোমাকে থুতু দিই।'

শেষ শব্দগুলো এত জোরে উচ্চারণ করল টেরেসা যে চার্চের লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। সিধে হল টেরেসা, টলতে টলতে বেরিয়ে এল চার্চ থেকে।

এত কষ্ট এত যন্ত্রণা যে কোনও মানুষের থাকতে পারে, নিজেকে সে বেদনা সহ্য করতে না হলে বিশ্বাস করত না টেরেসা। এ ব্যথার কোনো তুলনা নেই। চিন্তা করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে ও। কিছু খেতে পারে না, ঘুমাতে পারে না। পৃথিবীটাকে মনে হয় আবছা, অস্পষ্ট এবং অনেক দূরের কিছু। ফিল্মের দৃশ্যের মতো স্মৃতিগুলো ঝলসে ওঠে মনের মাঝে।

ওর মনে পড়ে নিসে, সাগরতীরে রাউল এবং মোনিককে নিয়ে সে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেদিনটির কথা।

'সাঁতার কাটার মতো চমৎকার একটি দিন আজ,' বলেছিল রাউল।

'আমার সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু যেতে পারব না। কারণ টেরেসা সাঁতার জানে না।' বলেছিল মোনিক।

'তোমরা সাঁতার কেটে এসো। আমি হোটেলে যাই।' রাউলের সঙ্গে ছোটবোনের ভাব হয়ে যাওয়ায় খুব খুশি হয়েছিল টেরেসা।

সেন্ট ট্রপেজে রাউল বলছিল, 'অনেকদিন ঘোড়ায় চড়ি না। বাড়িতে প্রতিদিন ঘোড়ায় চড়তাম। আমার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়বে, টেরেসা?'

'আ—আমার ঘোড়ায় চড়তে ভয় লাগে, রাউল।'

'আমি তোমাকে সঙ্গ দিতে পারি,' বলেছিল মোনিক। 'আমি ঘোড়ায় চড়তে খুব পছন্দ করি।'

তারপর সারা সকাল ওরা দুজন ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছে।

ওদের রোমান্স গড়ে উঠেছে টেরেসার অলক্ষ্যে। না, অলক্ষ্যে নয়। শতশত ক্লু ছিল কিন্তু টেরেসা সেগুলো লক্ষ করেনি। ও আসলে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কারণ ও অন্ধই থাকতে চেয়েছিল। রাউল এবং মোনিকের মুখ চাওয়াচাওয়ি, মৃদু হাসি, হাতে হাত লেগে যাওয়া, ফিসফিস কথা, হাসি। *আমি এত বোকা ছিলাম কেন?*

রাতে টেরেসার ভালো ঘুম হয় না। যখন তন্দ্রামতো আসে, স্বপ্ন দেখে সে। আলাদা স্বপ্ন কিন্তু বিষয়বস্তু এক।

রাউল এবং মোনিক ট্রেনে যাচ্ছে, নগ্ন, প্রেম করছে। হঠাৎ ট্রেন উল্টে পড়ে গেল গভীর খাদে। মারা গেল ওরা।

রাউল এবং মোনিক হোটেলরুমে, বিছানায় নগ্ন শরীরে ব্যস্ত। রাউল একটি সিগারেট ধরিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হল হোটেলকক্ষ, আগুনে পুড়ে মারা গেল দুজনে। ওদের চিৎকারে জেগে গেল টেরেসা।

রাউল এবং মোনিক পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে, নদীতে ডুবে মরছে, মারা গেছে বিমান দুর্ঘটনায়।

প্রতিদিন এরকম স্বপ্ন দেখছে টেরেসা।

মেয়েকে নিয়ে কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না ওর বাবা-মা। মেয়ে খাওয়াদাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছে।

তবে একদিন হঠাৎ করে খেতে শুরু করল টেরেসা। নিয়মিত খেতে লাগল। ওজন ফিরে পেল দ্রুত। কিন্তু অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ অচিরেই ওকে পরিণত করল ইয়া ধুমসীতে।

বাবা-মাকে একদিন টেরেসা বলল, 'আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমি এখন ঠিক আছি।'

টেরেসা এমনভাবে তার জীবনযাত্রা শুরু করল যেন কিছুই ঘটেনি। সে শহরে যেতে লাগল, বাজার-হাট করছে, মা-বাবার সঙ্গে একত্রে ডিনার খাচ্ছে, সেলাই করছে কিংবা পড়ছে। নিজের চারপাশে ইমোশনাল একটি দুর্গ তৈরি করল সে। সে দুর্গে কাউকে ঢুকতে দেবে না টেরেসা, প্রতিজ্ঞা করল।

বাইরে থেকে টেরেসাকে স্বাভাবিক মনে হলেও ভেতরে সে জনম দুঃখী। প্রবল একাকিত্বের গহিন খাদে তার বাস।

টেরেসাকে রাউল ছেড়ে যাওয়ার পরে এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে। একদিন ওর বাবা বললেন তিনি আভিলায় যাচ্ছেন ব্যবসায়িক কিছু কাজে। বড়মেয়েকে প্রস্তাব দিলেন, 'চলো, কিছুদিনের জন্য আমার সঙ্গে ঘুরে আসবে। আভিলা চমৎকার শহর। বাইরে গেলে মনটা ভালো লাগবে তোমার।'

'না, বাবা, ধন্যবাদ। আমার বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

বাবা টেরেসার মা'র দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। 'ঠিক আছে।'

বাটলার ঢুকল ড্রইংরুমে।

'মাফ করবেন, মিস ডিফোসে। এ চিঠিটি আপনার নামে এসেছে এইমাত্র।'

চিঠি খোলার আগেই টেরেসার মনে হল ভয়ানক কিছু একটা অপেক্ষা করছে তার জন্য।

চিঠিতে লেখা

টেরেসা, মাই ডার্লিং টেরেসা,

ঈশ্বর জানেন আমি তোমার সঙ্গে যে আচরণ আমি করেছি তারপর তোমাকে আর 'ডার্লিং' বলে সম্বোধন করার অধিকার আমার নেই। তবে যদি সারাজীবনও লেগে যায় তবু এ ভুল আমি শোধরাতে চাই। বুঝতে পারছি না কীভাবে, কোত্থেকে শুরু করব।

মোনিক আমাদের দুমাসের বাচ্চাটাকে আমার কাছে রেখে চলে গেছে। সত্যি বলতে কী, এতে আমি স্বস্তিই পেয়েছি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই তোমাকে ছেড়ে আসার পরদিন থেকে শুরু হয়ে যায় আমার নরকবাস। জানি না কেন অমন কাজ

করতে গেলাম। মোনিক বোধহয় আমাকে জাদু করে ফেলেছিল। তবে ওকে বিয়ে করাটা ছিল মস্ত একটা ভুল। আমি তোমাকেই সর্বদা ভালোবেসেছি। এখন বুঝতে পারছি একমাত্র তোমার কাছে গেলেই আমি শান্তি পাব। যখন এ চিঠি তোমার কাছে পৌঁছাবে, ততক্ষণে আমি তোমার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছি।'

আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং সবসময় তোমাকেই ভালোবেসে এসেছি, টেরেসা। বাকি জীবনটা আমরা একত্রে কাটাতে চাই। তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাই। চাই...

চিঠি শেষ করতে পারল না টেরেসা। রাউল এবং মোনিকের বাচ্চাকে ও দেখতে চায় না, ও চিঠিটি ছুড়ে ফেলে দিল।

'আমি এখান থেকে চলে যাব।' উন্মাদের মতো চেঁচাল টেরেসা। 'আজ রাতেই চলে যাব। প্লিজ...প্লিজ!'

মেয়েকে কিছুতেই শান্ত করতে পারলেন না বাবা-মা।

'রাউল যদি সত্যি আসে,' বললেন ওর বাবা, 'তাহলে ওর সঙ্গে একটু কথা অন্তত বলো।'

'না! ও আমার সামনে এলে ওকে আমি খুন করে ফেলব,' বাপের হাত খামচে ধরল টেরেসা, দরদর ধারায় জল পড়ছে গাল বেয়ে। 'আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।' আকুতি ওর কণ্ঠে।

ও যে-কোনো জায়গায় যেতে রাজি শুধু এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে।

সেদিন সন্ধ্যায় টেরেসা এবং তার বাবা আভিলার উদ্দেশে রওনা হল।

মেয়ের দুঃখে বাবা খুব কষ্টে আছেন। কীভাবে মেয়েকে সান্ত্বনা দেবেন বুঝতে পারছেন না। আভিলায় এসে তাঁর মনে পড়ল টেরেসা চার্চে গিয়ে খুব শান্তি পেত। তিনি মেয়েকে বললেন, 'এখানকার চার্চে ফাদার বেরেন্ডো বলে একজন আছেন, আমার পুরনো এক বন্ধু। উনি তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলবে?'

'না,' চার্চের ধারে-কাছে যাওয়ারও ইচ্ছে নেই টেরেসার।

সারাদিন হোটেলরুমে থাকে ও, বাবা ব্যস্ত ব্যবসার কাজে। ফিরে এসে দেখেন টেরেসা চেয়ারে বসে আছে, শূন্যদৃষ্টি দেয়ালে।

'টেরেসা, প্লিজ ফাদার বেরেন্ডোর সঙ্গে দেখা করো।'

'না।'

কী করবেন ভেবে পান না টেরেসার বাবা। সে হোটেল থেকে বেরুবে না, আবার ইজে ফিরে যেতেও তীব্র অনিহা।

অবশেষে প্রিস্ট নিজেই এলেন টেরেসার সঙ্গে দেখা করতে।

'তোমার বাবা আমাকে বললেন তুমি নাকি একসময় নিয়মিত চার্চে যেতে।'

টেরেসা শীর্ণ চেহারার মানুষটির চোখে চোখ রাখল, শীতল গলায় বলল, 'আমার আর চার্চের ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই। আমাকে দেয়ার মতো চার্চের কিছু নেই।'

হাসলেন ফাদার বেরোন্ডো। 'চার্চ সবাইকেই কিছু-না-কিছু দিতে পারে, মাই চাইল্ড। চার্চ আমাদেরকে আশা দেয়, স্বপ্ন দেখায়...

'আমার স্বপ্ন দেখার পালা শেষ। আর স্বপ্ন দেখতে চাই না।'

টেরেসার হাত নিজের সরু হাতে তুলে নিরেন ফাদার। ওর হাতের শাদা, কাটা দাগটা লক্ষ করলেন।

'ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলো। তিনি বলে দেবেন তোমাকে কী করতে হবে।'

টেরেসা আগের মতোই নিশ্চল বসে রইল চেয়ারে, স্থিরদৃষ্টি দেয়ালে। প্রিস্ট কখন চলে গেছেন জানেও না।

পরদিন সকালে শীতল চার্চের কক্ষে প্রবেশ করল টেরেসা। সঙ্গে সঙ্গে পুরনো স্মৃতিগুলো ধেয়ে এল। সর্বশেষ সে চার্চে গিয়েছিল ঈশ্বরকে গালাগাল দিতে। এজন্য ওর এখন ভয়ানক লজ্জা লাগছে। নিজের দুর্বলতার কারণেই ও ঠকেছে, এতে ঈশ্বরের কোনো দোষ নেই।

'আমাকে ক্ষমা করো,' ফিসফিস করল টেরেসা। 'আমি পাপ করেছি। আমি ঘৃণার মাঝে বসবাস করছি। আমাকে দয়া করে সাহায্য করো।'

মুখ তুলে চাইতেই দেখল ফাদার বেরেন্ডো ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রার্থনা শেষ হবার পরে তিনি টেরেসাকে নিয়ে চার্চের প্রার্থনাকক্ষের পেছনের অফিসে ঢুকলেন।

'আমি জানি না আমি কী করব, ফাদার। আর কোনোকিছুর ওপর আমি বিশ্বাস রাখতে পারছি না। সমস্ত বিশ্বাস আমি হারিয়ে ফেলেছি।' হতাশ ওর কণ্ঠ।

'কৈশোরে কি ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাস ছিল?'

'ছিল। অনেক বিশ্বাস ছিল।'

'তাহলে তোমার মধ্যে এখনও বিশ্বাস আছে। বিশ্বাস বাস্তব এবং স্থায়ী। অন্য সবকিছু ক্ষণস্থায়ী।'

সেদিন ওরা ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কথা বলল।

টেরেসা বিকেলে হোটেলে ফিরেছে, ওর বাবা বললেন, 'আমি শীঘ্রি ইজে ফিরব। তুমি রেডি হয়ে নাও।'

'না, বাবা। আমি আর কটা দিন এখানে থাকব।'

টেরেসা ফাদার বেরেন্ডোর সঙ্গে তারপর থেকে প্রতিদিন দেখা করতে লাগল। টেরেসার জন্য খুব মায়া পড়ে গেছে ফাদারের। মোটা, অনাকর্ষণীয় টেরেসাকে তিনি দেখেন না; টেরেসা তাঁর চোখে সুন্দর অসুখী একটি আত্মা। ওরা ঈশ্বর, সৃষ্টি, জীবনের মানে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে টেরেসা। ফাদার বেরেন্ডো একদিন এমন একটা কথা বললেন যে ওকে সাংঘাতিক নাড়া দিয়ে গেল।

'মাই চাইল্ড, এ পৃথিবীর প্রতি তোমার বিশ্বাস না থাকলেও পরবর্তী পৃথিবীকে বিশ্বাস করো। বিশ্বাস রাখো সেই পৃথিবীর ওপর যেখানে যেসাস তোমার জন্য দুহাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।'

সেই ভয়ংকর ঘটনার পরে এই প্রথম শান্তি অনুভব করতে লাগল টেরেসা। চার্চ তার কাছে মনে হল স্বর্গ, একদা যেরকম ছিল। তবে ওকে তো ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

'আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই।'

'বাড়ি ফিরে যাও।'

'না, ওখানে কোনোদিন ফিরতে পারব না আমি। আর কখনো রাউলের চেহারা দেখতে চাই না। আমি জানি না আমি কী করব। আমি লুকিয়ে থাকতে চাই কিন্তু লুকোবার কোনো জায়গা নেই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন ফাদার বেরেন্ডো। অবশেষে বললেন, 'তুমি এখানেই থাকতে পারো।'

অফিসের চারপাশে চোখ বুলাল বিমূঢ় টেরেসা। 'এখানে?'

'সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট কাছেই,' সামনে ঝুঁকে এলেন ফাদার।

'এ হল পৃথিবীর ভেতরে পৃথিবী। ওখানে সকলে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। এ হল শান্তির জায়গা।

শুনে খুব খুশি টেরেসা। 'বাহ্, খুব চমৎকার।'

'তবে আগেই জানিয়ে রাখছি কনভেন্টের নিয়মকানুন কিন্তু খুব কড়া। ওখানে যারা যায় তাদেরকে কৌমার্য রক্ষা, নীরবতা পালন এবং আনুগত্যের কঠোর শপথ গ্রহণ করতে হয়। ওখানে একবার ঢুকলে আর বেরিয়ে আসার উপায় নেই...'

রোমাঞ্চ বোধ করল টেরেসা। 'আমি কখনও বেরিয়ে আসতে চাইব না। আমি এরকম একটি জায়গাই খুঁজছিলাম, ফাদার। আমি যে পৃথিবীতে বর্তমানে বাস করছি সে পৃথিবীকে আমি ঘৃণা করি।'

'ওখান থেকে কিন্তু আর ফিরে আসতে পারবে না,' শেষবারের মতো সাবধান করে দিলেন প্রিস্ট।

'আমি আর ফিরে আসতে চাইও না।'

পরদিন ফাদার বেরেন্ডো টেরেসাকে নিয়ে গেলেন রেভারেন্ড মাদার বেটিনার কাছে। ওদেরকে ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন তিনি।

টেরেসা কনভেন্টে প্রবেশ করা মাত্র উল্লাস বোধ করল। সে তার বাবা-মাকে ফোন করল।

'তোমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে,' বললেন মা। 'বাড়ি ফিরছ কবে?'

'আমি বাড়িতেই আছি, মা।'

ত্রিশ বছর পরে, জঙ্গলে শুয়ে শুয়ে সিস্টার টেরেসা ভাবছিলেন তাঁর বয়স এখন ষাট। তিনি কনভেন্টে ত্রিশটি বছর দারুণ সুখে কাটিয়েছেন। কিন্তু এখন তাঁর চারপাশে যা ঘটছে সব কেমন অবাস্তব ঠেকছে। তিনি মনে মনে বললেন, *এসব আমার জীবনে ঘটছে কেন? ঈশ্বর আমাকে নিয়ে এ কোন্ খেলা শুরু করেছেন?*

তেরো

মেগানের কাছে যাত্রাটি মনে হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চারের মতো, তাকে ঘিরে থাকা নতুন দৃশ্য এবং শব্দের সঙ্গে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে সে।

সঙ্গীদেরকে দারুণ লাগছে মেগানের। আমপারো জিরনের গায়ে অনেক জোর, একাই দুজন পুরুষকে ঘায়েল করার তাগত রাখে শরীরে, তবে একই সঙ্গে তার চেহারায় নারীসুলভ কমনীয়তার অভাব নেই কোনও।

লালচে দাড়ি আর মুখে কাটা দাগঅলা ফেলিক্স কার্পিও মানুষটা বেশ বিনয়ী এবং মজার।

তবে মেগানকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে দলনেতা জেমি মাইরো। এ লোক যেন অফুরন্ত শক্তির আধার বিশেষ, নিজের বিশ্বাসের প্রতি অবিচল ও অটল, এরকম বিশ্বাস শুধু কনভেন্টের নানদের মধ্যে দেখেছে মেগান।

যাত্রার শুরুতে জেমি, আমপারো এবং ফেলিক্স কাঁধে স্লিপিং ব্যাগ এবং রাইফেল বহন করছিল।

'দিন, আমি একটা স্লিপিং ব্যাগ নিই,' বলেছিল মেগান। জেমি মাইরো ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়েছে। 'ঠিক আছে, সিস্টার।'

একটা স্লিপিং ব্যাগ মেগানের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে সে। মেগান যা ভেবেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি ভারী ব্যাগ। তবে সে কোনও অনুযোগ করেনি।

মেগানের মনে হচ্ছে ওরা যেন অনন্তকাল ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আঁধারে হোঁচট খাচ্ছে, বাড়ি মারছে গাছের ডাল, খোঁচা খেয়ে ছড়ে যাচ্ছে গায়ের চামড়া, হামলা চালাচ্ছে পোকামাকড়, শুধু চাঁদের আলোয় পথ দেখে চলছে ওরা।

এরা কারা? ভাবছে মেগান। *এদের পিছু নিয়েছে কেন পুলিশ?* ওরাও যেহেতু একদল লোকের ধাওয়া খেয়েছে তাই এ-লোকগুলোর প্রতি সহানুভূতি জাগছে মেগানের।

ওরা কথা বলছে খুব কম, মাঝেমধ্যে দুর্বোধ্য আলোচনা ভেসে আসে মেগানের কানে।'

'ভাল্লাডোলিডে সবকিছু ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে, জেমি। বুলফাইট চলাকালীন নদীর তীরে আমাদের সঙ্গে রুবিও এবং টমাস সাক্ষাৎ করবে।'

'গুড। লারগো করটেজকে খবর পাঠাও আমরা আসছি। তবে কবে আসব বলার দরকার নেই।'

'*Comprendo.*

লারগো করটেজ, রুবিও, টমাস—এরা কারা? অবাক হয় মেগান। নদীর তীরে বুলফাইটের সময় কী ঘটবে? জিজ্ঞেস করতে গিয়েও মুখ বুজে রইল মেগান। ওরা নিশ্চয় প্রশ্ন করা পছন্দ করবে না।

প্রায় ভোর হয় হয় এমন সময় ওরা নিচের উপত্যকায় ধোঁয়া দেখতে পেল।

'এখানে দাঁড়াও সবাই,' অনুচ্চ গলায় বলল জেমি। আর কেউ কোনো কথা বলবে না।'

জেমি জঙ্গলে ঢুকে গেল।

মেগান জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

'চোপ!' হিসিয়ে উঠল আমপারো জিরন।

পনেরো মিনিট পরে ফিরে এল জেমি মাইরো।

'সৈন্য। আমরা ওদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলব।'

ওরা আধ মাইলটাক রাস্তা পিছিয়ে গেল, তারপর জঙ্গলে ঢুকে সাবধানে চলতে লাগল পথ। অবশেষে চলে এল একটি সাইড-রোডে। সামনে বিছিয়ে আছে গাঁ। বাতাসে পাকা ফলের জিভে জল আনা গন্ধ।

আধঘণ্টা বাদে ওরা চারপাশে গাছগাছালিতে ঢাকা ফাঁকা একটা জায়গায় চলে এল।

জেমি বলল, 'সূর্য উঠে গেছে। আমরা সাঁঝ নামা পর্যন্ত এখানেই বিশ্রাম নেব।' ফিরল মেগানের দিকে। 'রাতে আরও দ্রুত চলতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল মেগান। 'আচ্ছা।'

জেমি স্লিপিং ব্যাগ খুলে বিছিয়ে দিল মাটিতে।

ফেলিক্স কার্পিত্ত মেগানকে বলল, 'তুমি আমার ব্যাগটা ব্যবহার করো, সিস্টার। আমার মাটিতে ঘুমিয়ে অভ্যাস আছে।'

'না, না, আপনার জিনিস আমি কেন ব্যবহার করব?' আপত্তি জানাল মেগান।

'ফর ক্রাইস্টস শেক,' খেঁকিয়ে উঠল আমপারো। 'ব্যাগে ঢুকে পড়ো। মাকড়সার ভয়ে তুমি চিল্লাচিল্লি করে আমাদেরকে ঘুমাতে দেবে না তা হবে না,' ওর গলায় বিদ্বেষের সুর মেগানের নজর এড়াল না। মেয়েটা কেন এ সুরে ওর সঙ্গে কথা বলছে বুঝতে পারল না মেগান। ও আর কিছু না বলে চুপচাপ ঢুকে পড়ল স্লিপিং ব্যাগে।

জেমি ওর কাছ থেকে খানিকদূরে নিজের স্লিপিং ব্যাগ বিছাল জমিনে। ঢুকে পড়ল ব্যাগে। আমপারো জিরন ও জেমির ব্যাগের ভেতরে ওর সঙ্গী হল।

জেমি তাকাল মেগানের দিকে। 'একটু ঘুমাবার চেষ্টা করো। আমাদের সামনে

অনেকখানি পথ পড়ে আছে।'

গোঙানির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মেগানের। কেউ যেন প্রচণ্ড শারীরিক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সতর্ক ভঙ্গিতে উঠে বসল মেগান। জেমি'র স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে। *ও নিশ্চয় ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছে,* ভাবল মেগান।

গোঙানির আওয়াজ উচ্চকিত হয়ে উঠল। আমপারো জিরনের গলা শুনতে পেল মেগান। 'ওহ্, ইয়েস, ইয়েস। দাও দাও। *querido* আরও জোরে দাও! ইয়েস! আসছে! আসছে! আমার এই হয়ে এল।'

লজ্জায় মেগানের মুখ লাল। কানে হাত চাপা দিল যাতে শীৎকারগুলো শুনতে না হয়। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হল না। মেগান ভাবছে জেমি যদি ওর সঙ্গে এরকম মিলিত হত তাহলে কেমন হতো।

পরক্ষণে বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকল মেগান। প্রার্থনা করতে লাগল *আমাকে ক্ষমা করো, ফাদার। আমি যেন শুধু তোমাকে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা না করি।*

কিন্তু শব্দগুলোর বিরাম নেই। মেগানের সহ্যের যখন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, ওই সময় ওরা ক্ষান্ত দিল। তবে আরও কিছু শব্দ ওকে জাগিয়ে রাখল। অরণ্যের নানান শব্দ। কনভেন্টের সেই অসাধারণ নীরবতা এখানে খুব মিস করছে মেগান। অবাক হয়ে লক্ষ করল এতিমখানাটাকেও ও মিস করছে। সেই ভয়ংকর অথচ মজার এতিমখানা...

আভিলা, ১৯৫৭

চোদ্দ

তারা ওর নাম দিয়েছে 'মেগান দ্য টেরর।'

ওরা ওকে ডাকে 'নীলচোখো পাজি মেগান' বলে। কেউবা বলে 'মেগান দ্য ইমপসিবল'।

ওর বয়স মাত্র দশ।

দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে কেউ এক কৃষকের বাড়ির দরজার সামনে ফেলে রেখে গিয়েছিল। চাষা আর তার বউ শিশুটিকে নিয়ে এসেছিল এতিমখানায়।

এতিমখানাটি অনাড়ম্বর, দ্বিতল, শাদা চুনকাম করা একটি ভবন। আভিলার উপকণ্ঠে প্লাজা ডি স্যান ভিসেন্টির কাছে, দরিদ্র এলাকায় এর অবস্থান। এ এতিমখানা চালান মার্সিডিস অ্যাঞ্জেলেস নামে অত্যন্ত রাগী এক আমাজন নারী। তবে বাইরে তিনি যতটা কঠোর, ভেতরে ততটাই নরম।

মেগানের সোনালি চুল, উজ্জ্বল নীলচোখ তাকে আলাদা করে রেখেছে এতিমখানার অন্যান্য বাচ্চাদের কাছ থেকে। এখানকার প্রায় সব বাচ্চারই চুল এবং চোখের রঙ কালো। তবে শুধু চেহারা নয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মেগানের মেলে না। সে প্রচণ্ডরকম স্বাধীনচেতা, মহাদুষ্টু, সহজাত নেতাসুলভ একটি ব্যাপার রয়েছে তার মধ্যে। এতিমখানায় কোনও ভজকট হলেই মার্সিডিজ অ্যাঞ্জেলেস ধরে নেন এজন্য দায়ী মেগান।

এতিমখানার খাবার নিম্নমানের, এ নিয়ে কে তুলকালাম পাকিয়েছে? মেগান। সে তার সঙ্গীসাথিদের নিয়ে ঘোঁট পাকিয়ে ভালো খাবার দেয়ার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। সুপারভাইজারদেরকে নাস্তানাবুদ করার জন্য নিত্যনতুন ফন্দি বের করতে জুড়ি নেই নীলচোখের পাজি মেয়েটির। অন্তত আধডজনবার সে এতিমখানা থেকে পালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। বলাবাহুল্য এসব দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের জন্য শিশু-কিশোর মহলে মেগানের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। এদের অনেকেই মেগানের চেয়ে বয়সে বড়, তবে সকলে বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছে তার নেতৃত্ব।

মেগান হল ন্যাচারাল লিডার। বাচ্চারা মেগানের কাছে গল্প শুনতে খুবই ভালোবাসে। গল্প তৈরিতেও মেগানের জুড়ি মেলা ভার।

'আমার বাবা-মা কারা ছিলেন, মেগান?'

'তোমার বাবা ছিলেন মস্ত এক চোর। সোনাদানা চুরি করে বেড়াতেন। একদিন

তিনি এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর একটি হিরে চুরি করার জন্য মাঝরাতে হোটেলের ছাদে উঠে পড়েন। অভিনেত্রীর ঘরে ঢুকে হিরকখণ্ডটি সবে পকেটে পুরেছেন তিনি, জেগে যান অভিনেত্রী। আলো জ্বেলে দেখে ফেলেন তোমার বাবাকে।'

'উনি কি বাবাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন?'

'না, কারণ তোমার বাবা ছিলেন খুবই সুদর্শন।

'তারপর কী হল?'

'ওরা প্রেমে পড়ে যান এবং বিয়ে করেন। তারপর তোমার জন্ম হয়।'

'কিন্তু ওঁরা কেন আমাকে এতিমখানায় পাঠালেন? ওঁরা আমাকে ভালোবাসতেন না?'

গল্পের এটাই হল সবচেয়ে কঠিন অংশ। 'অবশ্যই তাঁরা তোমাকে ভালোবাসতেন। তবে—মানে কী হল—ওরা সুইজারল্যান্ডে স্কি করতে গিয়ে ভয়ংকর হিমবাহের নিচে চাপা পড়ে মারা যান—'

'ভয়ংকর হিমবাহ কী জিনিস?'

'পাহাড় থেকে নেমে আসা বরফের ঢল। ওর নিচে চাপা পড়লে মৃত্যু অনিবার্য।'

'আর ওতে চাপা পড়ে আমার বাবা-মা দুজনেই মারা গেলেন?'

'হ্যাঁ। মৃত্যুর আগে ওঁরা বলে গিয়েছিলেন ওঁরা তোমাকে ভালোবাসেন। কিন্তু তোমাকে লালনপালন করার মতো কেউ ছিল না। তাই তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়।'

মেগানের বাবা মা'র পরিচয় জানতে চায় অন্যরা। কী জবাব দেবে তাৎক্ষণিকভাবে ভেবে পায় না সে। রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে গল্প বানায় ও।

'আমার বাবা গৃহযুদ্ধের সময় লড়াই করেছেন। তিনি ছিলেন ক্যাপ্টেন, খুব সাহস ছিল তাঁর। যুদ্ধে একবার আহত হন তিনি। আমার মা ছিলেন নার্স। তিনি বাবার সেবাযত্ন করেন। তারপর তাঁরা বিয়ে করেন। বিয়ের পরে বাবা যুদ্ধে যান এবং লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আমার মা এত গরিব ছিলেন যে আমার ভরণপোষণের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই আমাকে এক কৃষকের বাড়িতে রেখে আসেন তিনি। তখন কষ্টে তাঁর হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল।' মেগান ঠিক করে গল্প বলার পরে সে বন্ধুদের সামনে মৃত বাবা এবং হতভাগ্য মায়ের জন্য কাঁদবে।

আরেকটি গল্প বানায় সে 'আমার বাবা ছিলেন বুলফাইটার। সেরা একজন ম্যাটাডোর ছিলেন তিনি। স্পেনের সবচেয়ে জনপ্রিয় ম্যাটাডোর। সবাই তাঁর খেলার প্রশংসায় থাকত পঞ্চমুখ। মা ছিলেন সুন্দরী নর্তকী। তাঁরা বিয়ে করেন। কিন্তু একদিন বিশাল এবং ভয়ংকর এক ষাঁড়ের গুঁতোয় প্রাণ হারান বাবা। মা অনন্যোপায় হয়ে আমাকে এতিমখানায় দিয়ে যেতে বাধ্য হন।'

কিংবা 'আমার বাবা ছিলেন চতুর একজন গুপ্তচর...

মেগানের ফ্যান্টাসির শেষ নেই।

এতিমখানায় মোট ত্রিশটি বাচ্চা থাকে। সদ্যোজাত শিশু থেকে চোদ্দ পর্যন্ত তাদের বয়স। বেশিরভাগ স্প্যানিশ, তবে অন্য দেশের বাচ্চাও রয়েছে। ফলে একাধিক দেশের ভাষা শিখে ফেলেছে মেগান। সে আরও ডজনখানেক মেয়ের সঙ্গে ডরমিটরিতে ঘুমায়। গভীর রাতে পুতুল, কাপড় ইত্যাদি নিয়ে ফিসফাস চলে ওদের মধ্যে। অপেক্ষাকৃত বড় মেয়েরা সেক্স নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে। শীঘ্রি এটি হয়ে ওঠে প্রধান আলোচ্য বিষয়।

'শুনেছি ওটা করার সময় নাকি অনেক ব্যথা লাগে।'

'তাতে কিস্যু আসে যায় না। ওটা করার জন্য আমার আর তর সইছে না।'

'আমি বিয়ে করলেও স্বামীর সঙ্গে ওসব করব না। শুনলেই কেমন ঘিনঘিন করে গা।'

এক রাতে সবাই ঘুমের কোলে, এতিমখানার একটি কিশোর ছেলে, প্রাইমো কন্ডি পা টিপে টিপে চলে এল মেয়েদের ডরমিটরিতে। মেগানের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল।

'মেগান...' ফিসফিসিয়ে ডাকল সে।

সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেল মেগান। 'প্রাইমো? কী হয়েছে?'

ফোঁপাচ্ছে ছেলেটা, ভয় পেয়েছে। 'আমি তোমার সঙ্গে শুই?'

'হ্যাঁ, এসো। তবে শব্দ কোরো না।'

প্রাইমোর বয়স তেরো, মেগানের সমবয়েসী। তবে বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখায় তাকে। ওর চেয়ে বড়রা সুযোগ পেলেই ওকে ধরে পেটায়। রাতে ভয়ানক সব দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় প্রাইমোর, মাঝরাতে চিৎকার দিতে থাকে। অন্য বাচ্চারা ওকে নির্যাতন করলেও মেগান সবসময় প্রাইমোকে আগলে রাখার চেষ্টা করে।

প্রাইমো উঠে পড়ল মেগানের বিছানায়। মেগান টের পেল ছেলেটার চোখ বেয়ে জল পড়ছে। ও ওকে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানল।

'ভয় নেই,' ফিসফিস করল মেগান। 'কোনো ভয় নেই।'

প্রাইমোর পিঠে আদর করে চাপড় দিতে লাগল মেগান। আস্তে আস্তে ফোঁপানি থেমে গেল ওর। মেগানের শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে সে, ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছে, গরম হয়ে উঠছে গা। মেগান টের পেল প্রাইমোর পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ঘষা লাগছে ওর শরীরে।

'প্রাইমো...

'আমি দুঃখিত। আ...আমি নিজেকে সামাল দিতে পারছি না।'

ক্রমে আরও স্ফীত হচ্ছে ছেলেটার লিঙ্গ, টের পাচ্ছে মেগান।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, মেগান। পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই আমাকে দেখতে পারো, আর কেউ আমাকে পছন্দ করে না।'

'তুমি তো এখনও পৃথিবীই দ্যাখোনি।'

'আমাকে নিয়ে ঠাট্টা কোরো না, প্লিজ।'

'করব না।'

'তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

'জানি আমি।'

'আই লাভ ইউ।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি প্রাইমো।'

'মেগান—আমি—আমি কি তোমার সঙ্গে ওটা করতে পারি? প্লিজ!'

'না।'

বিরতি। 'তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি আমার বিছানায় যাই।' ছেলেটার কণ্ঠে বেদনা। উঠে বসতে গেল ও।

'দাঁড়াও,' বাধা দিল মেগান, ওকে জড়িয়ে ধরল। সান্ত্বনা দিতে চাইছে, অনুভব করছে ও নিজেও ভেতরে ভেতরে জেগে উঠছে। 'প্রাইমো, আমি তোমাকে আমার সঙ্গে ওটা করতে দেব না। তবে একটা কাজ করতে পারি। তুমি মজা পাবে। করব?'

'আচ্ছা,' বিড়বিড় করল প্রাইমো।

প্রাইমো পাজামা পরেছে। মেগান পাজামার কষি আলগা করে হাত ঢুকিয়ে দিল। *একদম পুরুষদের মতো ওর জিনিসটা,* বিস্মিত হয়ে ভাবল মেগান। প্রাইমোর শক্ত পুরুষাঙ্গ ধরে ও হস্তমৈথুন শুরু করে দিল। সুখের আতিশয্যে গুঙিয়ে উঠল প্রাইমো। 'ওহ্, দারুণ লাগছে। করো! করো!' এক মুহূর্ত পরে, 'গড, আই লাভ ইউ, মেগান।'

মেগানের নিজের শরীরেও আগুন ধরে গেছে। ওই সময় যদি প্রাইমো আবার প্রস্তাব দিত 'ওটা' করতে, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যেত মেগান।

কিন্তু চুপচাপ শুয়ে রইল ছেলেটা। কিছুক্ষণ পরে ফিরে গেল নিজের বিছানায়।

সে রাতে আর ঘুম এল না মেগানের। তবে প্রাইমোকে সে আর নিজের বিছানায় আর কোনোদিন আসতে দেয়নি।

মাঝে মাঝে সুপারভাইজারের অফিসে বাচ্চাদের ডাক পড়ে। অনেক নিঃসন্তান বাবা-মা এতিমখানায় আসে সন্তান দত্তক নিতে। এরকম কেউ আসা মাত্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এতিম শিশুদের মাঝে। দত্তক সন্তান হিসেবে কাউকে পছন্দ করা মানে এতিমখানার নিরানন্দ রুটিন থেকে চিরমুক্তি এবং সত্যিকারের কোনো বাড়িতে প্রবেশ।

বছরের-পর-বছর ধরে মেগান দেখছে এতিমখানার বাচ্চাদের অনেককে দত্তক হিসেবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা সওদাগর, কৃষক, ব্যাংক-কর্মকর্তা কিংবা দোকানদারের বাড়িতে আশ্রয় পাচ্ছে। কিন্তু মেগানকে কেউ পছন্দ করছে না। দুষ্টু আর পাজির পা ঝাড়া হিসেবে কুখ্যাতিই ওর জন্য কাল হয়েছে। বাবা-মায়েদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা ভেসে আসে ওর কানে।

'মেয়েটা খুব সুন্দর তবে শুনেছি মহাপাজি।'

'ওই মেয়েটাই না গত মাসে এতিমখানায় বারোটা কুকুর চুরি করে নিয়ে এসেছিল?'

'সবাই বলে ও হল দলনেতা। আমার বাচ্চাদের সঙ্গে এ মেয়ে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না।'

এদের কোনো ধারণাই নেই এতিমখানার বাচ্চারা মেগানকে কী সাংঘাতিক পছন্দ করে।

ফাদার বেরেন্ডো হপ্তায় একদিন এতিমখানায় আসেন বাচ্চাদেরকে দেখতে। মেগান ফাদারের অপেক্ষার প্রহর গোনে অধীর আগ্রহে। মেগান একজন বুভুক্ষু পাঠিকা। প্রিস্ট এবং মার্সিডিস অ্যাঞ্জেলস ওকে প্রচুর বই পড়তে দেন। মেগান এমন সব বিষয় নিয়ে প্রিস্টের সঙ্গে আলোচনায় মেতে ওঠে যা নিয়ে অন্য কারও সঙ্গে কথা বলার কল্পনাই করতে পারে না। ফাদার বেরেন্ডোর কাছেই কৃষক-দম্পতি তুলে দিয়েছিল শিশু মেগানকে।

'ওরা আমাকে আপনার কাছে দিয়ে দিল কেন?' জিজ্ঞেস করেছিল মেগান।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ধীর গলায় জবাব দিয়েছেন, 'তাঁরা তোমাকে নিজেদের কাছেই রেখে দিতে চেয়েছিলেন, মেগান। কিন্তু পারেননি। কারণ তাঁরা ছিলেন বৃদ্ধ এবং অসুস্থ।'

'আমার আসল বাবা-মা কেন আমাকে তাঁদের কাছে রাখলেন না?'

'বোধহয় তাঁরা গরিব ছিলেন তাই তোমার ভরণপোষণ করতে পারেননি।'

মেগান যত বড় হচ্ছিল ধর্মকর্মের প্রতি ততই তাঁর মনোযোগ বেড়ে চলছিল, সে নিয়মিত চার্চে যেত। চার্চের শান্ত পরিবেশ তাকে খুব মুগ্ধ করত। সে একদিন ফাদার বেরেন্ডোকে বলেছিল, 'আমি ক্যাথলিক হতে চাই।'

মেগানের বয়স যখন পনেরো, রীতিমতো রূপসী এক নারীতে পরিণত হয়েছে সে ততদিনে। তার সোনালি কেশ কোমর ছাপিয়েছে, দুধশাদা ত্বক তাকে সঙ্গীসাথীদের কাছ থেকে আরও প্রকটভাবে আলাদা করে ফেলেছে।

একদিন মার্সিডিস অ্যাঞ্জেলসের অফিসে ডাক পড়ল মেগানের। গিয়ে দেখল ফাদার বেরেন্ডোও আছেন ওখানে।

'হ্যালো, ফাদার।'

'হ্যালো, মাই ডিয়ার মেগান।'

মার্সিডিস অ্যাঞ্জেলেস বললেন, 'একটা সমস্যা হয়েছে, মেগান।'

'জি?' দ্রুত চিন্তা করছে মেগান আবার কোন্ অপকর্মটিও করেছে যেজন্য তলব পড়েছে অফিসে।

হেডমিস্ট্রেস বলে চললেন, 'এখানে থাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমা আছে। বয়সসীমাটি হল পনেরো। আর তুমি পনেরোতে পা দিয়েছ।'

এ আইনের কথা বহু আগে থেকেই জানে মেগান। ও ঢোক গিলে বলল,

'আ—আমাকে কি চলে যেতে হবে?'

দয়াবতী আমাজন নারীটির খারাপ লাগছে মেগানের জন্য। কিন্তু তাঁর কিছু করার নেই। 'আমাকে তো আইন মেনে চলতেই হবে।'

ফাদার বেরেন্ডো জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথায় যাবে?'

এ প্রশ্নের জবাব নেই মেগানের কাছে। এ বিশাল পৃথিবীতে ওর কেউ নেই যে তার কাছে যাবে। হঠাৎ সিস্টারসিয়ান কনভেন্টের কথা মনে পড়ে গেল ওর। বারো বছর বয়স থেকে সিস্টারসিয়ান কনভেন্টে ওর যাতায়াত। বিভিন্ন সময়ে নানান জিনিস ডেলিভারি দিতে গিয়েছে ওখানে। মেগান উঁকি মেরে দেখেছে নানরা প্রার্থনা করছে, করিডর ধরে হাঁটছে। আর কী চুপচাপ, প্রশান্তির একটি জায়গা এই কনভেন্ট। একদমই কোলাহলমুক্ত। মেগানের কাছে মনে হত কনভেন্ট হল ভালোবাসার আশ্রয়।

রেভারেন্ড মাদারও বুদ্ধিমতী মেগানকে খুব পছন্দ করেন। মাদারের সঙ্গে নানান বিষয় নিয়ে অনেক কথা হয়েছে ওর। ও জানতে চেয়েছিল লোকে কেন কনভেন্টে আসে।

জবাবে রেভারেন্ড মাদার বলেছিলেন, 'নানান কারণে তারা আসে। তবে বেশিরভাগ আসে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করার জন্য। কেউ আসে যখন কোনো আশার আলো দেখতে পায় না, তখন। কেউ বা আসে বেঁচে থাকার কোনো মানে খুঁজে না পেয়ে। কেউ আবার বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে। আবার কেউ আসে তাদের কেউ নেই বলে। তারা কারও হতে চায়।'

মেগান ভাবছে, *আমিও কারও হতে চাই। আর এই-ই সুযোগ!* ও বলল, 'আমি কনভেন্টে থাকতে চাই।'

ছয় হপ্তা পরে কনভেন্টে জায়গা হল মেগানের। ওকে বুককিপার হিসেবে কাজে লাগিয়ে দেয়া হল। মেগান যা খুঁজছিল অবশেষে তার সন্ধান পেয়ে গেল। ও একটা ঘর পেয়েছে, পেয়েছে পরিবার। এই নানরা সবাই ওর বোন আর ওরা সবাই রয়েছে পরম পিতার আশ্রয়ে। তবু একটা প্রশ্ন মেগানের মনে খচখচ করেই চলে। ও জানে না ওর বাবা-মা কে। হতাশ হয়ে ভাবে *হয়তো কোনোদিনই এ প্রশ্নের জবাব আমি জানতে পারব না।*

নিউইয়র্ক, ১৯৭৬

পনেরো

নিউইয়র্কের ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলের ধূসররঙা বহির্ভাগে ভিড় করেছেন সাংবাদিকরা। দেখছেন লিমুজিন থেকে নেমে আসছেন সান্ধ্যপোশাকে ঝলমলে সেলেব্রিটিরা, রিভলভিং ডোর ঠেলে ঢুকে তিনতলার গ্রান্ড বলরুমে চলে যাচ্ছেন। অতিথিরা এসেছেন পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে।

ঘনঘন জ্বলে উঠছে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, সেই সঙ্গে সাংবাদিকদের তারস্বরের চিৎকার, 'মি. ভাইস প্রেসিডেন্ট, এদিকে একটু তাকাবেন প্লিজ?'

'গভর্নর অ্যাডামস, আপনার আরেকটি ছবি তুলি?'

বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন সিনেটর, প্রতিনিধিগণ, বিজনেস টাইকুন এবং মিডিয়া ভুবনের তারকারা। সবাই এসেছেন ইলেন স্কটের ষাটতম জন্মবার্ষিকী পালন করতে। ইলেন স্কট বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্কট ইন্ডাস্ট্রিজের প্রেসিডেন্ট। এই বিশাল, ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের মধ্যে রয়েছে তেল-কোম্পানি, ইস্পাত কারখানা, কমিউনিকেশন সিস্টেম এবং ব্যাংক। এ প্রতিষ্ঠান প্রচুর জনহিতকর কাজও করে থাকে। আজ রাতে যে চাঁদা উঠবে তার পুরোটাই দান করা হবে আন্তর্জাতিক চ্যারিটিগুলোতে।

বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে স্কট ইন্ডাস্ট্রিজ। পঁচিশ বছর আগে, এর প্রেসিডেন্ট, মাইলো স্কট আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করার পরে তাঁর স্ত্রী ইলেন এই প্রকাণ্ড কর্পোরেশনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে কোম্পানির অ্যাসেট তিনগুণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেকে অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন নির্বাহী হিসেবে প্রমাণ করেন।

ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়ার গ্রান্ড বলরুমের কক্ষটি বিশাল, হলুদ-সোনালি রঙে সজ্জিত, একপাশে লাল কার্পেটে মোড়া একটি মঞ্চ এবং একটি ব্যালকনি গোটা রুম ঘিরে রেখেছে। ব্যালকনিতে তেত্রিশটি বক্স রয়েছে, প্রতিটির ওপরে একটি করে ঝাড়বাতি ঝুলছে। ব্যালকনির মাঝখানে বসেছেন আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি। রুপোর ঝকমকে বাসনকোসনে সজ্জিত টেবিলে বসে ছয়শতাধিক নারী-পুরুষ ডিনার খেতে ব্যস্ত।

ডিনার-পর্ব শেষে নিউইয়র্কের গভর্নর মঞ্চে এসে উঠে দাঁড়ালেন।

'মি. ভাইস প্রেসিডেন্ট, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আজ

সকলে এখানে উপস্থিত হয়েছি একটিমাত্র উদ্দেশ্যে এক স্মরণীয় নারীকে তাঁর নিঃস্বার্থ মহৎকর্মের জন্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে। ইলেন স্কট এমনই একজন নারী যিনি যে-কোনও ক্ষেত্রে সোনা ফলাতে জানেন। তিনি হতে পারতেন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী কিংবা ডাক্তার। তিনি চাইলে খ্যাতনামা রাজনীতিবিদও হতে পারতেন এবং বলতে দ্বিধা নেই ইলেন স্কট যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হন, সবার আগে আমি তাঁকে ভোট দেব। তবে আগামী ইলেকশনে নয় অবশ্যই, পরের নির্বাচনে।'

হেসে উঠে সবাই হাততালি দিলেন।

'তবে ইলেন স্কট শুধু একজন প্রতিভাময়ী নারীই নন, তারচেয়েও বেশি, তিনি একজন পরোপকারী, সহৃদয় মানুষ যিনি বিশ্বের যে-কোনও সমস্যার সমাধানে এগিয়ে যেতে কখনও দ্বিধা করেন না—'

বক্তৃতা চলল আরও দশ মিনিট। তবে যাকে নিয়ে এত স্তুতি তাঁর এসবের প্রতি তেমন মনোযোগ নেই। তিনি ভাবছিলেন, *গভর্নর ভুল বলছেন। সবাই আমাকে নিয়ে ভুল ধারণা করে বসে আছে। স্কট ইন্ডাস্ট্রিজ এমনকি আমার কোম্পানিও নয়। মাইলো এবং আমি মিলে এটা ছিনিয়ে নিয়েছি। তবে এরচেয়েও বড় একটা অপরাধ আমি করেছি। তবে এতে এখন কিছুই আসে যায় না। কারণ আমি শীঘ্রি মারা যাব।*

ডাক্তারের কথাগুলো মনে পড়ে গেল তাঁর। ডাক্তার যেন তাঁর মৃত্যু-পরোয়ানা ঘোষণা করছিলেন।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিসেস স্কট। তবে আপনার কাছে বিষয়টি লুকিয়ে লাভ নেই। ক্যান্সার আপনার গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। অপারেশন করেও লাভ হবে না।'

পেটে যেন কয়েকমণ ওজন বাঁধা হল ইলেনের।

'আমার...আয়ু আর কতদিন?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিলেন ডাক্তার, 'বড়জোর এক বছর।'

'আপনি আমার রোগের কথা কিছু কাউকে জানাবেন না,' দৃঢ়গলায় বললেন ইলেন।

'অবশ্যই জানাব না।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

ইলেনের মনে পড়ে না কীভাবে তিনি প্রেসবাইটেরিয়ান মেডিকেল সেন্টার থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন কিংবা গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন বাড়িতে। তিনি তখন শুধু ভাবছিলেন *মৃত্যুর আগে ওকে আমার খুঁজে পেতেই হবে।*

গভর্নরের ভাষণ শেষ।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, ইট ইজ মাই অনার অ্যান্ড প্রিভিলেজ টু ইন্ট্রোডিউস মিসেস ইলেন স্কট।'

ইলেন স্কটকে সিধে হতে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগলেন।

তিনি পা বাড়ালেন মঞ্চ-অভিমুখে। হালকা-পাতলা গড়নের, ধূসর চুলের, খাড়া পিঠের ইলেনের চলনে-বলনে সর্বদা বিচ্ছুরিত হয় তীব্র প্রাণশক্তি। তবে এ মুহূর্তে তাঁর মধ্যে প্রাণপ্রাচুর্য নেই।

তিনি মঞ্চে উঠে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন হাততালি বন্ধ হবার জন্য। *ওরা এক দানবীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আসল সত্যটা জানতে পারলে ওরা কী বলবে?*

ইলেন স্কট দৃঢ়গলায় বললেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট, সিনেটরস, গভর্নর অ্যাডামস...

এক বছর, ভাবছেন তিনি। *জানি না ও কোথায় আছে এবং এখনও বেঁচে আছে কিনা। ওকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে।*

তিনি কথা বলতে লাগলেন, দর্শক তাঁর কাছ থেকে যা শুনবে বলে এসেছেন তা-ই শোনালেন। 'আজ আমাকে যে সম্মান দেখানো হল তা আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছি। তবে এ শ্রদ্ধা এবং সম্মান গ্রহণ করলাম বিশ্বের ভাগ্যাহত পরিশ্রমী সব মানুষের পক্ষে...'

তাঁর মনে চলে গেল বিয়াল্লিশ বছর আগে, ইন্ডিয়ানার গেরিতে...

আঠেরো বছর বয়সে, ইন্ডিয়ানার গেরিতে, স্কট ইন্ডাস্ট্রিজ অটোমেটিভ পার্টস প্ল্যান্টে যোগ দেয় ইলেন ডুডাশ। সুন্দরী, স্মার্ট ইলেন তার সহকর্মীদের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিল। মাইলো স্কট যেদিন প্ল্যান্ট দেখতে এল, ইলেনের ওপর দায়িত্ব পড়ল বসের ভাইকে প্ল্যান্ট ঘুরিয়ে দেখানোর।

'এলি, বসের ভাইয়ের সঙ্গে যদি তোমার বিয়েটা হয়ে যায় তাহলে তোমার অধীনে কাজ করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই,' হাসতে হাসতে বলল একজন সহকর্মী।

মুচকি হাসল ইলেন। 'গাছে কাঠাল গোঁফে তেল।'

মাইলো স্কটকে নিয়ে ইলেন যা ভেবেছিল, চেহারার সঙ্গে তা মিলল না। মাইলোর বয়স ত্রিশ/বত্রিশ। লম্বা, একহারা গড়ন। *দেখতে মন্দ নয়,* মনে মনে বলল ইলেন। মানুষটা লাজুক এবং দেখলেই মনে শ্রদ্ধার একটা ভাব জাগে।

'আপনি আমাকে প্ল্যান্ট ঘুরিয়ে দেখাবেন জেনে আনন্দবোধ করছি, মিস ডুডাশ। আশা করি আপনার সময় নষ্ট করছি না।'

মৃদু হাসল ইলেন, 'করছেন।'

মানুষটার সঙ্গে কথা বলতে মজাই লাগছিল ওর। বসের ভাইয়ের সঙ্গে মশকরা করছে, অবাকও লাগছে বৈকি।

মাইলো স্কট কর্মীদের নানান সমস্যার কথা জানতে আন্তরিকভাবেই আগ্রহী। ইলেন তাকে প্ল্যান্টের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখাল। মাইলো ওকে নানান প্রশ্ন করল। ইলেন স্বচ্ছন্দে সেসব প্রশ্নের জবাব দিল।

দুর্ঘটনাটা ঘটল অ্যাসেম্বলি সেকশনে। মাথার ওপরে কেবল্ কারে ধাতব বার নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মেশিন শপে। হঠাৎ একটা কেবল্ কারের তার ছিঁড়ে গেল। লোহার

অনেকগুলো বার হুড়মুড়িয়ে পড়ল নিচে। কেব্‌ল্‌ কারের ঠিক নিচে ছিল মাইলো স্কট। ইলেন দেখল ওগুলো কার থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে। সে যেন নিজের অজান্তেই ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল মাইলো স্কটকে। মাইলো বেঁচে গেলেও নিজে রক্ষা পেল না ইলেন। লোহার ভারী দুটো ডাণ্ডা এসে পড়ল ওর গায়ের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল ইলেন।

জ্ঞান ফিরল হাসপাতালের প্রাইভেট সুইটে। ঘরভর্তি ফুল। ইলেন চোখ মেলে চারপাশে তাকাল। মনে মনে বলল, *আমি নির্ঘাত মারা গেছি এবং স্বর্গে চলে এসেছি।*

অর্কিড, গোলাপ, পদ্ম, ক্রিসেনথামসহ দুষ্প্রাপ্য আরও কিছু ফুল চোখে পড়ল ইলেনের যেগুলোর নাম ও জানে না।

ওর ডানহাতে প্লাস্টার বাঁধা, বুকে ব্যান্ডেজ। বোধহয় পাঁজরটাজর ভেঙে গেছে। গায়ে খুব ব্যথা।

এক নার্স ঢুকল ঘরে। 'বাহ্‌, জ্ঞান ফিরেছে আপনার! আমি এক্ষুনি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি।'

'আমি—আমি কোথায়?'

'ব্ল্যাক সেন্টারে—এটি একটি প্রাইভেট হাসপাতাল।'

ইলেন প্রকাণ্ড সুইটে নজর বুলিয়ে মনে মনে বলল   এ রুমের ভাড়া দেয়ার সামর্থ্য আমার নেই।

'আপনার অনেকগুলো ফোন এসেছিল,' জানাল নার্স। 'সাংবাদিকরা আপনার সাক্ষাৎকার নিতে চাইছেন। আপনার বন্ধুরা ফোন করেছেন। মি. স্কটও বেশ কয়েকবার ফোন করে আপনার খবর নিয়েছেন...'

মাইলো স্কট! 'উনি ঠিক আছেন তো?'

'জি?'

'অ্যাক্সিডেন্টে ওঁর কোনো ক্ষতি হয়নি তো?'

'না। আজ সকালে উনি এখানে এসেছিলেন। আপনি তখন ঘুমাচ্ছেন।'

'আমাকে উনি দেখতে এসেছিলেন?'

'জি,' ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল নার্স। 'বেশিরভাগ ফুল তিনিই এনেছেন।'

অবিশ্বাস্য।

'আপনার বাবা-মা ভিজিটিং রুমে আছেন। আপনি ওদের সঙ্গে কথা বলবেন?'

'অবশ্যই।'

'আচ্ছা, আমি ওঁদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ইলেনের বাবা-মা ঘরে ঢুকলেন, এসে দাঁড়ালেন মেয়ের বিছানার পাশে। ইলেনের বাবা-মা'র জন্ম পোল্যান্ডে, ওঁরা ভেঙে ভেঙে ইংরেজি বলেন। ইলেনের বাবা পেশায় মেকানিক, মোটাসোটা, বয়স পঞ্চাশ, আর ওর মা শুকনো, কৃষিকাজ করেন।

'তোমার জন্য খানিকটা সুপ নিয়ে এসেছি, ইলেন।'

'মা—ওরা হাসপাতালে রোগীদেরকে সুপ খেতে দেয়।'

'আমার মতো নিশ্চয় বানাতে পারে না। নাও, সুপটুকু খেয়ে নাও। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।'

ওর বাবা বললেন, 'আজকের খবরের কাগজ দেখেছ? আমি তোমার জন্য একটি পেপার নিয়ে এসেছি।'

তিনি খবরের কাগজখানা দিলেন মেয়েকে। হেডলাইনে লিখেছে

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কারখানা-কর্মী বাঁচাল তার মালিককে

লেখাটি দুবার পড়ল ইলেন।

'ওকে বাঁচিয়ে খুব সাহসের কাজ করেছ তুমি।'

সাহসের কাজ? আমি বরং বোকার মতো কাজ করেছি। চিন্তা করার সময় পেলে আমি বরং নিজেকেই বাঁচাতাম। এমন বোকার মতো কাজ জীবনে করিনি। আমি তো মরেও যেতে পারতাম!

ওইদিন দুপুরে মাইলো স্কট এল ইলেনের সঙ্গে দেখা করতে। হাতে আরেক গুচ্ছ ফুল।

'এগুলো আপনার জন্য,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল সে। 'ডাক্তার বললেন আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন। আ—আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না আপনার প্রতি আমি কতটা কৃতজ্ঞ।'

'না, না। ঠিক আছে।'

'এমন দুঃসাহসী কাজ করতে জীবনেও কাউকে দেখিনি। আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

নড়াচড়ার চেষ্টা করল ইলেন, ব্যথার তীক্ষ্ণ ছুরি খোঁচা মারল হাতে।

'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'জি,' হাতটা দপদপ করছে ব্যথায়। 'ডাক্তার কী বললেন?'

'আপনার একটা হাত আর বুকের তিনটা পাঁজর ভেঙেছে।'

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল ইলেনের। ওকে কাঁদতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল মাইলো স্কট। 'কী হয়েছে?'

কী হয়েছে এ লোককে কী করে বলবে ইলেন? শুনলে এ হাসবে। কতদিন ধরে সে টাকা জমাচ্ছে ছুটিতে নিউইয়র্কে বেড়াতে যাবে বলে। ফ্যাক্টরির কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে ওর নিউইয়র্কে বেড়াতে যাবার কথা। এটা ছিল ওর স্বপ্ন। এখন তো একমাস ও কোনো কাজই করতে পারবে না, বেড়াতে যাওয়া দূরে থাক।

পনেরো বছর বয়স থেকে নিজের খরচ নিজেই জোগাচ্ছে ইলেন। সে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল একজন মানুষ। ও ভাবছিল

এ লোকটা যদি সত্যি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে তো আশা করি খানিকটা হলেও আমার হাসপাতালের বিল মিটিয়ে দেবে। তবে এ ব্যাপারে ওকে কিছু বলা যাবে না। জিজ্ঞেস করতে গেলে লজ্জায় আমি মরে যাব।

ঘুমঘুম গলায় ইলেন বলল, 'ফুলের জন্য ধন্যবাদ, মি. স্কট। আপনি এসেছেন বলে খুব খুশি হয়েছি। *হাসপাতালের বিল নিয়ে পরে দুশ্চিন্তা করলেও চলবে।*

ঘুমিয়ে পড়ল ইলেন ডুডাশ।

পরদিন সকালে লম্বা, অভিজাত চেহারার এক লোক এল ইলেনের সুইটে।

'গুড মর্নিং, মিস ডুডাশ। কেমন আছেন?'

'ভালো, ধন্যবাদ।'

'আমি স্যাম নর্টন। আমি স্কট ইন্ডাস্ট্রিজের চিফ পাবলিক রিলেশন্স অফিসার।'

'ওহ্ আচ্ছা,' এ লোককে আগে কখনও দেখেনি ইলেন। 'আপনি কি এ-শহরেই থাকেন?'

'না। আমি ওয়াশিংটন থেকে এসেছি।'

'আমাকে দেখার জন্য?'

'না, আপনাকে সহযোগিতা করতে।'

'কিসের জন্য সহযোগিতা?'

'সাংবাদিকরা বাইরে অপেক্ষা করছে, মিস ডুডাশ। আপনি নিশ্চয় এর আগে কখনও প্রেস-কনফারেন্সের মুখোমুখি হননি। আমি এ-ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'ওরা কী চায়?'

'ওরা আপনার কাছে জানতে চাইবে আপনি কীভাবে এবং কেন মি. স্কটকে রক্ষা করলেন।'

'সহজ জবাব। এক মুহূর্ত চিন্তা করার সময় পেলে আমি নিজের জান নিয়ে পালাতাম।'

নর্টনের চোখ ট্যারা হয়ে গেল। 'মিস ডুডাশ—আপনার জায়গায় হলে আমি এরকম জবাব দিতাম না।'

'কেন দিতেন না? এটাই সত্যিকথা।'

এ মেয়ে এরকম কিছু বলবে কল্পনাও করেনি নর্টন। পরিস্থিতি সম্পর্কে মেয়েটার কোনো ধারণাই নেই দেখছি।

একটা ব্যাপার খুব খোঁচাচ্ছিল ইলেনকে, ও সিদ্ধান্ত নিল এ লোককে কথাটা বলেই ফেলবে। 'আপনার সঙ্গে কি মি. স্কটের দেখা হবে?'

'জি।'

'আমার একটা উপকার করতে পারবেন?'

'জি, বলুন।'

'আমি জানি অ্যাক্সিডেন্টটার জন্য মি. স্কট দায়ী ছিলেন না। তিনি আমাকে বলেনওনি তাঁকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে—' স্বনির্ভর ইলেনের আত্মসম্মানবোধ ওকে

পরের কথাটা বলতে বাধা দিল। 'থাক, বাদ দিন।'

নর্টন ভাবছিল মেয়েটা নিশ্চয় জানতে চাইবে বসের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাকে কত টাকা পুরস্কার দেয়া হচ্ছে কিংবা চাকরিতে তার পদোন্নতি হচ্ছে কবে? সে বলল, 'থাকবে কেন? বলে যান, মিস ডুডাশ।'

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল ইলেন। নাচতে নেমে ঘোমটা দেয়ার মানে নেই। 'আসলে হয়েছে কী, আমার কাছে খুব বেশি টাকাপয়সা নেই। অ্যাক্সিডেন্টের কারণে কয়েকদিন অফিসেও যেতে পারব না, বেতনও পাব না। আর হাসপাতালের বিল মেটানোর ক্ষমতাও আমার নেই। আমি মি. স্কটকে বিব্রত করতে চাই না। তবে তিনি যদি আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারতেন, আমার খুব উপকার হত। আমি পরে অবশ্য তাঁর সব টাকা শোধ করে দেব।' নর্টনের চেহারার ভাব বদলে যেতে দেখে ইলেন দ্রুত যোগ করল, 'না, না, ঠিক আছে। আমি বোধহয় ভাড়াটে কর্মচারীর মতো কথাটা বললাম। দুঃখিত। আমি ঘুরতে যাবার জন্য কিছু টাকা জমিয়েছিলাম—কিন্তু এ অ্যাক্সিডেন্টটা সব ভণ্ডুল করে দিল।' গভীর দম নিল ও। 'মি. স্কটকে টাকা দিতে হবে না। আমি যেভাবেই হোক ম্যানেজ করে নেব।'

নর্টনের ইচ্ছে করল ওকে চুম্বন করে। *এমন সরল মেয়ে জীবনে দেখিনি আমি! মেয়েদের প্রতি আমার ভক্তি আরও বেড়ে গেল।*

নর্টন ইলেনের বিছানার পাশে বসল। চেহারা থেকে উধাও হয়ে গেছে পেশাদারী আচরণ। ওর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'ইলেন, তোমার জন্য আমার খুব মায়া লাগছে। আশা করি তুমি আর আমি খুব ভালো বন্ধু হতে পারব। তোমাকে টাকা-পয়সা নিয়ে একদম চিন্তা করতে হবে না। এখন আমাদের প্রথম কাজ হল সংবাদ সম্মেলনের বৈতরণী পার হওয়া। তুমি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবে এবং ভালো কিছু কথা বলবে—' বিরতি দিল সে। 'তোমাকে আসল কথাটা বলি। আমার কাজ হল স্কট ইন্ডাস্ট্রিজের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখা। আমি কি তোমাকে বোঝাতে পারলাম?'

'বুঝতে পেরেছি। আপনি আসলে চাইছেন আমি যেন না বলি যে মাইলো স্কটকে আমি বাঁচাতে চাইনি? বরং যেন বলি, আমি স্কট ইন্ডাস্ট্রিজের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। আমি এ প্রতিষ্ঠানকে এতটাই পছন্দ করি যে যখন দেখলাম মাইলো স্কটের জীবন বিপন্ন, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁকে রক্ষা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি। তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

হেসে উঠল ইলেন। 'ঠিক আছে। এতে যদি আপনার উপকার হয় তো কথাটা বলতে আমার একটুও আপত্তি নেই। তবে আপনাকে সত্যিকথাটাই বলছি, মি. নর্টন, আমি নিজেও জানি না কেন মি. স্কটকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।'

হাসল নর্টন। 'ওই গোপন কথাটা গোপনই থাক। এখন সিংহগুলোকে ভেতরে আসতে বলি।'

রেডিও, খবরের কাগজ এবং পত্রিকা থেকে দুড়জনেরও বেশি সাংবাদিক এবং চিত্রগ্রাহক এসেছে। খ্যাতনামা স্কট ইন্ডাস্ট্রিজের মালিকের ভাইকে প্রতিষ্ঠানের এক তরুণী নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রক্ষা করেছে, এরকম খবর পাঠক গোগ্রাসে গিলবে। তাই তাদের প্রথম প্রশ্নটিই হল—'মিস ডুডাশ, আপনি যখন দেখলেন লোহার বার আপনাদের গায়ে ছিটকে পড়ছে, ওই মুহূর্তে আপনার ভাবনাটা কী ছিল?'

স্যাম নর্টনের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ইলেন সাংবাদিকদেরকে জবাব দিল, 'আমি ভাবছিলাম মি. স্কটকে বাঁচাতেই হবে। উনি যদি মারা যেতেন, নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারতাম না।'

সংবাদ সম্মেলন এগিয়ে চলল মসৃণ গতিতে। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ইলেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দেখে স্যাম নর্টন বলল, 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আজ এ পর্যন্তই। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।'

সাংবাদিকরা চলে যাবার পরে ইলেন নর্টনের কাছে জানতে চাইল, 'আমি ঠিকমতো বলতে পেরেছি তো?'

'চমৎকার বলেছ। এখন একটু বিশ্রাম নাও। ঘুমাও।'

ঘুমিয়ে পড়ল ইলেন। স্বপ্ন দেখল ও এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিঙের লবিতে এসেছে তবে টিকেট কেনার টাকা নেই বলে ওরা ওকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না।

সেদিন বিকেলে মাইলো স্কট এল ইলেন ডুডাশের সঙ্গে দেখা করতে। মাইলোকে দেখে বিস্মিত ইলেন। ও জানত মাইলো থাকে নিউইয়র্কে।

'সংবাদ সম্মেলনের কথা শুনলাম। আপনি খুব ভালো বলেছেন। একদম হিরোইন বনে গেছেন।'

'মি. স্কট আপনাকে সত্যি একটা কথা বলি। আমি হিরোইন-টিরোইন কিছু নই। আমি কিছু ভেবেও আপনাকে বাঁচাতে যাইনি। আ—ওটা এমনি ঘটে গেছে।'

'জানি আমি। স্যাম নর্টন বলেছে আমাকে।'

'তাহলে—'

'ইলেন, হিরোইজমের নানান শ্রেণীবিন্যাস আছে। আপনি আমাকে বাঁচানোর কথা ভাবেননি বটে তবে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কাজটা করেছেন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে রক্ষা করেছেন।'

'আ—আপনাকে কথাটা না বলে পারছিলাম না।'

'স্যাম বলল আপনি নাকি হাসপাতালের বিল মেটানো নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন।'

'জি—'

'হাসপাতালের বিল মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। আর বেতন কাটা যাওয়ার ব্যাপারটা—' হাসল সে। 'মিস ডুডাশ, আপনি জানেন না আপনি কী মস্ত ঋণে আমাকে আবদ্ধ করেছেন।'

'আমি আপনার জন্য বিরাট কিছু করিনি।'

'ডাক্তার বললেন কাল নাকি আপনাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দিচ্ছে। আমি কি আপনার সঙ্গে ডিনার করতে পারি?'

এ লোকটা আসলে বুঝতে চাইছে না, ভাবছে ইলেন। *আমি এ লোকের দয়া-দাক্ষিণ্য কিছু চাই না।* 'আপনি আমার হাসপাতালের বিল মিটিয়ে দিয়েছেন এজন্য অনেক ধন্যবাদ। আমার কাছে আপনার আর কোনো ঋণ রইল না। আমরা এখন দুজনেই দেনা-পাওনা মুক্ত।'

'তা ঠিক আছে। কিন্তু এখন বলুন আপনি আমার সঙ্গে ডিনার করছেন তো?'

শুরুটা হল এভাবে। মাইরো স্কট গ্যারিতে থাকল হপ্তাখানেক এবং প্রতিরাতে ইলেনের সঙ্গে দেখা করল সে।

ইলেনের বাবা-মা সাবধান করে দিলেন মেয়েকে, 'বিগ বসরা কিন্তু বিনা মতলবে কারখানার মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে না।'

ইলেন ডুডাশও প্রথমে তেমনটাই ভেবেছিল। তবে মাইলো স্কট তার ভাবনাটা বদলে দেয়। সে সর্বদা একজন যথার্থ ভদ্রলোক হয়েই রইল। শেষে ইলেন বিশ্বাস করল এ মানুষটি আসলেই তার সঙ্গ উপভোগ করে। এজন্যেই সে বারবার ইলেনের কাছে ছুটে আসে। মাইলো লাজুক এবং রক্ষণশীল। আর ইলেন স্পষ্টবাক এবং খোলামেলা। মাইলোর কাছে এতদিন যত মেয়ে এসেছে সবারই লোভ ছিল যদি মাইলোকে পটিয়ে প্রভাবশালী স্কট সাম্রাজ্যের অংশীদার হওয়া যায়। তারা হিসেব কষে মাইলোর সঙ্গে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলেছে। তবে ইলেন একদম উল্টো। ওর মতো নির্লোভ মেয়ে দ্বিতীয়টি দেখেনি মাইলো। মনে যা মুখেও তাই ইলেন। ও বুদ্ধিমতী, আকর্ষণীয়া এবং সবচেয়ে যে-বিষয়টি মুগ্ধ করার মতো—ওর মধ্যে কোনো ভনিতা নেই। এক হপ্তা না-যেতেই পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেল ওরা।

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই,' বলল মাইলো স্কট। 'অন্য কোনোকিছু আমি ভাবতেই পারি না। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

'না।'

আসলে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ইলেন। *স্কট পরিবার এত ধনী, এত প্রভাবশালী ওদের ধারেকাছে ঘেঁষার যোগ্যতাও আমার নেই।* এমন ভাবনাই ছিল ইলেনের। *মাইলোকে বিয়ে করা মানে নিজে বোকা বনে যাওয়া, ওকেও বোকা বানানো।* তবে ইলেন জানত ও এমন একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে যাতে হার নিশ্চিত।

ওরা গ্রিনউইচে বসে বিয়ে করল। তারপর চলে এল ম্যানহাটানে, শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কাছে।

বায়রন স্কট ছোটভাইকে বকে রাখলেন না। 'এ কী করেছিস তুই—একটা পোলিশ

বেশ্যাকে বিয়ে করে বসলি? তোর মাথাটাথা কী খারাপ হয়ে গেল?'

মাইলোর ভাবী সুসান স্কট বলল, 'ও মেয়ে মাইলোকে ওর টাকার লোভে বিয়ে করেছে। যখন দেখবে একটা পয়সাও পাচ্ছে না, তখন মাইলোকে ডিভোর্সের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এ বিয়ে কিছুতেই টিকবে না।'

ওরা ভুল বুঝেছিল ইলেন ডুডাশকে।

'তোমার ভাই এবং ভাবী আমাকে ঘৃণা করে। তবে আমি তো আর তাদেরকে বিয়ে করিনি। আমি তোমাকে বিয়ে করেছি। আমি তোমার আর বায়রনের ঝগড়ার কারণ হতে চাই না। তুমি যদি আমাকে বিয়ে করে ভুল করেছ ভাবো, মাইলো, তাহলে বলে দাও, আমি চলে যাচ্ছি।'

মাইলো নববধূকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে ফিসফিস করল, 'আমি তোমাতে মুগ্ধ। বায়রন ভাইয়া এবং সুসান ভাবী যখন বুঝতে পারবে তুমি আসলে কী, ওরাও মুগ্ধ হবে।'

ইলেন স্বামীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থেকে মনে মনে বলল, *আমার বরটা কী সরল। আমি ওকে খুব ভালোবাসি!*

তবে বায়রন এবং সুসান নববধূর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত না। যদিও তাদের চোখে ইলেনের মর্যাদা তাদের কারখানার একটি মেয়ের চেয়ে বেশিকিছু ছিল না। এবং ইলেনকে তারা ওভাবেই দেখত।

ইলেন পড়াশোনা করত আর তীক্ষ্ণচোখে সব পর্যবেক্ষণ করত। সে লক্ষ করে মাইলোর বন্ধুরা কীভাবে পোশাক পরে। ইলেন তাদেরকে নকল করে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে মাইলো স্কটের উপযুক্ত বধূ হবেই। এবং একসময় সে তার প্রতিজ্ঞা পূরণও করল। তবে তার সম্পর্কে তার ভাসুর এবং ননদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন ঘটল না।

স্কট ইন্ডাস্ট্রিজ বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী কোম্পানি। তবে সমস্ত স্টক বায়রনের নামে। মাইলো এখানে বেতনভুক্ত কর্মচারী মাত্র। আর একথাটি বড়ভাই ছোটভাইকে কখনও ভুলতে দিতেন না। তিনি মাইলোকে দিয়ে যত হাবিজাবি কাজ করান। আর মাইলো যত ভালোই কাজই করুক না কেন বড়ভাইয়ের কাছ থেকে সে এজন্য কখনও প্রশংসা পায় না।

'তুমি তোমার বড়ভাইয়ের সঙ্গে পড়ে আছ কেন, মাইলো?' জিজ্ঞেস করে ইলেন। 'ওকে তো তোমার প্রয়োজন নেই। চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই। তুমি নিজে নতুন ব্যবসা শুরু করবে।'

'আমি স্কট ইন্ডাস্ট্রিজ ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। আমাকে ভাইয়ার প্রয়োজন।'

আস্তে ধীরে আসল ব্যাপারটি বুঝে ফেলল ইলেন।

মাইলো দুর্বল স্বভাবের মানুষ। হেলান দেয়ার জন্য ওর শক্ত খুঁটি প্রয়োজন। ইলেন বুঝে ফেলেছে কোম্পানি ছেড়ে যাবার সাহস কোনোদিনই হবে না মাইলোর।

ঠিক আছে, ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে ভাবে ইলেন। *একদিন কোম্পানি ওর হবে। বায়রন সারাজীবন বেঁচে থাকবে না। আর মাইলো তার একমাত্র উত্তরাধিকার।*

সুসান স্কট যেদিন ঘোষণা করল সে মা হতে চলেছে, প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেল ইলেন। *ওই বাচ্চা সবকিছুর মালিক হবে।*

শিশুটি জন্ম নেয়ার পরে বায়রন স্কট বললেন, 'ও মেয়ে হলেও কিছু আসে যায় না। আমি ওকে শিখিয়ে দেব কীভাবে কোম্পানি চালাতে হয়।'

বাস্টার্ড। রাগে জ্বলে গেল ইলেনের। মাইলোর জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে ওর।

মাইলো বলল, 'বাচ্চাটা খুব সুন্দর না?'

ষোলো

লকহিড লোডস্টারের পাইলট মহাদুশ্চিন্তায় পড়েছে।

'আকাশ দ্রুত কালো মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না আমার।' কো-পাইলটের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে। 'তুমি প্লেন চালাও। আমি একটু আসছি।' সে ককপিট থেকে বেরিয়ে কেবিনে ঢুকল।

পাইলট এবং কো-পাইলট ছাড়া বিমানে যাত্রীসংখ্যা মোট পাঁচজন স্কট ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বায়রন স্কট, তার সুন্দরী স্ত্রী সুসান তাদের একবছর বয়সী কন্যা প্যাট্রিসিয়া, বায়রনের ছোটভাই মাইলো স্কট এবং মাইলোর স্ত্রী ইলেন স্কট। তারা কোম্পানির বিমানে প্যারিস থেকে মাদ্রিদ যাচ্ছে। সুসানের জেদের কারণে নিয়ে আসতে হয়েছে বাচ্চাটাকে।

'আমি ওকে এতদিন না দেখে থাকতে পারব না,' বলেছিল সে তার স্বামীকে।

'আমাদেরকে ও ভুলে যাবে আশঙ্কা করছ?' ঠাট্টা করেছেন বায়রন। 'ঠিক আছে। ওকে আমরা ফেলে যাব না।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। স্কট ইন্ডাস্ট্রিজ ইউরোপীয় বাজারে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। বায়রন স্কট মাদ্রিদ যাচ্ছেন ওখানে নতুন একটি ইস্পাত কারখানা খোলা যায় কিনা দেখতে।

পাইলট এগিয়ে গেল তাঁর কাছে।

'মাফ করবেন, স্যার। আমরা ঝড়ের কবলে পড়তে পারি। আকাশের অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। আমরা কি ফিরে যাব?'

ছোট জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন বায়রন স্কট। পুঞ্জীভূত ধূসর মেঘের মাঝ দিয়ে উড়ে চলেছে প্লেন, প্রতি কয়েক সেকেন্ড অন্তর দূরে জ্বলে ওঠা বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে মেঘমালা।

'আজ রাতে মাদ্রিদে আমার একটা মিটিং আছে। তুমি ঝড় ঠেলে যেতে পারবে না?'

'চেষ্টা করব। তবে সম্ভব না হলে আমাদেরকে ফিরতে হবে।'

মাথা দোলালেন বায়রন স্কট। 'আচ্ছা!'

'আপনারা দয়া করে যে যার সিটবেল্ট বেঁধে ফেলুন।'

দ্রুত ককপিটে ফিরে গেল পাইলট।

ওদের কথা কানে গেছে সুসান স্কটের। সে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল। এখন আফসোস হচ্ছে কেন মেয়েকে নিয়ে এল। ও বায়রনকে বলবে যেন ফিরে যেতে নির্দেশ দেয় পাইলটকে।

'বায়রন—'

অকস্মাৎ ঝড়ের চোখের মধ্যে ঢুকে গেল ওরা, ডিগবাজি খেতে শুরু করল প্লেন, প্রবল ঝড়ো বাতাসের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেছে। বাতাসের বেগ ক্রমে বেড়ে চলল। বৃষ্টির ছাঁট আছড়ে পড়ছে জানালার কাচে। ঝড়ের তাণ্ডবে কিছু দেখা যাচ্ছে না। ওরা যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের মধ্যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ ওদেরকে ইচ্ছে মতো নাচাচ্ছে।

বায়রন স্কট ইন্টারকমের সুইচ অন করলেন। 'আমরা এখন কোথায় আছি, ব্লেক?'

'মাদ্রিদ থেকে একশো কিলোমিটার উত্তরপশ্চিমে, আভিলা শহরের কাছাকাছি।'

আবার জানালা দিয়ে তাকালেন বায়রন স্কট। 'মাদ্রিদের কথা ভুলে যাও। জলদি ফিরে চলো।'

'রজার।'

কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল সর্বনাশ। পাইলট প্লেন ঘোরাচ্ছে, হঠাৎ তার সামনে একটি পাহাড়চুড়ো উদয় হল। সংঘর্ষ এড়িয়ে যাবার সময় পেল না পাইলট। ধাতব ছেঁড়ার বিশ্রী শব্দ হল, পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ল প্লেন, একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হল আকাশ। প্লেনের ফিউজিলাজ এবং ডানা টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল উঁচু মালভূমিতে।

তারপর নেমে এল অস্বাভাবিক এক নীরবতা। নৈঃশব্দ ভেঙে গেল আগুনের লেলিহান শিখার শব্দে, ওগুলো প্লেনের ধ্বংসাবশেষ চাটতে শুরু করেছে।

ইলেন—

চোখ মেলে চাইল ইলেন স্কট। একটা গাছের নিচে শুয়ে আছে সে। ওর স্বামী ঝুঁকে রয়েছে ওর ওপর, হালকা চাপড় মারছে মুখে।

উঠে বসল ইলেন। ঝিমঝিম করছে মাথা, ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, শরীরের প্রতিটি পেশি ব্যথায় বিষ। চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখল ও। প্লেনের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দৃশ্যটা ইলেনের কাছে ভীতিকর এবং অশ্লীল ঠেকল। শিউরে উঠল ও।

'অন্যরা কোথায়?' কর্কশ গলায় জানতে চাইল ইলেন।

'ওরা মারা গেছে।'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল ইলেন। 'ওহ্, মাই গড! নো!'

মাথা দোলাল মাইলো, শোকে কাতর চেহারা। 'ভাইয়া, সুসান, বাচ্চা, দুই পাইলট, সবাই।'

চোখ বুজল ইলেন স্কট, নীরবে প্রার্থনা করছে। *আমি আর মাইলো বেঁচে গেলাম*

কীভাবে? অবাক হয়ে ভাবছে ও। চিন্তাভাবনাগুলোও কেমন গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। *নিচে গিয়ে সাহায্য চাইতে হবে। কিন্তু এখন সাহায্য চেয়েও তো লাভ নেই। মারা গেছে সকলে।* ভাবতেও অবিশ্বাস্য লাগছে। কিছুক্ষণ আগেও সবাই কেমন প্রাণচঞ্চল ছিল আর কয়েক মুহূর্ত পরে তারা লাশে পরিণত হয়েছে।

'উঠে দাঁড়াতে পারবে?'

'পা—পারব বোধহয়।'

মাইলো স্কট স্ত্রীকে সিধে হতে সাহায্য করল। মাথাটা বোঁ বোঁ ঘুরছে, বমি বমি লাগছে। সুস্থির হতে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ইলেন।

মাইলো প্লেনের দিকে ফিরে তাকাল। অগ্নিশিখা ক্রমে উপরের দিকে উঠছে। 'এখান থেকে জলদি চলো,' তাড়া দিল সে। 'ওটা যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে।'

ওরা নীরবে সরে এল ওই জায়গা থেকে। আগুনের চড়চড় শব্দ হচ্ছে। গ্যাস ট্যাংক ফেটে যাওয়ায় একমুহূর্ত পরেই প্রবল এক বিস্ফোরণের শব্দ হল। গোটা প্লেন গ্রাস করে নিল উদ্বাহু অগ্নিশিখা।

'আমরা যে বেঁচে আছি এ স্রেফ মিরাকল,' মন্তব্য করল মাইলো। ইলেন কী যেন চিন্তা করছে। বলল, 'মিরাকল নয়, মাইলো। এ হল নিয়তি।

ঘুরল মাইলো। ইলেনের কণ্ঠের দৃঢ়তা ওকে চমকে দিয়েছে। 'মানে?'

'স্কট ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মালিক এখন তুমি।'

'আমি ঠিক—'

'মাইলো, ঈশ্বর তোমার জন্য একটা সুযোগ করে দিয়েছেন।' আবেগে গলা কাঁপছে ওর। 'সারাটা জীবন তোমার কেটেছে তোমার বড়ভাইয়ের ছায়ায়।' এখন পরিষ্কারভাবে ভাবতে পারছে ইলেন, বিস্মৃত হয়েছে মাথাব্যথা এবং শারীরিক যন্ত্রণা। কথাগুলো হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে, ধাক্কার চোটে কাঁপছে গা। 'তুমি গত কুড়িবছর ধরে বায়রন ভাইয়ের কোম্পানি গড়ে তুলতে শ্রম দিয়েছ। এর সাফল্যের দাবিদার তুমিও। কিন্তু উনি—উনি কি এজন্য কখনও তোমাকে সামান্যতম ক্রেডিটও দিয়েছেন? না, দেননি। সবসময় ওটাকে নিজের কোম্পানিই ভেবেছেন তিনি। ভেবেছেন সব সাফল্য তাঁর নিজের, লাভও তাঁর। তবে এখন—এতদিন পরে নিজের মতো করে বড় হয়ে ওঠার একটা সুযোগ তুমি পেয়ে গেছ।'

মাইলো তাকাল স্ত্রীর দিকে, আতঙ্কিত। 'ইলেন—ওদের লাশগুলো এখনও— আর তুমি কী করে এসব কথা ভাবতে পারলে—?'

'জানি আমি। কিন্তু আমরা তো আর ওদেরকে হত্যা করিনি। এখন আমাদের পালা, মাইলো। অবশেষে একটা সুযোগ এসেছে। কোম্পানির মালিকানা আমরা ছাড়া অন্য কেউ দাবি করার রইল না। এটা আমাদের কোম্পানি! তোমার কোম্পানি!'

ঠিক তখন শিশুকণ্ঠের কান্না শুনতে পেল ওরা। ইলেন এবং মাইলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। দৃষ্টিতে অপার বিস্ময়।

'প্যাট্রিসিয়া! বেঁচে আছে ও। ওহ্, মাই গড!'

একটা ঝোপের মধ্যে বাচ্চাটিকে পেল ওরা। অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে ও, শরীরে সামান্য ক্ষতও নেই।

মাইলো স্কট বাচ্চাটিকে তুলে নিল বুকে। 'শ্‌শ্‌শ্‌। কাঁদে না, সোনা,' ফিসফিস করল। 'সব ঠিক আছে।'

ইলেন দাঁড়িয়ে আছে পাশে। বিমূঢ়। 'তুমি—তুমি না বললে ও মারা গেছে।'

'ও নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।'

ইলেন স্থিরদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল শিশুটির দিকে।

'অন্যদের সঙ্গে ওরও মরে যাওয়া উচিত ছিল,' ভাঙা গলায় বলল ও।

স্তম্ভিত হয়ে স্ত্রীর দিকে মুখ তুলে তাকাল মাইলো। 'কী বললে?'

'বায়রন তাঁর উইলে প্যাট্রিসিয়াকে সবকিছু লিখে দিয়ে গেছেন। আগামী কুড়ি বছর তুমি এ মেয়ের গার্ডিয়ান হয়ে থাকবে যাতে বড় হয়ে সে তার বাপের মতোই তোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারে। তুমি কি তা-ই চাও?'

নিশ্চুপ মাইলো।

'এরকম সুযোগ আর কোনোদিন আসবে না,' কটমট করে বাচ্চার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ইলেন, চাউনিতে অস্বাভাবিকতা। ইলেনের এমন চেহারা কোনোদিন দেখেনি মাইলো। ইলেন যেন আর নিজের ভেতরে নেই। ওর ওপরে কিছু একটা ভর করেছে।

'ফর গডস শেক, ইলেন। তুমি কীসব উল্টোপাল্টা চিন্তা করছ?'

স্বামীর দিকে দৃষ্টি ফেরাল ইলেন। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইল। চোখের চকচকে, বুনোদৃষ্টি একসময় উধাও হয়ে গেল। 'আমি উল্টোপাল্টা কিছু চিন্তা করছি না। আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে। ওকে আমরা কোথাও রেখে আসব, মাইলো। পাইলট বলেছিল আমরা আভিলা শহরের কাছাকাছি আছি। ওখানে নিশ্চয় এসময় ট্যুরিস্ট গিজগিজ করছে। প্লেন ক্রাশের সঙ্গে এ বাচ্চার সম্পর্ক নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে যাবে না।'

মাথা নাড়ল মাইলো। 'ওদের বন্ধুরা জানে ভাইয়া আর ভাবী প্যাট্রিসিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।'

জ্বলন্ত বিমানের দিকে তাকাল ইলেন স্কট। 'তাতে কোনো সমস্যা নেই। ওরা সবাই দুর্ঘটনায় পুড়ে মরেছে।'

'ইলেন,' আপত্তি করল মাইলো। 'আমরা যা করছি তা ঠিক নয়। আমরা এসব করে রেহাই পাব না।'

'ঈশ্বর আমাদের জন্য এসব করেছেন। আমরা ঠিকই রেহাই পেয়ে যাব।'

বাচ্চার দিকে তাকাল মাইলো। 'কিন্তু ও—'

'ওর চিন্তা করতে হবে না,' মসৃণ গলায় বলল ইলেন। 'আমরা ওকে শহরের বাইরে কোনো সুন্দর খামারবাড়ির দরজায় রেখে আসব। ওরা প্যাট্রিসিয়াকে দত্তক

নিয়ে নেবে। এখানে চমৎকার একটা পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠবে মেয়েটা।'

মাথা নাড়ল মাইলো। 'আমি এ কাজ করতে পারব না। নো।'

'আমাকে যদি ভালবাসো তাহলে আমাদের দুজনের জন্য কাজটা করবে তুমি। সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে, মাইলো। হয় আমাকে পাবে নয়তো বাকি জীবনটা ভাস্তির গোলামি করে কাটাতে হবে তোমাকে।'

'প্লিজ, আমি—'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

'আমার জীবনের চেয়েও বেশি,' সরল গলায় বলল মাইলো।

'তাহলে কথাটা প্রমাণ করো।'

অন্ধকারে, বাতাসের কশাঘাত সয়ে সাবধানে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে চলল ওরা। ঘণ্টা তিনেক বাদে আভিলার উপকণ্ঠে, ছোট একটি খামারবাড়ির সামনে হাজির হল ইলেন এবং মাইলো। এখনও ভোর হয়নি।

'ওকে এখানে রেখে যাব আমরা,' ফিসফিসিয়ে বলল ইলেন। শেষ চেষ্টা করল মাইলো। 'ইলেন, আমরা কী—'

'যা বলছি করো!' গর্জন ছাড়ল ইলেন।

আর টুঁ শব্দটিও না করে বাচ্চাটাকে খামারবাড়ির দরজায় শুইয়ে দিল মাইলো। প্যাট্রিসিয়ার পরনে শুধু একটা গোলাপি নাইটগাউন আর কম্বল।

মাইলো স্কট অনেকক্ষণ তার ভাতিঝির দিকে তাকিয়ে রইল, জলে ছলছল করছে চোখ। 'তোমার জীবনটা সুন্দর কাটুক, সোনা।' ফিসফিস করে বলল ও।

কান্নার আওয়াজ ঘুম থেকে জেগে গেল আনুসিয়াম মোরাস। ঘুমঘুম চোখে ভাবল ছাগল কিংবা ভেড়া ডাকছে। ওগুলো খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে পড়ল কীভাবে?

ঘোঁতঘোঁত করতে করতে সে নেমে এল উষ্ণ বিছানা থেকে। পুরনো একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে চড়াল, পা বাড়াল দরজায়।

দরজা খুলে দেখল মাটিতে শুয়ে হাত-পা ছুড়ে তারস্বরে চিল্লাচ্ছে ফুটফুটে একটি বাচ্চা। মোরাস আঁতকে উঠে বলল Madre de Dios! ডাক দিল সে তার স্বামীকে।

ওরা বাচ্চাটাকে নিয়ে এল ঘরে। একটানা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদেই চলেছে বাচ্চা, শরীর নীল।

'ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

ওরা দ্রুত আরেকটি কম্বলে বাচ্চাটাকে মুড়ে নিয়ে নিজেদের পিক-আপ ট্রাকে চড়ে বসল। ছুটল হাসপাতালে। হাসপাতালের লম্বা করিডরের বেঞ্চিতে বসে রইল অনেকক্ষণ। আধঘণ্টা পরে এক ডাক্তার এল। বাচ্চাটিকে পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে গেল।

ডাক্তার ফিরে এসে জানাল, 'মেয়েটার নিউমোনিয়া হয়েছে।'

'ও কি বাঁচবে?'

ডাক্তার শুধু কাঁধ ঝাঁকাল।

মাইলো এবং ইলেন স্কট হাঁপাতে হাঁটাতে আভিলার পুলিশস্টেশনে ঢুকল।

ডেস্ক সার্জেন্ট আউলা ঝাউলা চেহারার দুই ট্যুরিস্টের দিকে তাকাল।

'Buenos dias। আপনাদের জন্য কী করতে পারি?'

'একটা ভয়ংকর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে,' বলল মাইলো স্কট। 'আমাদের প্লেন আছড়ে পড়েছিল পাহাড়ে এবং...

এক ঘন্টা পরে একটি রেসক্যু পার্টি রওনা হয়ে গেল পাহাড়ে। তারা ওখানে পৌঁছে বিধ্বস্ত প্লেনের ধ্বংসাবশেষ আর তার যাত্রীদের খণ্ডিত লাশ ছাড়া কিছুই পেল না।

বাচ্চাটা দশদিন রইল হাসপাতালে। লড়াই করল বেঁচে থাকার জন্য। সংকট কেটে যাবার পরে ফাদার বেরেন্ডো চাষা এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

'তোমাদের জন্য ভালো খবর আছে,' খুশিখুশি গলায় বললেন তিনি। 'বাচ্চাটা সুস্থ হয়ে উঠছে।'

মোরাস দম্পতি অস্বস্তি নিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'শুনে খুশি হলাম,' আবছা গলায় বলল চাষা।

আলোকিত কণ্ঠে ফাদার বললেন, 'ওকে স্বয়ং ঈশ্বর উপহার পাঠিয়েছেন।'

'তা তো বটেই, ফাদার। তবে তাঁর উপহারকে তো খাওয়াতে পরাতে হবে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে সে সামর্থ্যটুকু দেননি, ওকে আমরা রাখতে পারব না।'

'কিন্তু বাচ্চাটা এত সুন্দর—' যুক্তি দেখাতে চাইলেন ফাদার।

'তা ঠিক আছে। তবে আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনেই বুড়ো হয়ে গেছি, অসুস্থ মানুষ। বাচ্চা লালনপালন করা আমাদের কম্মো নয়। ঈশ্বরকে নিজের কাছেই তাঁর উপহার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

বাচ্চাটাকে কোথাও রাখার উপায় ছিল না বলে তাকে আভিলার এতিমখানায় পাঠিয়ে দেয়া হল।

মাইলো এবং ইলেন স্কট বসে আছে বায়রন স্কটের উকিলের অফিসে, পড়ছে বায়রনের রেখে যাওয়া উইল। ওরা আভিলায় বায়রন এবং তার স্ত্রী ও শিশুকন্যার জন্য একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করেছিল, নিউইয়র্কে ফিরে দ্বিতীয়বার এ অনুষ্ঠান করেছে বায়রনের শোকার্ত বন্ধুবান্ধবদের জন্য। সবাই ভেবেছে বায়রন মারা গেছেন, এখন স্কট ইন্ডাস্ট্রিজে লালবাতি জ্বলবে। কে এতবড় প্রতিষ্ঠানের হাল ধরবে? হতাশ মাইলোকে

সাহস জুগিয়েছে ইলেন। বলেছে, 'কিছু দুশ্চিন্তা কোরো না। তুমি বায়রনের চেয়েও ভালো কাজ দেখাতে পারবে। আমরা কোম্পানিকে আরও বড় করে তুলব।'

আইনজীবীর অফিসে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা অনুভব করছে ইলেন।

সে কয়েক মাস আগে বায়রনের উইলে একবার চোখ বুলানোর সুযোগ পেয়েছিল। ওখানে কী লেখা ছিল সব মনে আছে তার। লেখা ছিল

আমি বা আমার স্ত্রী যদি মারা যাই, আমার কোম্পানির সমস্ত স্টকের মালিক হবে আমাদের একমাত্র কন্যা প্যাট্রিসিয়া। আর আমার ভাই মাইলোকে আমার সহায়-সম্পত্তির দেখভাল করার অনুমতি দিয়ে যাচ্ছি। আমার মেয়ে বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মাইলোই কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী হিসেবে কাজ করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এখন সবকিছু বদলে যাবে, মনে মনে বলল উত্তেজিত ইলেন।

আইনজীবী লরেন্স গ্রে গম্ভীর, শোকার্ত কণ্ঠে বললেন, 'ব্যাপারটা আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। আমি জানি তুমি তোমার ভাই এবং ভাতিঝিকে কী গভীর ভালোবাসতে, মাইলো...।' মাথা নাড়লেন তিনি। 'তবু জীবন তো চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তুমি বোধহয় জানো না তোমার ভাই তাঁর উইল চেঞ্জ করেছেন। তবে আমি আইনের কচকচানিতে যাব না। শুধু সারাংশটুকু পড়ে শোনাব।' তিনি উইলের পাতা উল্টে চললেন, নির্দিষ্ট প্যারাগ্রাফে এসে থেমে গেলেন। '*আমি এ উইল সংশোধনের মাধ্যমে জানাচ্ছি যে আমার মেয়ে প্যাট্রিসিয়া, একত্রে পাঁচ মিলিয়ন ডলার পাবে এবং বাকি জীবন প্রতি বছর এক মিলিয়ন ডলার করে পেতে থাকবে। স্কট ইন্ডাস্ট্রিজে আমার নামে যেসব শেয়ার আছে, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কোম্পানির জন্য কাজ করার পুরস্কার হিসেবে আমার ভাই মাইলোকে সবগুলো স্টক দিয়ে দিলাম।*'

মাইলো স্কটের মনে হল দুলতে শুরু করেছে ঘর।

মি. গ্রে মুখ তুলে তাকালেন। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মাইলোর। *ঈশ্বর, এ আমরা কী করলাম! বাচ্চাটাকে এভাবে ঠকালাম। কিন্তু এসবের তো কোনোই দরকার ছিল না। নাহ্, ওর যাবতীয় প্রাপ্য ওকে ফিরিয়ে দিতে হবে।*

ইলেনের দিকে ফিরল সে কিছু বলার জন্য, কিন্তু স্ত্রীর চাউনি দেখে থেমে গেল।

'আমাদের কিছু একটা করা দরকার, ইলেন। প্যাট্রিসিয়াকে ওখানে ওভাবে আমরা ফেলে রেখে দিতে পারি না।'

ফিফথ এভিন্যুর অ্যাপার্টমেন্টে বসে ওরা রেডি হচ্ছে একটি চ্যারিটি ডিনারে যাবার জন্য।

'কিছু একটা করার অবকাশ আমাদের নেই,' বলল ইলেন। 'ওকে এখানে নিয়ে

আসতে পারো তুমি। কিন্তু আমরা তো বলে ফেলেছি বাচ্চাটা প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে পুড়ে মারা গেছে। লাশ জ্যান্ত হয়ে ফিরে আসে কীভাবে? এর ব্যাখ্যা কী দেবে?'

এ প্রশ্নের জবাব নেই মাইলোর কাছে। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। তাহলে প্রতি মাসে ওকে আমরা টাকা পাঠাব যাতে—'

'বোকার মতো কথা বোলো না, মাইলো। ওকে টাকা পাঠাব? পুলিশ খুঁজতে থাকুক প্যাট্রিসিয়ার টাকা আমরা কোথায় পাঠাচ্ছি এবং খুঁজে খুঁজে ফিরে আসুক আমাদের কাছে? না। তুমি যদি এতটাই বিবেকের দংশনে জ্বলতে থাকো তাহলে কোম্পানি থেকে চ্যারিটিতে টাকা দান করে দিও। বাচ্চাটার কথা ভুলে যাও, মাইলো। ও মারা গেছে। মনে আছে?'

মনে আছে...মনে আছে...মনে আছে...

শব্দটা ইলেন স্কটের মস্তিস্কে ধ্বনিত হতে লাগল।

তিনি ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া বলরুমের দর্শকদের দিকে তাকালেন, শেষ করলেন বক্তৃতা। আবারও দাঁড়িয়ে হাততালি পড়ল।

তোমরা একজন মরা মানুষকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাচ্ছ, মনে মনে বললেন তিনি।

ইলেন স্কট গভীর রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন। প্রায় প্রতি রাতে স্বপ্নটা দেখেন তিনি। স্বপ্নে ফিরে আসে তাঁর ভাসুর, জা এবং ভাসুর-ঝি। তাঁর কানে কানে ফিসফিস করে। ইলেন ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিছানায়। তাকালেন চারপাশে। ঘর খালি এবং নীরব। কিন্তু তিনি জানেন ওরা এখানে এসেছিল। ওরা তাঁকে কী বলতে এসেছিল? ওরা কি জানে তিনি শীঘ্রি ওদের দলে যোগ দিতে যাচ্ছেন?

বিছানা থেকে নামলেন ইলেন। অ্যান্টিকস দিয়ে সাজানো, সুপ্রশস্ত ড্রইংরুমে ঢুকলেন। এ চমৎকার বাড়িটি তিনি কিনেছেন মাইলোর মৃত্যুর কিছুদিন পরে। সুন্দর ঘরটির চারপাশে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন *বেচারা মাইলো* ভাইয়ের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে মাইলো হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। তারপর ইলেন কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কোম্পানি চালিয়ে আসছেন তিনি। আন্তর্জাতিক বাজারে আরও সুনাম অর্জন করেছে স্কট ইন্ডাস্ট্রিজ।

কোম্পানি স্কট পরিবারের, ভাবলেন তিনি। আমি এ কোম্পানি *অচেনা কারও হাতে তুলে দিতে পারি না।*

বায়রন এবং সুসানের মেয়ের কথা মনে পড়ছে তাঁর। এ সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিকারিণীকে অন্যায়ভাবে ঠকিয়েছেন তিনি। এর প্রায়শ্চিত্ত এখন তাঁকেই করতে হবে।

সারারাত ড্রইংরুমে বসে কেটে গেল ইলেন স্কটের। সারারাত তিনি ভাবলেন আর প্ল্যান করলেন। কত বছর আগে ঘটেছে ঘটনা? আঠাশ বছর। প্যাট্রিসিয়া যদি বেঁচে থাকে এখন সে পূর্ণ যুবতী। ও এখন কী করছে? কোনো চাষা বা ব্যবসায়ীকে বিয়ে

করে ঘরসংসার করছে? ওর সন্তান আছে? ও কি আভিলায় থাকছে নাকি অন্য কোথাও চলে গেছে?

ওকে আমার খুঁজে পেতেই হবে, সিদ্ধান্ত নিলেন ইলেন স্কট। এবং দ্রুত। ওকে খুঁজে পেয়ে ওর সঙ্গে কথা বলব। তবে আসলে কী ঘটেছিল তা গোপন রেখে, অবশ্যই।

পরদিন সকালে স্কট ইন্ডাস্ট্রিজের সিকিউরিটি প্রধান অ্যালান টাকারকে ডেকে পাঠালেন ইলেন স্কট। সে একজন সাবেক গোয়েন্দা, চল্লিশের কোঠায় বয়স, হালকা-পাতলা গড়ন, টাক মাথা, পাণ্ডুবর্ণ চেহারা, পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান।

'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়, মিসেস স্কট।'

ইলেন স্কট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এ লোককে সব কথা খুলে বলা যাবে না। অন্তত তিনি যদ্দিন বেঁচে আছেন। তিনি নিজেকে কিংবা কোম্পানিকে কোনো ঝামেলায় ফেলতে চান না। আগে এ লোক প্যাট্রিসিয়াকে খুঁজে বের করুক, তারপর মেয়েটাকে আমি নিজেই সামলে নেব।

তিনি সামনের দিকে ঝুঁকলেন। 'আঠাশ বছর আগে, স্পেনের আভিলার উপকণ্ঠে এক খামারবাড়ির দরজায় এক এতিম শিশুকে ফেলে রেখে আসা হয়। তুমি সেই মেয়েকে খুঁজে বের করে যত দ্রুত সম্ভব আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

অ্যালান টাকারের চেহারা ভাবলেশশূন্য। মিসেস স্কট তাঁর কর্মচারীদের চেহারায় আবেগ ফুটতে দেখতে পছন্দ করেন না।

'জি, ম্যাম। আমি কালই রওনা হয়ে যাচ্ছি।'

সতেরো

কর্নেল র‍্যামন আকোকাকে বেশ উচ্ছল এবং প্রাণবন্ত লাগছে। কারণ ধাঁধার জটগুলো তিনি ছাড়াতে পারছেন সহজেই। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে যাচ্ছে।

একজন আর্দালি ঢুকল অফিসে। 'কর্নেল সন্তেলো এসেছেন।'

'আসতে বলো।'

ওকে আমার কোনো দরকার নেই, মনে মনে বললেন আকোকা। *সে তার টিনের সৈনিকদের কাছে ফিরে গেলেই পারে।*

কর্নেল ফাল সন্তেলো ঢুকলেন ঘরে। 'কর্নেল।'

'কর্নেল।'

ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর, ভাবলেন সন্তেলো। *আমাদের দুজনেরই পদমর্যাদা এক অথচ এ দানবটাকে আমার ওপর খবরদারি করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কারণ এর সঙ্গে opus mundo'র খাতির আছে।*

আকোকা ডেকে পাঠিয়েছেন, এ ব্যাপারটা সন্তেলোর জন্য মোটেই স্বস্তিকর নয়। আকোকার ভাবভঙ্গি যেন অধীনস্থ কোনো কর্মচারীকে তিনি তলব করেছেন অফিসে। তবে চেহারা থেকে ঘৃণার ভাবটুকু গোপন করে রাখলেন সন্তেলো। 'আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন শুনলাম।'

'জি,' আকোকা ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালেন। 'বসুন। আপনার জন্য খবর আছে। জেমি মাইরোর সঙ্গে এখন নানরা যোগ দিয়েছে।'

'কী!'

'জি। তারা মাইরো এবং তার লোকদের সঙ্গে এ মুহূর্তে আছে। মাইরো নিজের তিনটে দলে তাদেরকে ভিড়িয়ে দিয়েছে।'

'কী—কীভাবে আপনি এসব কথা জানলেন?'

চেয়ারে হেলান দিলেন র‍্যামন আকোকা। 'আপনি দাবা খেলেন?'

'না।'

'দুঃখজনক। খুবই জ্ঞানের খেলা। ভালো খেলোয়াড় হতে হলে প্রতিপক্ষের মনের ভেতরে আপনাকে প্রবেশ করতে হবে। জেমি মাইরো এবং আমি একে অন্যের সঙ্গে দাবা খেলছি।'

ফাল সন্তেলো তেরছা চোখে তাকিয়ে আছেন। 'ঠিক বুঝলাম না—'

'বোঝার তেমন দরকারও নেই, কর্নেল। তবে আমরা দাবার বোর্ড ব্যবহার করছি না। শুধু মনটাকে ব্যবহার করছি। জেমি মাইরোকে সম্ভবত আমি পৃথিবীর অন্য যে-কারও চেয়ে সবচেয়ে ভালো চিনি এবং বুঝি। আমি জানি তার মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে। জানতাম সে পুয়েটে লা রেইনার বাঁধ উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। আমি ওখানে তার দুই সহকর্মীকে গ্রেফতার করি, স্রেফ ভাগ্যের গুণে পালিয়ে যায় জেমি মাইরো। জানতাম সে তার সঙ্গীদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে। আর মাইরো জানত যে এ কথা আমি জানি।' কাঁধ ঝাঁকালেন র‍্যামন আকোকা। 'তবে আমি বুঝতে পারিনি ষাঁড়ের দৌড়ের আড়ালে সে সঙ্গীদেরকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে।' তাঁর কণ্ঠে প্রশংসার সুর।

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি—'

'ওর প্রশংসা করছি? আমি ওর বুদ্ধির প্রশংসা করি তবে মানুষটাকে আমি ঘৃণা করি।'

'আপনি কি জানেন মাইরো কোথায় যাচ্ছে?'

'উত্তরে। আগামী তিনদিনের মধ্যে ওকে আমি পাকড়াও করব।'

অবাক সস্তেলো। 'কীভাবে?'

'মাইরোর এক টেররিস্ট,' বললেন কর্নেল আকোকা। 'একজন ইনফরমার বা সংবাদদাতা।'

রুবিও, টমাস এবং দুই সিস্টার বড়বড় শহরগুলো এড়িয়ে চলছে, যাচ্ছে গলি-ঘুপচি ধরে, প্রাচীন গ্রামগুলো পাশ কাটাচ্ছে। এসব পাথুরে গাঁয়ের মাঠে চড়ে বেড়ায় ভেড়া এবং ছাগল, মেষপালকদের সময় কাটে ট্রানজিস্টর রেডিওতে গান কিংবা সকার খেলার ধারাভাষ্য শুনে। অতীত আর বর্তমানের চমৎকার রঙিন মিশ্রণ, তবে এসবের দিকে মনোযোগ নেই লুসিয়ার। সে ভাবছে অন্য কথা।

সিস্টার টেরেসার কাছছাড়া হচ্ছে না সে একমুহূর্তের জন্যেও। তীক্ষ্ণ নজর টেরেসার ওপর। প্রথম সুযোগেই সোনার ক্রুশটা নিয়ে পালাবে। দুই পুরুষ চলছে ওদের পাশে পাশে। এদের মধ্যে রুবিও আরজানোকে মনে ধরেছে লুসিয়ার। লম্বা, সুদর্শন, হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ। *একজন সহজ-সরল কৃষক*, মনে মনে ভাবে লুসিয়া।

টমাস সানজুরো হালকা পাতলা গড়নের, টাক পড়ে যাচ্ছে মাথায়।

সন্ত্রাসবাদী নয়, একে দোকানের সহকর্মী হিসেবেই বেশি মানায়, এদের দুজনের কাউকেই ঘোল খাওয়াতে সমস্যা হবে না।

ওরা রাতের বেলা আভিলার উত্তরের মালভূমি ধরে হেঁটে বেড়ায়। গু রাডারামা স্তেপ থেকে বয়ে আসা শীতল হাওয়ায় জড়িয়ে যায় গা। ওরা পার হয় ভুট্টা গম আর জলপাইয়ের ক্ষেত। মাঠ থেকে চুরি করে আলু, লেটুস, গাছ থেকে ফল এবং মুরগির খোঁয়াড় থেকে ডিম ও মুরগি।

লুসিয়া লক্ষ করে সিস্টার টেরেসাকে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত লাগছে। চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে যেন সচেতন নন। প্রায়ই আপন মনে কীসব বিড়বিড় করে বলছেন।

লুসিয়া সিস্টার টেরেসার হাতের ক্যানভাসে মোড়ানো ভারী বোঝাটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আপনার এটা বইতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাকে দিন না। আমি বইব।'

সিস্টার টেরেসা ক্রুশটা আরও শক্ত করে শরীরের সঙ্গে চেপে ধরলেন। 'যিশু এরচেয়েও অনেক ভারী বোঝা বহন করেছেন। আমি তাঁর জন্য এ বোঝা স্বচ্ছন্দে বইতে পারব।'

লুসিয়া'র অনুমান সঠিক। তিনি বাস্তব দুনিয়া থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন। ঘুমাতে পারেন না টেরেসা। সবকিছু কেমন ঝাপসা মনে হচ্ছে। জ্বরজ্বর লাগছে তাঁর। আবার তাঁকে নিয়ে খেলতে শুরু করেছে মন। *অসুস্থ হওয়া চলবে না,* আপন মনে বলেন তিনি। *সিস্টার বেটিনা তাহলে আমাকে বকাবকি করবেন।* কিন্তু সিস্টার বেটিনা তো এখানে নেই। সব কেমন উল্টাপাল্টা ঠেকছে। এ লোকগুলো কারা? *এদেরকে বিশ্বাস করা যাবে না। এরা আমার কাছে কী চায়?*

রুবিও আরজানো খাতির জমানোর চেষ্টা করে সিস্টার টেরেসার সঙ্গে, তাঁকে একটু সহজ করে তুলতে চায়।

'আপনি কদ্দিন ধরে কনভেন্টে আছেন, সিস্টার?'

এ কথা জানতে চায় কেন এ লোক? 'ত্রিশ বছর।'

'ওরে বাবা, অনেক দিন। আপনার বাড়ি কোথায়?'

শব্দটি উচ্চারণ করতেও কষ্ট হল সিস্টারের। 'ইজে।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রুবিওর। 'ইজে? একবার ওখানে গরমের ছুটি কাটাতে গিয়েছিলাম। সুন্দর শহর। খুব ভালো চিনি আমি শহরটা। মনে আছে—'

খুব ভালো চিনি শহরটা। কতটা ভালো চেনে? ও কি রাউলকে চেনে? রাউল কি ওকে পাঠিয়েছে? সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরে শিউরে উঠলেন টেরেসা। এই লোকগুলোকে পাঠানো হয়েছে তাঁকে জোর করে ইজে নিয়ে যাবার জন্য। রাউলের কাছে ওরা তাঁকে নিয়ে যাবে। ওঁকে অপহরণের তালে আছে লোকগুলো। মোনিকের বাচ্চাকে তিনি নিজের কাছে নিয়ে আসেননি বলে ঈশ্বর তাঁকে শাস্তি দিচ্ছেন। টেরেসা এখন নিশ্চিত ভিলাকাসটিন গাঁয়ের চত্বরে যে শিশুটিকে তিনি দেখেছেন ওটি মোনিকের বাচ্চা।

কিন্তু এ হতে পারে না, পারে কি? ও তো ত্রিশ বছর আগের ঘটনা। বিড়বিড় *করেন টেরেসা। ওরা আমাকে মিথ্যা বলছে।*

রুবিও আরজানো লক্ষ করল বৃদ্ধা আপন মনে কী যেন বকছেন।

'কী হল, সিস্টার?'

রুবিওর কাছ থেকে সরে গেলেন সিস্টার টেরেসা। 'না, কিছু হয়নি।'

তিনি ওদের খপ্পরে পড়েছেন। তবে ওঁরা তাঁকে কিছুতেই রাউলের কাছে নিয়ে যেতে পারবে না। তিনি মেনডাভিয়ার কনভেন্টে গিয়েই সোনার ক্রুশটি দিয়ে দেবেন, তাহলে ঈশ্বর তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। *আমাকে চালাকি করতে হবে। ওদেরকে কিছুতেই বুঝতে দেয়া যাবে না যে ওদের ষড়যন্ত্র আমি টের পেয়ে গেছি।*

তিনি রুবিওর দিকে তাকালেন, 'আমি ঠিক আছি।'

ওরা তীব্র উত্তাপে ঝলসে যাওয়া শুষ্ক মালভূমি ধরে হেঁটে চলল। একটা ছোট গাঁয়ে এসে উপস্থিত হল। কালো পোশাক পরা চাষি মেয়েরা একটি ঝর্নার পাশে বসে জামা-কাপড় ধুচ্ছে। ঝর্না ঘিরে রেখেছে চারটে খাম্বাঅলা ছাদ। পানি বেয়ে পড়ছে কাঠের একটি লম্বা বাক্সে ও একটু পরে আবার বেরিয়েও যাচ্ছে। ফলে পানি সবসময় পরিষ্কার থাকছে, নোংরা হওয়ার ভয় নেই। মহিলারা পাথরের স্লাবে কাপড় কেচে ঝর্ণার পানিতে ধুয়ে নিচ্ছে। শান্তিময় দৃশ্যটি দেখে গাঁয়ে ফেলে আসা নিজের খামারবাড়ির কথা মনে পড়ে গেল রুবিও'র। *ইশ্, এরকম শান্তি আবার কবে আসবে আমার জীবনে,* ভাবছে সে।

সন্ধ্যা নাগাদ দলটি ওলমেডো শহরের কাছাকাছি চলে এল।

দাঁড়িয়ে পড়ল রুবিও। 'ওখানে সৈন্যরা থাকতে পারে। চলো পাহাড়ে যাই। ওখান থেকে শহরটাকে ভালো দেখা যাবে।'

রাস্তা এবং মালভূমি ছেড়ে ওলমেডো শহরের পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হল ওরা। পাহাড়চুড়োয় ডুব দিতে যাচ্ছে সূর্য, ঘনিয়ে আসছে আঁধার।

'আর মাত্র কয়েক মাইল রাস্তা হাঁটব আমরা,' আস্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল রুবিও আরজানো, 'তারপর বিশ্রাম নেব।'

একটা উঁচু টিলায় উঠে এল ওরা। হঠাৎ হাত তুলল টমাস সানজুরো। 'দাঁড়াও।' ফিসফিস করল সে।

রুবিও ওর পাশে এসে দাঁড়াল। দুজনে মিলে গেল টিলার কিনারে। উঁকি দিল নিচের উপত্যকায়। ওখানে তাঁবু ফেলেছে সৈন্যরা।

'mireda!' অনুচ্চ গলায় বলল রুবিও। 'কমপক্ষে এক প্লাটুন সৈন্য তো হবেই। আমরা আজ রাতটা এখানেই থাকছি। ওরা বোধহয় সকালে চলে যাবে। আমরাও তখন রওনা হব।' লুসিয়া এবং সিস্টার টেরেসার দিকে ফিরল সে, চেহারার উদ্বেগ লুকাবার চেষ্টা করল না। 'আজ রাতটা আমরা এখানে থাকব, সিস্টারস। তবে কেউ কোনো কথা বলবেন না। নিচে সৈন্য আছে। চাই না ওরা আমাদেরকে দেখে ফেলুক।'

এরচেয়ে ভালো খবর আর কী হতে পারে লুসিয়ার জন্য?

চমৎকার, মনে মনে উল্লসিত সে। রাতের বেলাতেই ক্রুশটা নিয়ে ভেগে পড়ব আমি। সৈন্যদের ডরে ওরা আমার পিছু নেয়ার সাহসও পাবে না।

তবে সিস্টার টেরেসার কাছে খবরটা অন্য অর্থ বহন করল। তাঁর কানে এসেছে

শুনেছেন রুবিও আর টমাস কর্নেল আকোকা নামে এক লোককে নিয়ে আলোচনা করছিল। এই কর্নেল ওদেরকে নাকি খুঁজছে। কর্নেল আকোকাকে ওরা শত্রু বলে সম্বোধন করছিল। তিনি নাকি ওদের সবার মাথাপ্রতি পাঁচ লাখ পেসেতা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

ওরা আমাকে নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলে, ভাবছেন তিনি। *ওদের ধারণা আমি বুঝি ওদের প্ল্যান জানি না। এদের শত্রু কর্নেল আকোকা। আর আমার শত্রু এরা। কাজেই কর্নেল আকোকা আমার বন্ধু। ধন্যবাদ, ঈশ্বর, তুমি আমাকে রক্ষা করার জন্য কর্নেল আকোকাকে পাঠিয়ে দিয়েছ।*

রুবিও নামের লম্বা লোকটা টেরেসাকে বলল, 'পরিস্থিতি বুঝতে পারছেন তো, সিস্টার। আমাদেরকে একদম চুপ করে থাকতে হবে।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

কিন্তু তোমরা তো জানো না তোমাদের মতলবও আমি বুঝতে পেরেছি। তোমাদের কোনো ধারণাই নেই যে ঈশ্বর তোমাদের শয়তানিতে ভরা আত্মার ভেতরটা দেখার সুযোগ আমাকে করে দিয়েছেন।

ওরা দুই নারীর জন্য পাশাপাশি স্লিপিং ব্যাগ পেতে দিল ঘুমানোর জন্য। সিস্টাররা অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল ব্যাগে। মাথার ওপরে তারাজ্বলা ঝকঝকে আকাশ। ওদিকে তাকিয়ে লুসিয়া খুশিমনে ভাবল *আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি স্বাধীন হয়ে যাচ্ছি। ওরা ঘুমিয়ে পড়লেই আমি কেটে পড়ব।*

হাই তুলল সে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে শরীর। লম্বা যাত্রা এবং মানসিক বিপর্যয় একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে ওকে। ঘুমে বুজে আসছে চোখ। *একটু বিশ্রাম নেব,* সিদ্ধান্ত নিল ও।

ঘুমিয়ে পড়ল লুসিয়া।

ওর পাশে শুয়ে থাকা সিস্টার টেরেসা জেগে রইলেন। তিনি মনে মনে বলছেন *এ লোকগুলো আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে। সে সুযোগ ওরা পাবে না।*

ভোর চারটায় নিঃশব্দে উঠে বসলেন সিস্টার টেরেসা। তাকালেন চারপাশে। টমাস সানজুরো কয়েক হাত দূরে শুয়ে আছে। লম্বা রুবিও তাঁর দিকে পেছন ফিরে পাহারা দিচ্ছে।

অত্যন্ত নিঃশব্দে সিধে হলেন টেরেসা। ক্রুশটাকে নিয়ে কী করবেন তা নিয়ে দোটানায় ভুগলেন কয়েক মুহূর্ত।

এটাকে কি সঙ্গে নিয়ে যাব? কিন্তু আমি তো এখানে শীঘ্রি আবার ফিরে আসছি। ফিরে না আসা পর্যন্ত নিরাপদ কোনো জায়গায় এটা রেখে দেয়া উচিত।

তিনি ঘুমন্ত সিস্টার লুসিয়ার দিকে তাকারেন।

ওর কাছে ক্রুশটা নিরাপদে থাকবে, ভাবলেন তিনি।

নীরবে লুসিয়ার কাছে এগিয়ে গেলেন টেরেসা, আলগোছে ক্রুশটা ঢুকিয়ে দিলেন স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে। নড়াচড়া করল না লুসিয়া। ঘুরলেন টেরেসা, পা বাড়ালেন জঙ্গলে। রুবিও'র নজর এড়িয়ে সাবধানে নামতে শুরু করলেন পাহাড় বেয়ে। চলেছেন সৈন্যদের ক্যাম্প-অভিমুখে। শিশির মেখে ভিজে এবং পিচ্ছিল খাড়া পাহাড়। তবে ঈশ্বর যেন সিস্টার টেরেসার কাঁধে একজোড়া ডানা লাগিয়ে দিয়েছেন, তিনি সবেগে নেমে এলেন ঢাল বেয়ে, একবারও হোঁচট খেলেন না বা পিছলে গেল না পা। দ্রুত এগোলেন তাঁবুর দিকে।

সামনে, অন্ধকারে এক ছায়ামূর্তি হঠাৎ হুংকার ছাড়ল।

'কে যায়?'

'সিস্টার টেরেসা।'

সেন্ট্রির দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। লোকটার গায়ে আর্মি ইউনিফর্ম, হাতের রাইফেল সিস্টারের দিকে তাক করে ধরা।

'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?' ঘাউ করে উঠল সৈনিক।

জ্বলজ্বলে চোখে সৈনিকের দিকে তাকালেন টেরেসা। 'ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন।'

সেন্ট্রি চোখ বড়বড় করে সিস্টারকে দেখল। 'তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন, এখন?'

'হ্যাঁ। কর্নেল আকোকার সঙ্গে দেখা করার জন্য পাঠিয়েছেন।'

মাথা নাড়াল সেন্ট্রি। 'ঈশ্বরকে গিয়ে বলুন দেখা হবে না। Adios, Senora'।

'তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না। আমি সিস্টারসিয়ান মঠের সিস্টার টেরেসা। আমাকে জেমি মাইরো এবং তার লোকেরা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।' টেরেসা লক্ষ করলেন সৈনিকের মুখে বিমূঢ় একটা ভাব ফুটেছে।

'আপনি—আপনি কনভেন্ট থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আভিলার সেই কনভেন্ট?'

'বললাম তো হ্যাঁ,' টেরেসার কণ্ঠে অধৈর্য। এ লোকটার কী হয়েছে? সে কি বুঝতে পারছে না তাঁকে ওই শয়তান লোকগুলোর কবল থেকে রক্ষা করা কতটা জরুরি?

সৈনিক সতর্কতার সঙ্গে বলল, 'কর্নেল এ মুহূর্তে এখানে নেই, সিস্টার—'

অপ্রত্যাশিত একটা ঘুসি খেলেন টেরেসা।

'—তবে কর্নেল সস্তেলো আছেন। আমি তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।'

'উনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?'

'নিশ্চয় পারবেন। আমার সঙ্গে আসুন, প্লিজ।'

নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস হচ্ছে না সেন্ট্রির। কর্নেল ফাল সস্তেলো প্রচুর সৈনিক পাঠিয়েছেন এ এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজে চার নানের সন্ধান পাবার জন্য। বহু খোঁজাখুঁজি করেও নানদের খোঁজ মেলেনি। এখন দেখছি না-চাইতেই এক কাঁদি। পলাতক নানদের একজন নিজেই এসে হাজির। কর্নেল যে কী খুশি হবেন! খুশিতে

বগল বাজাবেন, নাচবেন ধেই ধেই করে।

কর্নেল ফাল সস্তেলোর তাঁবুতে ঢুকল ওরা। কর্নেল তাঁর সেকেন্ড-ইন-কমান্ডকে নিয়ে একটি মানচিত্রের ওপর ঝুঁকে দেখছিলেন। সেন্ট্রির সঙ্গে এক মহিলাকে দেখে চোখ তুলে তাকালেন।

'মাফ করবেন, কর্নেল। ইনি সিস্টার টেরেসা, সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট থেকে এসেছেন।'

হাঁ করে টেরেসার দিকে তাকিয়ে রইলেন কর্নেল। গত তিনদিন ধরে সমস্ত শক্তি ব্যয় করে পাগলের মতো তিনি খুঁজে চলেছেন জেমি মাইরো এবং চার সন্ন্যাসিনীকে আর এ মুহূর্তে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাঁদের একজন! নাহ্, ঈশ্বর বলে সত্যি কেউ আছেন।

'বসুন, সিস্টার।'

বসার সময় নেই, ভাবলেন টেরেসা। এ লোককে বুঝিয়ে বলতে হবে কত জরুরি খবর তিনি নিয়ে এসেছেন। 'আমাদেরকে জলদি করতে হবে। ওরা আমাকে ইজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।'

বিস্মিত কর্নেল। 'কে আপনাকে ইজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে?'

'জেমি মাইরোর লোকজন।'

চেয়ার ছাড়লেন কর্নেল। 'সিস্টার—আপনি কি জানেন এরা কারা?'

বিরক্তির সুরে সিস্টার টেরেসা জবাব দিলেন, 'অবশ্যই জানি।' ঘুরলেন তিনি। হাত উঁচিয়ে দেখালেন, 'ওরা আপনাদের কাছ থেকে ওই পাহাড়ে লুকিয়ে রয়েছে।'

আঠেরো

ইলেন স্কটের সঙ্গে কথা বলার পরের দিন আভিলা এসে হাজির হল অ্যালান টাকার। লম্বা যাত্রা, ক্লান্তিতে নুয়ে যাবার কথা ছিল টাকারের। কিন্তু সে উল্লাস বোধ করছে। ইলেন স্কট বাতিকগ্রস্ত নারী নন। *এসবের মধ্যে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে,* ভাবছে টাকার। *ঠিকমতো খেলতে পারলে মোটা দাঁও মারতে পারব বলেই আমার বিশ্বাস।*

কুয়াট্রো পোস্তেস হোটেলে উঠল সে। ক্লার্কের কাছে জানতে চাইল, 'কাছেপিঠে কোনো খবরের কাগজের অফিস আছে?'

'রাস্তায় একটা পাবেন, সিনর। বামে, দুই ব্লক পরে।'

'ধন্যবাদ।'

মেইন স্ট্রিট ধরে হাঁটা দিল টাকার। সিয়েস্তা ভেঙে জেগে উঠেছে বিকেলের শহর। টাকার রহস্যময় মেয়েটিকে নিয়ে ভাবছিল। নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার হবে। ইলেন স্কটের কণ্ঠ যেন ভেসে এল কানে।

'ও যদি বেঁচে থাকে, ওকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আর এ বিষয়টি নিয়ে কারও সঙ্গে কোনো কথা বলবে না।

'না, ম্যাম। কিন্তু মেয়েটিকে কী বলব?'

'বলবে ওর বাবার এক বন্ধু ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছে। ও চলে আসবে।'

সংবাদপত্র অফিসে চলে এল টাকার। ডেস্কে জনা ছয় লোক কাজ করছে। এদের একজনের সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'Perdon. আমি একটু ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

লোকটা হাত তুলে একটি অপিস দেখাল। 'ওদিকে যান, সিনর।'

'Gracias.

টাকার খোলা দরজার সামনে হেঁটে গেল। উঁকি দিল। ৩৪/৩৫ বছরের এক লোক টেবিলে বসে লেখায় ব্যস্ত।

'এক্সকিউজ মি,' বলল টাকার। 'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

মুখ তুলে চাইল লোকটা। 'কী জানতে চান?'

'আমি এক সিনোরিটাকে খুঁজছি।'

হাসল ব্যবস্থাপনা সম্পাদক। 'আমরা কি সবাই তাই খুঁজছি না, সিনর?'

'শিশুকালে তাকে এখানকার একটি খামারবাড়িতে রেখে যাওয়া হয়।'

মুছে গেল হাসি। 'ওহ্। ওকে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে?'

'জি।'

'আর আপনি তাকে খুঁজছেন?'

'জি।'

'কতদিন আগের ঘটনা এটা, সিনর?'

'আটাশ।'

লোকটা কাঁধ ঝাঁকাল। 'তখন আমিও শিশু।'

'এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন এমন কাউকে চেনেন আপনি?'

চেয়ারে হেলান দিল সম্পাদক, ভাবছে। 'তেমন একজনকে অবশ্য চিনি। আপনি ফাদার বেরেন্ডোর কাছে যেতে পারেন।'

ফাদার বেরেন্ডো তাঁর স্টাডিতে বসে আছেন, সরু পা-দুটো একটি কম্বল দিয়ে মোড়ানো। আগন্তুকের কথা শুনছেন তিনি।

অ্যালান টাকার তার গল্প শেষ করার পরে ফাদার বেরেন্ডো বললেন, 'আপনি এ গল্পটা আমাকে কেন শোনালেন, সিনর? এ তো বহু আগের ঘটনা। এ ব্যাপারে আপনার এত আগ্রহ কেন?'

ইতস্তত করছে টাকার, সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করল শব্দ, 'এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার অধিকার আমার নেই। আমি শুধু এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি ওই মেয়েটির কোনো ক্ষতি হবে না। আপনি যদি শুধু বলতেন খামারবাড়িটি কোথায় এবং কোথায় মেয়েটিকে রেখে আসা হয়েছিল—?'

খামারবাড়ি। ছোট মেয়েটিকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরে মোরাস-দম্পতি ফাদারের কাছে গিয়েছিল। সে স্মৃতি মনে পড়ে গেল বেরেন্ডোর।

বাচ্চাটা বোধহয় মারা যাবে, ফাদার। আমরা এখন কী করব?

ফাদার বেরেন্ডো তাঁর বন্ধু, পুলিশপ্রধান ডন মোরাগোর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

'আমার ধারণা আভিলায় বেড়াতে আসা কোনো ট্যুরিস্ট বাচ্চাটাকে ফেলে রেখে গেছে। তুমি কি একবার হোটেল এবং সরাইখানাগুলো চেক করে দেখবে যে বাচ্চা নিয়ে কোনো ট্যুরিস্ট ওসব জায়গায় উঠেছিল কিনা এবং যাবার সময় তার সঙ্গে সেই বাচ্চাটি ছিল কিনা?'

পুলিশ আভিলার সমস্ত হোটেল অভিযান চালিয়েছে, রেজিস্ট্রেশন কার্ড পরীক্ষা করেছে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

'বাচ্চাটা যেন আকাশ থেকে টুপ করে খসে পড়েছে,' বলেছিলেন ডন মোরাগো।

ফাদার বেরেন্ডো বাচ্চাটিকে নিয়ে এতিমখানায় গেলে মার্সিডিস অ্যাঞ্জেলেস জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ওর নাম কী?'

'ওর নাম জানি না।'

'ব্ল্যাংকেট কিংবা অন্য কোথাও ওর নাম লেখা ছিল না?'

'না।'

মার্সিডিস অ্যাঞ্জেলেস প্রিস্টের বুকে জড়িয়ে থাকা শিশুটির দিকে তাকালেন। 'তাহলে তো ওর একটা নাম দিতে হয়, তাই না?'

তিনি সম্প্রতি একটি রোমান্টিক উপন্যাস পড়া শেষ করেছেন, ওই গল্পের নায়িকার নাম মনে পড়ে গেল।

'মেগান,' বললেন তিনি। 'ওর নাম আজ থেকে মেগান।'

চোদ্দ বছর পরে মেগানকে নিয়ে অ্যাবি সিস্টার সিয়ানে গিয়েছিলেন ফাদার। আর এতদিন পরে এ লোক মেগানের খোঁজ করছে।

'বসুন, সিনর,' বললেন ফাদার বেরেন্ডো। 'আপনাকে একটি গল্প শোনাই।'

তিনি গল্পটি শোনালেন।

প্রিস্টের গল্প শেষ হয়েছে, ওদিকে অ্যালান টাকারের মস্তিষ্ক চালু হয়ে গেছে পূর্ণগতিতে। আটাশ বছর আগে স্পেনে একটি শিশুকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে আসা হয়েছে, আর এ শিশুটি এখন যুবতী, নাম মেগান। তার ব্যাপারে ইলেন স্কট যখন আগ্রহ দেখাচ্ছেন, নিশ্চয় এর পেছনে বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে।

অ্যালানের মনে পড়ে গেল বায়রন স্কট, তার স্ত্রী এবং শিশুকন্যা বহুবছর আগে স্পেনের কোথাও বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিল। এর সঙ্গে মেগানের কোনো যোগাযোগ নেই তো? উত্তেজনাবোধ করল অ্যালান টাকার।

'ফাদার— আমি একটু কনভেন্টে যেতে চাই মেয়েটিকে দেখতে। খুব জরুরি।'

মাথা নাড়লেন প্রিস্ট। 'আপনি দেরি করে ফেলেছেন। দিনদুই আগে সরকারের লোকজন কনভেন্টে হামলা চালিয়েছে।'

চোখ গোল গোল হয়ে গেল অ্যালানের। 'হামলা চালিয়েছে? নানদের কী হল?'

'তাদেরকে গ্রেফতার করে মাদ্রিদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

তড়াক করে খাড়া হল অ্যালান। 'ধন্যবাদ, ফাদার।' প্রথম প্লেনটি ধরতে হবে ওকে মাদ্রিদ যাবার জন্য।

ফাদার বেরেন্ডো বলে চললেন 'চারজন নান পালিয়ে যায়। সিস্টার মেগান তাদের একজন।'

ব্যাপারটা দেখছি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। 'মেয়েটি এখন কোথায়?'

'কেউ জানে না। পুলিশ এবং আর্মি তাকেসহ অন্য সিস্টারদেরকে খুঁজছে।'

'ও আচ্ছা,' অ্যালান টাকার ফোন করবে ইলেন স্কটকে। জানাবে একটা কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে সে। আর সামনে এগুবার উপায় নেই। কিন্তু ওর গোয়েন্দা মন বলছে এর মধ্যে রয়েছে কোনো রহস্য এবং সেজন্য আরও তদন্তের প্রয়োজন।

সে ফোন করল ইলেন স্কটকে।

'একটা সমস্যা হয়েছে, মিসেস স্কট,' প্রিস্টের গল্পটা শুনিয়ে দিল টাকার।

ও প্রান্তে দীর্ঘ বিরতি। 'কেউ জানে না ও কোথায়?'

'মেয়েটিসহ অন্যান্য সন্ন্যাসিনীরা দৌড়ের ওপর আছে, তবে বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে না। পুলিশ এবং দেশের অর্ধেক সেনাবাহিনী তাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। খোঁজ পেলেই আমি সেখানে হাজির হয়ে যাব।'

আবার নীরবতা। 'বিষয়টি আমার জন্য খুব জরুরি, টাকার।'

'তা বুঝতে পারছি, মিসেস স্কট।'

খবরের কাগজের অফিসে ফিরে এল অ্যালান টাকার। ওর ভাগ্য ভালো অফিস এখনও খোলা।

সম্পাদককে বলল, 'আপনাদের ফাইলে একটু চোখ বুলাতে চাই।'

'আপনি কি বিশেষ কিছু খুঁজছেন?'

'জি। এদিকে একটা প্লেন ক্রাশ হয়েছিল।'

'কত বছর আগে, সিনর?'

'আটাশ বছর আগে। উনিশশো আটচল্লিশ সালে।'

যা খুঁজছে তার সন্ধান পেতে অ্যালান টাকারের মাত্র পনেরো মিনিট সময় লাগল। হেডলাইন লাফিয়ে উঠে এল তার চোখের সামনে।

প্লেন দুর্ঘটনায় নির্বাহী পরিবার নিহত

১ অক্টোবর, ১৯৪৮। এক প্লেন দুর্ঘটনায় স্কট ইন্ডাস্ট্রিজের প্রেসিডেন্ট বায়রন স্কট, তাঁর স্ত্রী সুসান এবং তাঁদের একবছর বয়সী কন্যা প্যাট্রিসিয়া আগুনে পুড়ে মারা গেছেন...

আমার ভাগ্যে এবারে শিকে ছিঁড়বে। অ্যালান টাকার টের পেল তার রক্ত চলাচল বেড়ে গেছে। *আমি যা ভাবছি যদি সেভাবেই হয়ে থাকে ঘটনা, আমি শীঘ্রি ধনী যাচ্ছি...বিরাট ধনী।*

উনিশ

বিছানায় ন্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে ও, কুঁচকিতে ধাক্কা মারছে বেনিটো পাতাসের শক্ত লিঙ্গ। ওর খুব সুখানুভূতি জাগছে শরীরে। বেনিটোর কাছে সরে এল সে, নিতম্ব দিয়ে ধাক্কা মারল, উত্তপ্ত হয়ে উঠছে গা। বেনিটোকে উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। কোথাও কিছু একটা ভজকট হয়েছে। *আমি তো পাতাসকে খুন করেছি,* ভাবছে ও। *পাতাস তো মরে গেছে।*

চোখ মেলে চাইল লুসিয়া। উঠে বসল। গা কাঁপছে। চকচকে চোখে তাকাল চারপাশে। বেনিটো নেই এখানে। আর ও আছে জঙ্গলে, স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে। কী যেন একটা খোঁচা মারছে উরুতে। লুসিয়া স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল হাত, ক্যানভাসে মোড়ানো সোনার ক্রুশটা বের করে আনল। চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে রইল ওদিকে। যা দেখছে বিশ্বাস হচ্ছে না। *ঈশ্বর এইমাত্র আমার জন্য একটা মিরাকল ঘটালেন!*

ক্রুশটা তার কাছে কী করে এল বুঝতে পারছে না লুসিয়া। তবে ও যে জিনিসটা অবশেষে হাতে পেয়েছে সেটাই বড় কথা। এখন অন্যদের কাছ থেকে কেটে পড়তে পারলেই হল।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল লুসিয়া, সিস্টার টেরেসা যেখানে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, তাকাল ওদিকে। তিনি নেই। অন্ধকারে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল লুসিয়া। টমাস সানজুরোকে আবছা দেখতে পেল। জঙ্গলের ফাঁকা জায়গাটায় বসে আছে ওর দিকে পেছন ফিরে। রুবিওকে কাছে-পিঠে দেখা যাচ্ছে না। *তাতে কিছু যায় আসে না,* চিন্তা করল ও। *আমি এখন ভাগছি।*

মাথা নিচু করে, শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বনের কিনারায় পা বাড়াল লুসিয়া সানজুরোকে এড়িয়ে।

আর সে-মুহূর্তে নরক ভেঙে পড়ল ওখানে।

কর্নেল ফাল সস্তেলোকে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং হুকুম দিয়েছেন জেমি মাইরো এবং সন্ন্যাসিনীকে পাকড়াও করার ব্যাপারে কর্নেল র‍্যামন আকোকার সঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে। কিন্তু একজন নান নিজেই সস্তেলোর কাছে এসে ধরা দিয়ে কর্নেলের ভাগ্যটা খুলে দিয়েছে। সস্তোলো নিজেই যখন সন্ত্রাসবাদীদেরকে পাকড়াও করতে পারছেন তাহলে কর্নেল আকোকাকে তিনি এর ক্রেডিট দিতে যাবেন কোন্ দুঃখে?

সাফল্যের দাবিদার পুরোটুকুই তিনি হবেন। জাহান্নামে যাক কর্নেল আকোকা।

এ বিজয় হবে একান্ত আমার। opus mundo হয়তো আকোকার বদলে এরপর থেকে আমাকেই কাজে লাগাবে। নাহ্, দানবটাকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার।

কর্নেল তাঁর লোকদেরকে বিশেষ নির্দেশ দিলেন।

'কাউকে বন্দি করার প্রয়োজন নেই। তোমরা টেররিস্টদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছ। ওদেরকে দেখামাত্র গুলি করে মেরে ফেলবে।'

ইতস্তত করল মেজর পন্টি। 'কর্নেল, মাইরোর লোকজনের সাথে সন্ন্যাসিনীরাও রয়েছেন। আমাদের কি উচিত হবে না—?'

'সন্ন্যাসিনীদের পেছনে টেররিস্টদের লুকিয়ে থাকতে দিতে চাও? না, আমরা কোনো ঝুঁকিতে যাব না।'

ঘেরাও'র জন্য বারোজন লোক সঙ্গে নিলেন কর্নেল। সবাই ভারী ভারী অস্ত্রে সজ্জিত। তারা অন্ধকারে, নিঃশব্দে পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। চাঁদ আড়াল নিয়েছে মেঘের পেছনে। প্রায় কিছুই ঠাহর হচ্ছে না চোখে। *গুড। ওরা আমাদেরকে দেখতে পাবে না।*

নিজের লোকজন পজিশন নেয়ার পরে স্রেফ লোকদেখানো আইন অনুসরণ করে কর্নেল সন্তেলো চেঁচালেন, 'সবাই অস্ত্র ফেলে দাও। তোমাদেরকে আমরা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছি।' বিরতি না দিয়ে একই সঙ্গে হুকুম করলেন, 'ফায়ার! গুলি ছুড়তে থাকো!'

এক ডজন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে উত্তপ্ত মৃত্যুবাণ বেরুতে শুরু করল জঙ্গলের ফাঁকা জায়গাটা লক্ষ করে।

টমাস সানজুরো লড়াই করার সুযোগই পেল না। মেশিনগানের অজস্র বুলেট ঝাঁঝরা করে দিল তার বুক। মাটিতে ছিটকে পড়ার আগেই সে মারা গেল। গুলি শুরু হওয়ার সময় ফাঁকা জায়গাটার দূরপ্রান্তে ছিল রুবিও আরজানো। সে সানজুরোকে পড়ে যেতে দেখল, চরকির মতো ঘুরল, অস্ত্র তুলে গুলি করতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে অন্ধের মতো গুলি ছুড়ছে সৈনিকের দল। রুবিও যদি এখন গুলি করে, ওর অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যাবে শত্রুপক্ষের কাছে।

বিস্মিত হয়ে দেখল লুসিয়া তার কাছ থেকে দু'হাত দূরে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে।

'সিস্টার টেরেসা কোথায়?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

'উনি—উনি চলে গেছেন।'

'মাথা তুলবে না। 'খবরদার।' লুসিয়াকে সাবধান করে দিল রুবিও।

লুসিয়ার হাত ধরল সে, কুঁজো হয়ে এঁকেবেঁকে ছুটল জঙ্গলে, ক্রমে সরে যাচ্ছে দুশমনের ফায়ার রেঞ্জের বাইরে। বিন্‌ন্ করে দু-একটা গুলি ছুটে যাচ্ছে ওদের পাশ দিয়ে, গেঁথে যাচ্ছে গাছের নরম শরীরে। তবে ভাগ্য ভালো ওর অক্ষত অবস্থাতেই ঢুকে পড়ল অরণ্যে। ছোটায় একটুও বিরতি দিল না।

কিছুক্ষণ পরে শত্রুপক্ষের চিৎকার-চেঁচামেচি আর শোনা গেল না। অনেক দূরে চলে এসে এসেছে ওরা। তাছাড়া জঙ্গলে, কালিগোলা আঁধারে ওদেরকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

রুবিও দাঁড়িয়ে পড়ল। লুসিয়াকে একটু দম নেয়ার সুযোগ করে দিল।

'ওদের নাগালের বাইরে চলে এসেছি আমরা,' বলল রুবিও। 'তবে থেমে গেলে চলবে না।'

লুসিয়া হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে।

'আরেকটু বিশ্রাম নেবে—?'

'না,' বলল লুসিয়া। ক্লান্তিতে ওর শরীর ভেঙে আসছে। তবে সেনাবাহিনীর হাতে ধরা খেতে চায় না। অন্তত এ মুহূর্তে তো নয়ই, যখন সঙ্গে আছে বহুল প্রত্যাশার সোনার ক্রুশ।

'আমি ঠিক আছি। চলুন।'

মাথায় বাড়ি কর্নেল ফাল সস্তেলোর। একজন টেররিস্ট মারা গেছে তবে ঈশ্বর জানেন আর কতজন পালিয়েছে। তিনি জেমি মাইরোকে পাকড়াও করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যা ঘটেছে সমস্ত রিপোর্ট দিতে হবে কর্নেল র‍্যামন আকোকাকে। তবে রিপোর্ট করতে ভয় লাগছে তাঁর।

ইলেন স্কটের কাছে অ্যালান টাকারের দ্বিতীয় যে ফোনটি এল তা প্রথমটির চেয়েও অস্বস্তিকর।

'কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য পেয়ে গেছি, মিসেস স্কট,' বলল সে সাবধানে।

'কী?'

'মেয়েটির ওপর কিছু তথ্য পাবার আশায় আমি এখানে বসে পুরনো খবরের কাগজের ফাইল ওল্টাচ্ছিলাম।'

'তো!' নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ইলেন স্কটের, অনুমান করতে পারছেন এরপরে কী আসছে।

ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে টাকার বলল, 'পড়ে মনে হল আপনাদের প্লেন ক্রাশের সময় মেয়েটিকে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া হয়।'

ওপ্রান্তে কোনো সাড়া নেই।

বলে চলল সে 'ওই বিমান দুর্ঘটনায় আপনার ভাসুর, জা এবং তাদের মেয়ে প্যাট্রিসিয়া মারা যায়।'

ব্ল্যাক মেইল। ও তাহলে ঘটনাটা জেনে ফেলেছে।

'দ্যাটস রাইট,' ইলেন স্কটও বললেন ক্যাজুয়াল স্বরে। 'কথাটা আগেই বলা উচিত ছিল আমার। তুমি ফিরে আসার পরে সব ব্যাখ্যা করছি। মেয়েটার আর কোনো খবর

পেলে?'

'না। তবে বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে না। গোটা দেশ তাকে খুঁজছে।'

'ওর খোঁজ পাওয়া মাত্র আমাকে জানাবে।'

কেটে গেল লাইন।

হাতে ধরা নিঃসাড় ফোনের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যালান টাকার। *মহিলা খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ,* ভাবছে ও। *তাঁর একজন পার্টনার উদয় হলে ব্যাপারটা কীভাবে গ্রহণ করবেন তিনি?*

লোকটাকে ওখানে পাঠিয়ে ভুল করেছি, ভাবছেন ইলেন স্কট। *এখন ওকে থামাতে হবে।* কিন্তু মেয়েটার কী করবেন তিনি? ও নান হয়েছে। নাহ্, মেয়েটার সঙ্গে দেখা না-হওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না তিনি।

সেক্রেটারি ইন্টারকমে বলে উঠল, 'ওরা আপনার জন্য বোর্ডরুমে অপেক্ষা করছেন, মিসেস স্কট।'

'আসছি আমি।'

লুসিয়া এবং রুবিও আরজানো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে, হোঁচট খেতে খেতে ছুটছে। গায়ে মুখে বাড়ি মারছে গাছের ডাল, কাঁটা, কামড় বসাচ্ছে পোকামাকড়। তবে প্রতি পদক্ষেপে ওরা হামলাকারীদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

অবশেষে রুবিও আরজানো বলল, 'এখানে একটু দাঁড়াই। ওরা আর আমাদের খোঁজ পাবে না।'

ঘন জঙ্গলের মাঝখানে, উঁচু পাহাড়ে চলে এসেছে ওরা।

লুসিয়া বসে পড়ল মাটিতে, হাঁপাচ্ছে বেদম। কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া দৃশ্যটি ভাসছে চোখের সামনে। টমাসকে ওরা বিন্দুমাত্র সতর্ক হবার সুযোগ না দিয়ে মেরে ফেলেছে গুলি করে। *হারামজাদারা আমাদের সবাইকে খুন করতে চেয়েছে,* মনে মনে বলল লুসিয়া। ও স্রেফ বেঁচে গেছে পাশে বসা মানুষটার কারণে।

রুবিও উঠে দাঁড়াল, চারপাশটা একবার দেখে এল।

'আমরা বাকি রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিতে পারব, সিস্টার।'

'আচ্ছা,' লুসিয়া চলে যাবার জন্য অস্থির, তবে শরীরে একফোঁটা শক্তি নেই যে দু'কদম হাঁটবে।

ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন রুবিও বলল, 'আমরা আবার ভোরে রওনা হব।'

লুসিয়ার পেট চোঁ চোঁ করছে খিদেয়। রুবিও বলল, 'তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। দেখি কিছু খাবার জোগাড় করতে পারি কিনা। একা থাকতে ভয় করবে না তো?'

'না, ভয় করবে না।'

বিশালদেহী মানুষটা গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা লুসিয়ার। ও এ মুহূর্তে পালিয়ে যেতে পারে। পালিয়ে কাছের কোনো শহরে যাবে। সেখানে সোনার ক্রুশটা বিক্রি করে যে পরিমাণ টাকা পাবে তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে একটা পাসপোর্ট জোগাড় করে সুইজারল্যান্ডে পাড়ি জমাতে পারবে লুসিয়া। অথবা এ লোকটার সঙ্গে সেঁটে থাকতে পারে ও, সৈন্যদের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাওয়ার পরে পালাবে সে। দ্বিতীয় বুদ্ধিটা পছন্দ হল লুসিয়ার।

জঙ্গলে কিসের যেন শব্দ হল। পাঁই করে ঘুরল লুসিয়া। রুবিও আরজানো। হাসতে হাসতে এগিয়ে এল লুসিয়ার কাছে। হাতে ধরা বেরেট বোঝাই টমেটো, আঙুর আর আপেল।

লুসিয়ার পাশে বসল সে। 'নাও খাও। আগুনের ব্যবস্থা করা গেলে সাপারটা জমত বেশ। কিন্তু যখন নেই কী আর করা!'

লুসিয়া বেরেটের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'আগুনের দরকার নেই। মনে হচ্ছে খাবারগুলো স্বর্গ থেকে স্বয়ং পাঠিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর। খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।'

খাওয়া শেষ করল ওরা। বসে আছে একটি গাছের নিচে। কথা বলছে রুবিও আনজারো তবে তার দিকে মনোযোগ নেই লুসিয়ার। ডুবে আছে নিজের চিন্তায়।

'তুমি দশ বছর কনভেন্টে ছিলে তাই না, সিস্টার?'

ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে যেতে চমকে তাকাল লুসিয়া। 'কী?'

'তুমি দশ বছর কনভেন্টে ছিলে?'

'আ—হ্যাঁ।'

মাথা নাড়ল রুবিও। 'তাহলে তো সেসময়ে কী ঘটেছে সে-ব্যাপারে তোমার কোনো ধারণাই নেই।'

'আ—নেই।'

'গত দশ বছরে দুনিয়া অনেক বদলে গেছে, সিস্টার।'

'তাই নাকি?'

'সি' (হ্যাঁ)। বলল রুবিও। 'মারা গেছেন ফ্রাংকো।'

'না!'

'হ্যাঁ। গত বছর মারা গেছেন তিনি। আর তোমার বিশ্বাস না-ও হতে পারে, একজন মানুষ কিন্তু চাঁদে গেছে।'

'তাই নাকি?' *আসলে গেছে দুজন,* মনে মনে বলল লুসিয়া। *কী যেন* নাম তাঁদের? নীল আর্মস্ট্রং তবে অপরজনের নামটা মনে পড়ছে না।

'হ্যাঁ, ওরা উত্তর আমেরিকান। ইদানীং একটি যাত্রীবাহী বিমান তৈরি করেছে ওরা। শব্দের আগে ছোটে!'

'অবিশ্বাস্য!' *উহ্, কবে যে কনকর্ডে ভ্রমণ করতে পারব আমি,* ভাবে লুসিয়া।

রুবিও শিশুর মতো সরল। সে মহাউৎসাহে লুসিয়াকে বর্তমান দুনিয়ার হালহকিকতের খবর দিতে লাগল।

'পর্তুগালে একটা বিপ্লব হয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন মস্ত একটা স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।'

রুবিও সত্যি মজার লোক, ভাবছে লুসিয়া।

স্পেনের বিখ্যাত সিগারেট ডুকাডোসের একটা প্যাকেট বের করল রুবিও। 'আমি সিগারেট খেলে তোমার সমস্যা নেই তো, সিস্টার?'

'না,' বলল লুসিয়া। 'আপনি খান।'

রুবিও সিগারেট ধরাল। ধোঁয়ার গন্ধ নাকে যেতেই ধূমপানের জন্য বুকটা খা খা করে উঠল লুসিয়ার।

'আমি কি একটি সিগারেট খেতে পারি?'

অবিশ্বাসের চোখে লুসিয়ার দিকে তাকাল রুবিও। 'তুমি সিগারেট খাবে?'

'স্রেফ স্বাদটা কেমন দেখতাম,' দ্রুত বলল লুসিয়া।

'আচ্ছা, নাও।'

প্যাকেটটি লুসিয়ার দিকে এগিয়ে দিল রুবিও। একটা সিগারেট নিল লুসিয়া। দুঠোঁটের মাঝখানে গুঁজল। সিগারেটের ডগায় আগুন ধরিয়ে দিল রুবিও। জোরে টান দিল লুসিয়ার ফুসফুস ভরিয়ে নিল ধোঁয়ায়। আহ্, কী তৃপ্তি!

রুবিও অবাক চোখে লক্ষ করছে ওকে।

কেশে উঠল লুসিয়া। 'সিগারেটের স্বাদ তাহলে এরকম?'

'ভালো লেগেছে?'

'তেমন ভালো লাগেনি, তবে—'

আবার তৃপ্তি নিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া টানল লুসিয়া। গড, কদ্দিন ও সিগারেট খায় না! তবে রুবিওর মনে কোনোরকম সন্দেহ জাগিয়ে তোলা যাবে না। ও নিভিয়ে ফেলল সিগারেট। ও অল্প কিছুদিন ছিল কনভেন্টে। তবে রুবিও ঠিকই বলেছে। বাইরের দুনিয়াটাকে এ ক'দিনের ব্যবধানে অচেনাই লাগছে। মেগান আর গ্রাসিয়েলার কথা মনে পড়ল। ওরা কী করছে? আর সিস্টার টেরেসারই বা কী হল? উনি কি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েছেন?

লুসিয়ার চোখ জ্বালা জ্বালা করছে। বলল, 'আমি এখন একটু ঘুমাব।'

'নিশ্চিন্তে ঘুমাও, সিস্টার। আমি তোমার পাহারায় থাকব।'

'ধন্যবাদ,' বলে হাসল লুসিয়া। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

রুবিও লুসিয়ার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল *এরকম মেয়ে আমি জীবনেও দেখিনি।* এমন ধার্মিক মেয়ে, নিজের জীবনটা উৎসর্গ করে দিয়েছে ঈশ্বরের পায়ে। আর মেয়েটির সাহসেরও অভাব নেই। *তুমি একদম সবার থেকে আলাদা,* ঘুমন্ত লুসিয়ার উদ্দেশে মনে মনে বলল রুবিও।

কুড়ি

দশম সিগারেটটি ধরালেন কর্নেল ফাল সন্তেলো। *এ ব্যাপারটা আমি বেশিদিন লুকিয়ে রাখতে পারব না,* ভাবছেন তিনি। *খারাপ খবর যত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে দেয়া যায় ততই মঙ্গল।*

নিজেকে শান্ত করতে ঘন ঘন কয়েকবার সিগারেটে টান দিলেন তিনি। তারপর একটি নাম্বারে ফোন করলেন। 'কর্নেল, আমরা গতরাতে একটি টেররিস্ট ক্যাম্প ঘেরাও করি। শুনেছিলাম ওখানে জেমি মাইরো আস্তানা গেড়েছে। ভাবলাম ঘটনাটি আপনাকে জানানো দরকার।'

ওইপ্রান্তে গা-হিম-করা নীরবতা।

'ওকে ধরতে পেরেছেন?'

'না।'

'আপনি আমার সঙ্গে কথা না বলেই এ অপারেশনে গেলেন?'

'আসলে সময় ছিল না—'

'তবে মাইরোকে পালিয়ে যেতে দেয়ার সময় ছিল?' রাগে বিস্ফোরিত হলেন আকোকা। 'আপনি কোন্ আক্কেলে এ অসাধারণ অপারেশন করতে গেলেন?'

ঢোক গিললেন সন্তেলো। 'কনভেন্ট থেকে পালিয়ে আসা এক নানকে আমরা কব্জা করেছি। তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে অপারেশনটা চালাই। মাইরোর এক লোককে আমরা হত্যা করেছি।'

'আর বাকিরা পালিয়ে গেছে?'

'জি, কর্নেল।'

'সেই নান এখন কোথায়? নাকি তাকেও পালিয়ে যেতে দিয়েছেন?' ছুরির ফলার মতো ধারাল আকোকার কণ্ঠ।

'না, কর্নেল,' দ্রুত বললেন সন্তেলো। 'সে এখানে, ক্যাম্পেই আছে। তাকে আমরা জেরা করছি—'

'করতে হবে না। আমি নিজে তাকে জেরা করব। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি।' ঠাস করে ফোন নামিয়ে রাখলেন কর্নেল র‍্যামন আকোকা।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে সন্তেলোর ক্যাম্পে এসে হাজির হয়ে গেলেন কর্নেল আকোকা।

তাঁর সঙ্গে GOE-র জনা বারো লোক।

'নানকে আমার কাছে নিয়ে এসো,' হুকুম দিলেন আকোকা।

সিস্টার টেরেসাকে হেডকোয়ার্টার্স টেন্টে, কর্নেল আকোকার কাছে নিয়ে আসা হল। কর্নেল তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সিস্টারকে তাঁবুতে ঢুকতে দেখে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, মৃদু হাসলেন টেরেসার দিকে তাকিয়ে।

'আমি কর্নেল আকোকা।'

অবশেষে! 'আমি জানতাম আপনি আসবেন। ঈশ্বর বলেছেন আমায়।'

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকালেন আকোকা। 'বলেছেন নাকি? বেশ। প্লিজ, বসুন, সিস্টার।'

বসলেন না টেরেসা। ভয়ানক নার্ভাস। 'আমাকে সাহায্য করুন।'

'আমরা একে অন্যকে সাহায্য করতেই এসেছি,' সিস্টারকে আশ্বস্ত করলেন আকোকা। 'আপনি আভিলার অ্যাবি সিস্টারসিয়ান থেকে পালিয়ে এসেছেন, ঠিক?'

'জি। কী ভয়ংকর অবস্থা ছিল ওখানে। ওই লোকগুলো। ওরা পৈশাচিক কাণ্ডকারখানা করেছে—'

এবং বোকার মতো কাজও করেছে তোমাকে এবং অন্যদেরকে পালাতে দিয়ে। 'আপনি এখানে এলেন কী করে, সিস্টার?'

'ঈশ্বর আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। তিনি আমাকে পরীক্ষা করছেন। আগেও যেভাবে একবার করেছিলেন—'

ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে কর্নেল আকোকা বললেন, 'ঈশ্বরসহ অন্য কেউ আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সিস্টার?'

'হ্যাঁ। ওরা আমাকে ধরে এনেছে। আমি ওদের কবল থেকে পালিয়ে এসেছি।'

'লোকগুলোকে কোথায় পাওয়া যাবে সে-ব্যাপারে আপনি কর্নেল সস্তেলোকে বলেছিলেন?'

'জি। ওরা মহাশয়তান। রাউল পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে। ও আমাকে একটা চিঠি লিখে বলেছিল—'

'সিস্টার, আমরা যে লোককে খুঁজছি তার নাম জেমি মাইরো। আপনি তাকে দেখেছেন?'

শিউরে উঠলেন টেরেসা। 'হ্যাঁ, দেখেছি। সে—'

সামনে ঝুঁকে এলেন আকোকা। 'চমৎকার। এখন বলুন তাকে আমরা কোথায় পাব?'

'সে তার দলবল নিয়ে ইজে যাচ্ছে।'

আকোকার কপালে বিস্ময়ের ভাঁজ। 'ইজে? ফ্রান্সে?'

উন্মাদের মতো বিড়বিড় করলেন সিস্টার টেরেসা। 'হ্যাঁ, মোনিক রাউলকে ফেলে চলে গেছে। সে লোকজন পাঠিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে চাইছে যাতে

বাচ্চাটাকে—'

ধৈর্য ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কর্নেল আকোকা। 'মাইরো এবং তার লোকেরা উত্তরে যাচ্ছে। ইজে পুবে।'

'—আমাকে যেন ওরা রাউলের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে সে-ব্যবস্থা করবেন, প্লিজ। আমি ওর চেহারাও আর দেখতে চাই না। আপনি নিশ্চয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন। আমি ওর মুখোমুখি হতে পারব না—'

কর্কশ গলায় কর্নেল বললেন, 'জাহান্নামে যাক আপনার রাউল। আমি জানতে চাইছি মাইরোকে কোথায় পাব।'

'বললামই তো সে ইজে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে চাইছে—'

'আপনি মিথ্যাকথা বলছেন। আমার ধারণা আপনি মাইরোকে বাঁচাতে চাইছেন। শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি— জেমি মাইরো কোথায়?'

অসহায় চোখে কর্নেলের দিকে তাকালেন টেরেসা। 'আমি জানি না।' ফিসফিসে গলা তার। চকচকে চোখে চাইলেন চারপাশে। 'আমি জানি না।'

'একটু আগেই না বললেন সে ইজে যাচ্ছে।' চাবুকের মতো ঝলসে উঠল আকোকার কণ্ঠ।

'হ্যাঁ। ঈশ্বর আমাকে তাই বলেছেন।'

যথেষ্ট হয়েছে। হয় মহিলার মাথা খারাপ নতুবা সে দুর্দান্ত এক অভিনেত্রী। তবে এর মুখে ঈশ্বরের বন্দনা শুনে কান পচে গেছে কর্নেলের।

লেফটেনেন্ট প্যাট্রিসিও আরিয়েটার দিকে ফিরলেন তিনি, 'এই সিস্টারের স্মৃতিশক্তি একটু ঝালাই করা দরকার। এঁকে কোয়ার্টার মাস্টারের তাঁবুতে নিয়ে যাও। তুমি আর তোমার লোকেরা চেষ্টা করে দ্যাখো জেমি মাইরো কোথায় আছে সে-খবরটা এর কাছ থেকে বের করতে পার কিনা।'

'জি, কর্নেল।'

প্যাট্রিসিও আরিয়েটা এবং তার লোকজন আভিলার কনভেন্টে হামলা চালিয়েছিল। চার সন্ন্যাসিনী পালিয়ে যাবার জন্য নিজেদেরকে দায়ী মনে করছে তারা। *এবারে তার খানিকটা শোধ তোলা যাবে।*

আরিয়েটা ঘুরল সিস্টার টেরেসার দিকে। 'আমার সঙ্গে আসুন, সিস্টার।

'চলুন,' *যিশু তোমাকে ধন্যবাদ,* বিড়বিড় করলেন টেরেসা। 'আমরা কি চলে যাচ্ছি? আমাকে ইজে যেতে হবে না তো?'

'না,' বলল আরিয়েটা। 'আপনাকে ইজে ফিরতে হবে না।'

কর্নেল ঠিকই বলেছেন, ভাবছে সে, এ মহিলা আমাদেরকে নিয়ে খেলছে। ঠিক আছে, আমরাও তাকে কিছু নতুন খেলা শিখিয়ে দেব। কিন্তু মহিলা কি চুপচাপ শুয়ে পড়বে নাকি চেঁচামেচি করবে?

কোয়ার্টার মাস্টারের তাঁবুতে এসে আরিয়েটা বলল, 'সিস্টার, আপনাকে আমরা

শেষ সুযোগ দিচ্ছি। জেমি মাইরো কোথায়?'

এ প্রশ্ন তো আমাকে এর আগেও একবার করা হয়েছে। আবার কেন? 'বললাম না সে আমাকে রাউলের কাছে ধরে নিতে যাচ্ছিল, কারণ মোনিক ওকে ফেলে চলে গেছে এবং সে ভেবেছে—'

'*Bueno.* ঠিক আছে,' বলল আরিয়েটা। 'এবার দেখছি আপনার স্মৃতিশক্তি একটু ঝালাই করা যায় কিনা।

'জি, করুন। আমার সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

আকোকার ছ'জন লোক ঢুকল তাঁবুতে। সঙ্গে সস্তেলোর কয়েকজন উর্দিধারী সৈনিক।

ওদের দিকে চোখ পিটপিট করে তাকালেন টেরেসা। 'এরা কি আমাকে কনভেন্টে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?'

'তারচেয়েও ভালো কাজ করবে,' মুচকি হাসল প্যাট্রিসিও আরিয়েটা। 'ওরা আপনাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে, সিস্টার।'

লোকগুলো পা বাড়াল টেরেসার দিকে, তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে দাঁড়াল।

'খুব সুন্দর ড্রেস পরেছ তো তুমি, বলল একজন সৈনিক। 'তুমি নান তো, ডার্লিং?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' বলল টেরেসা। রাউল তাঁকে 'ডার্লিং' বলে ডাকত। এ লোকটা কি রাউল? 'সৈন্যদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য এ পোশাকটা পরতে হয়েছে।' কিন্তু এরাও তো সৈনিক। নাহ্, সত্যি সব এলেবেলে অবস্থা।

এক লোক ধাক্কা মেরে টেরেসাকে কটে শুইয়ে দিল। 'তুমি দেখতে সুন্দর নও। তবে পোশাকের নিচে তুমি কেমন দেখি তো।'

'কী করছ তোমরা?'

লোকটা একটানে টেরেসার উর্ধ্বাঙ্গের পোশাক ছিঁড়ে ফেলল, আরেকজন ছিঁড়ল স্কার্ট।

'মহিলা বয়সী হলেও ফিগারটা মন্দ নয়। কী বলো দোস্তোরা?'

চিৎকার দিলেন টেরেসা।

মুখ তুলে তাকালেন তিনি। তাকে ঘিরে রেখেছে একদল পুরুষ। *ঈশ্বর এদেরকে বজ্রপাত হেনে হত্যা করবেন। তিনি ওদেরকে আমার শরীর স্পর্শ করতে দেবেন না।*

এক সৈনিক তার কোমরের বেল্ট খুলে ফেলল। পর মুহূর্তে টেরেসা টের পেলেন শক্ত হাতে তার দুই পা দুদিকে টেনে ফাঁক করে ধরা হল। লোকটা তাঁর গায়ে উঠে এল। পরক্ষণে প্রচণ্ড শক্ত একটা মাংসপিণ্ড তার শরীরে প্রবেশ করল। আবার আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

'এখন। ঈশ্বর! এখন ওদেরকে শাস্তি দাও।'

টেরেসা অপেক্ষা করছেন এখনই লোকগুলোর ওপর বজ্রপাত হবে, বিদ্যুতের চাবুকের আঘাতে ঝলসে যাবে সবাই।

কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না।

আরেক সৈন্য চড়াও হল টেরেসার ওপর। টেরেসা চোখে লাল, ঝাপসা কী যেন দেখছেন। তিনি ঈশ্বরের তরফ থেকে হামলার অপেক্ষা করছেন। লোকগুলো যে তাঁর শরীরটাকে ছিঁড়েখুড়ে ফেলছে সে-ব্যাপারে তিনি যেন প্রায় উদাসীন। শরীরে আর কোনো ব্যথা অনুভব করছেন না টেরেসা।

কটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লেফটেনেন্ট আরিয়েটা। পঞ্চম লোকটা বলাৎকার শেষ করার পরে সে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে তো, সিস্টার? আপনি যে-কোনো সময় ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটাতে পারেন। শুধু বলুন জেমি মাইরো কোথায় আছে।'

আরিয়েটার কথা কানে যায়নি টেরেসার। তিনি প্রাণপণে ঈশ্বরকে ডেকে চলেছেন। বলছেন *ঈশ্বর, তুমি বজ্র হেনে এদেরকে শেষ করে দাও।*

কিন্তু ঈশ্বর তাঁর আর্তিতে সাড়া দিলেন না। এটা কী করে সম্ভব? ঈশ্বর তো সর্বত্র রয়েছেন। ষষ্ঠ লোকটা যখন টেরেসার শরীরে প্রবেশ করল তখন যেন চরম সত্যটা উপলব্ধি করলেন তিনি—ঈশ্বর তাঁর কথা শুনছেন না, কারণ ঈশ্বর বলে কিছু নেই। তিনি এতগুলো বছর খামোকাই সর্বশক্তিমানের পুজো করে এসেছেন। সর্বশক্তিমান বলে কেউ নেই। *যদি থাকত, তিনি আমাকে রক্ষা করতেন।*

চোখের সামনে থেকে লাল, আবছা পর্দাটা দূর হয়ে গেল। টেরেসা প্রথমবারের মতো পরিষ্কার দেখতে পেলেন তাঁকে ঘিরে থাকা লোকগুলোকে। কমপক্ষে এক ডজন সৈনিক লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে তাঁকে ধর্ষণ করার জন্য। লেফটেনেন্ট আরিয়েটা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তা-ই দেখছে। সৈন্যদের পরনে ইউনিফর্ম। পোশাক খোলার প্রয়োজন বোধ করছে না।

একজন কাজ শেষ করে উঠে গেল টেরেসার ওপর থেকে, আরেকজন সৈনিক প্যান্টের চেইন খুলে তার পুরুষাঙ্গ বের করল। শুয়ে পড়ল টেরেসার গায়ে, প্রবেশ করল তাঁর শরীরে।

ঈশ্বর বলে কিছু নেই তবে শয়তান আছে। এরা সবাই শয়তানের সহযোগী, ভাবছেন টেরেসা। এদেরকে মরতে হবে। সব ক'টাকে।

সৈনিক টেরেসাকে বলাৎকার শুরু করেছে, তিনি লোকটার হোলস্টার থেকে ঝট করে পিস্তলটা টেনে নিলেন এবং কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি করলেন আরিয়েটাকে। লেফটেনেন্টের গলায় ঢুকে গেল বুলেট।

সিস্টার টেরেসা এবারে গুলি করতে লাগলেন অন্যদেরকে। চার সৈনিক গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বাকিরা ততক্ষণে হুঁশে এসেছে, তারা টেরেসাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে লাগল। কিন্তু টেরেসার গায়ের ওপর তাদের এক সতীর্থ শুয়ে আছে বলে লক্ষ্য স্থির করতে সমস্যা হচ্ছে।

গুলি খেয়ে মারা গেলেন সিস্টার টেরেসা, সঙ্গে ঝাঁঝরা হয়ে গেল তার গায়ের ওপর শুয়ে থাকা শেষ ধর্ষণকারীও।

একুশ

জঙ্গলের কিনারে নড়াচড়ার শব্দে জেগে গেল জেমি মাইরো। চট করে বেরিয়ে এল স্লিপিং ব্যাগ থেকে, হাতে উদ্যত অস্ত্র। দেখল হাঁটুমুড়ে বসে প্রার্থনা করছে মেগান। মাইরো দাঁড়িয়ে রইল। দেখছে মেগানকে। মাঝরাতে, জঙ্গলের মধ্যে প্রার্থনারত সুন্দরী মেয়েটিকে অপূর্ব লাগছে। জেমি ভাবছে, *ফেলিক্স কার্পিও মুখ ফস্কে যদি স্যান সেবাস্টিয়ানের কথা না বলত, আমি সিস্টার নামের এই বোঝাটিকে কিছুতেই সঙ্গে নিতাম না।*

যত দ্রুত সম্ভব স্যান সেবাস্টিয়ানে পৌঁছাতে হবে ওকে। কর্নেল আকোকার লোকজন চারপাশ ঘিরে রেখেছে, এদের জাল ছিন্ন করে গন্তব্যে পৌঁছাতে খুব কষ্ট হবে জেমির। সঙ্গে এ মহিলার বোঝা চলার গতি আরও মন্থর করে দেবে, বিপদ বাড়িয়ে দিয়েছে দশগুণ।

মেগানের পাশে এসে দাঁড়াল জেমি মাইরো। কর্কশ গলায় বলল, 'তোমাকে আমি খানিক ঘুমিয়ে নিতে বলেছিলাম। না ঘুমালে কালকে পথ চলবে কী করে?'

মুখ তুলে চাইল মেগান। মৃদুস্বরে বলল, 'আপনাকে রাগিয়ে দিয়ে থাকলে দুঃখিত।'

'সিস্টার, আরও জরুরি প্রয়োজনের জন্য আমি আমার রাগ জমা করে রেখেছি। তোমার ধর্মকর্মে আমি বরং বিরক্ত। তোমরা সবাই আমাকে জ্বালিয়ে মারছ।'

'আমরা পরলোকে বিশ্বাস করি বলে আপনি বিরক্ত? আমরা আপনাদের জন্য প্রার্থনা করব।'

'প্রার্থনা করলেই দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?'

'আমরা তা-ই বিশ্বাস করি। সময় হলেই হবে।'

'সে সময় নেই। কামানের গর্জন আর শিশুদের আর্তনাদ ভেদ করে তোমাদের ঈশ্বরের কাছে তোমাদের প্রার্থনার বাণী পৌঁছাবে না।'

'আপনি যখন বিশ্বাস করবেন—'

'আমার বিশ্বাসের কোনো অভাব নেই, সিস্টার। আমি যে জিনিসের জন্য লড়াই করছি তার প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আমার লোকদের এবং আমার অস্ত্রে। তোমাদের মতো লোক, যাদের বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তাদেরকে আমি বিশ্বাস করি না। তোমার ঈশ্বর যদি তোমার কথা শুনে থাকেন তাহলে

তাঁকে বলো না তোমাকে যেন মেনডানিয়ার কনভেন্টে পৌঁছে দেন, আমিও বেঁচে যাই।'

মেজাজ হারিয়ে ফেলেছে বলে নিজের ওপরেই রাগ লাগছে জেমি মাইরোর। চার্চ বাস্ক এবং ক্যাটালানদের পাশে দাঁড়িয়েছিল বলে ফ্রাংকোর ক্যালানজিস্টরা তাদেরকে হত্যা এবং ধর্ষণ করেছে, এটা এ সন্ন্যাসিনীর দোষ নয়। *আমার পরিবার খুন হয়েছে সেজন্য তো আর এ মেয়েটি দায়ী নয়,* ভাবছে জেমি।

তখন জেমির বয়স খুব কম, তবে ওই স্মৃতি জীবনেও মন থেকে মুছে যাবে না...

বোমার শব্দে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কিশোর জেমি মাইরোর। ওরা যে-শহরে থাকত সেই গুয়েনির্কা ছিল বাস্কদের শক্ত ঘাঁটি। জেনারেল ফ্রাংকো এ শহর ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ভয়ংকর নাৎসি কনডর লিজিয়ন আর আধডজন ইটালিয়ান প্লেন সে-রাতে ভয়াবহ এক হামলা চালিয়ে বসে শহরের বুকে। আকাশ থেকে ঝরে পড়ছিল মৃত্যুবাণ। শহরের লোকেরা পালাতে শুরু করে। যদিও পালাবার জায়গা ছিল না।

জেমি, তার মা, বাবা এবং দুই বোন অন্যদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে চার্চে ওঠে। ভেবেছিল ওখানে নিরাপদে থাকবে। কিন্তু ওখানে আগেই লুকিয়ে থাকা ফ্যালানজিস্টরা মেশিনগানের বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেয় নিরীহ, নিরপরাধ মানুষগুলোকে। জেমি বাদে ওর পরিবারের সবাই সেদিন মারা গিয়েছিল। জেমির বাবা নিজের শরীর দিয়ে ছেলের শরীর আড়াল করে রেখেছিলেন বলে বেঁচে যায় জেমি। ওই রাতেই শহর ত্যাগ করে জেমি, দুইদিন পরে বিলাবাও পৌঁছে যোগ দেয় ETA-তে।

বাস্কদের একদল কঠোর নেতা ETA প্রতিষ্ঠা করেন। বাস্ক ফ্রি স্টেট প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা আন্দোলন করছিলেন। জেমির বাবা এতে যোগ দেননি। তিনি অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জেমিকে বলেছিলেন, 'আমরা সরকারের কাছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা চেয়েছি। বাস্ক এবং ক্যাটালানরা একজাতি। আর স্পেনিয়ার্ডরা কখনও স্পেনিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। আমরা বিভক্তি চাই না।'

জেমিকে দেখে ETA'র রিক্রুটিং অফিসার প্রথমে ওকে সংগঠনে নিতে চাননি। বলেছিলেন, 'খোকা, তোমার বয়স খুবই কম। তোমার স্কুলে যাওয়া উচিত।'

'আপনারা হবেন আমার স্কুল,' শান্ত গলায় বলেছিল জেমি। 'আমি কীভাবে আমার পরিবারের হত্যার প্রতিশোধ নেব তা আমাকে শেখাবেন।'

জেমিকে এরপরে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সে নিজের জন্য এবং পরিবারের জন্য লড়াই করছিল। তার লড়াই কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। সে বহু কারখানা ধ্বংস এবং ব্যাংক ডাকাতি করেছে, বিরোধীপক্ষকে কচুকাটা করেছে। তার লোকেরা কখনও ধরা পড়লে দুঃসাহসিকভাবে তাদেরকে উদ্ধার করে এনেছে। সে যা বিশ্বাস করে তার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে পিছপা হয় না।

ভোরবেলায় দলটাকে নিয়ে রিও টরমেসের তীরের শহর সালামান্ধায় পৌঁছাল জেমি মাইরো। সে চিন্তা করছিল *আমি শিকারি হলে কোথায় আমার ফাঁদ পাততাম?* ফেলিক্সের দিকে ফিরল সে। 'আমরা সালামান্ধায় থামব না। শহরের উপকণ্ঠে একটা Parador আছে। ওখানে যাত্রা-বিরতি করব।'

Parador হল ছোট একটি সরাইখানা। পাথুরে সিঁড়ি পার হয়ে লবি, ওখানে বর্ম পরিহিত প্রাচীন নাইট পাহারা দিচ্ছে।

প্রবেশপথের সামনে এসে জেমি দুই নারীকে বলল, 'তোমরা এখানে দাঁড়াও।'

ফেলিক্স কারপিওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। দুজনে অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে।

'ওঁরা কোথায় গেলেন?' জিজ্ঞেস করল মেগান।

বিতৃষ্ণা নিয়ে ওর দিকে তাকাল আমপারো জিরন। 'সম্ভবত তোমার ঈশ্বরের খোঁজে।'

'আশা করি তাঁকে ওঁরা খুঁজে পাবেন,' সরল গলায় বলল মেগান।

দশ মিনিট পরে ফিরে এল ওরা।

'অল ক্লিয়ার,' আমপারোকে বলল জেমি। 'তুমি আর সিস্টার একঘরে শোবে। ফেলিক্স আর আমি অন্য ঘরে থাকব।' একটা চাবি দিল সে আমপারোকে।

বিরক্তির গলায় আমপারো বলল, '*Querido.* আমি তোমার সঙ্গে থাকব—'

'যা বললাম করো। ওর ওপর নজর রেখো।'

আমপারো ফিরল মেগানের দিকে, '*Bueno.* এসো, সিস্টার।'

আমপারোর পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল মেগান।

ধূসর, নগ্ন করিডরের ডজনখানেক সারবাঁধা ঘরের একটিতে তালা খুলে ঢুকল আমপারো এবং মেগান। ছোট রুম। আসবাবের তেমন বালাই নেই। কাঠের মেঝে, সিমেন্টের দেয়াল। একটি খাট, ছোট একখানা কট, জীর্ণ চেহারার একটি ড্রেসিং টেবিল এবং দুটো চেয়ার।

মেগান চারদিকে চোখ বুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'চমৎকার!'

পাঁই করে ওর দিকে ঘুরল আমপারো, ভেবেছে মেগান মশকরা করছে। রাগী গলায় বলল, 'তুমি অনুযোগ করার কে শুনি?'

'ঘরটাও বেশ বড়,' বলে চলল মেগান।

ওর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আমপারো, তারপর হেসে ফেলল। সিস্টাররা যে মুরগির খোঁয়াড়ে বাস করে তার চেয়ে এ ঘর বড় তো বটেই।

আমপারো কাপড় খুলতে লাগল।

মেগান ওর দিকে না-তাকিয়ে পারল না। দিনের আলোয় এই প্রথম আমপারো জিরনকে সে ভালোভাবে লক্ষ করছে। মহিলাকে সুন্দরী বলতেই হবে। এক মাথা লাল

চুল, ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ, চমৎকার ভরাট বুক, সরু কোমর, হাঁটার সময় ঢেউ উঠল নিতম্বে।

আমপারো দেখল ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেগান। 'সিস্টার—একটা কথা বলবে? তুমি কনভেন্টে গেলে কেন?'

সহজ জবাব, 'ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য কনভেন্ট ছাড়া আর শান্তির জায়গা নেই বলে।'

আমপারো বিছানায় এসে বসল। 'তুমি কটে শোও। শুনেছি তোমাদের ঈশ্বর নাকি নানদের আরাম আয়েশে থাকা খুব বেশি পছন্দ করেন না।

হাসল মেগান। 'কোনো সমস্যা নেই।'

করিডরের অপরপ্রান্তে বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে জেমি মাইরো এবং ফেলিক্স কারপিও। দুজনের কেউই পোশাক ছাড়েনি। জেমি তার অস্ত্র রেখেছে বালিশের নিচে। ফেলিক্সের অস্ত্র টেবিলের ওপর, হাতের নাগালে। যে যার ভাবনায় বিভোর। ফেলিক্স ভাবছিল, *ঈশ্বর নানদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাদেরকে কনভেন্টে নিরাপদ পৌঁছে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। তাহলে আমাদের মঙ্গল হবে।*

আর জেমি চিন্তা করছিল আমপারোকে নিয়ে। মেয়েটাকে এ মুহূর্তে তার ভীষণ পেতে ইচ্ছে করছে। ও গা থেকে চাদরটা ঠেলে ফেলে দিয়েছে, এমন সময় মনে পড়ল ওর তো আরেকটা কাজ বাকি রয়ে গেছে।

নিচতলায়, ক্ষুদ্র, অন্ধকার লবিতে সরাইখানার ম্যানেজার চুপচাপ অপেক্ষা করছিল কখন তার নতুন অতিথিরা ঘুমিয়ে পড়ে। সে ধড়াশ ধড়াশ কলজে নিয়ে ফোন তুলল, ডায়াল করল একটি নাম্বারে।

অলস একটি কণ্ঠ সাড়া দিল। 'পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স।'

ম্যানেজার গলা নামিয়ে তার ভাগ্নেকে বলল, 'ফ্লোরিয়ান, জেমি মাইরো তার তিনজন লোক নিয়ে এখানে উঠেছে। ওদেরকে পাকড়াও করতে চাইলে এখুনি চলে এসো।'

বাইশ

পুবে, একটি জঙ্গলে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল লুসিয়া কারমিন। ঘুমন্ত লুসিয়ার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল রুবিও আরজানো। *ওকে দেবদূতির মতো লাগছে।*

কিন্তু ভোর হয়ে যাচ্ছে, লুসিয়াকে ঘুম থেকে তো তুলতে হবেই। রুবিও ঝুঁকে লুসিয়ার কানের কাছে ফিসফিস করল, 'সিস্টার লুসিয়া...

চোখ মেলে চাইল লুসিয়া।

'যাবার সময় হয়েছে।'

হাই তুলে হাত পা টানটান করল লুসিয়া। ওর ব্লাউজের ওপরের বোতাম খোলা, সুডোল বক্ষের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে। মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল রুবিও।

ওকে নিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু ভাবাও পাপ। ও হল ঈশ্বরের বধূ।

'সিস্টার...'

'বলুন!'

'আমার একটা উপকার করবে?' কথাটা বলতে গিয়ে মুখ প্রায় লাল হয়ে গেল রুবিওর।

'কী?'

'অ—অনেকদিন হল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি না আমি। ধর্মে আমি ক্যাথলিক। আমাকে একটি প্রার্থনা শিখিয়ে দেবে?'

এরকম কিছু মোটেই আশা করেনি লুসিয়া।

আমি নিজেই বা শেষ কবে প্রার্থনা করেছি মনেও তো নাই ছাই, ভাবল লুসিয়া।

কনভেন্টে সবাই যখন প্রার্থনা করত লুসিয়া তখন শুধু পালিয়ে যাবার চিন্তায় ব্যস্ত থাকত। ছোটবেলার একটা প্রার্থনা মনে পড়ে গেল ওর। সেটাই শুনিয়ে দিল। রুবিও তাতেই মহাখুশি। লুসিয়াও যেন বাঁচল হাঁপ ছেড়ে। ওরা তারপর রওনা হয়ে গেল।

কয়েক মাইল হেঁটে ওরা চলে এল পেনাফিয়েল ফলসে। পেনাফিয়াল ফলসের পানি গড়িয়ে নামছে একটি নদীতে প্রবল গর্জন তুলে। নদীটি খরস্রোতা।

'আমি গোসল করব,' বলল লুসিয়া।

রুবিও আরজানোর চোখ গোল গোল হয়ে গেল। 'এখানে!'

না, গর্দভ, রোমে। 'হ্যাঁ।'

'তবে সাবধান। নদীতে কিন্তু ভয়ানক স্রোত। বেশিদূর যেয়ো না।'

'চিন্তা করবেন না,' বলল লুসিয়া। রুবিও কয়েক কদম সামনে হেঁটে গেল। লুসিয়ার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। লুসিয়া জামাকাপড় খুলে ন্যাংটো হল। ভোরের শীতল হাওয়া আদর বুলিয়ে দিল ওর নগ্ন গাত্রে। পানিতে নেমে পড়ল ও। ঠাণ্ডা পানি তবে শরীরে মেখে দিল আরামের পরশ। ঘুরল লুসিয়া। রুবিও অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। হাসল লুসিয়া। অন্য কেউ হলে এতক্ষণ চোখ দিয়ে ওর শরীরটাকে চাটত।

আরও গভীর পানিতে নেমে পড়ল লুসিয়া নদীতে মুখ ডুবিয়ে থাকা পাথরখণ্ডগুলো এড়িয়ে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়েছে। ঢলের কারণে স্রোতের বেগ বেড়েছে। ওর পা ধরে টান মারছে স্রোত।

কয়েক হাত দূরে ছোট একটি গাছ স্রোতের টানে ভাটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ওদিকে তাকিয়েছে লুসিয়া, হারিয়ে ফেলল ভারসাম্য, পাথর থেকে পিছলে গেল পা। চিৎকার দিল ও। মাথাটা বাড়ি খেল একটা বোল্ডারের গায়ে।

পাঁই করে ঘুরল রুবিও। আতঙ্কিত হয়ে দেখল খলবলে জলরাশি ভয়ানক বেগে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লুসিয়াকে, ঢেউয়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

তেইশ

সালামাঙ্কার পুলিশস্টেশন। সার্জেন্ট ফ্লোরিয়ান সান্তিয়াগো রিসিভার নামিয়ে রাখার সময় লক্ষ করল তার হাত কাঁপছে।

জেমি মাইরো তার তিনজন লোক নিয়ে এখানে উঠেছে। ওদেরকে পাকড়াও করতে হলে এখুনি চলে এসো।

জেমি মাইরোকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য সরকার বিরাট অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছে। বাস্ক ডাকাতটা এখন ওর হাতের মুঠোয়। পুরস্কারের টাকাটা পেলে ওর জীবনযাত্রাই যাবে বদলে। ছেলেমেয়েদেরকে ভালো একটা স্কুলে ভর্তি করাতে পারবে। স্ত্রী এবং রক্ষিতাকে কিনে দেবে গহনা। কিছু টাকা অবশ্য মামাকে দিতে হবে। *মামাকে বিশ পার্সেন্ট দেব,* সিদ্ধান্ত নিল ফ্লোরিয়ান। *অবশ্য দশ পার্সেন্ট দিলেও চলে।*

জেমি মাইরোর ধূর্ততার কথা তার অজানা নয়, কুখ্যাত এই টেররিস্টকে একা পাকড়াও করার ঝুঁকি সে নেবে না। *ঝুঁকিটা অন্যরা নেবে, পুরস্কারটা নেব আমি।*

পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেয়া যায় ভাবছে সে। চট করে কর্নেল আকোকার নামটি মনে পড়ে গেল। সবাই জানে পলাতক ডাকাতটার রক্ত পান করার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন আকোকা। তাছাড়া গোটা GOE চলছে তাঁর নির্দেশে। হ্যাঁ, কর্নেল আকোকার সঙ্গে যোগাযোগ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ফোন তুলল ফ্লোরিয়ান। দশ মিনিট পরে কথা বলতে লাগল স্বয়ং কর্নেলের সঙ্গে।

'সালামাবার পুলিশস্টেশন থেকে সার্জেন্ট ফ্লোরিয়ান সান্তিয়াগো বলছি। আমি জেমি মাইরোর খোঁজ পেয়েছি।'

গলার স্বর ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করলেন আকোকা।

'তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?'

'জি, কর্নেল। সে এ মুহূর্তে শহরের উপকণ্ঠে পারাডর নাশিওনাল রেইমুন্ডো ডি বরগনে আছে। রাতটা ওখানেই কাটাচ্ছে। আমার মামা ওই সরাইখানার ম্যানেজার। সে নিজে আমাকে ফোন করেছে। মাইরোর সঙ্গে আরো তিনজন আছে। একজন পুরুষ, বাকি দুজন নারী, তারা দোতলার ঘরে ঘুমাচ্ছে।'

কর্নেল আকোকা বললেন, 'খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো, সার্জেন্ট। তুমি এক্ষুনি পারাডোরে চলে যাও। বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে। কেউ যেন সরাইখানা থেকে বেরুতে না পারে। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে চলে আসছি। তুমি ভেতরে যাবে না। ওদের

চোখে পড়াও চলবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'জি, স্যার। এক্ষুনি যাচ্ছি।' ইতস্তত করে যোগ করল। 'কর্নেল, পুরস্কারের টাকাটা—'

'মাইরোকে ধরতে পারল ও টাকা তোমার।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল। আমি—'

'রওনা হয়ে যাও।'

'জি, স্যার।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল ফ্লোরিয়ান সান্তিয়াগো। উত্তেজক খবরটা তার রক্ষিতাকে বলতে খুব ইচ্ছে করে। তবে পরে জানালেও চলবে। আগে কাজ হোক।

সে ওপরতলায় ডিউটিরত পুলিশের লোকদের ডেকে পাঠাল। 'ডেস্কে থাকো। আমি একটা কাজে যাচ্ছি। ফিরব কিছুক্ষণ পরে।' *ফিরে আসব ধনী মানুষ হয়ে,* পুলকিত হয়ে ভাবছে ফ্লোরিয়ান। *প্রথমেই নীলরঙের একটা নতুন গাড়ি কিনব। নাহ্, শাদা রঙটাই ভালো।*

রিসিভার নামিয়ে রেখে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন কর্নেল র‍্যামন আকোকা। এবারে কোনো ভুল করা চলবে না। খুব সাবধানে এগোতে হবে তাঁকে।

আকোকা তাঁর এইড-ডি-ক্যাম্পকে তলব করলেন।

'তোমার সেরা দুই ডজন মার্কসম্যানকে রেডি করো। সবার কাছে যেন অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকে। আমরা পনেরো মিনিটের মধ্যে সালামাঙ্কা রওনা হচ্ছি।'

'জি, স্যার।'

এবারে আর মাইরোর রক্ষা নেই। কীভাবে ঘেরাও করবেন সে প্ল্যান নিয়ে ইতিমধ্যে ঝড়োগতিতে আকোকার মস্তিষ্ক কাজ শুরু করে দিয়েছে। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হবে প্যারাডর। তারপর দ্রুত এবং নিঃশব্দে এগোবেন তাঁরা। *ঘুমের মধ্যে ওদেরকে খুন করব।*

পনেরো মিনিট পরে হাজির হল কর্নেলের এইড।

'আমরা রওনা হবার জন্য প্রস্তুত, কর্নেল।'

পারাডোরে দ্রুতই পৌঁছেছে সার্জেন্ট ফ্লোরিয়ান। সরাইখানা থেকে কুড়ি হাত দূরে, ছায়ায় নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখান থেকে সরাইর সদর দরজা পরিষ্কার চোখে পড়ে। শীতল বাতাস বইছে। তবে পুরস্কারের টাকার কথা চিন্তা করে ফ্লোরিয়ানের শরীর গরম। সে ভাবছে ভেতরের মেয়েদুটো সুন্দরী কিনা। ওরা কি লোকগুলোর সঙ্গে কামলীলায় ব্যস্ত? তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত সান্তিয়াগো আর কিছুক্ষণের মধ্যে এরা সকলে পাড়ি জমাতে যাচ্ছে পরপারে।

আর্মি ট্রাকটি চুপচাপ শহরে ঢুকল। চলল প্যারাডোর অভিমুখে।

কর্নেল আকোকা ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে একটি ম্যাপ দেখছেন। সরাইখানা থেকে তারা যখন মাইলখানেক দূরে, বললেন, 'এখানেই থামো। বাকি রাস্তাটা আমরা হেঁটে যাব। আর কেউ কোনো কথা বলবে না।'

ফ্লোরিয়ান সান্তিয়াগো টেরই পায়নি ওরা কখন হাজির হয়েছে। অন্ধকারে একটি কণ্ঠ তাকে দারুণভাবে চমকে দিল। 'কে তুমি?'

ঘুরল সে। দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল র‍্যামন আকোকা স্বয়ং। *মাই গড, লোকটা দেখতে কী ভয়ংকর!*

'আমি সার্জেন্ট সান্তিয়াগো, স্যার।'

'কেউ সরাইখানা থেকে বের হয়েছে?'

'না, স্যার। এখনও সবাই ভেতরেই আছে। সবাই ঘুমাচ্ছে বোধহয়।'

কর্নেল তাঁর এইডের দিকে ফিরলেন। 'আমার অর্ধেক লোক দিয়ে হোটেলটাকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে রাখো। কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই তাকে গুলি করে মারবে। অন্যরা আমার সঙ্গে এসো। পলাতকরা ওপরতলার ঘরে আছে। লেটস গো।'

সান্তিয়াগো দেখছে কর্নেল তাঁর লোকজন নিয়ে নিঃশব্দে সদর দরজা দিয়ে সরাইতে ঢুকে পড়লেন। মামা না আবার ক্রসফায়ারের মাঝে পড়ে মরে যায়। তাহলে ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক হবে। অবশ্য এমন কিছু ঘটলে মন্দও হবে না। কারণ তাহলে পুরস্কারের পুরো টাকাটা একাই ভোগ করতে পটারবে ফ্লোরিয়ান।

কর্নেল আকোকা তাঁর দলবল নিয়ে সিঁড়ির একদম উপরে উঠে গেছেন, ফিসফিসিয়ে বললেন, 'কোনও ঝুঁকি নেবে না। ওদেরকে দেখামাত্র গুলি ছুড়বে।'

এইড বলল, 'কর্নেল, আমি কি আপনার সঙ্গে আসব?'

'না,' জেমি মাইরোকে হত্যার আনন্দটুকু তিনি উপভোগ করতে চান।

করিডরের শেষ মাথার ঘরদুটোতে মাইরো তার দলবল নিয়ে উঠেছে। কর্নেল আকোকা তাঁর ছয় লোককে নীরবে ইঙ্গিত করলেন ছয়জনকে একটি দরজা এবং বাকি ছয়জনকে অপর দরজাটি কাভার করার জন্য।

'নাউ!' চিৎকার দিলেন তিনি।

এ মুহূর্তটির জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিলেন আকোকা। তাঁর ইঙ্গিতে সৈনিকরা একই সময় দরজা লাথি মেরে খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। হাতে অস্ত্র। খালি ঘরে কোঁচকানো বিছানার দিকে হাবার মতো তাকিয়ে রইল তারা।

'ছড়িয়ে পড়ো, জলদি! নিচতলায় গিয়ে দ্যাখো!' চিৎকার করলেন আকোকা।

সৈন্যরা হোটেলের প্রতিটি কক্ষ তন্নতন্ন করে খুঁজল, লাথি মেরে ভেঙে ফেলল দরজা, কাঁচা ঘুম ভেঙে জেগে গেল হোটেলের ভীত অতিথিরা। কর্নেল ঝড় তুলে নিচে নেমে গেলেন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু লবি ফাঁকা।

‘হ্যালো,’ হাঁক ছাড়লেন তিনি। ‘হ্যালো।’ কেউ সাড়া দিল না। কাপুরুষটা লুকিয়েছে।

এক সৈনিক ডেস্কের পেছনের মেঝের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়েছিল। সে বলল, ‘কর্নেল...’

আকোকা এক লাফে তার পাশে চলে এলেন, তাকালেন। মেঝেয় দেয়ালের গায়ে পড়ে আছে হাত-পা-মুখ বাঁধা ম্যানেজার। তার গলায় একটি সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা

বিরক্ত করিবেন না।

চব্বিশ

বিস্ফারিত চোখে রুবিও আরজানো দেখছে টগবগ করে ফুটতে থাকা তীব্র পানির স্রোত ভাটির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লুসিয়াকে। পরমুহূর্তে সে নদীর তীর ধরে দৌড়াতে শুরু করল ছোট ছোট ঝোপঝাড়, গর্ত ইত্যাদি লাফ মেরে পেরিয়ে। নদীর প্রথম বাঁকে এক ঝলক দেখতে পেল লুসিয়াকে। নদীতে ডাইভ দিল রুবিও, প্রাণপণে সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে লাগল লুসিয়ার দিকে। কী ভয়ংকর টান স্রোতের! ওকে বারবার ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। লুসিয়া ওর কাছ থেকে দশ হাত দূরে, কিন্তু মনে হচ্ছে যোজন মাইল। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে শেষ চেষ্টাটা করল রুবিও। ভয়ানক স্রোত উপেক্ষা করে লম্বা লম্বা স্ট্রোকে পৌঁছে গেল লুসিয়ার কাছে, খপ করে চেপে ধরল ওর হাত। তারপর ওকে নিয়ে ফিরতে লাগল তীরে।

নদীতীরে উঠে লুসিয়াকে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল রুবিও, নিজেও পাশে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। বেদম হাঁপাচ্ছে। লুসিয়া অজ্ঞান, শ্বাস করছে না। রুবিও ওকে উপুড় করে শোয়াল। তারপর চাপ দিতে লাগল ফুসফুসে। এক মিনিট গেল, দুই মিনিট গেল। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিচ্ছে রুবিও, এমন সময় গলগল করে পানির স্রোত বেরিয়ে এল লুসিয়ার মুখ থেকে। গুঙিয়ে উঠল। রুবিও মনে-মনে ধন্যবাদ দিল ঈশ্বরকে।

আস্তে আস্তে চাপ চালিয়ে গেল রুবিও। লুসিয়ার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে না আসা পর্যন্ত কাজটা করল। শীতে কাঁপছে লুসিয়া। রুবিও একটা গাছের তলা থেকে বেশ কিছু শুকনো পাতা কুড়িয়ে এনে লুসিয়ার গা মুছে দিল। ও নিজেও ভিজে সপসপে, ঠাণ্ডা লাগছে। তবে নিজের দিকে নজর নেই রুবিওর। তার ভয়— সিস্টার লুসিয়া না মারা যায়! লুসিয়ার নগ্নদেহ পাতা দিয়ে মুছে দিচ্ছে, উল্টোপাল্টা চিন্তা ভর করল মনে।

দেবীর মতো এ মেয়ের দেহলতা। ঈশ্বর, ক্ষমা করো, এ মেয়ে তো তোমার সম্পত্তি। একে নিয়ে আমার মোটেই আজেবাজে চিন্তা করা উচিত হচ্ছে না...

আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে পেল লুসিয়া। ওর মনে হচ্ছিল ইভো ওকে সাগরতীরে শুইয়ে দিয়ে আদর করছে, জিভ বুলাচ্ছে সারা অঙ্গে। *ওহ্, ইয়েস,* ভাবছে লুসিয়া। *ওহ্, ইয়েস থেমো না, করো। চালিয়ে যাও।* চোখ মেলে তাকাবার আগেই শরীর জেগে গেল ওর।

যখন নদীর স্রোত ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, লুসিয়া ভাবছিল পানিতে ডুবে ও নির্ঘাত মারা যাবে। কিন্তু ও বেঁচে আছে। আর যে-মানুষটা ওকে বাঁচিয়েছে, কিছু না-ভেবেই হাত বাড়িয়ে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল লুসিয়া। বিস্ময় ফুটল রুবিওর চোখে-মুখে।

'সিস্টার—' আপত্তির সুরে বলল সে, 'আমাদের উচিত হচ্ছে না—'

'চুপ।'

ঠোঁট দিয়ে রুবিওর মুখ চেপে ধরল লুসিয়া। ওর শরীরে জ্বলছে কামনার আগুন। এ আগুন রুবিওকেই নেভাতে হবে।

'জলদি।' ফিসফিস করল লুসিয়া। 'জলদি।'

রুবিও নার্ভাস ভঙ্গিতে কাপড় খুলল। ইতস্তত গলায় বলল, 'সিস্টার, আমাদের বোধহয়—'

কথা বলার অবস্থায় নেই লুসিয়া। সে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল রুবিওকে।

রুবিও খেলোয়াড় হিসেবে চমৎকার। একই সঙ্গে নম্র এবং তীব্র তেজোদীপ্ত। তার চোখের দৃষ্টি দেখে লুসিয়া মনে মনে বলল, *এ আবার আমার প্রেমে ট্রেমে পড়ে যায়নি তো।* তার বাবা কি এ লোককে পছন্দ করতেন? *আসলে আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। এ লোক চাষা। আর আমি লুসিয়া কারমিন, অ্যাঞ্জেলো কারমিনের মেয়ে। রুবিওর সঙ্গে আমার কোনোদিক থেকেই মিলবে না। স্রেফ নিয়তি আমাদেরকে একত্রিত করেছে।*

রুবিও ওকে জড়িয়ে ধরে বারবার বলতে লাগল, 'লুসিয়া, আমার লুসিয়া।'

ওর চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতেই যা বোঝার বুঝে নিল লুসিয়া।

মানুষটা খারাপ নয়। কিন্তু আমার কী হয়েছে? আমি একে নিয়ে এত ভাবছি কেন? আমি তো পুলিশের কবল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি—

হঠাৎ সোনার ক্রুশের কথা মনে পড়ে গেল লুসিয়ার। দ্রুত উঠে বসল। 'রুবিও, আমি একটা—একটা জিনিস ফেলে এসেছি নদীর ধারে। তুমি ওটা নিয়ে আসবে, প্লিজ? আমার জামাকাপড়গুলোও নিয়ে এসো।'

'এখুনি নিয়ে আসছি।'

লুসিয়া বসে রইল। নানান আশঙ্কা কুরে খাচ্ছে ওকে। ওটাকে যদি না পাওয়া যায়? কেউ যদি ওটা নিয়ে যায়?

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল দেখে বগলে ক্যানভাস মোড়ানো ক্রুশ নিয়ে ফিরে আসছে রুবিও। 'ধন্যবাদ।' বলল ও।

রুবিও লুসিয়াকে তার জামাকাপড় দিল। লুসিয়া রুবিওর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, 'ঠিক এ মুহূর্তে এগুলোর আমার দরকার নেই।'

রোদ চমকাচ্ছে লুসিয়ার মসৃণ নগ্ন ত্বকে। রুবিওর বাহুতে মাথা রেখে শুয়ে আছে ও।

ওরা যেন শান্তির এক মরূদ্যানে এসে পড়েছে, কারও ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে না।

'তোমার খামারের গল্প বলো,' অলস গলায় বলল লুসিয়া।

চেহারা উজ্জ্বল দেখাল রুবিওর। গর্বিত কণ্ঠে বলল, 'বিলবাত্তর কাছে ছোট একটি গাঁয়ে ছিল আমার খামার। পারিবারিক খামার।'

'ওটার কী হল?'

চেহারায় আঁধার ঘনাল রুবিওর। 'আমি বাস্ক, এ অপরাধে মাদ্রিদ সরকার আমার ওপর অতিরিক্ত খাজনা চাপিয়ে দেয়। আমি খাজনা দিতে অস্বীকার করলে তারা আমার খামার দখল করে নেয়। তারপর আমি জেমি মাইরোর দলে যোগ দিই সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। আমার মা এবং দুই বোন আছে। একদিন আমি আমাদের খামার ফিরে পাব। তখন আবার নতুন করে শুরু করব সবকিছু।'

লুসিয়ার মনে পড়ল তার বাবা এবং ভাইদের কথা। 'পরিবারের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন?'

হাসল রুবিও। 'খুবই চমৎকার সম্পর্ক। পরিবারই তো প্রথম প্রেম, তাই না?'

হ্যাঁ, মনে মনে বলল লুসিয়া। *কিন্তু আমার পরিবারকে আর কোনোদিন দেখতে পাব না।*

'তোমার পরিবারের কথা বলো, লুসিয়া।'

লুসিয়া নিজের পরিবারের কথা বলল। তবে অবশ্যই মিথ্যার মিশেল দিয়ে। কথার পিঠে গড়িয়ে চলল কথা। হঠাৎ রুবিও ফস করে বলে বসল, 'লুসিয়া, কথাটা বলা ঠিক হচ্ছে না জানি। তবু না বলেও পারছি না। আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

'রুবিও—'

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। একথা আমি জীবনেও কোনো মেয়েকে এর আগে বলিনি।'

এত সরলভাবে কথাটা বলল রুবিও যে খুব স্পর্শ করল লুসিয়াকে। কিন্তু অ্যাঞ্জেলো কারমিনের বউ হবে চাষার বউ? ভাবাই যায় না! হেসে উঠল লুসিয়া।

রুবিও ওর হাসির ভুল অর্থ করল। সে সোৎসাহে বলে চলল, 'আমি সারাজীবন এভাবে লুকিয়ে থাকব না। সরকারকে আমাদের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করতে হবেই। তারপর আমি ফিরে যাব আমার খামারে। বাকি জীবনটা আমি তোমাকে নিয়ে সুখসাগরে আসতে চাই। আমাদের অনেকগুলো বাচ্চা হবে। মেয়েগুলো হবে তোমার মতো সুন্দরী...

নাহ্, ওকে আর এগুতে দেয়া ঠিক হবে না। ওকে এখন বাধা দেয়া দরকার। কিন্তু বাধা দিতে পারল না লুসিয়া। ওকে নিয়ে রুবিওর ভবিষ্যৎ রোমান্টিক জীবনচিত্রের কথা শুনে গেল। একপর্যায়ে লক্ষ করল রুবিওর মুখে কথাগুলো শুনতে ভালোই লাগছে। ও আসলে এভাবে পালিয়ে বেড়িয়ে ক্লান্ত। ও এখন একটা নিরাপদ জীবন চায়, চায় কেউ

ওকে ভালোবাসবে...*নাহ্, ওর মাথাটা দেখছি খারাপই হয়ে গেছে।*

'আজ আর কথা নয়,' বলল লুসিয়া। 'এখন ওঠো। রওনা হই।'

ডুয়েরো নদীর আকাবাঁকা তীর ধরে উত্তর-পুবে চলল ওরা। নদীতীরে পাহাড়ি গাঁ আর সবুজের ছড়াছড়ি। ওরা পাহাড়ের পাদদেশের ছবির মতো সুন্দর গ্রাম ভিল্লালরা ডি ডুয়েরোতে থামল রুটি, পনির আর মদ কেনার জন্য।

রুবিওর সঙ্গ খারাপ লাগছে না লুসিয়ার। লোকটার মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যা ওকেও শক্তি জোগাচ্ছে।

এ আমার উপযুক্ত নয়, তবে এ যাকে বিয়ে করবে সে হবে সৌভাগ্যবতী এবং সুখী, ভাবে লুসিয়া।

খাওয়া শেষ করে রুবিও বলল, 'পরের শহরটি হল আরান্ডা ডি ডুয়েরো। বেশ বড় শহর। GOE আর সৈন্যরা ওখানে গিজগিজ করছে। কাজেই ও-শহরে ঢোকা উচিত হবে না।'

এবারে রুবিওর কাছে বিদায় নেয়ার পালা। এতদিন বড় একটি শহরে পৌঁছার অপেক্ষায় ছিল লুসিয়া।

ও বলল, 'রুবিও—আমি ওই শহরে যেতে চাই।'

ভুরু কোঁচকাল রুবিও। 'কাজটা ঠিক হবে না, Querdia। সৈন্যরা—'

'ওরা ওখানে আমাদেরকে খুঁজবে না,' দ্রুত চিন্তা করে বলল লুসিয়া। 'তাছাড়া, আ—আমার কিছু নতুন জামাকাপড় দরকার। এগুলো দিয়ে আর চলছে না।'

শহরে ঢোকার কোনো ইচ্ছেই ছিল না রুবিওর, তবু বলল, 'ঠিক আছে। তোমার যখন এত দরকার তা হলে চলো।'

লম্বা একটি সেতু পার হয়ে ওরা আভেনিডা কাস্টিলা নামে মেইন স্ট্রিটে প্রবেশ করল। চলল শহরের কেন্দ্রে। পার হল চিনির কারখানা, চার্চ, পেস্ট্রির দোকান। রাস্তার পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দোকানপাট আর ঘরবাড়ি। ধীরপায়ে হাঁটছে দুজনে, কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না। অবশেষে যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল লুসিয়া। একটি দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা *Casa de Empenos*—বন্ধকির দোকান।

ওরা শহরের চত্বরে চলে এল। একটি বার-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছে, লুসিয়া বলল, 'আমার তেষ্টা পেয়েছে, রুবিও,' বারটা হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ভেতরে যাই?'

'চলো।'

রুবিও লুসিয়ার হাত ধরে শুঁড়িখানায় ঢুকল।

বার-এ পাঁচ/ছ'জন মানুষ বসে আছে কাঠের টেবিলে। লুসিয়া আর রুবিও কিনারের দিকের একটি টেবিল দখল করল।

'কী খাবে, *qnerdia?*'

'আমার জন্য এক গ্লাস ওয়াইনের অর্ডার দাও, প্লিজ। একটু বসো। আমি আসছি এখুনি।'

শুঁড়িখানা থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল লুসিয়া। হনহন করে চলল বন্ধকির দোকান অভিমুখে। হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে ক্যানভাসে মোড়ানো মহামূল্যবান জিনিসটি। রাস্তার ওপারে কালো রঙের একটি দরজায় সাদা বড় বড় অক্ষরে লেখা : *Policia।*

ওদিকে একমুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লুসিয়া, হার্টের একটা বিট মিস করল সে, পাশ কাটাল ওটাকে, ঢুকে পড়ল বন্ধকির দোকানে।

মস্তবড় মাথার, চিমসানো শরীরের এক লোক বসে আছে কাউন্টারের পেছনে। প্রথম দর্শনে প্রায় বোঝাই যায় না কেউ ওখানটাতে আছে।

'Bnenos dias, Sinorita'

'Bnenos dias, Sinorita' আমি একটা জিনিস বিক্রি করতে চাই।'

এমন নার্ভাস লাগছে, হাঁটুতে কাঁপ উঠে গেছে লুসিয়ার। কাঁপুনি বন্ধ করতে দু'হাঁটু একত্রে চেপে রাখল।

'সি?'

লুসিয়া ক্যানভাস খুলে ক্রুশটি দেখাল। 'এটা কিনবেন?'

লোকটা ক্রুশটা হাতে নিল। তার চোখ চকচক করে উঠল।

'এটা কোথায় পেয়েছেন জানতে পারি?'

'আমার এক চাচার জিনিস। উনি কিছুদিন আগে মারা গেছেন।' লুসিয়ার গলা শুকিয়ে মরুভূমি। রা বেরুতে চাইছে না।

দোকানদার ক্রুশটা উল্টেপাল্টে দেখল। 'কত দিতে হবে?'

ওর স্বপ্ন সত্যি পূরণ হতে যাচ্ছে। 'আড়াই লাখ পেসেতা।'

কপালে ভাঁজ পড়ল দোকানীর। মাথা নাড়ল। 'সম্ভব না। এর দাম এক লাখ পেসেতা।'

'এর চেয়ে আমার শরীর বিক্রি করে বেশি টাকা পাব।'

'বড়জোর দেড় লাখ পেসেতা দিতে পারি।'

'দুই লাখ পেসেতা। এর বেশি দিতে পারব না।'

লুসিয়া সোনার ক্রুশটা লোকটার হাত থেকে নিয়ে নিল।

'সুযোগ পেয়ে ডাকাতি করলেন। কী আর করা আপনার দামেই বিক্রি করতে হচ্ছে।'

লোকটার চেহারায় ফুটল উত্তেজনা। 'Bueno, Senorita.'

হাত বাড়াল সে ক্রুশের দিকে।

লুসিয়া একপাশে ঠেলে দিল ক্রুশ। 'একটা শর্ত আছে।'

'কী শর্ত, সিনোরিটা?'

'আমার পাসপোর্ট চুরি গেছে। আমার অসুস্থ খালাকে দেখতে যেতে হবে। নতুন

পাসপোর্ট দরকার।'

লোকটা লক্ষ করছে লুসিয়াকে। মাথা দোলাল। 'ও আচ্ছা।'

'আমাকে একটা পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিন। ক্রুশটা পেয়ে যাবেন।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল দোকানি। 'পাসপোর্ট জোগাড় করা সহজ নয়, সিনোরিটা। কর্তৃপক্ষ ভীষণ কঠোর।'

লুসিয়া কিছু না বলে চুপ করে রইল।

'আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করব বুঝতে পারছি না।'

'ধন্যবাদ, সিনর।' দরজায় পা বাড়াল লুসিয়া।

দোকানদার বলে উঠল, *'Momentito.*

দাঁড়িয়ে পড়ল লুসিয়া।

'মনে পড়েছে। আমার এক দূরসম্পর্কের কাজিন আছে' সে এসব কাজ করে। আমি তার সঙ্গে একবার কথা বলে দেখতে পারি।'

'দেখুন।'

'পাসপোর্ট কবে লাগবে আপনার?'

'আজকেই।'

প্রকাণ্ড মাথাটা ঝাঁকাল লোকটা। 'আমি আপনার জিনিস জোগাড় করে দিতে পারলে এটা পাচ্ছি তো?'

'আমার হাতে পাসপোর্ট এলেই পেয়ে যাবেন।'

'আচ্ছা। আপনি রাত আটটার পরে আসুন। আমার কাজিন তখন এখানে থাকবে। সে আপনার ছবি তুলে পাসপোর্ট বানিয়ে দেবে।'

বুকের ভেতরে নাচতে শুরু করল হৃদয়। 'ধন্যবাদ, সিনর।'

লুসিয়া ক্রুশ নিয়ে বেরিয়ে এল বন্ধকির দোকান থেকে। ফিরে চলল শুঁড়িখানায়। অবশেষে পেরেছে ও। ক্রুশ বিক্রির টাকা দিয়ে ও পাড়ি জমাবে সুইজারল্যান্ড। তারপর অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু খুশি হবার বদলে ওর কেমন যেন মনখারাপ হল।

এরকম লাগছে কেন আমার? রুবিও আমাকে না পেলে কষ্ট পাবে ভেবে? রুবিও অন্য কাউকে খুঁজে নেবে।

পঁচিশ

খেপে উঠল নিউজ মিডিয়া। কনভেন্টে হামলা, নানদের গ্রেফতার, চার নানের পলায়ন, একজন নানকে হত্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সরকারের প্রচণ্ড সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল পত্রিকাগুলো। বিদেশী মিডিয়াও সমান গুরুত্ব নিয়ে ছাপল এসব খবর।

বিশ্বের প্রায় সবগুলো দেশ থেকে সাংবাদিকরা হাজির হয়ে গেল মাদ্রিদে। পরিস্থিতি শান্ত করতে প্রধানমন্ত্রী মার্টিনেজকে সংবাদ সম্মেলন ডাকতে হল। তাঁর অফিসে চার ডজন বিদেশী সাংবাদিক জড়ো হলেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আছেন কর্নেল র‍্যামন আকোকা এবং কর্নেল ফাল সস্তেলো।

প্যারিস ম্যাচ-এর এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, 'মি. প্রাইম মিনিস্টার, আপনার কি কোনো ধারণা আছে নিখোঁজ নানরা এখন কোথায়?'

প্রধানমন্ত্রী লিওপোল্ডো মার্টিনেজ জবাব দিলেন, 'কর্নেল আকোকা সার্চ অপারেশনের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি এ প্রশ্নের জবাব দেবেন।'

কর্নেল আকোকা বললেন, 'আমরা শুনেছি ওঁরা বাস্ক সন্ত্রাসবাদীদের খপ্পরে পড়েছেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আমাদের কাছে প্রমাণ আছে নানরা সন্ত্রাসবাদীদের সহযোগিতা করছেন।'

'সিস্টার টেরেসা এবং সৈন্যদের সঙ্গে গোলাগুলির বিষয়টির আসলে কী ছিল?'

'আমরা খবর পেয়েছিলাম জেমি মাইরোর সঙ্গে সিস্টার টেরেসা কাজ করছেন। মাইরোর খোঁজ দেয়ার ভান করে তিনি একটি আর্মি ক্যাম্পে প্রবেশ করেন এবং তাঁকে বাধা দেয়ার আগেই ছ'জন সৈন্যকে গুলি করে মেরে ফেলেন। আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি সেনাবাহিনী এবং GOE অপরাধীদেরকে আইনের মুখোমুখি দাঁড়া করানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'

'আর যেসব নানকে গ্রেফতার করে মাদ্রিদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

'তাদেরকে জেরা করা হচ্ছে,' জবাব দিলেন আকোকা।

সংবাদ সম্মেলন দ্রুত শেষ করার তাগিদ অনুভব করছেন প্রধানমন্ত্রী। মেজাজ সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। নিখোঁজ নানদের সন্ধানলাভে ব্যর্থতা এবং টেররিস্টদেরকে গ্রেফতার করতে না-পারার কারণে তাঁর সরকার বেশ বেকায়দা অবস্থায় আছে। আর সাংবাদিকরা এ সুযোগটা পুরোপুরি নিচ্ছে।

'কনভেন্ট থেকে পালিয়ে যাওয়া চার সন্ন্যাসিনীর ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আমাদেরকে

কিছু বলবেন, প্রাইম মিনিস্টার?' OGGI'র এক সাংবাদিক বললেন।

'দুঃখিত। আমি আর কোনো তথ্য দিতে পারব না। আমি আবারও বলছি ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ, নিখোঁজ নানদের সন্ধান পেতে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'

'প্রাইম মিনিস্টার, শোনা গেছে আভিলার কনভেন্টে নানদের ওপর পৈশাচিক হামলা হয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।'

কর্নেল আকোকা সত্যি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। এ নিয়ে কর্নেলের সঙ্গে পরে বোঝাপড়া হবে। এখন একাত্মতা দেখাতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কর্নেলের দিকে ফিরে মসৃণ গলায় বললেন, 'এ বিষয়ে কর্নেল আকোকাই ভালো বলতে পারবেন।'

কর্নেল আকোকা বললেন, 'আমিও এরকম একটা কথা শুনেছি। আমরা খবর পাই জেমি মাইরো তার ডজনখানেক সশস্ত্র সঙ্গী নিয়ে অ্যাবি সিস্টারসিয়ানে লুকিয়ে আছে। তবে মঠ ঘেরাও করার সময় তারা সবাই পালিয়ে যায়।'

'কর্নেল, শুনেছি আপনার লোকেরা কয়েকজন নানকে বলাৎকার—'

'এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা।'

প্রধানমন্ত্রী মার্টিনেজ বললেন, 'ধন্যবাদ, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন। আজ এ পর্যন্তই। আবার কোনো খবর পেলে আপনাদেরকে জানানো হবে।'

সংবাদ সম্মেলন শেষ হয়ে গেল। সাংবাদিকরা চলে যাবার পরে প্রধানমন্ত্রী দুই কর্নেলের দিকে ফিরে বললেন, 'ওরা সারাবিশ্বের সামনে আমাদেরকে অসভ্য, জংলী বলে খাড়া করতে চাইছে।'

প্রাইম মিনিস্টারের মন্তব্য নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই কর্নেল আকোকার। তিনি দুশ্চিন্তায় আছেন গত মধ্যরাতে আসা টেলিফোনটি নিয়ে।

'কর্নেল আকোকা?'

এ কণ্ঠ কর্নেলের সাংঘাতিক পরিচিত। চোখ থেকে ঘুমের রেশ পুরোপুরি টুটে গেল।

'জি, স্যার।'

'তুমি আমাদেরকে হতাশ করে তুলছ। আমরা তোমার কাছ থেকে একটা রেজাল্ট আশা করেছিলাম।'

'স্যার, আমি ওদেরকে পাকড়াও করার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছি।' ভয়ানক ঘামছেন কর্নেল। 'দয়া করে আরেকটু ধৈর্য ধরুন। আমি আপনাদেরকে হতাশ করব না।'

তিনি শ্বাস চেপে রইলেন জবাব শোনার আশায়।

'তোমার সময় ফুরিয়ে আসছে।'

কেটে গেল লাইন।

রিসিভার রেখে বসে রইলেন হতাশ কর্নেল। *হারামজাদা মাইরোটা কই?*

ছাব্বিশ

আমি ওকে খুন করব, দাঁত কিড়মিড় করছে রিকার্ডো মেলাডো। দুহাত দিয়ে ওর গলা টিপে মারব, ফেলে দেব পাহাড় থেকে অথবা স্রেফ গুলি করে মেরে ফেললেও হয়। না, ওকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলতে পারলেই সবচেয়ে মজা লাগবে আমার।

সিস্টার গ্রাসিয়েলার মতো আজব মেয়ে সে জীবনে দেখেনি। জেমি মাইরো যখন মেয়েটিকে তার দলে ভিড়িয়ে ছিল, মনে মনে খুশিই হয়েছিল রিকার্ডো। মেয়েটি সন্ন্যাসিনী, ঠিক আছে, তবে এর মতো অপূর্ব সুন্দরী নারী দ্বিতীয়টি দেখেনি সে। মেয়েটিকে জানার প্রবল কৌতূহল হয়েছিল তার—এত সুন্দরী একটি মেয়ে সারাটা জীবন কেন নিজের অতুলনীয় রূপ-সৌন্দর্য কনভেন্টের চার দেয়ালের মাঝে বন্দি করে রাখছে? সে নিশ্চিত স্কার্ট এবং ব্লাউজের নিচে এ মেয়ে লুকিয়ে রেখেছে অসাধারণ একটি অঙ্গসৌষ্ঠব। *ওর সঙ্গে ভ্রমণটা বেশ মজার হবে,* ভেবে পুলক বোধ করেছিল রিকার্ডো।

কিন্তু ঘটেছে তার উল্টো। সমস্যা হল সিস্টার গ্রাসিয়েলা তার সঙ্গে বাতচিত একদম বন্ধ করে দিয়েছে। যাত্রা শুরুর পর থেকে একটি শব্দও বেরোয়নি তার মুখ থেকে। আর রিকার্ডোকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে গ্রাসিয়েলার আচরণ। মেয়েটিকে দেখে মনে হয় না তার ভেতরে কোনো অনুভূতি কাজ করছে—রাগ, ভয়, ক্রোধ, দুশ্চিন্ত া কিছু না। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গুটিয়ে রেখেছে গ্রাসিয়েলা, রিকার্ডো ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আশপাশে কী ঘটছে তা নিয়েও নেই সামান্যতম কৌতূহল।

অনেকখানি রাস্তা হেঁটে ওরা মরোস নদীতে পৌঁছাল। রিকার্ডোর জিজ্ঞেস করল, 'একটু বিশ্রাম নেবে, সিস্টার?'

নীরবতা।

উত্তর-পুবে তুষার ঢাকা গুয়াডারামা পর্বতমালার দিকে এগুচ্ছে ওরা। পথে পড়বে সেগোভিয়া। রিকার্ডো আলাপচারিতা চালিয়ে যেতে চেয়েও ব্যর্থ হল।

'আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে সেগোভিয়া পৌঁছে যাব, সিস্টার।'

ও পক্ষ নিরুত্তর।

'খিদে পেয়েছে, সিস্টার?'

কোনো সাড়া নেই।

গ্রাসিয়েলার ভাবখানা এমন যেন রিকার্ডো নামে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্বই নেই তার

কাছে। ভয়ানক হতাশ বোধ করছে রিকার্ডো। *এ মহিলা বোধহয় মানসিক প্রতিবন্ধী,* ভাবছে ও। *ঈশ্বর ওকে রুদ্ধশ্বাস রূপ দিয়েছেন বটে তবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মানসিক প্রতিবন্ধী করে।* যদিও কথাটা বিশ্বাস হল না নিজের কাছেই।

সেগোভিয়ার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল ওরা। প্লাজা ডেল কন্ডি ডি চেস্টে চলে এসেছে রিকার্ডো দেখল Guardia civil-এর সৈন্যরা ওদের দিকে হেঁটে আসছে। সে ফিসফিস করল, 'আমার হাত ধরো, সিস্টার। ভান করতে হবে আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা। ঘুরতে বেরিয়েছি।'

ওর কথা কানে তুলল না গ্রাসিয়েলা।

রিকার্ডো গ্রাসিয়েলার একটা হাত ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে নিল মেয়েটি। যেন সাপের ছোবল খেয়েছে।

তবে সৈন্যরা ওদেরকে লক্ষ করল না। চলে গেল পাশ কাটিয়ে। রিকার্ডো ফিরল গ্রাসিয়েলার দিকে। ভাবলেশহীন চেহারা। রিকার্ডো মনে-মনে বকাবকি করতে লাগল জেমি মাইরোকে। ও কেন অন্য কোনো নানকে ওর সঙ্গে দিল না। এ মেয়ে পাষাণী। এর ভেতরে প্রবেশ করা রিকার্ডো মেলাডোর সাধ্যের অতীত।

রিকার্ডো জানে মেয়েরা তাকে দেখে আকৃষ্ট হয়। অনেক মেয়েই তাকে সে কথা বলেছে। ওর গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা, লম্বা, পেশিবহুল শরীর, খাড়া নাক, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, ঝকঝকে মসৃণ দাঁত। তার জন্ম বিখ্যাত একটি বাস্ক-পরিবারে। তার বাবা উত্তরে, বাস্কের একজন ব্যাংকার। রিকার্ডোকে তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। চেয়েছেন সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে পারিবারিক ব্যবসায়ে নেমে পড়বে তাঁর ছেলে।

পড়ালেখা শেষ করে ব্যাংকে ঢুকেছিল রিকার্ডো। কিন্তু কিছুদিন পরে সে সরকারের বিরুদ্ধে বাস্কদের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন সমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিতে থাকে। শীঘ্রি হয়ে ওঠে ETA'র একজন বড়মাপের নেতা। বাপ ছেলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা জানতে পেরে তাকে লেকচার দেয়ার জন্য একদিন নিজের প্রকাণ্ড অফিসে তলব করলেন।

'আমিও একজন বাস্ক, রিকার্ডো, তবে পাশাপাশি আমি ব্যবসায়ীও বটে। যে দেশের অন্ন খেয়ে বড় হয়েছি সেদেশের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা-আন্দোলন আমাদেরকে মোটেই মানায় না।'

'আমরা কেউ সরকার উৎখাত করতে চাইছি না, বাবা। শুধু স্বাধীনতা চাইছি। সরকার বাস্ক এবং ক্যাটালানদের বিরুদ্ধে যে দমননীতি শুরু করেছে তা অসহ্য।'

সিনিয়র মেলাডো চেয়ারে হেলান দিলেন। 'গতকাল আমার মেয়র বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি তোমাকে কোনো র‍্যালিতে অংশ না-নিতে পরামর্শ দিয়েছেন। তুমি তোমার অ্যানার্জিটুকু ব্যাংক-ব্যবসার কাজে লাগালেই বরং খুশি হব।'

'বাবা—'

'আমার কথা শোনো, রিকার্ডো। যৌবনে আমারও তোমার মতো রক্ত গরম ছিল। তবে গরম রক্ত ঠাণ্ডা করার আরও উপায় আছে। তোমার সঙ্গে সুন্দরী একটি মেয়ের এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে। আমি আশা করব তুমি বিয়ে করে সুখে ঘরকন্না করবে, অনেকগুলো সন্তানের বাবা হবে। তোমার একটা ভবিষ্যৎ আছে। সেদিকে তোমাকে তাকাতে হবে।'

'কিন্তু তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না—?'

'তোমার চেয়ে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, বেটা। তোমার কর্মকাণ্ডে তোমার বিখ্যাত হবু শ্বশুর খুবই ক্ষুব্ধ। আমি চাই না তুমি এমন কিছু করে বসো যাতে বিয়েটা ভণ্ডুল হয়ে যায়। আমি কি কথাটা বোঝাতে পেরেছি?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

পরের শনিবার বার্সেলোনার একটি অডিটরিয়ামে বাস্ক-বিক্ষোভ-মিছিলে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে গ্রেফতার হল রিকার্ডো মেলাডো। তার বাবা ওর জামিনের ব্যবস্থা করতে গেলে রিকার্ডো সাফ বলে দিল গ্রেফতাররত তার অন্যান্য সঙ্গীর যদি জামিন না হয় তাহলে সে মুক্ত হতে চায় না। কিন্তু সিনিয়র মেলাডো ছেলের বন্ধুদের জামিনের ব্যাপারে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলেন। এসব পাঁচবছর আগের কথা। রিকার্ডো জেল ভেঙে পালায়। তারপর গত পাঁচটা বছর ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে, লড়াই করছে সরকারের বিরুদ্ধে।

'এদিক দিয়ে যাব আমরা,' সিস্টার গ্রাসিয়েলাকে বলল রিকার্ডো। সতর্ক থাকল মেয়েটার গায়ে যেন হাতটাত না লাগে।

মেইন স্ট্রিট থেকে সেন্ট ভ্যালেনটিটনে মোড় নিল ওরা। কিনারে একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান চোখে পড়ল রিকার্ডোর। চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল।

'একটু দাঁড়াও, সিস্টার। আমি আসছি এখুনি,' বলে দোকানে ঢুকে পড়ল সে।

একটু পরে দোকান থেকে বেরিয়ে এল রিকার্ডো। হাতে সস্তা দামের দুটো গিটার। মনে আশঙ্কা ছিল এসে দেখবে গ্রাসিয়েলা নেই, ভেগেছে। তবে মেয়েটি আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে।

রিকার্ডো একটি গিটারের স্ট্র্যাপ খুলে এগিয়ে দিল গ্রাসিয়েলার দিকে। 'ধরো, সিস্টার। এটা কাঁধে ঝুলিয়ে নাও।'

চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে রিকার্ডোর দিকে তাকাল গ্রাসিয়েলা।

'তোমাকে বাজাতে হবে না,' বলল রিকার্ডো। 'লোকজনকে দেখাব যে আমরা ট্যুরিস্ট। গিটার নিয়ে গান গাই।'

রিকার্ডো জোর করে গিটারটি গুঁজে দিল গ্রাসিয়েলার হাতে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওটা কাঁধে ঝোলাল সিস্টার।

Guardia Civil-এর লোক গিজগিজ করছে শহরময়। ওরা যখন পাশ দিয়ে যায়, রিকার্ডো গ্রাসিয়েলার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপনের ভান করে। তবে সাবধান থাকে যেন শরীরে ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়।

পুলিশ এবং সৈন্যদের সংখ্যা প্রচুর। তবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না রিকার্ডো। কারণ তারা রোব-পরা নান এবং মাইরোর দলকে খুঁজবে; গিটার কাঁধে দুই তরুণ ট্যুরিস্টকে নয়।

খিদে পেয়েছে রিকার্ডোর। সিস্টার গ্রাসিয়েলা মুখে কিছু না বললেও চেহারা দেখে বোঝা যায় সে-ও কম ক্ষুধার্ত নয়। ওরা একটি খুদে bodega'র পাশ দিয়ে যাচ্ছে, রিকার্ডো বলল, 'চলো, সিস্টার কিছু খেয়ে নিই।'

নিরুত্তর গ্রাসিয়েলা।

ছোট ক্যাফেটিতে ঢুকল রিকার্ডো, একটু পরে ওকে অনুসরণ করল গ্রাসিয়েলা।

টেবিলে বসে রিকার্ডো জিজ্ঞেস করল, 'কী খাবে?'

চুপ করে রইল গ্রাসিয়েলা।

রিকার্ডো ওয়েট্রেসকে বলল, 'দুটো gazipachos আর দুটো Chorizos।'

স্যুপ এবং সসেজ আসার পরে খাওয়া শুরু করল গ্রাসিয়েলা। যেন খাওয়ার জন্য খাওয়া, কোনো মজা পাচ্ছে না, মেয়েটার ভঙ্গি দেখে তা-ই মনে হল রিকার্ডোর।

উদাস আচরণ সত্ত্বেও গ্রাসিয়েলার প্রতি কেন যে অন্যরকম একটা আকর্ষণ অনুভব করছে রিকার্ডো নিজেই জানে না। মেয়েটি একটি প্রহেলিকা, দুর্ভেদ্য এক দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে নিজেকে। বহু সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করেছে রিকার্ডো, কিন্তু তাদের কেউ এ মেয়েটির মতো এমন আকৃষ্ট করতে পারেনি তাকে। এর রূপের মধ্যে কী যেন জাদু আর রহস্য আছে। মেয়েটি কি বুদ্ধিমতী নাকি বোকা? শীতল রক্তের নাকি আবেদনময়ী? *এ ভোঁতা, বোকা এবং শীতল রক্তের হলেই ভালো,* ভাবছে রিকার্ডো। *নইলে এ মেয়েকে হারানোর বেদনা আমি সইতে পারব না। যদিও একে আমি পাব কিনা সে ব্যাপারে নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এ ঈশ্বরের সম্পত্তি।* মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল রিকার্ডো। কে জানে মেয়েটা ওর মনের কথা টের পেয়ে গেল কিনা!

বিল মিটিয়ে উঠে পড়ল রিকার্ডো। বেরিয়ে এল ক্যাফে থেকে। লক্ষ করেছে যাত্রার শুরু থেকেই হাঁটার সময় অল্প অল্প খোঁড়াচ্ছে গ্রাসিয়েলা। *ওর জন্য একটা ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ আমাদের এখনও যেতে হবে অনেক দূর।*

শহরের শেষ মাথায়, মানজানারেস এল রিয়ালে চলে এল ওরা। একটা জিপসি ক্যারাভান চোখে পড়ল। ক্যারাভানে রঙচঙে চারটে ঘোড়ায় টানা ওয়াগন। ওয়াগনের পেছনে জিপসি পোশাক পরে বসে আছে নারী এবং শিশুরা। রিকার্ডো বলল, 'একটু দাঁড়াও, সিস্টার। দেখি লিফটের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

সামনের ওয়াগনের ড্রাইভারের কাছে গেল রিকার্ডো। মোটাসোটা লোকটা। জিপসি।

'Buenas tardes, Senor। আমাকে আর আমার ফিঁয়াসেকে কি অনুগ্রহ করে একটা লিফট দেয়া যায়?'

জিপসি ড্রাইভার গ্রাসিয়েলার দিকে তাকাল। 'দেয়া যায়। কোথায় যাবেন?'

'গুয়াডারামা পর্বতে।'

'আমি সেরেজো পর্যন্ত আপনাদেরকে লিফট দিতে পারি।'

'তাতেও চলবে। ধন্যবাদ।'

জিপসিকে ও কিছু টাকা দিল।

'শেষ ওয়াগনটাতে উঠে পড়ুন।'

'Gracias.

রিকার্ডো গ্রাসিয়েলার কাছে ফিরে এল। 'জিপসিরা আমাদের সেরেজো ডি আবাজো পর্যন্ত পৌঁছে দেবে বলল। আমরা শেষ ওয়াগনে উঠব।'

রিকার্ডো ভাবছিল গ্রাসিয়েলা হয়তো যেতে চাইবে না। মেয়েটা একটু ইতস্তত করে হাঁটা দিল ওয়াগনের উদ্দেশে।

ওয়াগনের ভেতরে ছয়/সাতজন জিপসি। তারা রিকার্ডো এবং গ্রাসিয়েলাকে বসার জায়গা করে দিল। ওরা ওয়াগনে উঠছে, গ্রাসিয়েলাকে ওপরে উঠতে সাহায্য করার জন্য রিকার্ডো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, মেয়েটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল হাত। *জাহান্নামে যাও তুমি,* দাঁত কিড়মিড় করল রিকার্ডো। ওয়াগনে ওঠার সময় গ্রাসিয়েলার নগ্ন পা একঝলক দেখতে পেল ও। *এমন সুন্দর পা জীবনেও দেখিনি।* মনে মনে বলল রিকার্ডো।

ওয়াগনের শক্ত কাঠের মেঝেতে বসল ওরা। শুরু হল দীর্ঘ যাত্রা। গ্রাসিয়েলা এক কোনে গিয়ে বসেছে, চোখ বোজা। ঠোঁট নড়ছে প্রার্থনার ভঙ্গিতে। রিকার্ডো ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

বেলা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত চুল্লিতে পরিণত হল সূর্য। খর তাপ ঝলসে দিল ধরিত্রী। আকাশ নীল। একফোঁটা মেঘ নেই। মালভূমি দিয়ে এগিয়ে চলল ওয়াগন। মাথার ওপর পাখিদের কলরব।

শেষ বিকেলে যাত্রাবিরতি দিল ক্যারাভান। জিপসি-নেতা ওদের ওয়াগনের সামনে এসে দাঁড়াল।

'আপনারা এখানেই নামুন। আমরা এরপর ভিনুয়েলাসে যাব।'

ভুল রাস্তায় এসেছে ওরা। 'ধন্যবাদ,' বলল রিকার্ডো।

'আপনি কি দয়া করে আমাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবেন? আমরা পয়সা দেব।'

জিপসি-সর্দার এক মহিলাকে তাদের ভাষায় কী যেন বলল, সে রিকার্ডোকে দুই থলে খাবার দিল।

'Muchas gracias,' খাবারের দাম দেয়ার জন্য টাকা বের করল রিকার্ডো। জিপসি-সর্দার বলল, 'আপনার এবং সিস্টারের খাবারের দাম আগেই শোধ হয়ে গেছে।'

আপনার এবং সিস্টার। তার মানে এ লোক ওদের পরিচয় জেনে গেছে। তবে আশঙ্কিত হল না রিকার্ডো, কারণ বাস্ক এবং কাটালানদের মতো জিপসিরাও স্প্যানিশ সরকারের নিগ্রহণ ও অত্যাচারের শিকার।

'Vayan con dios.

চলে গেল ক্যারাভান। গ্রাসিয়েলার দিকে ফিরল রিকার্ডো। পাথর-মুখ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি।

'আমার সঙ্গ আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে হবে না তোমাকে,' বলল রিকার্ডো। 'আর দুইদিনের মধ্যে আমরা লগরোনো পৌঁছে যাব। ওখানে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তুমি মেনডাভিয়ার কনভেন্টে যেতে পারবে।'

কোনো সাড়া নেই। রিকার্ডো যেন একটা গাছের সঙ্গে কথা বলছে।

ক্যারাভান ওদেরকে যে-জায়গাটায় রেখে গেছে সেটা ফলে-ভরা একটা উপত্যকা। চারপাশে আপেল, নাশপাতি আর ডুমুরের ছড়াছড়ি। কয়েক হাত দূরে বয়ে চলেছে নাদুসনুদুস ট্রাউট মাছে পূর্ণ টরমেস নদী। অতীতে এ নদীতে বহু মাছ ধরেছে রিকার্ডো। বিশ্রাম নেয়ার জন্য চমৎকার একটি জায়গা। কিন্তু ওদেরকে আরও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।

গুয়াডারামা পর্বতমালার দিকে ঘুরে তাকাল রিকার্ডো। এ এলাকাটি ভালোই চেনে ও। অনেকগুলো ট্রেইল বা রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের বুক চিরে। এদিকে ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ি ছাগল আর নেকড়ের দল। একা থাকলে স্বস্তিবোধ করত রিকার্ডো, কিন্তু সিস্টার গ্রাসিয়েলা সঙ্গে আছে বলে চিন্তিত ও।

'চলো,' বলল রিকার্ডো, 'পাহাড় বাইতে হবে।'

খাড়া ঢালে পা বাড়াল ও। হাঁটতে গিয়ে আলগা নুড়িতে পিছলে গেল গ্রাসিয়েলা। রিকার্ডো ওকে সাহায্য করার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল হাত। কিন্তু গ্রাসিয়েলা এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিয়ে খাড়া হল। *বেশ!* ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে রিকার্ডো, *মরো ঘাড় ভেঙে।*

ওপরে উঠতে লাগল ওরা। ক্রমে সরু এবং খাড়া হয়ে আসছে পাহাড়ের ঢাল। আর শীতল বাতাস চাবুক কষাচ্ছে গায়ে। পুবে এগোচ্ছে দুজনে। পাইনগাছের একটা জঙ্গল পার হল। সামনে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। স্কিয়ার এবং মাউন্টেন ক্লাইম্বারদের জন্য ওটা স্বর্গ। ওখানে গেলে গরম খাবার, উষ্ণতা এবং বিশ্রাম মিলবে, জানে রিকার্ডো। যেতে ইচ্ছেও করছে খুব। কিন্তু ওই গাঁ ওদের জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। ওখানে ফাঁদ পেতে রাখতে পারে আকোকা।

সিস্টার গ্রাসিয়েলার দিকে ফিরল ও। 'আমরা গাঁয়ে ঢুকব না। আরেকটু হাঁটতে হবে। তারপর বিশ্রাম নেব। খুব সমস্যা হবে না তো তোমার?'

গ্রাসিয়েলা এক ঝলক দেখল রিকার্ডোকে, তারপর কিছু না বলে হাঁটা দিল।

অপমানিত বোধ করল রিকার্ডো। *জাহান্নামে যাক এ মেয়ে। যাকগে, লগরোনো পৌঁছালেই তো আর এর সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে না। কিন্তু তবু এর জন্য আমার মন এরকম করে কেন?*

ওরা গ্রামটাকে এড়িয়ে গেল, জঙ্গলের কিনার ধরে হাঁটছে। কিছুক্ষণ পরে আবার চলে এল পাহাড়ি রাস্তায়। বাইতে শুরু করল পাহাড়। এদিকে পাহাড় আরও খাড়া। উপরে উঠতে বেরিয়ে গেল দম। আরেকটি পাহাড়ি গ্রাম উদ্ভাসিত হল চোখের সামনে। বিকেলের রোদ গায়ে মেখে কী শান্ত, স্নিগ্ধ লাগছে গ্রামটি! কিন্তু গাঁয়ে ঢুকল না ওরা। কিছুদূর এগিয়ে একটি পাহাড়ি ঝর্নার সামনে থেমে দাঁড়াল। আঁজলা ভরে পান করল বরফশীতল পানি।

সন্ধ্যা নাগাদ উঁচুনিচু একটি এলাকায় পৌঁছাল দুজনে। এ জায়গা জুড়ে রয়েছে অসংখ্য গুহা। এখান থেকে রাস্তা নেমে গেছে নিচের দিকে।

যাক বাবা বাঁচলাম, মনে মনে বলে রিকার্ডো। আর পাহাড় বাইতে হবে না।

অস্পষ্ট একটা গুঞ্জনধ্বনি ভেসে এল মাথার ওপর থেকে। শব্দটা কোত্থেকে আসছে দেখতে মাথা তুলে চাইল রিকার্ডো। অকস্মাৎ পাহাড়চুড়োয় আবির্ভূত হল সেনাবাহিনীর একটি বিমান। ওদের দিকে উড়ে আসছে।

'শুয়ে পড়ো!' চিৎকার দিল রিকার্ডো, 'শুয়ে পড়ো!'

গ্রাসিয়েলা হাঁটছেই। বৃত্তাকারে ঘুরল প্লেন, নেমে আসছে নিচের দিকে।

'শুয়ে পড়ো!' আবার তারস্বরে চেঁচাল রিকার্ডো।

গ্রাসিয়েলাকে লক্ষ করে ঝাঁপ দিল ও, মেয়েটাকে নিয়ে আছাড় খেল মাটিতে। ওর শরীরের ওপর রিকার্ডোর শরীর। তারপর যা ঘটল তা রীতিমত অকল্পনীয় কাণ্ড। গ্রাসিয়েলা মৃগীরোগীর মতো চিৎকার দিতে শুরু করল। প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি করছে। কুঁচকিতে লাথি খেল রিকার্ডো, খামচি লাগল মুখে, নখ বাঁকিয়ে ওর চোখ উপড়ে নিতে চাইল মেয়েটা। তবে রিকার্ডোকে সবচেয়ে বিস্মিত করল মেয়েটার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা অশ্লীল গালির তুবড়ি। এত সুন্দরী, নিষ্পাপ চেহারার একটি মেয়ে এমন জঘন্য, কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করতে পারে! না দেখলে বিশ্বাস করত না রিকার্ডো।

নখের হামলা থেকে নিজেকে বাঁচাতে রিকার্ডো গ্রাসিয়েলার দুহাত চেপে ধরল। ওর শরীরের নিচে বুনো বেড়ালের মতো মোচড় খাচ্ছে আর ফোসফোঁস করছে মেয়েটা।

'থামো!' চেঁচাল রিকার্ডো। 'আমি তোমাকে ব্যথা দেব না। ওটা আর্মি স্কাউট প্লেন। ওরা আমাদেরকে দেখে ফেলেছে। এখান থেকে পালাতে হবে।'

গ্রাসিয়েলার উন্মাদনা না-কমা পর্যন্ত ওকে ঠেসে ধরে রাখল রিকার্ডো। ওর গলা দিয়ে অদ্ভুত, ঘরঘরে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। রিকার্ডো বুঝতে পারল কাঁদছে মেয়েটা। তাজ্জব বনে গেছে ও। একজন নান ট্রাকড্রাইভারের মতো কুৎসিততম ভাষায় কাউকে গালাগাল করতে পারে, এটা ওর কল্পনাতেও ছিল না।

কণ্ঠস্বর নরম করে রিকার্ডো বলল, 'সিস্টার, লুকাবার জন্য জলদি একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। আমাদেরকে দেখে ফেলেছে প্লেনটা। এ খবর জানিয়ে দেবে সে। শীঘ্রি এ এলাকা ঘিরে ফেলবে সেনাবাহিনী। কনভেন্টে যাবার ইচ্ছে থাকলে আমার সঙ্গে এসো।'

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে গ্রাসিয়েলার শরীরের ওপর থেকে সাবধানে উঠে পড়ল রিকার্ডো। ওর ফোঁপানো বন্ধ না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। অবশেষে উঠে বসল গ্রাসিয়েলা। মুখে লেগে গেছে কাদামাটি, আলুথালু চুল, কেঁদে লাল করে ফেলেছে চোখ, তারপরও মেয়েটির সৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র হানি হয়নি।

রিকার্ডো মৃদু গলায় বলল, 'তোমাকে আমি ভয় পাইয়ে দিয়েছি বলে দুঃখিত। তুমি কী করলে যে খুশি হবে বুঝতে পারছি না।'

জলে ভেজা, বড় বড়, পটলচেরা চোখ মেলে রিকার্ডোর দিকে তাকাল গ্রাসিয়েলা। মেয়েটা কী ভাবছে কে জানে! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিধে হল রিকার্ডো। ওকে অনুসরণ করল গ্রাসিয়েলা।

'এদিকে গুহার অভাব নেই,' বলল রিকার্ডো। 'আমরা আজ রাতটা কোনো একটা গুহায় কাটিয়ে দেব। ভোরবেলায় আবার শুরু করব যাত্রা।'

খামচি খেয়ে রিকার্ডোর মুখ জ্বালা করছে। ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়ছে। তবে মেয়েটার ওপর একটুও রাগ হচ্ছে না ওর। বরং কেমন মায়া লাগছে। ওকে আশ্বস্ত করে কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু চুপ করে রইল রিকার্ডো। কী বলবে বুঝতে পারছে না।

প্লেনটা ওদেরকে যেখানে দেখে ফেলেছিল, সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে পছন্দসই একটি গুহার সন্ধান পেয়ে গেল রিকার্ডো। প্রবেশপথ ঝোপঝাড়ে প্রায় ঢাকা।

'দাঁড়াও এখানে,' বলে গুহায় ঢুকে গেল রিকার্ডো। ভেতরটা অন্ধকার। শুধু গুহামুখ থেকে সামান্য যে আলো আসছে তাতে আবছা দেখা যায়। গুহাটা কতবড় লম্বা কে জানে। তাতে কিছু আসে যায় না। ওরা তো আর গুহা আবিষ্কার করতে আসেনি।

রিকার্ডো ফিরে এল গ্রাসিয়েলার কাছে।

'গুহাটা নিরাপদই মনে হচ্ছে,' বলল সে। 'ভেতরে গিয়ে বসো। আমি কিছু ডালপালা নিয়ে আসি। গুহামুখটা ঢেকে দেব। এখুনি আসছি।'

নিঃশব্দে গুহায় ঢুকল গ্রাসিয়েলা। দেখল চলে যাচ্ছে রিকার্ডো। ও হতাশ ভঙ্গিতে ঠাণ্ডা জমিনে বসে পড়ল।

আমি আর সহ্য করতে পারছি না, মনে মনে বলল ও। তুমি কোথায় যেসাস?

আমাকে এ নরক থেকে উদ্ধার করো।

রিকার্ডো জানে না তাকে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলেছে গ্রাসিয়েলা। রিকার্ডোকে তার দেখে মনে হয়েছে ফিরে এসেছে কৈশোরের স্বপ্নের সেই রাজপুত্র। রিকার্ডো যখন ওর শরীর স্পর্শ করেছিল, আগুনে যেন পুড়ে গিয়েছিল গা। একই সঙ্গে তীব্র শরমে মরে যাচ্ছিল গ্রাসিয়েলা। *আমি তো যিশুর বধূ। পরপুরুষের প্রতি আমার আকৃষ্ট হওয়া পাপ। যেসাস আমাকে সাহায্য করো। আমার মন থেকে সমস্ত পাপচিন্তা দূর করে দাও।*

ওর আর রিকার্ডোর মধ্যে নীরবতার একটা দেয়াল তৈরি করার প্রাণপণ চেষ্টা করে আসছে গ্রাসিয়েলা, যে দেয়াল ঈশ্বর ছাড়া আর কারও পক্ষে ভাঙা সম্ভব নয়, যে দেয়াল দূরে সরিয়ে রাখে শয়তানকে। কিন্তু ও কি শয়তানকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছে? ওকে যখন ধাক্কা মেরে রিকার্ডো মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, মনে হয়েছিল সেই মুর লোকটা ওর ওপর চড়াও হয়েছে, ওকে সেই ভণ্ড ফ্রায়ার ধর্ষণ করার চেষ্টা করছে। প্রচণ্ড আতঙ্কে উন্মাদের মতো আচরণ করেছে গ্রাসিয়েলা।

না, মনে মনে বলল ও। *ওটা সত্য কথা নয়।* ওর আসলে ওর ধর্মবিশ্বাস আর কামনা-বাসনার মাঝখানে দুটুকরো হয়ে যাচ্ছিল।

নিজেকে আমি হারাতে দিতে পারি না। আমাকে কনভেন্টে ফিরে যেতে হবে। ও যে-কোনো মুহূর্তে ফিরে আসবে। কী করি আমি এখন?

গুহার পেছন দিক থেকে মৃদু একটা কুঁই কুঁই আওয়াজ শুনে চট করে ঘুরে বসল গ্রাসিয়েলা। আঁধারে চারটে সবুজ চোখ জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে, এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল গ্রাসিয়েলার।

দুটো নেকড়ের বাচ্চা উদয় হল অন্ধকার ফুঁড়ে। নরম তুলতুলে গা। মাথা ঘষতে লাগল গ্রাসিয়েলার শরীরে। হাসল গ্রাসিয়েলা। আদর করে ওদের গায়ে হাত বুলাচ্ছে। এমন সময় গুহামুখে খসখস একটা শব্দ হল। *ফিরে এসেছে রিকার্ডো,* ভাবল ও।

পরমুহূর্তে ধূসর রঙের বিরাট এক নেকড়ে ঝাঁপ দিল গ্রাসিয়েলাকে লক্ষ্য করে।

সাতাশ

লুসিয়া কারমিন আরান্ডা ডি ডুয়েরোর শুঁড়িখানার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল রুবিও আরজানো বসে আছে ভেতরে, অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

মুখে জোর করে হাসি ফোটাল লুসিয়া, ঢুকল শুঁড়িখানায়। রুবিও ওকে দেখে হাসল।

'তোমার জন্য খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, *querida*। সেই কখন বেরিয়েছ আর ফেরার নাম নেই। কোনো সমস্যা হল কিনা ভেবে আমি এদিকে অস্থির।'

লুসিয়া ওর হাতে হাত রাখল। 'না, কোনো সমস্যা হয়নি।'

রুবিও লুসিয়ার হাত ধরল, চোখ রাখল চোখে। চাউনিতে প্রগার প্রেম। লুসিয়ার রীতিমতো অস্বস্তি লাগল। *এ লোক কি জানে না যে তার প্রেম কোনোদিন সফল হবে না? নাহ্, একথা ওকে বলার সাহস আমার নেই। তবে ও আমাকে ছাড়াই দিব্যি থাকতে পারবে।*

মুখ ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশে তাকাল লুসিয়া। স্থানীয় লোকজনের ভিড়ে সরগরম শুঁড়িখানা। দুই লোক হেঁটে এল ওদের কাছে। তাকাল লুসিয়ার কোলে রাখা ক্যানভাসে মোড়ানো জিনিসটির দিকে।

ওখানে কী লুকিয়ে রেখেছ, *querida?*' বলল একজন।

তার সঙ্গী বলল, 'ওর স্কার্টের তলায় যা আছে তার চেয়ে ভালো জিনিস বোধহয় আছে ওই প্যাকেটে।'

হেসে উঠল দুজনে।

'তোমার প্যান্টি খুলে দেখাও না কী আছে নিচে?'

আর সহ্য হল না রুবিওর। ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মতো খাড়া হল সে। হাত বাড়িয়ে ওদের একজনের গলা চেপে ধরল। এমন জোরে ঘুসি মারল, ছিটকে ঘরের কিনারে চলে গেল সে, একটা টেবিল নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে।

'না!' চিৎকার দিল লুসিয়া। 'মারামারি কোরো না!'

ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে মারপিট। রীতিমতো ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়ে গেল শুঁড়িখানায়। সবাই আগ বেড়ে এল মারামারিতে। বারের পেছনে ঝনঝন শব্দে ভাঙল একটা বোতল। চেয়ার-টেবিলগুলোর পাখা গজাল। লোকজন ছুড়ে মারছে ওগুলো। গালাগাল দিচ্ছে ইচ্ছেমতো। দুই লোককে ধরাশায়ী করেছে রুবিও, তৃতীয়জন ষাঁড়ের

মতো ছুটে এল ওর দিকে, আঘাত হানল পেটে। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল রিকার্ডো।

'রুবিও! জলদি চলো এখান থেকে!' চেঁচিয়ে বলল লুসিয়া।

মাথা ঝাঁকাল রুবিও। হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে পেট। ওরা ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল শুঁড়িখানার দরজা খুলে।

ওরা কাপ্লে সান্তা মারিয়ায় চলে এল। দুই রাস্তা পরে বড় একটি চার্চে চোখ পড়ল। নাম ইগলে সিয়া সান্তা মারিয়া। লুসিয়া দৌড়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে, ধাক্কা মেরে খুলল দরজা। উঁকি দিল। জনশূন্য গির্জা।

'এখানে আমরা নিরাপদে থাকব,' বলল লুসিয়া।

অন্ধকারে চার্চে ঢুকল ওরা। এখনও পেট চেপে ধরে আছে রুবিও।

'এসো, একটু বিশ্রাম নাও।'

'আচ্ছা।'

রুবিও পেটের ওপর থেকে সরিয়ে নিল হাত। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত।

আঁতকে উঠল লুসিয়া। 'মাই গড, আহত হলে কী করে?'

'ছুরি,' ফিসফিসিয়ে বলল রুবিও। 'ওরা আমাকে ছুরি মেরেছে।' মেঝেয় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে।

লুসিয়া ওর পাশে বসল হাঁটু মুড়ে। 'নড়াচড়া কোরো না।'

রুবিও'র জামা খুলে পেটে চেপে ধরল রক্ত বন্ধ করার জন্য। রুবিও'র মুখ মরা মানুষের মতো শাদা।

'তুমি ওদের সঙ্গে মারামারি করতে গেলে কেন, গর্দভ?' ওকে ভর্ৎসনা করল লুসিয়া।

রুবিও'র কথা জড়িয়ে গেল। 'ওরা তোমাকে অসভ্য কথা বলবে আর আমি চুপচাপ বসে থাকব? কক্ষণো না।'

লুসিয়া ওর কথা শুনে দারুণ অভিভূত! এভাবে কেউ কোনোদিন ওকে বলেনি। মানুষটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ও ভাবছিল *এ লোকটা আমার জন্য আর কতবার জীবনের ঝুঁকি নেবে?*

'তোমাকে আমি মরতে দেব না,' ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল লুসিয়া। 'কিছুতেই না।' ঝট করে খাড়া হল। 'আমি আসছি এখুনি।'

চার্চের পেছনে, প্রিস্টদের পোশাক রাখার ঘর থেকে পানি আর তোয়ালে নিয়ে এল লুসিয়া। পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে মুছে দিতে লাগল রুবিও'র ক্ষতস্থান। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, স্রোতের মতো ঘাম ঝরছে। লুসিয়া ঠাণ্ডা তোয়ালে দিয়ে ওর কপাল মুছল। জলপট্টি দিল। আস্তে আস্তে রুবিওর চোখ বুজে এল। মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছে। লুসিয়া ওর মাথাটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে কথা বলতে লাগল। কী বলছে নিজেই জানে না। আসলে কথা বলছে রুবিওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। একটানা বকবক করেই যেতে লাগল, এক সেকেন্ডের জন্যেও বিরতি দেয়ার সাহস পেল না।

'আমরা তোমার খামারে একসঙ্গে কাজ করব, রুবিও। তোমার মা এবং বোনদের সঙ্গে পরিচয় হবে আমার। তোমার কি ধারণা ওরা আমাকে পছন্দ করবেন? আমি ওদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকব। আমি অনেক পরিশ্রম করতে পারি, *caro*। খামারে আগে কখনও কাজ করিনি বটে তবে শিখে নেব। স্পেনের সেরা খামার গড়ে তুলব আমরা দুজনে মিলে।'

সারাটা বিকেল ও কাটিয়ে দিল রুবিও'র সঙ্গে কথা বলে, ভেজানো তোয়ালে দিয়ে বারবার মুছে দিল জ্বরতপ্ত শরীর, বদলে দিল পোশাক। রক্তক্ষরণ প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

'দেখছ, *caro*? তুমি ভালো হয়ে যাচ্ছ। তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে, দেখো। দুজনে মিলে চমৎকার একটা জীবন শুরু করব? রুবিও। শুধু তুমি বেঁচে থাকো, প্লিজ! মরে যেয়ো না!'

কাঁদছে লুসিয়া।

রুবিও'র মাথায় হাত রাখল লুসিয়া। তীব্র ছ্যাঁকা খেল হাতে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে বেচারার গা। ঘামে জমজবে শরীর। নিশ্বাস অনিয়মিত, হাঁপানির মতো শব্দ করছে শ্বাস নেয়ার সময়। গা থেকে রক্ত ঝরছে না, তবে শরীরের ভেতরে কোথাও নিশ্চয় রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

'রুবিও...ডার্লিং...'

অর্ধনিমীলিত চোখ মেলল রুবিও।

'আমি একটু আসছি,' বলল লুসিয়া।

ওর হাত চেপে ধরল রুবিও, 'প্লিজ...'

'ইটস অলরাইট,' ফিসফিসিয়ে বলল লুসিয়া। 'আমি এখুনি ফিরব।'

সিধে হল লুসিয়া, শেষবারের মতো দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইল রুবিও'র দিকে। *এ মানুষটার জন্যে আমার আর কিছুই করার নেই।*

লুসিয়া সোনার ক্রুশটি নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ল গির্জার দরজা খুলে। চোখে জল। হাঁটার সময় বারবার হোঁচট খেল, তারপর দ্রুততর হল গতি, চলেছে বন্ধকির দোকানে। দোকানদার আর তার কাজিন লুসিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে ওখানে পাসপোর্ট নিয়ে। স্বাধীনতার পাসপোর্ট।

সকালে যখন খুলবে চার্চ, রুবিওকে দেখে ওরা ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে। চিকিৎসা পেয়ে সুস্থ হয়ে যাবে রুবিও। শুধু যদি কোনোমতে আজ রাতটা টিকে থাকতে পারে। ভাবছে লুসিয়া।

casa de Empenos ঠিক সামনে। ওর কয়েক মিনিট দেরি হয়ে গেছে। দোকানে আলো জ্বলছে। লোকগুলো অপেক্ষা করছে লুসিয়ার জন্য।

লুসিয়ার হাঁটার গতি দ্রুততর হল, তারপর প্রায় ছুটতে লাগল। রাস্তা পার হল ও,

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

পুলিশস্টেশনে উর্দিপরা এক কর্মকর্তা ডেস্কে বসে কাজ করছে। লুসিয়াকে দেখে চোখ তুলে তাকাল।

'আমাকে সাহায্য করুন,' আর্তনাদ করল লুসিয়া। 'এক লোক ছুরি খেয়েছে। ও মারা যাচ্ছে।'

পুলিশ কর্মকর্তা কোনো প্রশ্ন করল না। ফোন তুলে কার সঙ্গে যেন কথা বলল। রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, 'এখুনি সাহায্য এসে যাবে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল দুই গোয়েন্দা।

'কে যেন ছুরি খেয়েছে বললেন, সিনোরিটা?'

'জি, প্লিজ আমার সঙ্গে আসুন। জলদি!'

'আমরা যাবার পথে ডাক্তার নিয়ে যাব,' বলল একজন গোয়েন্দা। 'তারপর আপনার বন্ধুর কাছে যাব।'

বাড়ি থেকে ডাক্তারকে তুলে নিল ওরা। লুসিয়া ওদেরকে নিয়ে চলে এল গির্জায়।

মেঝেয় নিশ্চল পড়ে আছে রুবিও। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন ডাক্তার।

ওকে পরীক্ষা করে একটু পরেই বললেন, 'এ বেঁচে আছে। তবে এক্ষুনি হাসপাতালে নিতে হবে।'

লুসিয়া হাঁটু মুড়ে বসে নীরবে প্রার্থনা করল, *ধন্যবাদ ঈশ্বর, আমার পক্ষে যেটুকু সম্ভব করেছি। এখন আমাকে নিরাপদে যেতে দাও। আমি আর তোমার কাছে কিছু চাইব না।*

এক গোয়েন্দা নির্নিমেষ নয়নে লক্ষ করছিল লুসিয়াকে। লুসিয়ার চেহারাটা বড্ড চেনা-চেনা লাগছিল তার কাছে। হঠাৎ কারণটা বুঝতে পারল। ইন্টারপোল থেকে রেড টপ প্রাইওরিটি সার্কুলেশনে যে মেয়ের ছবি দেখেছে সে, এর সঙ্গে তার অস্বাভাবিক মিল রয়েছে।

গোয়েন্দা কানে কানে কী যেন বলল তার সঙ্গীকে। দুজনেই এবার তীক্ষ্ণচোখে পরখ করল লুসিয়াকে। তারপর হেঁটে গেল ওর দিকে।

'মাফ করবেন, সিনোরিটা। আপনি কি অনুগ্রহ করে একবার আমাদের সঙ্গে পুলিশস্টেশনে আসবেন? আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব।'

আটাশ

রিকার্ডো মেলাডো পাহাড়ের গুহা থেকে মাত্র কয়েক কদম দূরে গেছে এমন সময় প্রকাণ্ড আকারের ধূসর নেকড়েটাকে দেখতে পেল সে। জানোয়ারটা ছুটে যাচ্ছে গুহামুখে। এক সেকেন্ডের জন্য পাথরের মতো জমে গেল সে, তারপর ছুটল। এত জোরে সে জীবনে ছোটেনি। বিদ্যুৎগতির কয়েকটি পদক্ষেপ ফেলে সে চলে এল গুহার সামনে, ঝড়ের বেগে ঢুকে গেল ভেতরে।

'সিস্টার!'

আবছা আলোয় দেখতে পেল বিশালদেহী একটা ধূসর কাঠামো লাফ মারছে গ্রাসিয়েলাকে লক্ষ্য করে। ঝট করে পিস্তল বের করেই গুলি করল রিকার্ডো। কাতর ধ্বনি বেরুল নেকড়ের মুখ দিয়ে, ঝটিতে ফিরল রিকার্ডোর দিকে। আহত জানোয়ারের থাবা আছড়ে পড়ল ওর গায়ে, রিকার্ডো টের পেল চিড়ে ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে পরনের পোশাক, নাকে বাড়ি মারল ওটার মুখের বিকট গন্ধ। নেকড়েটার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। রিকার্ডো প্রাণীটার সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা করল। কিন্তু শক্তিশালী এবং পেশিবহুল জানোয়ারের কাছে ও পরাস্ত হতে চলল।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে রিকার্ডো। অস্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখল গ্রাসিয়েলা ওর দিকে আসছে। চিৎকার দিল রিকার্ডো, 'চলে যাও!'

গ্রাসিয়েলার হাতটা উঠে গেল রিকার্ডোর মাথার ওপর, নামছে। এক ঝলক দেখতে পেল রিকার্ডো। বড়সড় এক টুকরো পাথর মেয়েটার হাতে। রিকার্ডো ভাবল ও *আমাকে মেরে ফেলছে!*

পরমুহূর্তে পাথরখণ্ড রিকার্ডোর মুখের পাশ ঘেঁষে দড়াম করে আছড়ে পড়ল নেকড়ের খুলিতে। শেষবারের মতো বিশ্রী একটা হেঁচকি তুলে জমিনে স্থির হয়ে পড়ে রইল ধূসর জানোয়ার। মেঝেতে আছড়ে পাছড়ে উঠে বসল রিকর্ডো, ভীষণ হাঁপাচ্ছে। গ্রাসিয়েলা ওর পাশে এসে বসল হাঁটু গেড়ে।

'তুমি ঠিক আছ তো?' ওর কণ্ঠে উদ্বেগ।

কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল রিকার্ডো। পেছন থেকে কেঁউ কেঁউ শব্দে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। নেকড়ের বাচ্চাদুটো গুটিশুঁটি মেরে বসে আছে গুহার এককোণে।

শুয়ে পড়ল রিকার্ডো। দম ফিরে পেতে চাইছে। তারপর বহুকষ্টে টেনে তুলল শরীরটাকে।

ওরা বেরিয়ে এল গুহা থেকে ভোরের ফুরফুরে পাহাড়ি বাতাসে। কাঁপছে রিকার্ডো। বুক ভরে শ্বাস নিল। আস্তে আস্তে সাফ হয়ে এল মাথা।

'এখান থেকে চলে যাই চলো।' বলল রিকার্ডো। 'ওরা এখানে আমাদের খোঁজে চলে আসতে পারে।'

একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা মনে করে শিউরে উঠল গ্রাসিয়েলা।

ওরা খাড়া পাহাড়ি পথ বেয়ে ঘণ্টাখানেক হাঁটার পরে চলে এল একটি ছোট্ট জলধারার পাশে। রিকার্ডো প্রস্তাব দিল, 'এসো, এখানে যাত্রাবিরতি করি।'

ওদের কাছে ব্যান্ডেজ কিংবা অ্যান্টিসেপটিক নেই, ঝর্নার পরিষ্কার শীতল পানিতে রিকার্ডোর ক্ষত পরিষ্কার করে দিল গ্রাসিয়েলা। রিকার্ডো হাত নাড়াতেই পারছিল ন। গ্রাসিয়েলা যখন বলল, 'আমি ব্যান্ডেজ বেঁধে দিই,' যারপরনাই বিস্মিত হল রিকার্ডো। আরও অবাক লাগল যখন অতিযত্নে ওর ক্ষতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল মেয়েটা।

গ্রাসিয়েলার শরীরের কাঁপুনি এখনও থামেনি। রিকার্ডো বলল, 'ইটস অল রাইট। ইটস অল ওভার।'

কিন্তু তাতেও কাঁপুনি বন্ধ হল না গ্রাসিয়েলার। শেষে রিকার্ডো ওর একটা হাত নিজের মুঠিতে টেনে নিয়ে নরম গলায় বলল, 'ওটা মরে গেছে। আর ভয় নেই।'

গ্রাসিয়েলাকে জড়িয়ে ধরল রিকার্ডো, ওর ঊরু রিকার্ডোর শরীরে ঘষা খাচ্ছে, নরম অধরজোড়া নেমে এল রিকার্ডোর ঠোঁটে, ফিসফিস করে কী যেন বলছে গ্রাসিয়েলা, মর্মোদ্ধার করতে ব্যর্থ হল রিকার্ডো।

রিকার্ডোর মনে হচ্ছে গ্রাসিয়েলাকে যেন সে জন্মজন্মান্তর থেকে চেনে। যদিও ওর সম্পর্কে জানে না কিছুই। শুধু জানে এ মেয়ে ঈশ্বরের এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

গ্রাসিয়েলাও ঈশ্বরের কথাই ভাবছিল। *ধন্যবাদ ঈশ্বর। এ আনন্দটুকু আমাকে উপভোগ করতে দেয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি অবশেষে বুঝতে পেরেছি ভালোবাসা কী জিনিস।*

এ অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা হয় না। ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় এর অনুভূতি।

রিকার্ডো গ্রাসিয়েলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর রূপের সঙ্গে সত্যি কোনোকিছু তুল্য নয়। *ও এখন আমার,* ভাবছে রিকার্ডো। *ওকে আর কনভেন্টে ফিরে যেতে দেব না আমি। আমরা বিয়ে করব। আমাদের অনেক সন্তান-সন্ততি হবে।*

'আই লাভ ইউ,' বলল রিকার্ডো। 'আমি তোমাকে আর কোথাও যেতে দেব না, গ্রাসিয়েলা।'

'রিকার্ডো—'

'ডার্লিং, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

কিছু চিন্তা না করেই রাজি হয়ে গেল গ্রাসিয়েলা। 'হ্যাঁ, করব।'

আবার রিকার্ডোর বাহুডোরে বাঁধা পড়ল গ্রাসিয়েলা। ও ভাবছে *আমি তো এটাই চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এরকম দিন আমার জীবনে আসবে না কখনও।*

রিকার্ডো বলল, 'আমরা কিছুদিনের জন্য ফ্রান্সে থাকব। ওখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না। এ যুদ্ধ শীঘ্রি থামবে। তারপর আমরা ফিরে যাব স্পেনে।'

গ্রাসিয়েলা এ মানুষটির সঙ্গে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে যেতে রাজি। যতই বিপদ আসুক, সে এ-লোকটির সঙ্গে সমস্ত বিপদ ভাগ করে নেবে।

ওরা নানান বিষয় নিয়ে কথা বলল। রিকার্ডো জানাল কীভাবে প্রথম জেমি মাইরোর সঙ্গে তার পরিচয় হয়, বাবা ওর এসব কাজকর্ম পছন্দ করতেন না বলে এনগেজমেন্টটা ভেঙে যায় ইত্যাদি। তবে রিকার্ডো যখন গ্রাসিয়েলার অতীত সম্পর্কে জানতে চাইল, চুপ হয়ে গেল মেয়েটা।

রিকার্ডোর দিকে তাকিয়ে গ্রাসিয়েলা ভাবছে *আমি ওকে বলতে পারব না। ও আমাকে ঘৃণা করবে।*

'আমাকে জড়িয়ে ধরো,' আর্তস্বরে বলল গ্রাসিয়েলা।

ওরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাল। পরদিন ভোরবেলা ভাঙল ঘুম। দেখল পর্বতমালাকে লাল আলোয় স্নান করিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঁকি দিচ্ছে সকালবেলার সূর্য। রিকার্ডো বলল, 'এখানে দিনের বেলাটা লুকিয়ে থাকব। সন্ধ্যার পরে রওনা হবো।'

জিপসিদের দেয়া খাবার খেল ওরা। পরিকল্পনা করল ভবিষ্যৎ নিয়ে।

'স্পেনে কাজের অভাব নেই,' বলল রিকার্ডো। 'আর আমার মাথায় আইডিয়াটাও নেই। আমরা নিজেরাই ব্যবসা শুরু করে দেব। চমৎকার একটি বাড়ি কিনব। সুদর্শন ছেলে হবে আমাদের।'

'আর সুন্দরী মেয়ে।'

'আর সুন্দরী মেয়ে,' হাসল রিকার্ডো। 'জানতাম না এত সুখ আসবে জীবনে।'

'আমিও না, রিকার্ডো।'

'আর দুইদিনের মধ্যে লগরোনো পৌঁছে যাব আমরা, দেখা হবে অন্যদের সঙ্গে।' বলল রিকার্ডো। ওর হাত ধরল। 'তুমি ওদেরকে বলবে তুমি আর কনভেন্টে ফিরছ না।'

'ওরা শুনলে মস্ত একটা ধাক্কা খাবে,' হেসে উঠল গ্রাসিয়েলা। 'তবে কনভেন্টের জীবন আমার খারাপ লাগত না। যদিও—' ঝুঁকে রিকার্ডোকে চুম্বন করল।

রিকার্ডো বলল, 'তোমাকে আমার গড়ে পিটে নিতে হবে।'

ভুরু কোঁচকাল গ্রাসিয়েলা। 'গড়ে পিটে নিতে হবে মানে?'

'তুমি তো অনেকদিন কনভেন্টে ছিলে। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তোমাদের কোনো যোগাযোগই ছিল না। ডার্লিং, এতগুলো বছর তোমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

এজন্য একটুও খারাপ লাগেনি তোমার?'

'রিকার্ডো—আমার কিছুই হারায়নি। হারাবার মতো কিছু থাকলে তো হারাবে।'

তারপর অকস্মাৎ এতদিনের না-বলা কথাগুলো গড়গড় করে বলতে লাগল গ্রাসিয়েলা। জানাল ওর কুৎসিত শৈশব আর কৈশোরের কথা। বলল ওর মা ছিল একটা বেশ্যা। চোদ্দ বছর বয়সে ওর কৌমার্য হারানোর কথাও গোপন করল না। জানাল কীভাবে কনভেন্টে যেতে হয়েছিল ওকে।

গ্রাসিয়েলার অতীত জেনে হতবুদ্ধি রিকার্ডো। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, 'আ—আমি বুঝতে পারিনি। আমি—আমি দুঃখিত—'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে গ্রাসিয়েলা। ওকে জড়িয়ে ধরল রিকার্ডো। 'কাঁদে না, সোনা। যা গেছে গেছে। তুমি তো তখন বাচ্চামেয়ে ছিলে। আই লাভ ইউ।'

ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখে ফেডেরিকো গার্সিয়া লোরকার একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল রিকার্ডো।

The night does not wish to come
So that you can not come
and I can not go.
But you will come
with your tongue burned by the salt rain
the day does not wish to come
So that you can not come
and I cannot come
and I cannot go
But I will come
through the muddy waters of darkness
Neither night nor day wishes to come
So that I may die for you and you die
for me.'

হঠাৎ একটা দুশ্চিন্তা গ্রাস করল গ্রাসিয়েলাকে। সৈন্যরা ওদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। ওরা কি রক্তপিপাসু সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সত্যি একদিন সুখের সংসার গড়ে তুলতে পারবে?

উনত্রিশ

কোথাও একটা ভজকট আছে এবং সে ভজকটটা কী খুঁজে পেতে বদ্ধপরিকর অ্যালান টাকার। এতিমখানায় বা অন্য কোথাও কোনো বাচ্চা ফেলে রাখার কোনো খবর কোনো কাগজে ছাপেনি। তবে বাচ্চাটাকে কবে এতিমখানায় ভর্তি করা হয়েছে তা খুঁজলেই পাওয়া যাবে। প্লেনক্রাশের তারিখের সঙ্গে যদি এতিমখানায় বাচ্চাভর্তির তারিখ মিলে যায় তাহলেই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নেবে টাকার। ইলেন স্কট নির্বোধ নন। স্কট সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মারা গেছে বলে চাউর করার ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। আবার নিতেও পারেন। তাহলে স্কট ইন্ডাস্ট্রিজ পুরোটাই তাঁর হাতে এসে যায়। যদি সেরকম কোনো প্রমাণ পায় টাকার, প্রচুর টাকা খসাতে হবে মিসেস স্কটকে।

তবে খুব সাবধানে এগোতে হবে অ্যালান টাকারকে। কার বিরুদ্ধে কাজ করছে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রয়েছে তার। সামনে এগোবার আগে সমস্ত প্রমাণ আগে হাতে চাই।

ফাদার বেরেন্ডোর কাছে গেল সে।

'ফাদার, যে চাষা এবং তার বউ প্যাট্রিসিয়া— মানে মেগানকে তাদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল তাদের সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।'

বৃদ্ধ প্রিস্ট বললেন, 'কিন্তু ওরা তো মারা গেছেন বহুদিন।'

একটা ধাক্কা খেল টাকার। তবে উপায় এখনও একটা আছে।

'বাচ্চাটার নিউমোনিয়া হবার পরে ওকে না হাসপাতালে ভর্তি করা হয়?'

'হ্যাঁ।'

ওখানে নিশ্চয় রেকর্ড থাকবে। 'কোন্ হাসপাতালে?'

'ওটা ১৯৬১ সালে পুড়ে গেছে। ও জায়গায় নতুন হাসপাতাল উঠেছে।' প্রিস্ট দেখলেন আগন্তুকের চেহারায় প্রবল হতাশা ফুটে উঠেছে। 'সিনর, আপনি যে-বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নিতে চাইছেন তা আটাশ বছর আগের ঘটনা। এরমধ্যে অনেক কিছুই বদলে গেছে।'

আমাকে কোনো কিছু থামাতে পারবে না, সিদ্ধান্ত নিল টাকার। *এতদূর এসে খালিহাতে কিছুতেই ফিরে যাব না। ওই মেয়ের ব্যাপারে কোথাও-না-কোথাও তথ্য পেতেই হবে।*

আরেকটা জায়গায় অনুসন্ধান এখনও বাকি রয়ে গেছে।

এতিমখানা।

পরদিন সকালে এতিমখানায় গেল অ্যালান টাকার। বিষণ্ণ কমিউনিটি রুমে শিশুদের হট্টগোল। চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে টাকার ভাবল *এখানে স্কট ইন্ডাস্ট্রিজের উত্তরাধিকারী বেড়ে উঠেছে। অথচ নিউইয়র্কে ওই মাগী সমস্ত টাকাপয়সা আর ক্ষমতা ভোগ করছে। তবে এবারে বেশকিছু মাল তাকে খসাতেই হবে। কসম।*

এক তরুণী এসে বলল, 'আপনার জন্য কী করতে পারি, সিনর?'

হাসল টাকার। 'আমি এখানকার চার্জে যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'তাহলে সিনোরা অ্যাঞ্জেলেসের সঙ্গে কথা বলুন।'

'উনি আছেন এখানে?'

'*সি*, সিনর। আসুন আমার সঙ্গে।'

মূল হলরুম হয়ে ভবনের পেছনে একটি ছোট কক্ষে মেয়েটি নিয়ে এল অ্যালান টাকারকে।

'ভেতরে যান, প্লিজ।'

অফিসে ঢুকল টাকার। ডেস্কে বসা মহিলার বয়স কমপক্ষে আশি। ধূসর চুল পাতলা হয়ে গেছে। একসময়ের বিশাল শরীরটা বয়সের ভারে সংকুচিত। তবে তাঁর চোখজোড়া উজ্জ্বল এবং ঝকমকে।

'গুড মর্নিং, সিনর। আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি? আপনি কি আমাদের কোনো বাচ্চাকে দত্তক নিতে এসেছেন?'

'না, সিনোরা। আমি একটি বাচ্চার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে এসেছি। এখানে বহুবছর আগে তাকে রেখে যাওয়া হয়।'

কপালে ভাঁজ পড়ল বৃদ্ধার, 'ঠিক বুঝলাম না।'

'একটি মেয়েশিশুকে এখানে ভর্তি করা হয়েছিল।' কাগজ উল্টে তারিখ দেখার ভান করল টাকার। '১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে।'

'সে তো বহু আগের কথা। ওর তো এখন এখানে থাকার কথা নয়। আমাদের এখানে একটা নিয়ম আছে, সিনর। চোদ্দ বছর বয়স হওয়ার পরে—'

'আমি জানি, সিনোরা, সে এখানে নেই। আমি আসলে জানতে চাইছি ঠিক কবে তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল।'

'আমি বোধহয় আপনাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারব না, সিনর।'

দমে গেল টাকার।

'দেখুন, এখানে বহু বাচ্চাকে নিয়ে আসা হয়। আপনি যদি ওর নাম বলতে না পারেন—'

প্যাট্রিসিয়া স্কট, মনে মনে বলল টাকার। মুখে বলল, 'মেগান। ওর নাম মেগান।'

উজ্জ্বল দেখাল মার্সিডিস অ্যাঞ্জেলসের চেহারা। 'আরে ওই বাচ্চাকে কি কেউ ভুলতে পারে? ও ছিল পাজির পা ঝাড়া, দুষ্টের শিরোমণি। যদিও সবাই ওকে পছন্দ করত। জানেন একদিন ও—'

গল্প শোনার সময় নেই অ্যালান টাকারের। সে স্কট-সাম্রাজ্যের টাকা পাবার স্বপ্নে বিভোর। আর সে টাকা পাবার চাবি আছে এ বৃদ্ধার হাতে। তবে একে চটানো যাবে না।

'সিনোরা অ্যাঞ্জেলেস—আমার হাতে বেশি সময় নেই। আপনি কি ফাইলে দিন-তারিখ টুকে রাখেন?'

'অবশ্যই, সিনর। সমস্ত রেকর্ডই আছে আমাদের ফাইলে।'

আশার আলোয় উজ্জীবিত হয়ে উঠল টাকার। *ইশ্, কেন যে একটা ক্যামেরা নিয়ে এলাম না। তাহলে ফাইলের ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারতাম। অবশ্য অসুবিধা নাই। ফাইলের ফটোকপি করব।*

'আমি কি ফাইলখানা দেখতে পারি, সিনোরা?'

ভুরু কুঁচকে গেল ভদ্রমহিলার। 'মনে হয় না। আমাদের রেকর্ডগুলো গোপনীয় এবং—'

'তা তো নিশ্চয়,' গলায় মাখন লাগিয়ে বলল টাকার। 'আপনি তো ছোট্ট মেগানকে খুব ভালোবাসতেন। ওর স্বার্থে কাজটা করুন না, প্লিজ। এতে ওর উপকার হবে। আমি ওর জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছি।'

'এজন্য জানতে চাইছেন ওকে কবে এখানে নিয়ে আসা হয়?'

হাসি হাসি মুখ করল টাকার। 'ঠিক ধরেছেন। তারিখটা জানা গেলে প্রমাণ হয়ে যাবে আমরা আসলে ওকেই খুঁজছি। ওর বাবা মারা গেছেন। ওর জন্য কিছু সহায়-সম্পত্তি রেখে গেছেন। মেগান যাতে সম্পত্তির মালিক হতে পারে সে চেষ্টাই আমি করছি।'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধা। 'ও আচ্ছা।'

টাকার পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করল। 'আপনি আমার জন্য এত কষ্ট করছেন, বিনিময়ে আপনার এতিমখানায় আমি একশো ডলার দান করতে চাই।'

নোটের তাড়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধা, চেহারায় অনিশ্চিত ভাব।

আরেকটা নোটতাড়া থেকে আলাদা করল টাকার। 'দুশো।'

কপালে ভাঁজ পড়ল অ্যাঞ্জেলেসের।

'ঠিক আছে। পাঁচশো রাখুন।'

উদ্ভাসিত হল বৃদ্ধার চেহারা। 'আপনার অনেক দয়া, সিনর। যাই, ফাইলটা নিয়ে আসি।'

কাজ হয়েছে, খুশিতে বাগবাগ টাকার। *মহিলা স্কট ইন্ডাস্ট্রিজ-এর টাকা এতদিন ধরে অবৈধভাবে ভোগ করছে। আমি না থাকলে সে আরও মজা লুটে যেত।*

অফিসে ফিরে এলেন মার্সিডিস অ্যাঞ্জেলস, হাতে একটি ফাইল। 'পেয়েছি,' খুশির গলায় ঘোষণা করলেন তিনি।

মহিলার হাত থেকে ফাইলটা খপ করে কেড়ে নেয়ার অদম্য বাসনা বহু কষ্টে সংযত করল টাকার। 'আমি কি এতে একবার চোখ বুলাতে পারি?' শান্ত গলা তার।

'অবশ্যই। তবে একথা কাউকে যেন বলবেন না, প্লিজ।'

'অবশ্যই বলব না, সিনোরা। এটা আমাদের মধ্যেই গোপন থাকবে।'

টাকারের হাতে ফাইল দিলেন তিনি।

গভীর দম নিয়ে ফাইল খুলল টাকার। ওপরে লেখা 'মেগান। শিশুকন্যা। বাবা মা'র পরিচয় অজানা।' তারপর তারিখ লেখা। তারিখটা নিশ্চয় ভুল।

'এখানে লেখা আছে মেগানকে ১৯৪৮ সালের ১৪ জুন নিয়ে আসা হয়।'

'*সি*, সিনর।'

'এ অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠল টাকার। *প্লেন ক্রাশ করেছে ১ অক্টোবর।*

বিস্মিত দেখাল বৃদ্ধাকে। 'কী অসম্ভব, সিনর? আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'কে—কে এসব রেকর্ড লেখে?'

'আমি। কোনো বাচ্চাকে এখানে রেখে যাওয়া হলে আমি সেদিনের তারিখ এবং বাচ্চার যাবতীয় তথ্য লিখে রাখি।'

টাকারের স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে। 'আপনি কোনো ভুল করেননি তো? মানে তারিখ লেখার ব্যাপারে—ওটা ১১ অক্টোবর নয়তো?'

'সিনর,' রেগে গেছেন অ্যাঞ্জেলেস। '১৪ জুন এবং ১১ অক্টোবরের মধ্যেকার ফারাক আমার জানা আছে।'

সব শেষ। একটা তাসের ঘরের মতোই ভেঙে গেল টাকারের স্বপ্ন। প্যাট্রিসিয়া স্কট তাহলে সত্যি বিমান-দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল। ইলেন স্কট ওই একই সময় জন্মগ্রহণ করা যে মেয়ের সন্ধান করছেন তা তাহলে নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা।

বহুকষ্টে চেয়ার থেকে শরীর টেনে তুলল টাকার। 'ধন্যবাদ, সিনোরা।'

'De nada, Senor,'

চলে গেল টাকার। লোকটা বেশ ভদ্র এবং দয়ালু, তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন মার্সিডিজ অ্যাঞ্জেলেস। পাঁচশো ডলারে এতিমখানার বাচ্চাদের জন্য কিছু জিনিস কিনে দেয়া যাবে। এক লাখ ডলার দিয়ে আরও অনেক কিছু। নিউইয়র্ক থেকে এক ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলেন অ্যাঞ্জেলেসকে। দয়াবতী ওই নারী এক লাখ ডলারের একটা চেক পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর এতিমখানার নামে।

১১ অক্টোবর তারিখটি নিঃসন্দেহে আমাদের এতিমখানার জন্য সৌভাগ্যের একটি দিন। ধন্যবাদ, ঈশ্বর।

অ্যালান টাকার রিপোর্ট করছে ইলেন স্কটকে।

'এখনও কোনো খবর পাইনি, মিসেস স্কট। তবে শুনেছি, ওরা নাকি উত্তরে যাচ্ছে। যদ্দূর জানি মেয়েটা ভালোই আছে।'

ওর গলার স্বর একদম বদলে গেছে, ভাবছেন ইলেন স্কট। কণ্ঠে সেই হুমকি অনুপস্থিত। তার মানে ও এতিমখানায় গিয়েছিল। ও ফিরে আসুক, তারপর ওর ব্যবস্থা হবে।

'কাল আবার ফোন কোরো।'

'জি, মিসেস স্কট।'

ত্রিশ

সারারাত হাঁটার পরে ভোরবেলায় ওরা যাত্রাবিরতি দিল। মেগান এবং আমপারো জিরন দাঁড়িয়ে রইল, ম্যাপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জেমি মাইরো ও ফেলিক্স কারপিও।

'এখান থেকে মেডিনা ডেল কাম্পো চার মাইল দূরে,' বলল জেমি।

'ওখানে আমরা যাব না। কারণ ও-জায়গায় সেনাবাহিনীর স্থায়ী একটি ঘাঁটি রয়েছে। আমরা উত্তর-পুবে চলব। বিকেল নাগাদ পৌঁছে যাব ভাল্লাডোলিডে।'

সারারাত একটুও বিশ্রাম পায়নি ওরা। তবে মেগানের তাতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। জেমি ইচ্ছে করেই ওদেরকে হাঁটিয়ে মারছে। ভেবেছে যাত্রার ক্লান্তিতে ভেঙে পড়বে মেগান। *কিন্তু আমাকে তো ওরা এখনও চেনেনি।* মনে মনে বলল ও।

জেমি মাইরো মেগানকে যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। মেয়েটার আচরণে নানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। সে কনভেন্ট থেকে বহুদূরে, অচেনা এলাকা দিয়ে চলেছে পথ, ওদের পিছু ধাওয়া করেছে সেনাবাহিনী, অথচ যাত্রাটা যেন উপভোগ করছে এ মেয়ে। *এ কীরকম নানরে বাবা!* ভেবে বিস্মিত জেমি।

আমপারো জিরনের মেগানকে মোটেই পছন্দ হয়নি। এ মেয়ে নামের জঞ্জালটা যত দ্রুত দূর হয়ে যায় ততই ভালো। সে জেমির পাশে হাঁটছে, নানকে ঠেলে দিয়েছে ফেলিক্সের কাছে।

কয়েকটি গাঁ পার হয়ে অবশেষে ভাল্লাডোলিডের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল ওরা। দূরে শহরের সীমারেখা দেখা যাচ্ছে। জেমি সবাইকে দাঁড়িয়ে পড়তে হুকুম দিল।

ফেলিক্সের দিকে ফিরল জেমি। 'সব আয়োজন সম্পন্ন?'

'হ্যাঁ।'

মেগান বুঝতে পারল না কিসের আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার কথা বলছে ওরা। তবে শীঘ্রি জেনে গেল।

'বুলরিংয়ে আমাদেরকে যোগাযোগ করতে বলেছে টমাস।'

'ব্যাংক বন্ধ হয় ক'টায়?'

'পাঁচটার সময়। হাতে এখনও প্রচুর সময়।'

মাথা ঝাঁকাল জেমি। 'আর আজ ভালোই মাল কামানো যাবে।'

ঈশ্বর, ওরা ব্যাংক ডাকাতি করতে যাচ্ছে! আঁতকে উঠল মেগান।

'গাড়ির ব্যবস্থা কী হবে?' জিজ্ঞেস করল আমপারো।

‘গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে যাবে,’ ওকে আশ্বস্ত করল জেমি।

ওরা গাড়ি চুরি করবে, ভাবছে মেগান, *ঈশ্বর এসব মোটেই সহ্য করবেন না।*

ভাল্লাডোলিডের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা, জেমি বলল, ‘জনতার ভিড়ের সঙ্গে মিশে থাকবে। আজ ষাঁড়ের লড়াইয়ের দিন। হাজার হাজার লোক হবে। কেউ যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না।’

এত লোক জীবনে দেখেনি মেগান। রাস্তা বোঝাই পথচারী, গাড়ি আর মোটরসাইকেলে। শুধু ট্যুরিস্টরা নয়, শহরের মানুষজনও এসেছে বুলফাইট দেখতে। মেগান মানুষজন দেখছে আগ্রহভরে। জানে কনভেন্টে ফিরে যাওয়ার পরে আর মানুষের চেহারা দেখতে পাবে না। তাই দুচোখ ভরে সবাইকে দেখে নিচ্ছে সে।

ফুটপাতে ফেরিঅলারা নানান মনোহারি সামগ্রী, ধর্মীয় মেডেল, ক্রুশ ইত্যাদি বিক্রি করছে। বাতাস ম ম করছে ভাজা মশলার গন্ধে।

হঠাৎ প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেল মেগানের।

ফেলিক্স বলল, ‘জেমি, আমাদের সবার খিদে পেয়েছে। কয়েকটা ফ্রিটার কিনে আনি।’ (ফ্রিটার হল ময়দা, ডিম, দুধ ইত্যাদির মধ্যে ফলের পাতলা টুকরো দিয়ে তৈরি পিঠা)।

চারটে পিঠা কিনে আনল ফেলিক্স। মেগানকে একটা দিল। ‘খেয়ো দ্যাখো। খুব মজা।’

সত্যি খুব সুস্বাদু। দারুণ মজা পেল মেগান।

খাওয়া শেষ করে জেমির নির্দেশে দলটা প্লাজা ডি টরোসে চলে এল। এখানকার প্রকাণ্ড অ্যারেনায় প্রদর্শিত হবে ষাঁড়ের লড়াই। তিনতলা সমান উঁচু প্রকাণ্ড অ্যারেনা। প্রবেশপথে চারটে টিকেটঘর। শতশত মানুষ লাইন দিয়েছে টিকেট কেনার জন্য। তবে জেমি ব্ল্যাকারদের কাছ থেকে চারটে টিকেট কিনে নিয়ে এল।

‘সব ঠিক আছে,’ বলল সে। ‘চলো, ভেতরে যাই।’

উত্তেজনাবোধ করল মেগান।

বিশালাকারের অ্যারেনার প্রবেশপথের দিকে ওরা এগোচ্ছে, দেয়ালে সাঁটা একটা পোস্টারে নজর আটকে গেল মেগানের। দাঁড়িয়ে পড়ল ও। চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে।

‘দ্যাখো!’

পোস্টারে জেমির একটি ছবি আছে। নিচে লেখা

খুনের দায়ে খোঁজা হচ্ছে জেমি মাইরোকে

তাকে যে জীবিত কিংবা মৃত ধরিয়ে দিতে পারবে

সে পাবে দশ লাখ পেসেতা

কার সঙ্গে এতদিন ধরে ঘুরছে বুঝে ফেলল মেগান। জেমি পোস্টারটা দেয়াল থেকে টান মেরে ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে ঢুকাল।

ওরা অ্যারেনায় ঢুকে ছায়ায় ঘেরা একটি জায়গায় বসল। কিছুক্ষণ পরে শুরু হয়ে গেল বুলফাইট।

মেগান নিজের আসনে হেলান দিল, বিস্ফারিত চোখ। বিশাল আকারের একটি ষাঁড় সবেগে ছুটে এল রিঙে। রিঙের ধারে কাঠের ছোট একটা ব্যারিয়ারের পেছন থেকে আবির্ভূত হল ম্যাটাডোর। ষাঁড়টাকে খেপিয়ে তুলতে লাগল সে।

'এরপরে আসবে পিকাডোর।' বলল উত্তেজিত মেগান।

অবাকচোখে ওর দিকে তাকাল জেমি মাইরো। ভেবেছিল ষাঁড়ের লড়াই দেখে অসুস্থ বোধ করবে এ মেয়ে, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলবে। উল্টো দেখছি খেলাটাকে উপভোগ করছে সে। আশ্চর্য!

ভারী কম্বলে গা-ঢাকা-দেয়া ঘোড়ার পিঠে চড়ে, হাতে বল্লম নিয়ে হাজির হয়ে গেল পিকাডোর। ষাঁড় মাথা নামিয়ে শিং বাগিয়ে ছুটে গেল ঘোড়ার দিকে। ওটার শিং ঢুশ মেরেছে কম্বলে, পিকাডোর আট ফুট লম্বা বল্লমের ফলা ঢুকিয়ে দিল ষাঁড়ের কাঁধে।

মুগ্ধ হয়ে দেখছে মেগান, 'ষাঁড়ের ঘাড়ের পেশি দুর্বল করে দেয়ার জন্য লোকটা বল্লমের খোঁচা মারছে।' বলল ও। বইতে এ খেলা সম্পর্কে প্রচুর পড়েছে মেগান। বুলফাইট সম্পর্কে সবই জানে।

ফেলিক্স কারপিও কিছুক্ষণ আগে মেগানকে ষাঁড়ের লড়াই সম্পর্কে জ্ঞানদানের চেষ্টা করেছিল। অবাক হয়ে বলল, '*ঠিক বলেছ, সিস্টার।*'

মেগান দেখছে একজোড়া রঙিন *ব্যান্ডেরিলা* ষাঁড়ের কাঁধে ঢুকিয়ে দেয়া হল।

এবারে ম্যাটাডোরের পালা। সে লাল একটা কাপড় হাতে প্রবেশ করল রিঙে। কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে তরবারি। ঘুরল ষাঁড়। ছুটে গেল ম্যাটাডোরকে হামলা করতে।

মহাউত্তেজিত মেগান। 'এবারে পাশ কাটাতে শুরু করবে ম্যাটাডোর। প্রথমে *Pase Veronica,* তারপর *media Veronica,* সবশেষে *rebolera*।'

জেমি আর কৌতূহল দমন করে রাখতে পারল না। 'সিস্টার, তুমি এতকিছু জানলে কী করে?'

একটুও চিন্তা না করে জবাব দিল মেগান। 'আমার বাবা বুলফাইটার ছিলেন। দেখুন!'

রাগে উন্মাদ ষাঁড় বারবার হামলা চালাল ম্যাটাডোরকে, আর সে যতবার ম্যাটাডোরের কাছে এল ততবার লাল কাপড়টা দুলিয়ে ষাঁড়কে লক্ষ্যচ্যুত করল। বেশ কয়েকবার অতি অল্পের জন্য ধারালো শিঙের আঘাত থেকে বেঁচে গেল সে। উদ্বেগ বোধ করল মেগান।

'বুলফাইটার যদি আহত হয়?'

কাঁধ ঝাঁকাল জেমি। 'এসব শহরের নাপিতরাই আহতদের ক্ষত সেলাই করে দেয়।'

আবার হামলা চালাল ষাঁড়। ম্যাটাডোর লাফ মেরে সরে গেল। হর্ষধ্বনি করে উঠল জনতা।

মেগান মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখছে, এক খাবার-বিক্রেতা ফেরিঅলা চলে এল জেমির কাছে। সে কাগজে মোড়ানো একটি জিনিস সবার অলক্ষে পুরে দিল জেমির হাতে। জেমি প্যাকেটটা নিজের কোলের ওপর ফেলল। খুলল সাবধানে। ভেতরে একখণ্ড কাগজ। জেমি বারবার কাগজের লেখাটা পড়ল। তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, লক্ষ্য করল মেগান।

জেমি কাগজের টুকরোটা আলগোছে পকেটে ঢোকাল। 'আমরা বেরুচ্ছি,' কর্কশ গলায় বলল ও। 'একজন একজন করে।' ফিরল আমপারোর দিকে। 'আগে তুমি। গেটে দেখা হবে।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল আমপারো, পা বাড়াল আইল ধরে।

জেমি ফেলিক্সের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। সিধে হল ফেলিক্স। অনুসরণ করল আমপারোকে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মেগান। 'কোনো সমস্যা?'

'আমরা লগচোনো যাচ্ছি,' খাড়া হল জেমি। 'আমার দিকে লক্ষ রেখো, সিস্টার। আমাকে যদি কেউ বাধা না দেয়, সোজা চলে যাবে গেটে।'

আড়ষ্ট হয়ে মেগান দেখল আইল ধরে এগিয়েছে জেমি, চলেছে বহির্গমনের দিকে। কেউ তাকে লক্ষ করছে বলে মনে হল না। জেমি দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে মেগান আসন ছাড়ল, চলে যাবার জন্য প্রস্তুত, থমকে গেল দর্শকদের আর্তচিৎকারে। বুলরিঙে ফিরে তাকাল মেগান। এক তরুণ ম্যাটাডোর মাটিতে পড়ে আছে, তাকে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে ফালাফালা করে দিচ্ছে উন্মত্ত ষাঁড়। রক্তে ভিজে যাচ্ছে জমিন। মেগান চোখ বুজে প্রার্থনা করল হে যিশু, এই লোকটিকে দয়া করো। ও যেন মরে না যায়, যেন বেঁচে থাকে।

প্রার্থনা শেষ করে চোখ মেলে তাকাল মেগান্ ঘুরল। দ্রুত বেরিয়ে এল ওখান থেকে।

জেমি, আমপারো এবং ফেলিক্স গেটে ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

'চলো,' বলল জেমি।

ওরা হাঁটা দিল।

'কী হয়েছে?' ফেলিক্স জিজ্ঞেস করল জেমিকে।

'সৈন্যরা গুলি করেছে টমাসকে,' সংক্ষেপে বলল ও। 'মারা গেছে সে। পুলিশের কাছে ধরা খেয়েছে রুবিও। শুঁড়িখানায় মারামারি করতে গিয়ে ছুরি খেয়েছে সে।'

বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকল মেগান। 'সিস্টার টেরেসা আর সিস্টার লুসিয়ার কী খবর? ওরা কেমন আছে?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল সে।

'জানি না,' জেমি অন্যদের দিকে ঘুরল। 'জলদি করতে হবে আমাদেরকে।' ঘড়ি

দেখল সে, 'ব্যাংক এখন ব্যস্ত।'

'জেমি, আমাদের বোধহয় অপেক্ষা করা উচিত,' পরামর্শ দিল ফেলিক্স। 'দুজনে মিলে ব্যাংক ডাকাতি ঝুঁকি হয়ে যাবে।'

মেগান মনে মনে বলল, *ওই লোক কারও কথা শুনবে না।* ওর অনুমান সঠিক।

অ্যারেনার পেছনে বৃহদায়তনের কার-পার্কের দিকে পা বাড়াল তিনজনে। মেগান ওদের সঙ্গী হল। ফেলিক্স নীলরঙের একটি সেডান দেখিয়ে বলল, 'এটা দিয়েই চলে যাবে কাজ।'

দরজার তালা খুলে ফেলল সে। উঁকি দিল ভেতরে। হুইলের নিচে কুঁজো হয়ে বসল। এক মুহূর্ত পরেই চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন।

'ভেতরে ঢোকো,' ওদেরকে বলল জেমি।

মেগান অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'আপনারা গাড়ি চুরি করছেন?'

'ফর ক্রাইস্টস শেক,' হিসিয়ে উঠল আমপারো। 'নানগিরি বন্ধ করো। উঠে পড়ো গাড়িতে।'

পুরুষ দুজন বসল সামনের আসনে। জেমি হুইল ধরল। আমপারো পেছনের সিটে বসল।

'তুমি আসবে নাকি আসবে না?' চেঁচাল জেমি।

গভীর একটা দম নিল মেগান। উঠে বসল আমপারোর পাশে। চলতে শুরু করল গাড়ি। চোখ বুজল মেগান। *লর্ড তুমি কোথায় নিয়ে চলেছ আমাকে?*

প্লাজা ডি সার্কুলারের কাল্লে ডি সারভেন্টেসের নয়তলা ভবনের নিচতলায় ব্যাংকো ডি বিলবাও। জেমিদের গাড়ি এসে থামল এ ভবনের সামনে। জেমি ফেলিক্সকে বলল, 'ইঞ্জিন চালু থাক। কোনো ঝামেলা দেখলে গাড়ি নিয়ে কেটে পড়বে। লগরোনোতে অন্যদের সঙ্গে দেখা করবে।'

অবাক ফেলিক্স। 'বলছ কী তুমি! একা যাবে ওখানে? পারবে না। খুব ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু জেমি।'

জেমি ওর কাঁধে চাপড় দিল। 'ইফ দে গেট হার্ট, দে গেট হার্ট।' মুচকি হেসে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সে।

জেমি ব্যাংকের পাশে, একটি চামড়াজাত পণ্যের দোকানে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে হাতে একটি অ্যাটাচে কেস নিয়ে বেরিয়ে এল। গাড়ির অন্যান্যদের উদ্দেশে মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে ঢুকে পড়ল ব্যাংকে।

মেগানের শ্বাস প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়। নিজেকে শান্ত করার জন্য প্রার্থনা শুরু করে দিল। কিন্তু শান্ত হল না মন।

দু সারি দরজা পার হয়ে ব্যাংকের মার্বেলপাথরের তৈরি লবিতে চলে এল জেমি

মাইরো। গেটের ভেতরে, দেয়ালে ফিট করা সিকিউরিটি ক্যামেরা ওর নজর এড়াল না। ওদিকে অলসদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে সারা ঘরে বুলিয়ে নিল চোখ। কাউন্টারের পেছনে একসার সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। ওখানে ব্যাংক কর্মকর্তারা ডেস্কে বসে কাজ করছে। ব্যাংক বন্ধ হতে আর বেশি সময় নেই। কাস্টমাররা তাদের কাজ দ্রুত শেষ করতে উদগ্রীব। তিনটে টেলারের খাঁচার সামনে লাইন। জেমি লক্ষ করল বেশিরভাগ খদ্দেরের হাতে টাকার প্যাকেট।

জেমি একটি লাইনে এসে দাঁড়াল। ওর পালা আসার জন্য ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে।

টেলারের খাঁচার সামনে আসার পরে মধুর হেসে ও বলল, '*Buenas tardes*।'

'*Buenas tardes, Senor*। আপনার জন্য কী, করতে পারি, সিনর?'

জানালায় ঝুঁকে এল জেমি, ভাঁজ করা 'সন্ধান চাই' পোস্টারটা বের করল। এগিয়ে দিল টেলারকে। 'এদিকে একবার দেখবেন, প্লিজ?'

হাসল টেলার। 'নিশ্চয়, সিনর।'

ভাঁজ খুলল সে, ভেতরে জেমি মাইরোর ছবি দেখামাত্র তার চক্ষু চড়কগাছ। তাকাল জেমির দিকে। চাউনিতে আতঙ্ক।

'আমার সঙ্গে এর চেহারায় অদ্ভুত মিল আছে, তাই না?' মৃদু গলায় বলল জেমি। 'ছবি দেখেই বুঝতে পারছেন বহু লোককে হত্যা করেছি আমি। আরও একজনকে খুন করতে বিন্দুমাত্র হাত কাঁপবে না আমার। আমি কি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি?'

'নি-নিশ্চয়, সিনর। এ-একদম ঠি-ঠিকভাবে। আমার বউ-বাচ্চা আছে। আমাকে দয়া করে—'

'যাদের বউ-বাচ্চা আছে তাদেরকে আমি সাধারণত কিছু বলি না। বাচ্চাগুলোকে আমি এতিম করতে চাই না। কাজেই যা বলব তা করুন।' অ্যাটাচিকেসটা টেলারের দিকে ঠেলে দিল জেমি। 'এটা ভরে দিন। জলদি এবং দ্রুত। টাকাটাকে যদি জীবনের চেয়ে মূল্যবান মনে হয় তাহলে যান, অ্যালার্ম টিপে দিন।'

মাথা নাড়ল টেলার। 'না, না, না।'

সে ক্যাশড্রয়ার থেকে টাকা বের করে অ্যাটাচিকেসে ভরতে লাগল। হাত কাঁপছে।

অ্যাটাচিকেস ভরে গেলে ক্যাশিয়ার বলল, 'হয়ে গেছে, সিনর। কসম খাচ্ছি, আমি অ্যালার্ম টিপব না।'

'বুদ্ধিমান মানুষ আপনি,' বলল জেমি। ঘুরল। সারির শেষপ্রান্তে দাঁড়ানো, হাতে বাদামি কাগজের একটা প্যাকেট হাতে মধ্যবয়স্কা এক মহিলার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওই মহিলাকে দেখছেন তো? উনি আমাদের লোক। ওই প্যাকেটে বোমা আছে। অ্যালার্ম বেজে উঠলেই উনি ওটা ফাটিয়ে দেবেন।'

মুখ আরও শাদা হয়ে গেল ক্যাশিয়ারের। 'না, প্লিজ!'

'মহিলা চলে যাবার পরে দশ মিনিট অপেক্ষা করবেন। তারপর আপনি যা-খুশি করুন গে,' বলল জেমি।

'আমার বাচ্চাদের কসম আমি কিছুই করব না,' ফিসফিসিয়ে বলল ক্যাশিয়ার।

'*Buenas tardes*।

জেমি অ্যাটাচিকেস নিয়ে দরজায় কদম বাড়াল। টের পেল ক্যাশিয়ার তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ও প্যাকেট হাতে মহিলার পাশে এসে দাঁড়াল।

'আপনাকে এ পোশাকটিতে দারুণ মানিয়েছে,' বলল জেমি। লাজে রাঙা হল মধ্যবয়স্কা। ধন্যবাদ, সিনর।'

'*De nada.*'

ক্যাশিয়ারের দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকাল জেমি, তারপর দৃপ্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে এল ব্যাংক থেকে। মহিলার কাজ শেষ হতে কমপক্ষে পনেরো মিনিট সময় লাগবে। ততক্ষণে ওরা বহুদূরে পগারপার হবে।

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে ওকে হেঁটে আসতে দেখে স্বস্তির চোটে প্রায় জ্ঞান হারাবার দশা হল মেগানের।

মুচকি হাসল ফেলিক্স কারপিও। 'শালার পুত ঠিকই কাজ সেরে বেরিয়ে এসেছে,' ফিরল মেগানের দিকে। 'মাফ করবে, সিস্টার।'

জেমিকে সুস্থ শরীরে দেখে এত খুশি হয়েছে মেগান, এমন খুশি সে আর কাউকে দেখে হয়নি। *এ গল্পটা অন্য নানদেরকে বলতে হবে,* ঠিক করল মেগান। পরক্ষণে মনে পড়ল এ ঘটনা কাউকে বলার অবকাশ নেই। কারণ কনভেন্টে ফিরে যাওয়ার পরে আবার মৌনব্রত পালন করতে হবে তাকে সারাজীবনের জন্য। ভাবতেই মন খারাপ লাগল ওর।

জেমি ফেলিক্সকে বলল, 'সরে বসো, অ্যামিগো। আমি গাড়ি চালাব।' ব্যাকসিটে ব্রিফকেসটা ছুড়ে ফেলল সে।

'সব ভালোয় ভালোয় মিটেছে তো?' জিজ্ঞেস করল আমপারো। হেসে উঠল জেমি। 'এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।'

রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। প্রথম বাঁক কাল্লে ডি টুডেলায় বামে মোড় নিল জেমি। হঠাৎ ভোজবাজির মতো ওদের গাড়ির সামনে পুলিশের একটা গাড়ি এসে হাজির। হাত তুলে থেমে দাঁড়াতে ইশারা করছে। ব্রেক কষল জেমি। মেগানের বুকে ধড়ফড় শুরু হয়ে গেল।

পুলিশম্যান হেঁটে এল গাড়ির দিকে।

শান্ত গলায় জানতে চাইল জেমি, 'সমস্যা কী, অফিসার?'

'সমস্যা হল আপনি একটি ওয়ান-ওয়ে রাস্তায় ভুলভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন, সিনর।'

সে গেটের একটি সাইনবোর্ডে ইঙ্গিত করল। 'পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া আছে। গাড়িচালকদের নিষেধ মেনে গাড়ি চালানো উচিত। এজন্যই সাইনটা ওখানে লাগানো হয়েছে।'

ক্ষমা প্রার্থনার সুরে জেমি বলল, 'ভুল করার জন্য হাজারবার ক্ষমাপ্রার্থী। আসলে বন্ধুদের সঙ্গে এমন জরুরি একটি বিষয় নিয়ে আলোচনায় মশগুল ছিলাম যে সাইনবোর্ডটা লক্ষ্যই করিনি।'

ড্রাইভারের জানালা দিয়ে ঝুঁকে জেমিকে দেখছে পুলিশ কর্মকর্তা। বিস্ময়ের একটা ছাপ পড়ল চেহারায়।

'আপনার রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেখি, প্লিজ?'

'দিচ্ছি।'

জ্যাকেটের আড়ালে রাখা রিভলবারে হাত বাড়াল জেমি। ফেলিক্সের শরীর টানটান। অ্যাকশনে যেতে প্রস্তুত। নিশ্বাস বন্ধ করে রইল মেগান।

পকেট হাতড়ানোর ভান করছে জেমি। 'কোথায় যে রেখেছি!'

এমন সময় প্লাজার ওপাশের রাস্তা দিয়ে ভেসে এল নারীকণ্ঠের সুতীক্ষ্ণ আর্তনাদ। কী হচ্ছে দেখতে ঘুরল পুলিশম্যান। রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে এক লোক এক মহিলার মাথায় এবং মুখে বৃষ্টির মতো ঘুসি মারছে।

'বাঁচাও!' আবার চিৎকার দিল মহিলা। 'আমাকে বাঁচাও! এ লোক আমাকে মেরে ফেলল!'

একটু ইতস্তত করল পুলিশম্যান। তারপর ওদেরকে কঠোর গলায়, 'একটু দাঁড়ান,' বলে ছুটল মহিলাকে উদ্ধার করতে।

গাড়িতে গিয়ার দিল জেমি, চেপে ধরল এক্সিলারেটর। বাঘের মতো সামনে লাফ মারল গাড়ি, লোকজনের পিলে চমকে দিয়ে, তাদের অশ্রাব্য গালিগালাজ অগ্রাহ্য করে ওয়ানওয়ে রাস্তা দিয়ে তীব্রগতিতে ছুটে চলল। মোড়ে এসে ব্রিজে উঠে এল জেমি। এ ব্রিজ চলে গেছে আরেক শহর আভেনিডা সানচেজ আরজোনায়।

মেগান জেমির দিকে তাকিয়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকল বুকে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তাঁর।

'পুলিশের লোকটা যদি মহিলার দিকে ছুটে না যেত, তাহলে কি আ—আপনি ওকে হত্যা করতেন?'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করল না জেমি।

'মহিলা আমাদেরই লোক, সিস্টার,' বলল ফেলিক্স। 'পুরোটাই সাজানো ব্যাপার ছিল। আমরা একা নই। প্রায় সবখানেই আমাদের বহু বন্ধুবান্ধব আছে।'

জেমির চেহারা থমথমে। 'এ গাড়িটাকে ছাড়তে হবে।'

ভাল্লাডোলিডের উপকণ্ঠ ছাড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। জেমি N620-তে মোড় নিল, বার্গোসে যাওয়ার হাইওয়ে। এ রাস্তা দিয়েই পৌঁছা যাবে লগরোনোতে। স্পিড লিমিট

অতিক্রম করল না জেমি।

'বার্গোস পার হওয়ার পরপর এ গাড়িটা আমরা ছেড়ে দেব,' ঘোষণা করল ও।

এসব সত্যি আমার জীবনে ঘটছে বিশ্বাস হচ্ছে না আমার, ভাবছে মেগান। আমি কনভেন্ট থেকে পালিয়ে এসেছি। আর্মিদের কবল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, এইমাত্র ব্যাংক ডাকাতি করে আসা একদল টেররিস্টের সঙ্গে চুরি-করা গাড়িতে বসে আছি। ঈশ্বর, তোমার মনে আমাকে নিয়ে আর কী আছে!

একত্রিশ

কর্নেল আকোকা এবং GOE'র আধডজন সদস্য মিলে কৌশলগত সভা করছেন। গ্রামাঞ্চলের বড় একটি মানচিত্র পরখ করছেন তাঁরা।

আকোকা বললেন, 'কোনোই সন্দেহ নেই যে মাইরো উত্তরে বাস্ক-অঞ্চলের দিকে এগোচ্ছে।'

'সে বার্গোস, ভিক্টোরিয়া, লগরোনা, পামপ্লোনা কিংবা স্যান সেবাস্টিয়ান যে কোনও জায়গায় যেতে পারে।'

স্যান সেবাস্টিয়ান, ভাবছেন কর্নেল। *তবে ওখানে পৌঁছার আগেই* ওকে আমার পাকড়াও করতে হবে।

কানে এখনও বাজছে ফোনের সেই কণ্ঠ *তোমার সময় ফুরিয়ে আসছে।*

তাঁকে কিছুতেই ব্যর্থ হওয়া চলবে না।

ওরা ঢেউখেলানো পাহাড় সারির মাঝ দিয়ে বার্গোস অভিমুখে যাচ্ছে।

চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে জেমি। অবশেষে মুখ খুলল সে, 'ফেলিক্স, স্যান সেবাস্টিয়ানে পৌঁছেই পুলিশের কবল থেকে রুবিওকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবে।'

মাথা ঝাঁকাল ফেলিক্স। 'তা তো বটেই। ওদেরকে স্রেফ পাগল বানিয়ে ছাড়ব আমি।'

মেগান বলল, 'সিস্টার লুসিয়ার কী হবে?'

'কী?'

'আপনারা না বললেন ওকেও পুলিশে ধরেছে?'

মুখ বাঁকাল জেমি। 'হ্যাঁ, তোমার সিস্টার লুসিয়াকে মানুষ-খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।'

শুনে আঁতকে উঠল মেগান। লুসিয়া কত ভালো ছিল! ওদের বিপদে এগিয়ে এসেছিল। মেয়েটাকে খুব পছন্দ করত মেগান।

সে একগুঁয়ে কণ্ঠে বলল, 'রুবিওকে উদ্ধার করলে ওকেও করতে হবে।'

হঠাৎ দূরের রাস্তায় তিনটে ট্রাক দেখতে পেল ওরা। আর্মি বোঝাই।

'এ রাস্তা ছেড়ে নতুন রাস্তায় যাব,' সিদ্ধান্ত নিল জেমি।

সে হাইওয়ে W120 ধরে পুবে চলল।

'সান্তো ডোমিঙ্গো ডি লা কালজাডা সামনেই। ওখানে পুরানো এবং পরিত্যক্ত একটি প্রাসাদ আছে। ওখানে কাটাব রাত।'

একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায় প্রাসাদের কাঠামো ফুটে উঠতে দেখল ওরা। জেমি শহরের রাস্তায় না গিয়ে একটা সাইডরোড বেছে নিল। ওরা যত এগোচ্ছে, প্রাসাদ ততই বিশাল হয়ে উঠছে চোখের সামনে। প্রাসাদের শ-খানেক গজ সামনে একটি হ্রদ।

গাড়ি থামাল জেমি। 'নেমে পড়ো সবাই।'

সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ার পরে অ্যাকসিলেরেটর দাবিয়ে, হ্যান্ডব্রেক ছেড়ে দিয়ে লেকের দিকে গাড়িটা চালিয়ে দিল জেমি। ও আগেই লাফিয়ে নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। সবাই দাঁড়িয়ে দেখল গাড়িটা সোজা গিয়ে ঝপাস করে পড়ল পানিতে। একটু পরে গভীর হ্রদ গিলে খেল ওটাকে।

মেগান ভাবছিল জিজ্ঞেস করবে ওরা কীভাবে লগরোনোতে পৌঁছাবে। প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে যাবে ভেবে চুপ করে থাকল। জেমি মাইরো নিশ্চয় আরেকটা গাড়ি জোগাড় করে নেবে।

ওরা সবাই পরিত্যক্ত প্রাসাদের দিকে ফিরল। প্রাসাদটিকে ঘিরে রেখেছে পাথরের প্রকাণ্ড দেয়াল। প্রতিটি কিনারে ভাঙা টারেট রয়েছে।

'আগেকার দিনে,' ফেলিক্স বলল মেগানকে, 'রাজকুমাররা তাদের শত্রুদেরকে ধরে এনে এসব প্রাসাদে রাখত। এগুলো তখন জেলখানা হিসেবে ব্যবহার করা হত।'

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওরা চলে এল সামনের ফটকে। লোহার তৈরি ফটকে এমন জং ধরে গেছে যে বহুকষ্টে ঠেলেঠুলে কোনোমতে এক-মানুষ-সমান ফাঁক তৈরি করে ওরা সে ফাঁক দিয়ে একে একে প্রবেশ করল ভেতরে।

প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ দেখে বিস্ময় জাগল মেগানের। কী বিরাট! সরু সরু প্যাসেজওয়ে, সারা প্রাসাদজুড়ে অসংখ্য ঘর, বাইরের দিকের ঘরগুলো একসময় গানপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করা হত বহিরাগত শত্রুদের হামলা থেকে প্রাসাদ রক্ষা করার জন্য।

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওরা দোতলায় উঠে এল। এখানে আরেকটি প্যাশিও রয়েছে। ওরা তিনতলা এবং চারতলায় গেল। এদিকের সিঁড়ি ক্রমে সরু হয়ে এসেছে। একদম জনশূন্য প্রাসাদ।

'অন্তত ঘুমানোর জায়গার অভাব হবে না,' মন্তব্য করল জেমি। 'আমি আর ফেলিক্স খাবারের ব্যবস্থা করি গে। তোমরা এই ফাঁকে ঘর পছন্দ করে ফ্যালো।'

ওরা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে।

আমপারো ফিরল মেগানের দিকে। 'এসো, সিস্টার।'

করিডর ধরে হাঁটতে লাগল দুজনে। মেগানের কাছে সবগুলো ঘর একইরকম লাগল। পাথরের খালি কিউবিকল, শীতল এবং অনাড়ম্বর। কয়েকটি কক্ষ অন্যগুলোর চেয়ে আয়তনে বড়।

আমপারো সবচেয়ে বড় ঘরটি বেছে নিল। 'জেমি এবং আমি এ ঘরে শোব।' মেগানের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ গলায় বলল, 'তুমি কি ফেলিক্সের সঙ্গে ঘুমাবে?'

মেগান ওর দিকে চাইল তবে কোনো মন্তব্য করল না।

'অথবা তুমি জেমির সঙ্গেও শুতে পারো,' মেগানের কাছে চলে এল আমপারো। 'তবে ওকে নিয়ে কোনো কল্পনা না-করাই ভালো, সিস্টার। কারণ ওকে তুমি বাগ মানাতে পারবে না।'

'তোমার দুশ্চিন্তা করতে হবে না। জেমির ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই।' কথাটা বলে মেগান ভাবল আমপারো নিজেও হয়তো জেমি মাইরোকে বাগে আনতে পারেনি।

জেমি এবং ফেলিক্স ঘণ্টাখানেক পরে ফিরল প্রাসাদে। জেমির হাতে দুটো খরগোশ, ফেলিক্স নিয়ে এসেছে রান্নার লাকড়ি। ফেলিক্স সদর দরজার ছিটকিনি টেনে দিল। বড় ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাল দুজনে মিলে। জেমি খরগোশের ছাল ছাড়িয়ে, একটা কাঠিতে গেঁথে আগুনে ঝলসাতে লাগল মাংস।

'দুঃখিত, তোমাদেরকে সত্যিকারের ভোজ খাওয়াতে পারছি না,' বলল ফেলিক্স, 'তবে লগরোনো পৌঁছে পেট পুরো খাব সবাই। আপাতত এ দিয়েই পেটপুজো করো।'

খাওয়া শেষ করে জেমি বলল, 'ঘুমানো দরকার। কাল আবার সকাল সকাল উঠতে হবে।'

আমপারো জেমিকে বলল, 'এসো, *querido*' তোমার জন্য বিছানা করে রেখেছি।'

'বাহ্, চমৎকার! চলো।'

মেগান দেখল ওরা হাত ধরাধরি করে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উপরে।

ফেলিক্স মেগানকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ঘর বাছাই করেছ, সিস্টার?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। তাহলে ঘুমাতে যাও।'

মেগান এবং ফেলিক্স একত্রে উঠে এল দোতলায়।

'শুভরাত্রি,' বলল মেগান।

ফেলিক্স ওকে একটা স্লিপিং ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'শুভরাত্রি, সিস্টার।'

জেমি আর আমপারোর বেডরুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছে মেগান, ভেতর থেকে ওদের হাসাহাসির শব্দ ভেসে এল। জেমিকে ওর খুব রহস্যময় মানুষ মনে হয়। জানে জেমি সন্ত্রাসবাদী, খুনি, ব্যাংক-ডাকাত এবং ঈশ্বর জানেন সে আর কী কী করে বেড়ায়। তবে মেগান জেমিকে শ্রদ্ধাও করে। কারণ ও মুক্তিযোদ্ধা। ব্যাংক-ডাকাতি করে তার সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার জন্য। সে যা বিশ্বাস করে তার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হয় না। অত্যন্ত সাহসী একজন মানুষ জেমি।

মেগান নিজের ছোট, নগ্ন ঘরটিতে ঢুকল। এখানেই ও আজ রাতটা ঘুমাবে। ঠাণ্ডা পাথরের মেঝেতে বসল হাঁটু গেড়ে। 'প্রিয় ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা করো—' *ক্ষমা চাইছি কেন আমি? কিসের জন্য?*

জীবনে এই প্রথমবার প্রার্থনায় মন বসাতে পারল না মেগান। ঈশ্বর কি সত্যি ওর কথা শুনছেন?

মেগান স্লিপিংব্যাগের ভেতরে ঢুকে পড়ল। খোলা জানালা দিয়ে দেখা দূর আকাশের তারার মতোই ঘুমও ওর কাছ থেকে সরে রইল অনেক দূরে।

আমি এখানে কী করছি? ভাবছে ও। কনভেন্টের স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে...এতিমখানা। *এতিমখানার আগে? আমাকে ওখানে ফেলে রেখে গেল কে? আমি মোটেই বিশ্বাস করি না যে আমার বাবা একজন সাহসী সৈনিক কিংবা বুলফাইটার ছিলেন। তবে আমার বাবার পরিচয় জানতে পারলে খুব ভালো হত।*

ভোর হওয়ার খানিক আগে ঘুম নামল মেগানের চোখে।

আরান্ডা ডি ডুয়েরোর কারাগারে রীতিমতো একজন সেলেব্রিটিতে পরিণত হয়েছে লুসিয়া কারমিন।

'তুমি আমাদের ছোট্ট পুকুরের বড় মাছ,' গার্ড বলল লুসিয়াকে। 'ইটালিয়ান সরকার তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে একজনকে পাঠাচ্ছে শুনলাম। তবে আমি তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে চাই *bonita Puta.* তুমি কী আকাম করেছ জানতে পারি?'

'আমাকে এক লোক *bonita Puta* বলার অপরাধে তার ওলজোড়া কেটে নিয়েছি। আমার বন্ধু কেমন আছে?'

'সে বেঁচে যাবে।'

লুসিয়া নীরব প্রার্থনায় ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাল। ধূসর, বিষণ্ন পাথুরে সেলের চারপাশে চোখ বুলিয়ে মনে মনে বলল *আমি এখান থেকে বেরুব কীভাবে?*

বত্রিশ

ব্যাংক-ডাকাতি হওয়ার ঘণ্টাদুই পরে ঘটনাটি জানতে পারলেন কর্নেল আকোকা। তাঁকে জানাল এক পুলিশ লেফটেনেন্ট।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ভাল্লাডোলিডে হাজির হয়ে গেলেন কর্নেল আকোকা। এত দেরিতে ঘটনা জানানো হয়েছে বলে তিনি রেগে আগুন।

'আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানানো হল না কেন?'

'আমি দুঃখিত, কর্নেল। আমরা অবশ্য ভাবিনি যে—'

'তোমরা ওকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিয়েছ!'

'দোষটা আমাদের নয়—'

'ডাকো ব্যাংক টেলারকে।'

ব্যাংক টেলার বলল, 'লোকটার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম সে একটা খুনি। সে—'

'তোমার একবারও মনে হয়নি ও লোকটা জেমি মাইরো হতে পারে?'

'নাহ্। সে নিজের 'সন্ধান চাই' লেখা একটা পোস্টারও আমাকে দেখিয়েছিল। এটা—'

'সে কি একাই এসেছিল ব্যাংকে?'

'জি। লাইনে দাঁড়ানো এক মহিলাকে দেখিয়ে বলেছিল ওই মহিলা তার দলের লোক। পরে জানতে পারি মহিলা পেশায় একজন সেক্রেটারি এবং আমাদের রেগুলার কাস্টোমার—'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে কর্নেল আকোকা প্রশ্ন করলেন, 'মাইরো কোন্ দিকে গেছে দেখেছ?'

'দেখলাম ও সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

এক ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলেও তেমন কোনো তথ্য মিলল না।

'ওরা গাড়িটিতে মোট চারজন ছিল, কর্নেল। জেমি মাইরো, তার এক পুরুষ সঙ্গী এবং দুজন নারী।'

'কোন্ দিকে গেছে ওরা?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল ট্রাফিক পুলিশ। 'ঠিক বলতে পারব না, স্যার। ওয়ান-ওয়ে রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় নেমে পড়ার পরে যে-কোনো দিকে তারা যেতে পারে।' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। 'তবে গাড়িটির বর্ণনা দিতে পারি, স্যার।'

থমথমে চেহারা নিয়ে মাথা নাড়লেন কর্নেল আকোকা। 'দরকার নেই।'

স্বপ্ন দেখছে ও। দেখছে ব্যাংক-ডাকাতির অপরাধে এক পুলিশ এসেছে তাকে পুড়িয়ে মারার জন্য। লোকটার গলা শুনতে পাচ্ছে ও। ক্রমে উচ্চকিত হয়ে উঠল কণ্ঠ।

চোখ মেলে গেল মেগানের, ধড়মড় করে উঠে বসল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অপরিচিত প্রাসাদের দেয়ালে। মনুষ্যকণ্ঠ সত্যি শোনা যাচ্ছে। ভেসে আসছে বাইরে থেকে।

সিধে হল মেগান, একছুটে চলে এল সরু জানালার সামনে। জানালার ঠিক নিচে, প্রাসাদের সামনে সৈন্যদের তাঁবু। ভয়ে শরীর অবশ হয়ে এল মেগানের। *এবারে ধরা খেয়েছি! জেমি কোথায়?*

জেমি এবং আমপারো যে-ঘরে ঘুমিয়েছিল সেখানে গিয়ে উঁকি দিল ও। ঘর খালি। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামল মেগান, চলে এল মেইন ফ্লোরের রিসেপশন রুমে। জেমি এবং আমপারো ছিটকিনি লাগানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে।

ফেলিক্স ছুটে এল ওদের কাছে। 'আমি পেছনদিকটা চেক করেছি। ওদিক দিয়ে বেরুবার কোনো রাস্তা নেই।'

'খিড়কির জানালা?'

'খুবই ছোট। শরীর গলবে না। সামনের দরজা ছাড়া বেরুবার পথ নেই।'

আমরা ফাঁদে পড়েছি, ভাবছে মেগান।

জেমি বলল, 'দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে। ব্যাটারা আর জায়গা পেল না— এখানে এসে ক্যাম্প করেছে!'

'আমরা এখন কী করব?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল আমপারো।

'কিছুই করার নেই। ওরা চলে না-যাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে। যদি—'

ঠিক তখন সদর দরজায় সজোরে কেউ কড়া নাড়ল। হুকুমের সুরে বলে উঠল কেউ, 'দরজা খুলুন।'

দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল জেমি এবং ফেলিক্স। কোনো কথা না বলে যে-যার অস্ত্র বের করল।

আবার শোনা গেল সেই কণ্ঠ। 'আমরা জানি ভেতরে কেউ আছেন। দরজা খুলুন।'

আমপারো এবং মেগানকে জেমি বলল, 'তোমরা সরে যাও।'

আমপারো চলে এল জেমি এবং ফেলিক্সের পেছনে। মেগান ভাবছে, *ওখানে কমপক্ষে দুডজন সশস্ত্র সৈনিক আছে। এবারে আমরা গেছি।*

অন্যরা বাধা দেয়ার আগেই একলাফে সদরদরজার সামনে চলে এল মেগান, ঝড়াং করে ছিটকিনি নামিয়ে খুলে ফেলল কপাট।

'ঈশ্বরকে পরম অনুগ্রহ যে আপনারা এসে পড়েছেন!' আর্তনাদ করে উঠল ও। 'আমাকে বাঁচান!'

তেত্রিশ

বিস্মিত দৃষ্টিতে মেগানের দিকে তাকাল সেনা-কর্মকর্তা। 'আপনি কে? এখানে কী করছেন? আমি ক্যাপ্টেন রডরিগুয়েজ, আমরা—'

'আপনি একদম ঠিক সময়ে চলে এসেছেন, ক্যাপ্টেন,' লোকটার হাত খপ করে চেপে ধরল মেগান। 'আমার ছোট বাচ্চাদুটোর টাইফয়েড জ্বর হয়েছে। প্লিজ, ভেতরে আসুন। ওদেরকে একটু সাহায্য করুন।'

'টাইফয়েড জ্বর?'

'জি,' ক্যাপ্টেনের হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে মেগান। 'খুবই খারাপ অবস্থা। গায়ে হামের মতো উঠে গেছে, ভয়ানক অসুস্থ দুজনেই। আপনার লোকজন নিয়ে আসুন। ওরা আমার বাচ্চাদুটোকে হাসপাতালে নিয়ে যাক।'

'সিনোরা। আপনি পাগল হয়েছেন? এ রোগ মারাত্মক সংক্রামক।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। ওদের সাহায্য প্রয়োজন। ওরা মারা যাচ্ছে।' ক্যাপ্টেনের হাত ছাড়ছে না মেগান।

'আহ্, হাত ছাড়ুন!'

'না, আপনি যেতে পারবেন না। আমি এখন কী করব?'

'ঘরে গিয়ে বসে থাকুন। দেখি পুলিশকে বলে কোনো অ্যাম্বুলেন্স কিংবা ডাক্তার পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।'

'কিন্তু—'

'দ্যাটস অ্যান অর্ডার, সিনোরা। ঘরে যান।'

ক্যাপ্টেন হাঁক ছাড়ল, 'সার্জেন্ট আমরা এখান থেকে এখুনি চলে যাব।'

সদর দরজা বন্ধ করে দিল মেগান, হেলান দিল, শরীরের সমস্ত শক্তি যেন ফুরিয়ে গেছে।

জেমি ওকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে। 'মাই গড, তুমি যা করে দেখালে না! অমন চমৎকার মিথ্যা বলা শিখলে কার কাছে?'

ঘুরল মেগান, একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'এতিমখানায় প্রচুর মিথ্যাকথা বলে নিজেকে আমার বাঁচাতে হত। মিথ্যা বলার জন্য ঈশ্বর আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'ক্যাপ্টেনের চেহারাটা যা হয়েছিল না!' হাসিতে ফেটে পড়ল জেমি। 'টাইফয়েড

জ্বর! যেসাস ক্রাইস্ট!'

ওরা শুনতে পেল তাঁবু গুটিয়ে চলে যাচ্ছে সেনাবাহিনী। তারা চলে যাওয়ার পরে জেমি বলল, 'পুলিশ এখানে শীঘ্রি এসে পড়বে। কাজেই আমাদের এখন কেটে পড়া উচিত।'

সৈন্যরা চলে যাবার পনেরো মিনিট বাদে জেমি বলল, 'এখন রওনা হওয়া যায়।' ফিরল ফেলিক্সের দিকে, 'একটা গাড়ি জোগাড় করতে হবে। সেডান হলে ভালো হয়।'

মুচকি হাসল ফেলিক্স। 'নো প্রবলেম।'

আধঘণ্টা পরে লঝঝরে, ধূসর রঙের একটা সেডানে চড়ে ওরা পুবে শুরু করল যাত্রা।

মেগান বসেছে জেমির পাশে। পেছনের আসনে ফেলিক্স এবং আমপারো। জেমি মেগানের দিকে তাকাল। মুখে মৃদু হাসি।

'টাইফয়েড জ্বর। বলেই হো হো করে হেসে উঠল।

হাসল মেগান। 'লোকটা কেমন তড়িঘড়ি পালিয়ে গেল দেখলেন?'

'তুমি এতিমখানায় বড় হয়েছ, সিস্টার?'

'হুঁ।'

'কোথায়?'

'আভিলায়।'

'কিন্তু তোমাকে দেখে স্প্যানিশ বলে মনে হয় না।'

'একথা অনেকেই আমাকে বলেছে।'

'তোমার বাবা-মা?'

'আ—আমি তাঁদের পরিচয় ঠিক জানি না।'

কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইল দুজনে।

'কনভেন্টের চার দেয়ালের মাঝে কতদিন ধরে বন্দি তুমি?'

'প্রায় পনেরো বছর।'

আশ্চর্য হয়ে গেল জেমি। 'যেশাস!' দ্রুত যোগ করল, 'কিছু মনে কোরো না, সিস্টার। মনে হচ্ছে আমি যেন ভিনগ্রহের কারও সঙ্গে কথা বলছি। গত পনেরো বছরে পৃথিবীতে কত কী ঘটেছে তার খবর নিশ্চয় জানো না তুমি।'

'পরিবর্তন যা-ই ঘটুক আমি বিশ্বাস করি তা সবই ক্ষণস্থায়ী। আবারও পরিবর্তন হবে।'

'তুমি কি আবার কনভেন্টে ফিরে যেতে চাও?'

প্রশ্নটা শুনে অবাক হল মেগান।

'অবশ্যই।'

'কেন?' হাত ঝাড়া দিয়ে কিছু ফেলে দেয়ার ভঙ্গি করল জেমি। 'মানে বলতে চাইছি—তুমি তো ওখানে অনেক কিছু মিস করেছ। অথচ বাইরের দুনিয়ায় কত কিছু আছে। আছে গান এবং কবিতা। স্পেন পৃথিবীকে সার্ভেন্তেস, পিকাসো, লোরকা, পিজারো, ডেসোটো এবং করটেজের মতো মানুষদেরকে উপহার দিয়েছে। এ এক জাদুর দেশ।'

এ মানুষটার মধ্যে অদ্ভুত পরিণত একটি ব্যাপার আছে, এ যেন মৃদু আঁচে জ্বলতে থাকা আগুন।

অপ্রত্যাশিতভাবে জেমি বলল, 'তোমাকে আগে এড়িয়ে চলতাম বলে দুঃখিত, সিস্টার। তবে এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোনো কারণ নেই। তোমার চার্চ নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়। তোমার চার্চ ফ্রাংকোকে সমর্থন করত। নিরীহ, নিরপরাধ মানুষগুলোর ওপর অকল্পনীয় নির্যাতন হয়েছে, চার্চ কিছুই বলেনি।'

'কিন্তু আমি তো জানি চার্চ প্রতিবাদ করেছে,' বলল মেগান।

'যখন ফ্রাংকোর ফ্যালানজিস্টরা নানদেরকে ধর্ষণ এবং প্রিস্টদেরকে হত্যা করতে শুরু করে, জ্বালিয়ে দেয় গির্জা, কেবলমাত্র তখন পোপ ফ্রাংকোর বিরোধিতা শুরু করেন। তবে এ বিরোধিতা আমার মা-বাবা এবং বোনদের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেনি।'

'আমি দুঃখিত। কিন্তু সে তো অনেক দিন আগের কথা। যুদ্ধ এখন শেষ।'

'না, আমাদের জন্য যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। সরকার আমাদেরকে বাস্ক পতাকা ওড়াবার অনুমতি দেবে না, দেবে না জাতীয় ছুটিগুলো পালন করতে কিংবা নিজেদের ভাষায় কথা বলার সুযোগও ওরা দিতে রাজি নয়। না, সিস্টার। আমরা এখনও নির্যাতিত হয়ে চলেছি। স্বাধীনতা না-পাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাব। স্পেনে পাঁচ লাখ বাস্ক আছে, ফ্রান্সে আছে আরও দেড়লাখ। আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই— কিন্তু তোমার ঈশ্বর আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে চান না।'

আন্তরিক গলায় মেগান বলল, 'ঈশ্বর কখনও কারও পক্ষ অবলম্বন করেন না। তিনি আমাদের সকলের। আমরা সবাই তাঁরই অংশ। আমরা যখন তাঁকে ধ্বংস করার চেষ্টা করি, আসলে তখন নিজেদেরকেই ধ্বংস করি।'

মেগানকে অবাক করে দিয়ে হাসল জেমি। 'জানো, সিস্টার, তোমার সঙ্গে আমার অনেক মিল আছে।'

'কীরকম?'

'আমাদের বিশ্বাস আলাদা হতে পারে তবে আমরা যা বিশ্বাস করি মন থেকেই করি। বেশিরভাগ মানুষ তাদের জীবন কাটিয়ে দেয় কোনোকিছুর গভীরে না গিয়েই। তুমি নিজেকে উৎসর্গ করেছ ঈশ্বরের পায়ে, আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে।'

জেমিকে খুব ভালো লাগছে মেগানের। মানুষটার মধ্যে চৌম্বকীয় একটা আকর্ষণ আছে। মেগানকে ভীষণ টানছে।

'সৈন্যরা আপনাকে ধরতে পারলে কী করবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ফাঁসিতে চড়াবে,' নিস্পৃহ জবাব জেমির।

'আপনার ভয় করে না?'

'অবশ্যই করে। মৃত্যুকে আমরা সবাই ভয় পাই, সিস্টার। আমরা কেউই মরতে চাই না।'

'আপনি কি অনেক খারাপ কাজ করেছেন?'

'খারাপ কাজ বলতে তুমি কী বোঝো তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। এটা যার যার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। দেশপ্রেমিক এবং বিদ্রোহীর পার্থক্যটা নিরূপণ করা হয় কে ক্ষমতায় রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে। সরকারের চোখে আমরা আতঙ্কবাদী, সন্ত্রাসী। কিন্তু নিজেদেরকে আমরা পরিচয় দিই মুক্তিযোদ্ধা বলে। জাঁ জ্যাক রুশো বলেছেন—আমাদের নিজেদের শৃঙ্খল নির্বাচন করার জন্য স্বাধীনতা হল একটা শক্তি। আমি ওইরকম স্বাধীনতা চাই।' মেগানকে এক পলক দেখল সে। 'তবে এসব নিয়ে তোমার মাথা না-ঘামালেও চলবে, তাই না? একবার কনভেন্টে প্রবেশ করার পরে বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে তোমার আর কোনো কৌতূহল থাকবে না।'

কথাটা কি সত্য? বাইরের দুনিয়ায় আবার এসে ওর জীবনটা কেমন ওলোটপালোট হয়ে গেছে। ও কি ওর স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েছে? ও অনেক কিছু জানতে চায়, শিখতে চায়। নিজেকে খালি ক্যানভাস হাতে একজন চিত্রকর মনে হয় মেগানের, নতুন জীবনের ছবি আঁকবে শাদা কাগজে। *যদি আমি কনভেন্টের বাইরে আবার ফিরে যাই, আমার বাইরের জীবনটা আবার রুদ্ধ হয়ে যাবে। 'যদি'* শব্দটা মনে মনে বলেছে বলে আতঙ্কবোধ করল ও। দ্রুত শুধরে নিল। *অবশ্যই আমি ফিরে যাব। কারণ আমার যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই।*

জঙ্গলে রাতটা কাটাল ওরা।

জেমি বলল, 'লগরোনো থেকে আমরা ত্রিশ মাইল দূরে আছি। আগামী দিনদুয়েকের মধ্যে অবশ্য অন্য কারও সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করার কথা নয়। সে পর্যন্ত চলার ওপরেই থাকব। কাল আমরা যাব ভিক্টোরিয়া। পরদিন রওনা হব লগরোনোর উদ্দেশে। ওখানে পৌঁছার পরে তুমি মেনডাভিয়ায়, তোমার কনভেন্টে চলে যেতে পারবে, সিস্টার।

চিরদিনের জন্য। 'আপনি ঠিক থাকবেন তো?' জিজ্ঞেস করল মেগান।

'তুমি কি আমার আত্মা নাকি শরীর ঠিক থাকার কথা জানতে চাইছ, সিস্টার?'

লজ্জা পেল মেগান। কিছু বলল না।

‘আমার কিছু হবে না। আমি সীমান্ত পার হয় ফ্রান্সে চলে যাব।’

‘আমি আপনার জন্যে প্রার্থনা করব,’ বলল মেগান।

‘ধন্যবাদ,’ গম্ভীর গলা জেমির। ‘আশা করি তোমার প্রার্থনার দৌলতে আমি সহি-সালামতেই থাকব। এখন ঘুমাও। কাল আমরা লিওনে যাত্রা করব।’

শুয়ে পড়ল মেগান। দেখল দূরে বসে ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে আমপারো। চাউনিতে প্রবল ঘৃণা।

আমার মানুষটাকে কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। কেউ না।

চৌত্রিশ

পরদিন সকালে ভিক্টোরিয়ার পশ্চিমের ছোট একটি গ্রাম, নানক্লারেসের উপকণ্ঠে পৌঁছাল ওরা। জেমি তার গাড়ি ঢোকাল গ্যারেজে।

'Buenos dias,' বলল মেকানিক। 'আপনার গাড়ির সমস্যা কী?'

সমস্যাটা কী বুঝতে পারলে নিজেই সমাধান করে তার জন্য চার্জ নিতাম।' বলল জেমি। 'এ গাড়িটা খচ্চরের মতো অথর্ব। বুড়িদের মতো খকর খকর কাশে এবং এর অ্যানার্জি বলে কিছু নেই।'

'আমার বউর মতো দশা,' দাঁত বের করে হাসল মেকানিক। 'বোধহয় কারবুরেটরে সমস্যা হয়েছে, সিনর।'

কাঁধ ঝাঁকাল জেমি। 'গাড়ির কিছুই বুঝি না আমি। শুধু বুঝি কাল মাদ্রিদে আমার অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ আছে। আজ বিকেলের মধ্যে এটা ঠিক করে দিতে পারবে?'

মেকানিক বলল, 'হাতে এখনও দুটো কাজ পড়ে আছে, সিনর। তবে—' বাক্য সমাপ্ত করল না সে।

'তোমাকে আমি ডাবল পারিশ্রমিক দেব।'

খুশি হয়ে গেল মেকানিক। 'দুটোর মধ্যে গাড়ি পেলে চলবে?'

'অবশ্যই চলবে। আমরা কিছু খেয়ে আসি। দুটোর মধ্যে ফিরব।'

জেমি অন্যদের দিকে ফিরল, 'গাড়ির সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। চলো, কিছু খেয়ে আসি।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সকলে। পা বাড়াল রাস্তায়। মেকানিকের কাছ থেকে অনেকটা দূরে আসার পরে ফেলিক্স বলল, 'তুমি করছ কী? তোমার গাড়িতে তো কোনো সমস্যা হয়নি?'

সমস্যা হল পুলিশ এ গাড়িটিকে খুঁজবে, মনে মনে বলল মেগান। তবে গাড়িটি তারা রাস্তায় খুঁজবে, গ্যারেজে নয়। গাড়ির ঝামেলা মুক্ত হওয়ার চমৎকার উপায় বাতলেছে জেমি।

'বেলা দুটোর মধ্যে আমরা উধাও হয়ে যাব, তাই না?' জিজ্ঞেস করল মেগান।

জেমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমি একটা ফোন করে আসছি। তোমরা এখানেই থাকো।'

আমপারো জেমির হাত ধরল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

ওরা দুজন একসঙ্গে চলে গেল।

ফেলিক্স মেগানের দিকে তাকাল, 'তোমার সঙ্গে জেমির বরফ গলতে শুরু করেছে, না?'

'হ্যাঁ,' হঠাৎ কেন জানি লজ্জা পেল মেগান।

'ওই মানুষটাকে সহজে চেনা যায় না। তবে ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন একজন মানুষ এবং ভীষণ সাহসী। সবার প্রতি দরদ রয়েছে তার। ওর মতো মানুষ হয় না। ও আমার জীবন বাঁচিয়েছিল। সে গল্প বলেছি তোমাকে?'

'না। আমি শুনতে চাই।'

'মাসকয়েক আগে সরকার ছজন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে। প্রতিশোধ নিতে জেমি সিদ্ধান্ত নেয় সে পুয়েন্টে লা রেইনার বাঁধটা উড়িয়ে দেবে। ওটা প্যামপ্লোনার দক্ষিণে। ও শহরে আবার সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর আছে। আমরা রাতের বেলা অগ্রসর হই, কিন্তু কেউ GOE-কে আগেই জানিয়ে রেখেছিল ব্যাপারটা, আকোকা আমাদের তিনজনকে ধরে ফেলে। আমাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। ওই কারাগার ধ্বংস করতে গোটা একটা সেনাবাহিনী প্রয়োজন। তবে আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য দারুণ একটা প্ল্যান করে জেমি। সে প্যামপ্লোনায় মত্ত ষাঁড়গুলোকে ছেড়ে দেয়। হই-হট্টগোলের মধ্যে আমরা দুজন পালিয়ে আসি। তৃতীয়জনকে আকোকার লোক পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল। হ্যাঁ, সিস্টার, জেমি সত্যি অসাধারণ।'

জেমি আর আমপারো ফিরে এলে ফেলিক্স জানতে চাইল, 'কাকে ফোন করলে?'

'আমাদের এক বন্ধুকে। সে আমাদেরকে তুলে নিতে আসছে। ভিক্টোরিয়া পৌঁছে দেবে।'

আধঘণ্টা পরে হাজির হল একটি ট্রাক। ট্রাকের পেছন দিকটা ক্যানভাসে ঢাকা।

'স্বাগতম,' হাসল ড্রাইভার। 'জলদি উঠে পড়ুন।'

'ধন্যবাদ, অ্যামিগো।'

'আপনাদেরকে সাহায্য করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি, সিনর। আপনি ফোন করে ভালোই করেছেন। হারামজাদা সৈন্যরা সব জায়গায় মাছির মতো থিকথিক করছে। আপনাদের খোলা জায়গায় যাওয়া উচিত হবে না।'

ট্রাকের পেছনে উঠে পড়ল ওরা। দানব যন্ত্রযান উত্তর-পুবে রওনা হয়ে গেল।

'কোথায় থাকবেন?' প্রশ্ন করল ড্রাইভার।

'বন্ধুদের সঙ্গে,' জবাব দিল জেমি।

যাত্রাটা হল আনন্দদায়ক। পাতলা ক্যানভাসের আড়ালে বসে নিরাপদ বোধ করছে মেগান। খোলা মাঠে যখন এল ওরা, খুব টেনশন হতে লাগল ওর। কারণ জানে ওদেরকে খুঁজছে সেনাবাহিনী। *আর জেমিকে এ টেনশন নিয়েই সারাক্ষণ চলতে হয়। কী সাহস ওর!*

জেমির সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল মেগান। ওদের কথা বলার ঢঙ দেখে যে-কেউ ভাববে দুজনের সখ্য দীর্ঘদিনের। আমপারো জিরন ওদেরকে চুপচাপ লক্ষ করছে, কিছু বলছে না। ভাবলেশহীন চেহারা।

সন্ধ্যা নাগাদ ওরা পৌঁছে গেল ভিক্টোরিয়া। রাস্তার মোড়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল সবাই। মেগানকে ট্রাক থেকে নামতে সাহায্য করল জেমি। দৃশ্যটা দেখে রাগে জ্বলে উঠল আমপারোর চোখ। তার পুরুষকে অন্য নারী স্পর্শ করে. কী সাহস! *ওই মাগী একটা বেশ্যা, রাগে জ্বলতে জ্বলতে ভাবছে আমপারো। জেমি পাগল হয়ে গেছে মাগীর জন্য। তবে বেশিদিন এ পীরিত থাকবে না। ওর মধ্যে রস নেই। জেমির দরকার সত্যিকারের মেয়েমানুষ।*

গলি ধরে এগিয়ে চলল দলটা, সতর্ক চোখ চারপাশে। মিনিট কুড়ি পরে, সরু একটি গলির মধ্যে, পাথরের একতলা একটি বাড়িতে এসে হাজির হল ওরা। বাড়িটিকে ঘিরে রেখেছে উঁচু বেড়া।

'আজ রাতটা আমরা এখানেই থাকছি,' বলল জেমি। 'কাল সন্ধ্যার পরে আবার বেরিয়ে পড়ব।'

সামনের গেট দিয়ে ঢুকল সবাই। দরজার তালা খুলতে জেমির কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। ভেতরে ঢুকল ওরা।

'কার বাড়ি এটা?' জানতে চাইল মেগান।

'তুমি বড্ড বেশি প্রশ্ন করো,' বলল আমপারো। 'আমরা যে তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছি সে জন্য ঈশ্বরের কাছে শুকরিয়া আদায় করো।'

জেমি আমপারোর দিকে তাকাল। 'ওর প্রশ্ন করার অধিকার আছে।' দৃষ্টি ফেরাল মেগানের দিকে। 'এটা আমার এক বন্ধুর বাড়ি। তুমি এখন বাস্ক অঞ্চলে আছ। এখান থেকে আমাদের যাত্রা আরও সহজ হবে। এখানে আমার বন্ধুর অভাব নেই। তারা আমাদের ওপর লক্ষ রাখছে, বিপদে এগিয়ে আসবে। আগামী পরশু তোমাকে কনভেন্টে পৌঁছে দেব।'

'আমার খিদে পেয়েছে,' ঘোষণা করল ফেলিক্স। 'দেখি তো রান্নাঘরে কী খাবার আছে।'

রান্নাঘরে রান্নার-উপকরণের অভাব নেই।

জেমি বলল, 'আমি আজ তোমাদের ডিনার রেঁধে খাওয়াবো।'

মেগান বলল, 'আমি জানতাম না পুরুষরা রান্না করতে পারে।'

হেসে উঠল ফেলিক্স। 'বাস্ক পুরুষরা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাঁধুনি। খেয়ে দেখো। প্রমাণ পাবে বাড়িয়ে বলেছি কিনা।'

রান্নায় নেমে গেল জেমি। তবে ওকে কেমন অন্যমনস্ক লাগছে।

'কী হয়েছে তোমার, অ্যামিগো?' জিজ্ঞেস করল ফেলিক্স।

একটু ইতস্তত করে জবাব দিল জেমি, 'আমাদের দলে একজন বিশ্বাসঘাতক

আছে।'

পাথর হয়ে গেল ফেলিক্স। অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল ঘরে।

'তো-তোমার এরকম মনে হওয়ার কারণ?' প্রশ্ন করল সে।

'আকোকা। সে আমাদের বড্ড কাছাকাছি এসে পড়েছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ফেলিক্স। 'সে হল শেয়াল আর আমরা খরগোশ।'

'কিন্তু সে শুধু নিজের বুদ্ধির মারপ্যাঁচে সবকিছু করছে না।'

'মানে?' আমপারোর প্রশ্ন।

'আমরা যেবার পুয়েন্টে লা রেইনার বাঁধ ওড়াতে গেলাম তখনও সব কিছু আগেই জানানো হয়েছিল আকোকাকে।' ফেলিক্সের দিকে তাকাল জেমি। 'সে তোমাকে, রিকার্ডো আর জামোরাকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতেছিল। আমার যদি সেদিন আসতে দেরি না হত, তোমাদের সঙ্গে আমিও ধরা খেতাম। তারপর Parador-এ কী ঘটেছে মনে করে দ্যাখো।'

'তুমি নিজের কানেই শুনেছ ম্যানেজার পুলিশকে ফোন করছে,' বলল আমপারো।

মাথা দোলাল জেমি। 'ঠিক। কারণ আমার মনে হচ্ছিল কোথাও একটা ভজকট বেঁধেছে।'

থমথমে দেখাল আমপারোর মুখ। 'বিশ্বাসঘাতকটা কে?'

মাথা নাড়ল জেমি। 'ঠিক জানি না। সে এমন কেউ যে আমাদের সমস্ত প্ল্যান জানে।'

'তাহলে প্ল্যান বদলে ফেললেই হয়,' প্রস্তাব দিল আমপারো। 'আমরা লগরোনোতে সরাসরি যাব, মেনডাভিয়ায় যাবার দরকার নেই।'

জেমি আড়চোখে দেখল মেগানকে। 'তা সম্ভব নয়। সিস্টারদেরকে কনভেন্টে পৌঁছে দেব বলে কথা দিয়েছি।'

মেগান ওর দিকে তাকিয়ে ভাবল   এ মানুষটা আমার জন্য অনেক কিছু করেছে। আমাদের জন্য ওর বিপদের মাত্রা আর বাড়াতে চাই না।

'জেমি, আমি—'

ও কী বলবে বুঝতে পেরেছে জেমি। তাই বলল, 'চিন্তা কোরো না, মেগান। আমরা নিরাপদেই ওখানে পৌঁছাব।'

ও বদলে গেছে, ভাবছে আমপারো। শুরুতে সে নানদের জন্য কিছুই করতে চায়নি। আর এখন এ মেয়েটার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করছে না। আবার মেগান বলেও ডাকা হচ্ছে, সিস্টার বলছে না।

জেমি বলে চলল, 'কমপক্ষে পনেরোজন আছে যারা আমাদের প্ল্যান জানে।'

'কে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাকে খুঁজে বের করতে হবে,' বলল আমপারো।

'কীভাবে করব কাজটা?' নার্ভাস লাগছে ফেলিক্সকে। টেবিলক্লথের ওপর চোখ রেখে কথা বলছে। কারও দিকে তাকাচ্ছে না।

জেমি বলল, 'পাকো মাদ্রিদে আছে। আমার জন্য খবর জোগাড় করছে। আমি ওকে বলেছি এখানে যেন ফোন করে।' ফেলিক্সের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

একটা কথা গোপন করেছে জেমি। ছজনের বেশি ওর প্ল্যানের কথা জানে না। শুধু ওই ছজনই জানে তিনটি দল কোন্ রাস্তা ব্যবহার করছে।

আমপারো সিধে হল। মেগানকে বলল, 'এসো, টেবিল সাফ করে ফেলি।'

ওরা টেবিল পরিষ্কার করছে, দুই পুরুষ ঢুকল লিভিংরুমে।

'তুমি ওই নানকে পছন্দ করো, তাই না?' জেমিকে জিজ্ঞেস করল ফেলিক্স।

'হ্যাঁ, আমি ওকে পছন্দ করি,' জবাব দিল জেমি।

'তাহলে আমপারোর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটার কী হবে?'

'আমরা একই পথের পথিক। আমি যাতে বিশ্বাস করি সে-ও তা-ই বিশ্বাস করে। ওর গোটা পরিবারকে ফ্রাংকোর ফ্যালানজিস্টরা হত্যা করেছে।'

উঠে পড়ল জেমি। 'ঘুমাবার সময় হল।'

'মনে হয় না আজ রাতে আর ঘুম আসবে, তুমি নিশ্চিত আমাদের মধ্যে একজন গুপ্তচর আছে?'

স্থিরদৃষ্টিতে ফেলিক্সের দিকে তাকিয়ে রইল জেমি। 'আমি নিশ্চিত।'

সকালে নাশতা বানাল আমপারো। নাশতার আইটেম হল ছাগলের দুধ, পনির এবং ঘন, গরম চকোলেট সঙ্গে churros.

খেতে খেতে ফেলিক্স জিজ্ঞেস করল, 'আমরা এখানে আর কতক্ষণ আছি?'

ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে জবাব দিল জেমি, 'সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়ে পড়ব।' আমপারোকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল, 'আমি একটু বেরুব। কাজ আছে। পাকো ফোন করলে বোলো শীঘ্রি ফিরছি। ম্যাসেজ রেখে দিও।'

মাথা দোলাল আমপারো। 'সাবধানে যেয়ো।'

'চিন্তা কোরো না,' জেমি ফিরল মেগানের দিকে। 'আমাদের সঙ্গে তোমার আজ শেষ দিন। কাল তুমি কনভেন্টে থাকবে। ওখানে ফিরে যাওয়ার জন্য নিশ্চয় তোমার মন কেমন করছে।'

জেমির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মেগান। *আমার মন মোটেই কেমন করছে না। তবে বাকি জীবনটা আমি তোমার কথা ভাবব।*

ফেলিক্সকে নিয়ে জেমি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমপারো মেগানকে বলল, 'বিছানাগুলো করে ফেলো। আমি লাঞ্চের ব্যবস্থা করছি।'

'আচ্ছা।'

মেগান বেডরুমে চলে গেল। আমপারো ঢুকল রান্নাঘরে।

পরবর্তী ঘণ্টাখানেক কাজে ব্যস্ত রইল মেগান। কিন্তু ভাবতে না-চাইলেও বারবার

জেমিকে মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। জেমি যেন প্রকৃতির একটা তীব্র শক্তি, রাস্তায় যা পড়ে থাকে সব কাছিয়ে নিয়ে যায়।

আরও কিছুক্ষণ পরে ফিরল জেমি ও ফেলিক্স। ফেলিক্সের চেহারা বিবর্ণ।

'আমার শরীরটা ভালো ঠেকছে না,' বলল সে। 'একটু বিশ্রাম নেব।'

একটা বেডরুমে ঢুকে পড়ল ফেলিক্স।

'পাকো ফোন করেছিল,' উত্তেজিত গলায় বলল আমপারো।

'কী বলল?'

'বলল তোমার জন্য নাকি কী জরুরি খবর আছে। তবে ফোনে বলতে চাইল না। একজনকে পাঠাচ্ছে তোমার কাছে। ওই লোক দুপুরে টাউন স্কোয়ারে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে।'

ভুরু কুঁচকে আছে জেমির। চিন্তান্বিত। 'লোকটা কে বলেনি?'

'না।'

'ঠিক আছে। আমি যাব তার সঙ্গে দেখা করতে। তুমি ফেলিক্সের ওপর নজর রেখো।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে জেমির দিকে তাকাল আমপারো। 'ঠিক বুঝ—'

'ও যেন কাউকে ফোন করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রেখো।'

সমঝদারের দৃষ্টি ফুটল আমপারোর চোখে। 'তোমার কী ধারণা ফেলিক্সই—'

'প্লিজ, যা বললাম করো।' ঘড়ি দেখল জেমি। 'প্রায় বারোটা বাজে। আমি গেলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরব।'

মেগান ওদের সব কথাই শুনেছে। তাহলে ফেলিক্সই সেই বিশ্বাসঘাতক! শুনল দরজা খুলে চলে গেল জেমি।

মেগান ঢুকল লিভিংরুমে।

ঘুরল আমপারো। 'তোমার কাজ শেষ?'

'পুরোটা এখনও শেষ হয়নি। আমি—' জেমি কোথায় গেল, ওরা ফেলিক্সের কী করবে, এরপরে কী ঘটছে নানান প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মেগানের মস্তিষ্কে। তবে এ মহিলাকে প্রশ্ন করার রুচি হল না ওর। *জেমি আসুক, তারপর ওকেই জিজ্ঞেস করা যাবে।*

'কাজ শেষ করো,' বলল আমপারো।

মেগান ফিরে গেল বেডরুমে। ভাবছে ফেলিক্সের কথা। মানুষটার আচরণ এমন উষ্ণ এবং বন্ধুসুলভ। অথচ এখন মনে হচ্ছে পুরোটাই তার ভান ছিল। দাড়িঅলা মানুষটা ওকে কত প্রশ্ন করেছে! সরল মনে সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে মেগান। এ লোকটার কারণে এখন তাদের সবার জীবন বিপন্ন।

একটা কাজে লিভিংরুমে পা বাড়িয়েছে মেগান, দাঁড়িয়ে পড়ল মাঝপথে।

একটা কণ্ঠ বলছে, 'জেমি এইমাত্র বেরুল। মেইন প্লাজার একটা বেঞ্চিতে বসে

থাকবে সে। একা। আপনার লোকদের ওকে পাকড়াও করতে কোনো সমস্যাই হবে না।

পাথর হয়ে গেল মেগান।

'ও হেঁটে যাচ্ছে। ওখানে পৌঁছুতে মিনিট পনেরো সময় লাগবে।' আতঙ্ক নিয়ে কথাগুলো শুনতে লাগল মেগান।

'আমাদের চুক্তির কথা যেন মনে থাকে, কর্নেল,' ফোনে বলল আমপারো। 'আপনি ওকে খুন করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

মেগান ঢুকল হলওয়েতে। স্তম্ভিত। আমপারোই তাহলে বিশ্বাসঘাতক! সে জেমিকে ফাঁদের মুখে পাঠিয়েছে।

নিঃশব্দে পিছিয়ে এল মেগান যাতে টের না পায় আমপারো। বেরিয়ে পড়ল খিড়কির দুয়ার থেকে। কীভাবে জেমিকে সাহায্য করবে সে-ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই ওর। শুধু জানে জেমির জন্য কিছু একটা করতে হবে। গেট খুলে রাস্তায় চলে এল ও। দ্রুত কদমে চলল শহরের কেন্দ্রস্থল অভিমুখে।

'প্লিজ, গড, আমি যেন ঠিক সময়ে ওর কাছে পৌঁছাতে পারি,' প্রার্থনা করল মেগান।

টাউন স্কোয়ারে যাওয়ার রাস্তাটি মসৃণ, দুপাশে সবুজ গাছের সারি। তবে এসব সৌন্দর্যের দিকে নজর নেই জেমির। সে ভাবছে ফেলিক্সকে নিয়ে। ফেলিক্সকে নিজের ভাইয়ের মতো দেখত জেমি। সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করত। কিন্তু ফেলিক্স কেন ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল? হয়তো পাকোর লোকের কাছে এ প্রশ্নের জবাব মিলবে। কিন্তু পাকো খবরটা তো ফোনেই দিতে পারত। দিল না কেন?

জেমি টাউন স্কোয়ারের দিকে এগোচ্ছে। প্লাজার মাঝখানে একটি ঝর্না, ছায়াময় বৃক্ষরাজি ঘিরে রেখেছে অনেকগুলো বেঞ্চি। বাচ্চারা খেলছে। কয়েকজন বুড়ো *boule* খেলতে ব্যস্ত। ৬/৭জন লোক বসে আছে পার্কের বেঞ্চিতে। গায়ে মাখছে রোদ। কেউ বা পড়ছে, কেউ ঝিমাচ্ছে, আবার কেউবা কবুতরদের মুখে তুলে দিচ্ছে খাবার। ঘড়ি দেখল জেমি। টাওয়ার ক্লক ঢং ঢং শব্দে দুপুরের ঘোষণা দিল।

চোখের কিনারা দিয়ে জেমি দেখল স্কোয়ারের দূরপ্রান্তে পুলিশের একটি গাড়ি এসে থেমেছে। বিপরীত দিকে তাকাল ও। আরেকটি পুলিশের গাড়ি এসে হাজির হল। পুলিশ কর্মকর্তারা লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। এগিয়ে আসছে পার্কের দিকে। বুকে ধড়ফড় শুরু হয়ে গেল জেমির। এটা একটা ফাঁদ। কিন্তু ফাঁদটা পাতল কে? পাকো নাকি আমপারো? আমপারোই ওকে পার্কে পাঠিয়েছে। কিন্তু কেন? কেন?

এখন এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই। ওকে পালাতে হবে। কিন্তু জেমি জানে ও পালাবার চেষ্টা করলেই ওরা ওকে গুলি করবে। ও যদিও ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছে, কিন্তু পুলিশ ঠিকই ওকে চিনে ফেলবে।

পালাবার কোনো রাস্তা বের করতে হবে। দ্রুত।

হনহন করে মেগান ছুটে আসছে পার্কে। ও দূর থেকে দেখতে পেল জেমিকে। বসে আছে একটা বেঞ্চিতে। সকালবেলার ছদ্মবেশ নিয়ে আছে সে এখনও। একই সঙ্গে পুলিশগুলোকেও দেখতে পেল মেগান। ঘিরে ফেলছে পার্ক।

চিন্তার ঝড় বইছে মেগানের মস্তিষ্কে। জেমির পালাবার রাস্তা বন্ধ।

মেগানের সামনে এক মহিলা একটি প্রাম ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। থেমে দাঁড়াল মহিলা। এক দোকানের দেয়ালে প্রামটি ঠেস দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। বোধহয় কিছু কিনতে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে প্রামের হাতল ধরে ঠেলে নিয়ে চলল মেগান। চলেছে রাস্তার ও-প্রান্তের পার্কে।

পুলিশ বেঞ্চিতে বসা লোকগুলোর কাছে চলে এসেছে, প্রশ্ন করছে তাদেরকে। মেগান পুলিশের এক লোককে কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে চলে এল জেমির সামনে। কাকের গলায় চেঁচাল মেগান, '*Madre de dios*! তুমি তাহলে এখানে ম্যানুয়েল! আর আমি তোমাকে সারা মহল্লা খুঁজে মরছি। বললে সকালে ঘর রং করবে অথচ কাজ বাদ দিয়ে পার্কে রাজা-বাদশার মতো বসে আছ। মা ঠিকই বলেছে। তুমি একটা অপদার্থ। তোমার মতো একটা হতভাগাকে বিয়ে করা আমার মোটেই উচিত হয়নি।'

জেমির জন্য ইশারাই কাফি। ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে।

'অপদার্থ আমি নই, অপদার্থ তোমার মা। আর সে বিয়েও করেছে এক হতভাগাকে। সে যদি—'

'কার সম্পর্কে এসব কথা বলছ তুমি? মা না থাকলে আমাদের বাচ্চাটা এতদিনে না-খেয়ে মরে যেত। তুমি তো জীবনেও নিজের পয়সা দিয়ে একটা রুটি কিনে আননি ঘরে...'

পুলিশের লোকগুলো কাজ ফেলে ওদের ঝগড়া দেখছে।

'যথেষ্ট হয়েছে,' খেঁকিয়ে উঠল জেমি। 'তোমাকে আগেও বহুবার সাবধান করে দিয়েছি। আমার কথা কানেই তোলোনি। দাঁড়াও, আজ বাড়ি ফিরে নিই। তারপর এমন শিক্ষা দেব...'

জেমি আর মেগান ঝগড়া করতে করতে বেরিয়ে পড়ল পার্ক থেকে। পুলিশম্যানরা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিজেদের কাজে।

'আইডেন্টিফিকেশন। প্লিজ?'

'কী হয়েছে, অফিসার?'

'কিছু হয়নি। শুধু কাগজপত্রগুলো দেখান।'

একটি বাচ্চার চিৎকারে এক পুলিশ অফিসার চোখ তুলে তাকাল। পার্কের এককোণে পড়ে আছে প্রাম। বাচ্চার কান্না ভেসে আসছে ওখান থেকে। ঝগড়াটে দম্পতি অদৃশ্য।

আধঘণ্টা পরে সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল মেগান। আমপারো অস্থির চিত্তে পায়চারি করছিল।

'কোথায় ছিলে তুমি?' খেঁকিয়ে উঠল সে মেগানকে দেখে। 'আমাকে না বলে বাইরে গিয়েছিলে কেন?'

'একটা কাজে গিয়েছিলাম,' বলল মেগান।

'কী কাজ?' সন্দেহের সুরে জানতে চাইল আমপারো। 'এখানে তো তোমার চেনা-পরিচিত কেউ নেই। যদি তুমি—'

দরজা ঠেলে ঢুকল জেমি। তাকে দেখামাত্র মুখ থেকে রক্ত সরে গেল আমপারোর। তবে অতি দ্রুত নিজেকে সামলে নিল।

'কী—কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল আমপারো। 'তুমি পার্কে যাওনি?'

শান্ত গলায় বলল জেমি, 'কেন, আমপারো?'

ওর চোখের দিকে তাকিয়েই আমপারো বুঝতে পারল সব শেষ।

'তুমি এভাবে বদলে গেলে কেন?'

মাথা নাড়ল আমপারো। 'আমি বদলে যাইনি। তুমি গেছ। যে ফালতু যুদ্ধের জন্য তুমি লড়াই করছ তা আমার সকল প্রিয়জনকে কেড়ে নিয়েছে। আমি এ রক্তপাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছি। নিজের সম্পর্কে সত্যকথাটা শোনার মতো সাহস তোমার আছে, জেমি? যে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছ, তুমি তার মতোই খারাপ। বরং ওদের চেয়েও খারাপ। কারণ ওরা শান্তি স্থাপন করতে চাইছে কিন্তু তুমি চাইছ না। তোমার ধারণা তুমি আমাদের দেশকে সাহায্য করছ? না, বরং তুমি দেশটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছ। তুমি ব্যাংক-ডাকাতি করছ, বোমা মেরে উড়িয়ে দিচ্ছ গাড়ি, হত্যা করছ নিরপরাধ মানুষজন। অথচ নিজেকে হিরো ভেবে বসে আছ। তোমাকে আমি ভালোবাসতাম, একসময় বিশ্বাসও করতাম। কিন্তু—' ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। 'এ রক্তপাত বন্ধ করতে হবে।'

জেমি ওর পাশে হেঁটে এল। বরফ শীতল চোখ। 'তোমাকে আমি খুন করব।'

'না,' মেগানের গলা দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ হল। 'প্লিজ, না!'

ফেলিক্স আগেই ঘরে ঢুকেছে। শুনেছে সব কথা। 'যেসাস ক্রাইস্ট! ও-ই তাহলে সেই কালপ্রিট। হারামজাদীকে নিয়ে কী করবে?'

জেমি বলল, 'আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। ওকে একমুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করা যাবে না।' আমপারোর কাঁধে একটা হাত রাখল। 'আবার যদি কোনো চালাকির চেষ্টা করো, কসম তোমাকে খুন করব আমি।' ধাক্কা মেরে ওকে সরিয়ে দিল। ফিরল মেগান এবং ফেলিক্সের দিকে। 'ওর বন্ধুরা এখানে এসে পড়ার আগেই কেটে পড়তে হবে আমাদের।'

পঁয়ত্রিশ

'আপনারা মাইরোকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিলেন?'

'কর্নেল, আমার লোকেরা—'

'আপনার লোকেরা সব বালছাল। নিজেদেরকে আবার পুলিশম্যান বলেও পরিচয় দেন? লজ্জা করে না!'

কর্নেল আকোকার গালির তোড়ে কাঁপছেন চিফ অব পুলিশ। জানেন সামনে দাঁড়ানো লোকটা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। ইচ্ছে করলেই তাঁর বারোটা বাজিয়ে দিতে পারেন।

'এ জন্য আপনিই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। আপনাকে আর কাজ করতে হবে না। যান।'

'কর্নেল—'

'গেট আউট। আপনাকে আর সহ্য হচ্ছে না আমার।'

হতাশায় ফুঁসছেন কর্নেল আকোকা। ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছে জেমি মাইরোকে গ্রেফতার করার মতো যথেষ্ট সময় তাঁর হাতে ছিল না। স্থানীয় পুলিশের ওপরে ভরসা করেছিলেন তিনি। কিন্তু তারা পুরো ব্যাপার কেঁচেগণ্ডুষ করে ছেড়েছে। ঈশ্বর জানেন মাইরো এখন কোথায়।'

টেবিলে বিছিয়ে রাখা ম্যাপে মনোযোগ ফেরালেন কর্নেল আকোকা। *ওরা অবশ্যই বাস্ক অঞ্চলে থাকবে। সেটা বার্গোস, লগরোনো, বিলবাও কিংবা স্যান সেবাস্টিয়ান যে-কোনো শহরেই হতে পারে। তবে উত্তর-পুব দিকেই আমার গুরুত্ব দেয়া উচিত। ওখানে কোথাও ওদের দেখা মিলবে।*

সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের কথা মনে পড়ল তাঁর।

'তোমার সময় কিন্তু ফুরিয়ে যাচ্ছে, কর্নেল। আজ সকালের কাগজগুলো পড়েছ? ওয়ার্ল্ড প্রেস আমাদেরকে ক্লাউন বানিয়ে ছেড়েছে। মাইরো এবং ওই নানদের কারণে সবার চোখে আমরা হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছি।'

'প্রাইম মিনিস্টার, আমি তো আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি যে—'

'পুরো বিষয়টি নিয়ে অফিস ইনকোয়ারি বোর্ড বসাতে আমাকে হুকুম দিয়েছেন রাজা হুয়ান কার্লোস। এটাকে দীর্ঘায়িত করে রাখার আর কোনো অবকাশ নেই।'

'ইনকুয়ারি আর কটা দিনের জন্য পিছিয়ে দিন। ততদিনে আমি মাইরো এবং নানদেরকে পাকড়াও করতে পারব।'

রাজা কিংবা প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন না কর্নেল আকোকা, ভয় পাচ্ছেন opus mundo-কে নিয়ে। স্পেনের শীর্ষস্থানীয় এক শিল্পপতির বিলাসবহুল অফিসে তাঁকে তলব করে নিয়ে গিয়ে বলা হয়েছিল 'জেমি মাইরো আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে। ওকে থামাও। তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হবে।'

তবে কর্নেল আকোকা জানেন তাঁকে যে-কথাটি বলা হয়নি তা হল *ব্যর্থ হলে তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে।* এখন তাঁর ক্যারিয়ার ধ্বংসের পথে। কতগুলো গর্দভ পুলিশের কারণে তিনি জেমি মাইরোকে হারিয়েছেন। গাধাগুলোর নাকের ডগা দিয়ে পালিয়ে গেছে সে। যে-কোনো জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে মাইরো। কিন্তু নানরা...উত্তেজনার একটা শিহরন বয়ে গেল কর্নেল আকোকার শরীরে। নান! ওরাই তো সকল সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি। জেমি মাইরোর লুকোবার জায়গার অভাব নেই বটে তবে নানরা কনভেন্ট ছাড়া অন্য কোথাও যাবে না। এবং একইরকম কনভেন্টে গিয়ে আশ্রয় নেবে তারা।

আবার মানচিত্রে চোখ বুলাতে লাগলেন কর্নেল। *মেনডাভিয়া।* সিস্টারসিয়ান কনভেন্টের মতোই এখানেও একটি কনভেন্ট আছে। *ওখানে যাচ্ছে ওরা।* উল্লসিত হয়ে ভাবলেন তিনি। *আর আমিও ওখানেই যাব।*

তবে ওদের আগে আমি পৌঁছে যাব ওখানে। অপেক্ষা করব দলটার জন্য।

রিকার্ডো এবং গ্রাসিয়েলার যাত্রা প্রায় শেষের দিকে।

গত কটি দিন ছিল রিকার্ডোর জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন। তাকে সামরিক বাহিনী এবং পুলিশ খুঁজছে, ধরতে পারলে মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু এসব নিয়ে মোটেই ভাবিত ছিল না সে। ওদের দুঃসাহসী অভিযান শেষতক অসাধারণ একটি ভ্রমণে পরিণত হয়েছে।

ওরা বিরতিহীনভাবে বকবক করেই চলেছে। আর না-বলা কথাগুলোর প্রকাশ ওদের দুজনকে পরস্পরের আরও কাছে টেনে এনেছে। ওরা কথা বলেছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে। বিশেষ করে ভবিষ্যৎ ওদের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

'আমরা চার্চে গিয়ে বিয়ে করব,' বলল রিকার্ডো। 'বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী বধূ হবে তুমি...'

দৃশ্যটি কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হল গ্রাসিয়েলা।

'আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বাড়িতে থাকব...

গ্রাসিয়েলা ভাবল, *আমার নিজের কখনও বাড়ি ছিল না, একা থাকার জন্য ত্যিকারের একটি ঘরও ছিল না।*

'আমাদের খুব সুন্দর সুন্দর বাচ্চা থাকবে...'

ওদেরকে খুব আদর করব আমি।

তবে একটা কথা চিন্তা করে অস্বস্তিতে ভুগছিল গ্রাসিয়েলা। বিয়ের পরে রিকার্ডো লড়াই ছেড়ে পাকাপোক্তভাবে ফ্রান্সে বসবাস শুরু করবে?

রিকার্ডো তার দলনেতার কাছে জানতে চেয়েছিল, 'সরকার তো ETA'র সঙ্গে ান্তিস্থাপনে আগ্রহী। আমরা কী করব?'

'ওদের শান্তিপ্রস্তাব একটা ধাপ্পা,' জবাব দিয়েছিল জেমি। 'ওরা আমাদেরকে ধ্বংস রতে চায়। ওরাই তো জোর করে আমাদেরকে যুদ্ধে জড়িয়েছে।'

রিকার্ডো জেমিকে ভালোবাসে বলে তার সবকথা মেনে নিয়েছে। সে জেমিকে সমর্থন দিয়ে গেলেও রক্তপাতের ঘটনার বৃদ্ধিতে সন্দেহের দোলাচলে দুলতে শুরু করেছে রিকার্ডো। এখন গ্রাসিয়েলা জানতে চাইছে তাদের এ বিপ্লব আর কদ্দিন চলবে?

'আমি ঠিক জানি না,' সরল স্বীকারোক্তি রিকার্ডোর। 'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই খুশি হই। তবে তোমাকে একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি, ডার্লিং—আমাদের মিলন কেউ রুখতে পারবে না।'

ওরা সারারাত ধরে হাঁটল সবুজ গ্রাম এবং প্রান্তর ধরে। পার হল এল বার্গো এবং সোরিয়া। ভোরবেলায় একটি পাহাড়ের চুড়োয় উঠে দূরে লগরোনো শহর দেখতে পেল ওরা। রাস্তার বামে পাইনগাছের একটি খুঁটি, তারপর জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে ইলেকট্রিক পাওয়ার লাইন। সর্পিল রাস্তা ধরে শহরের দিকে এগোল গ্রাসিয়েলা এবং রিকার্ডো।

'অন্যদের সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হবে আমাদের?' জানতে চাইল গ্রাসিয়েলা।

রাস্তার পাশের একটি ভবনের দেয়ালে সাঁটানো পোস্টার ইঙ্গিতে দেখাল রিকার্ডো। ওতে লেখা

সিরক জাপান!

জাপান থেকে আগত বিশ্বসেরা সার্কাস দল

২৪ জুলাই থেকে এক হপ্তার জন্য চলবে প্রদর্শনী

আভিনিডা ক্লাব ডিপোটিভোতে চলে আসুন

'ওখানে, আজ বিকেলে অন্যদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হবে,' বলল রিকার্ডো।

শহরের অপরপ্রান্তে মেগান, জেমি, আমপারো এবং ফেলিক্সও সার্কাসের একটি পোস্টার দেখছিল। দলটার মধ্যে একটা টেনশন কাজ করছে। আমপারোকে ওরা

একমুহূর্তের জন্যেও নজরছাড়া করেনি। ভিক্টোরিয়ার ওই ঘটনার পরে আমপারো তাদের কাছে স্রেফ একটা অচ্ছুতে পরিণত হয়েছে, ওরা তার দিকে ফিরেও তাকায় না, একান্ত প্রয়োজন না হলে কথা বলে না।

ঘড়ি দেখল জেমি। 'আরেকটু পরেই শুরু হয়ে যাবে সার্কাস। চলো যাই।'

লগরোনোর পুলিশ সদরদপ্তরে বসে চূড়ান্ত পরিকল্পনা ঝালিয়ে নিচ্ছেন কর্নেল আকোকা।

'কনভেন্টের চারপাশে লোক বসানো হয়েছে তো?'

'জি, কর্নেল। সব ঠিক আছে।'

'বেশ।'

ফুরফুরে মেজাজে আছেন আকোকা। একটি ফুলপ্রুফ ফাঁদ পেতেছেন তিনি, এবারে আর ছাগল পুলিশগুলো তাঁর প্ল্যান ভণ্ডুল করতে পারবে না। তিনি নিজে অপারেশনে থাকছেন। opus mundo তাঁকে নিয়ে গর্ব করবে। তিনি তাঁর অফিসারদেরকে নিয়ে আকোকার প্ল্যানটি উল্টেপাল্টে দেখলেন কোথাও কোনো গলদ আছে কিনা।

'নানরা মাইরো এবং তার লোকদের সঙ্গে আছে। ওরা কনভেন্টে ঢোকার আগেই ওদেরকে পাকড়াও করব। আমরা জঙ্গলে লুকিয়ে থাকব। আমি হুকুম না-দেয়া পর্যন্ত কেউ ওদের ধারেকাছে ঘেঁষবে না।'

'জেমি মাইরো যদি বাধা দেয়?'

আকোকা মৃদু গলায় গলায় বললেন, 'আমি চাই বাধা দিক।'

এক আর্দালি ঢুকল ঘরে। 'মাফ করবেন, কর্নেল। একজন আমেরিকান আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

'আমি এখন কারও সঙ্গে কথা বলতে পারব না।'

'জি, স্যার।' একটু ইতস্তত করল আর্দালি। 'উনি একজন নানকে নিয়ে কথা বলবেন বলছিলেন।'

'আচ্ছা? লোকটা কে বললে? আমেরিকান?'

'জি, কর্নেল।'

'ওকে ভেতরে আসতে বলো।'

একটু পরে ঘরে ঢুকল অ্যালান টাকার।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, কর্নেল। আমি অ্যালান টাকার। আশা করছি আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

'আচ্ছা! কীভাবে, মি. টাকার?'

'শুনলাম অ্যাবি সিস্টারসিয়ান থেকে পালিয়ে আসা নানদের একজনকে আপনারা খুঁজছেন—তার নাম মেগান।'

চেয়ারে হেলান দিলেন কর্নেল, পর্যবেক্ষণ করছেন আমেরিকানকে।

'তাতে আপনার কী?'

'আমিও তাকে খুঁজছি। ওর খোঁজ আমাকে পেতেই হবে।'

মজা তো! ভাবছেন কর্নেল আকোকা। একজন নানকে এ আমেরিকানটা হন্যে হয়ে খুঁজছে কেন?

'সে কোথায় আছে আপনি জানেন না?'

'জি না। খবরের কাগজে—'

ধুত্তোর খবরের কাগজ। 'আপনি তাকে খুঁজছেন কেন সেটা শুনি।'

'দুঃখিত, আপনাকে তা বলতে পারব না।'

'তাহলে আমিও আপনাকে সাহায্য করতে পারব না।'

'কর্নেল— ওর খোঁজ পেলে আপনি কি আমাকে একটু জানাবেন?'

হাসলেন আকোকা। 'সে আপনি নিজেই জানতে পারবেন।'

গোটা দেশ সংবাদপত্রের দৌলতে নানদের যাত্রা সম্পর্কে জানতে পারছে। ভিক্টোরিয়ায় জেমি মাইরো এবং একজন নান কীভাবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে, তাদের সে কেচ্ছা বিস্তারিত ছেপেছে পত্রিকাঅলারা।

ওরা তাহলে উত্তরে যাচ্ছে, চিন্তা করছে টাকার। সম্ভবত স্যান সেবাস্টিয়ানে যাবে ওরা। ওখানে মেগানের সঙ্গে দেখা করব আমি।

টাকার টের পেয়েছে ইলেন স্কটের সঙ্গে ওর একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। *মেগানকে খুঁজে বের করে এ দূরত্বটা ঘুচিয়ে ফেলব আমি,* সিদ্ধান্ত নিল টাকার।

জাপানি সার্কাসের শোতে মিলিত হল সবাই। রিকার্ডোকে দেখে জেমি খুবই খুশি। মেগান, আমপারো এবং ফেলিক্সের ওপর চোখ বুলিয়ে রিকার্ডো জানতে চাইল, 'অন্যরা কোথায়?'

জেমি বলল, 'তুমি খবরের কাগজ পড়োনি?'

'খবরের কাগজ? না, আমরা পাহাড়ে ছিলাম।'

'খারাপ খবর আছে,' বলল জেমি। 'রুবিও কারাগারের হাসপাতালে।'

চমকে গেল রিকার্ডো। 'কেন?'

'শুঁড়িখানায় মারামারি করতে গিয়ে আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সে।'

'Mireda!' এক মুহূর্ত নীরব থেকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রিকার্ডো। 'ওকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে।'

'তা তো বটেই,' সায় দিল জেমি।

'সিস্টার লুসিয়া কোথায়?' জিজ্ঞেস করল গ্রাসিয়েলা। 'আর সিস্টার টেরেসা?'

জবাব দিল মেগান। 'রুবিও আনজারো মানুষ-খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে। আর সিস্টার লুসিয়া মারা গেছেন।'

বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকল গ্রাসিয়েলা। 'ওহ্, মাই লর্ড।'

'বেরিয়ে পড়ি, চলো,' বলল জেমি। 'বাইরে একটা ভ্যান অপেক্ষা করছে। আমাদেরকে মেনডাভিয়া পৌঁছে দেবে। ওখানে সিস্টারদেরকে ড্রপ করে আমরা নিজেদের গন্তব্যে চলে যাব।'

ওরা আইল ধরে এগোল, জেমি ধরে থাকল আমপারোর হাত।

কারপার্কে বেরিয়ে আসার পরে রিকার্ডো বলল, 'জেমি, আমি আর গ্রাসিয়েলা বিয়ে করছি।'

মুচকি হাসি ফুটল জেমির ঠোঁটে। 'চমৎকার! অভিনন্দন।' গ্রাসিয়েলার দিকে ফিরল। 'এর চেয়ে ভালো লোক তুমি আর পেতে না।'

মেগান জড়িয়ে ধরল গ্রাসিয়েলাকে। 'খবরটা শুনে আমার খুব খুশি লাগছে।'

ও ভাবছে *কনভেন্ট ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে কি কষ্ট হয়েছে গ্রাসিয়েলার? আমার কি কষ্ট হবে?*

একজন এইডের কাছ থেকে দারুণ একটি খবর শুনছেন কর্নেল আকোকা।

'ঘণ্টাখানেক আগে ওদেরকে একটি সার্কাসে দেখা গেছে। তবে আমরা লোক নিয়ে আসার আগেই ওরা ওখান থেকে সরে পড়ে। একটি নীল-শাদা রঙের ভ্যানে চেপে ওরা চলে গেছে। আপনার অনুমানই সঠিক, কর্নেল। ওরা মেনডাভিয়ার দিকে যাচ্ছে।'

অবশেষে সবকিছুর অবসান ঘটতে চলেছে, মনে মনে বললেন কর্নেল আকোকা। তবে স্বীকারও করলেন জেমি মাইরো তাঁর যোগ্য প্রতিপক্ষ।

উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন zeiss বিনোকিউলার চোখে লাগিয়ে কর্নেল আকোকা দেখলেন একটি পাহাড়চুড়ো থেকে নীল-শাদা রঙের একটি ভ্যান নেমে আসছে নিচের কনভেন্ট অভিমুখে। রাস্তার দুপাশে, গাছের আড়ালে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত তাঁর লোকেরা। কনভেন্টের চারপাশও ঘিরে রেখেছে তারা। ফাঁক গলে একটি মাছিও যেতে পারবে না।

কনভেন্টের প্রবেশপথে এসেছে ভ্যান, ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। কর্নেল আকোকা তাঁর ওয়াকি-টকিতে ঘেউ করে উঠলেন, 'ক্লোজ ইন! নাউ!'

চোখের পলকে সৈনিকদের দুটো স্কোয়াড স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে পজিশন নিল, সিল করে দিল রাস্তা, ঘিরে ফেলল ভ্যান। কর্নেল আকোকা হাতে অস্ত্র নিয়ে ধীরপায়ে এগোলেন ভ্যানের দিকে।

'তোমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে,' হাঁক ছাড়লেন তিনি। 'তোমাদের কোনও সুযোগ নেই। হাত মাথার ওপরে তুলে বেরিয়ে এসো। একজন একজন করে। বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে মারা পড়বে সবাই।'

অনেকক্ষণ নীরবতার পরে ধীরগতিতে খুলে গেল ভ্যানের দরজা, তিনজন পুরুষ এবং তিনজন নারীকে দেখা গেল, হাত মাথার ওপরে তুলে কাঁপতে কাঁপতে গাড়ি থেকে নামল তারা।

এরা সবাই অচেনা লোক।

ছত্রিশ

কনভেন্ট থেকে দূরের এক পাহাড়ে বসে জেমি এবং অন্যরা দেখছে আকোকা এবং তার লোকজন এগিয়ে যাচ্ছে ভ্যানের দিকে। আতঙ্কিত যাত্রীরা নেমে এল গাড়ি থেকে, মাথার ওপরে তুলে রেখেছে হাত। নির্বাক দৃশ্যটি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল ওরা।

ওরা কী বলছে শুনতে না-পেলেও অনুমান করতে মোটেই কষ্ট হল না জেমি মাইরোর

'কে তোমরা?'

'আমরা লগরোনোর এক হোটেলে কাজ করি।'

'এখানে কী করছ?'

'এক লোক আমাদেরকে পাঁচ হাজার পেসেতা দিয়ে ভ্যান নিয়ে এ কনভেন্টে আসতে বলেছিল।'

'কোন্ লোক?'

'চিনি না। আগে কোনোদিন দেখিনি।'

'তার চেহারা কি এ ছবির লোকটার মতো?'

'জি। জি। এই তো সে-ই।'

'চলো, সবাই।' বলল জেমি।

শাদা স্টেশন ওয়াগনে চড়ে ওরা ফিরে চলল লগরোনোতে। মুগ্ধ বিস্ময়ে জেমির দিকে তাকিয়ে আছে মেগান।

'তুমি বুঝলে কী করে?'

'কী করে বুঝলাম যে কর্নেল আকোকা আমাদের জন্য কনভেন্টে অপেক্ষা করবে? সে আমাকে বলেছে।'

'কী?'

'শেয়ালকে শিকারির মতো চিন্তা করতে হয়, মেগান। আমি আকোকার জায়গায় নিজেকে চিন্তা করেছি। সে কোথায় আমার জন্য ফাঁদ পাততে পারে? আমি যা করতাম সে তা-ই করেছে।'

'যদি সে না আসত?'

'তাহলে তোমাদেরকে কনভেন্টে দিয়ে আসতাম।'

'এখন আমরা কী করছি?' জিজ্ঞেস করল ফেলিক্স।

এ প্রশ্নটি সবার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

'স্পেন আমাদের কারও জন্যেই আর একমুহূর্তও নিরাপদ নয়,' বলল জেমি। 'আমরা সোজা স্যান সেবাস্টিয়ান চলে যাব। সেখান থেকে ফ্রান্সে।' তাকাল মেগানের দিকে। 'ওখানেও সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট আছে। স্যান সেবাস্টিয়ান থেকে ফ্রান্সে যাওয়ার পথে পিরেনিজ পর্বতমালা পার হতে হবে আমাদের।

'কাজটা খুব বিপজ্জনক হয়ে যাবে,' আপত্তি করল ফেলিক্স, 'কর্নেল আকোকা স্যান সেবাস্টিয়ানে আমাদেরকে খুঁজতে আসবে। সে ধরে নেবে আমরা ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করব।'

'যদি সত্যি ওটা বিপজ্জনক হয়—' বলতে গেল গ্রাসিয়েলা।

'ভয় নই,' ওকে অভয় দিল জেমি। 'স্যান সেবাস্টিয়ান বাস্কদের দেশ।'

স্টেশন ওয়াগন চলে এসেছে লগরোনোর উপকণ্ঠে।

'স্যান সেবাস্টিয়ানে যাওয়ার সমস্ত রাস্তায় পাহারা বসানো হবে,' সতর্ক করে দিল ফেলিক্স। 'ওখানে যাবে কীভাবে?'

'ট্রেনে,' বলল জেমি।

'সৈন্যরা ট্রেনও সার্চ করবে,' আপত্তির সুর রিকার্ডোর কণ্ঠেও।

আমপারোর দিকে তাকিয়ে জেমি কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'না, আমার তা মনে হয় না। আমার বান্ধবীটি এ-ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। কর্নেল আকোকার সঙ্গে কথা বলতে পারবে?'

'পারব,' ইতস্তত গলায় জবাব দিল আমপারো।

হাইওয়ের পাশে, একটি টেলিফোন-বুথে ওরা গাড়ি থামাল। আমপারোর সঙ্গে বুথে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা জেমি। ওর দিকে একটা পিস্তল তাক করে আছে জেমি।

'কী বলতে হবে জানো তো?'

'জানি।'

আমপারো একটি নাম্বার ঘোরাল। সাড়া দিল একটি কণ্ঠ। আমপারো বলল, 'আমপারো জিরন বলছি। কর্নেল আকোকা আমার ফোনের অপেক্ষায় আছেন...ধন্যবাদ।' সে জেমির দিকে তাকাল। 'ওরা কর্নেলের লাইন দিচ্ছে।' পিস্তলটা ওর শরীরে ঠেসে ধরা হয়েছে। 'তুমি কী—'

'যা বলতে বলেছি ঠিক তা-ই বলবে,' হিমশীতল জেমির কণ্ঠ।

একটু পরে জেমি আকোকার গলা শুনতে পেল ফোনে।

'তুমি কোথায়?'

পিস্তল আরও জোরে চেপে বসল গায়ে। 'আ—আমি-আমরা। লগরোনো ত্যাগ

করছি।'

'তোমার বন্ধুরা কোথায় যাচ্ছে জানো?'

'জানি।'

জেমি আমপারোর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। চোখে নির্মম চাউনি।

'তারা আপনাকে খসানোর জন্য উল্টোপথ ধরেছে। সবাই মিলে বার্সেলোনা যাচ্ছে। জেমি একটি শাদা সিট চালাচ্ছে। মূল হাইওয়ে ধরে যাচ্ছে।'

জেমি ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'আ—আমি এখন যাব। গাড়িটা এখানেই আছে।'

জেমি নামিয়ে রাখল রিসিভার। 'ভেরি গুড। এখন চলো। ওর লোকদের এখানে আসতে আসতে আধঘণ্টা দেরি হবে।'

দশ মিনিট বাদে ওরা রেলওয়ে স্টেশনে চলে এল।

লগরোনো থেকে স্যান সেবাস্টিয়ানে তিন ধরনের ট্রেন যায় *টালগো* হল বিলাসবহুল রেল, দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেন হল '*টের*' এবং সবচেয়ে সস্তা ও বাজে ট্রেনটি হল *এক্সপ্রেসো*। এটি লগরোনো থেকে স্যান সেবাস্টিয়ান যাওয়ার পথে প্রতিটি স্টেশনে থামে।

জেমি বলল, 'আমরা এক্সপ্রেসোতে চড়ব। আকোকার মানুষজন এ মুহূর্তে বার্সেলোনা যাওয়ার পথে সমস্ত শাদা সিটের গাড়ি থামাতে ব্যস্ত। আমরা আলাদাভাবে টিকেট কিনে ট্রেনের শেষ কম্পার্টমেন্টে উঠব।' জেমি ফিরল আমপারোর দিকে। 'তুমি আগে বাড়ো। আমি তোমার পেছনে আছি।'

কেন জেমি পেছনে থাকবে জানে আমপারো। কর্নেল আকোকা যদি কোনও ফাঁদ পেতে রাখে, আমপারো হবে সে ফাঁদের প্রথম বলি। বেশ, সে হল আমপারো জিরন। তাকে ভাঙা কিংবা মচকানো কোনোটাই যায় না।

সে হেঁটে ঢুকল স্টেশনে। জেমি এবং অন্যান্যরা তার ওপর নজর রাখল। স্টেশনে কোনও সৈন্য নেই।

একে একে দলের সকলে টিকেট কেটে পা বাড়াল ট্রেনে। নির্বিঘ্নেই উঠে পড়ল। জেমি বসল মেগানের পাশে। আমপারো ফেলিক্সের পাশে, ওদের মুখোমুখি বসল। আরেক পাশের আসন নিল রিকার্ডো এবং গ্রাসিয়েলা।

জেমি মেগানকে বলল, 'আমরা তিন ঘণ্টার মধ্যে স্যান সেবাস্টিয়ান পৌঁছে যাব। ওখানে রাতটা কাটিয়ে পরদিন সীমান্ত অতিক্রম করে ঢুকে পড়ব ফ্রান্সে।'

'ফ্রান্স পৌঁছার পরে?'

মেগান আসলে ভাবছিল জেমির কথা। জেমি ফ্রান্সে পৌঁছে কী করবে সে কথা। কিন্তু জেমি বলল, 'চিন্তা কোরো না। সীমান্ত থেকে কয়েক ঘণ্টার দূরত্বেই রয়েছে একটি সিস্টারসিয়ান কনভেন্ট।' একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'অবশ্য তুমি যদি

এখনও ওখানে যেতে চাও।'

ওর দ্বন্দ্বটা ঠিকই ধরে ফেলেছে জেমি। একটা সীমান্ত আসছে যে সীমান্ত বিভক্ত করে রেখেছে দুটো দেশকে। আর এ সীমান্ত মেগানের ভবিষ্যৎ জীবনকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে...সে ইচ্ছেটার প্রবলতা এখন আর নেই। চার দেয়ালের বাইরের পৃথিবী কত উত্তেজক হতে পারে, ভুলেই গিয়েছিল মেগান। নিজেকে ওর এতটা জীবন্ত আর কোনোদিন লাগেনি। জেমির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মনে মনে বলল *আর জেমি মাইরো এর একটা অংশ।*

এক্সপ্রেসো তার যাত্রাপথে প্রতিটি ক্ষুদ্র গাঁয়ের স্টেশনে যাত্রাবিরতি দিল। ট্রেনভর্তি চাষা, তাদের স্ত্রী, ব্যবসায়ী, সেলসম্যানসহ নানান ক্ষুদ্র পেশাজীবিতে। প্রতিটি স্টেশনে যাত্রীরা হাউকাউ করতে করতে অনেকে নামল, আবার অনেকে উঠল।

খাড়া ঢাল বেয়ে, পাহাড়ের মাঝ দিয়ে পথ করে ধুঁকতে ধুঁকতে চলল এক্সপ্রেসো।

অবশেষে ট্রেনটি এসে থামল স্যান সেবাস্টিয়ানের স্টেশনে। মেগানকে জেমি বলল, 'আর বিপদের ভয় নেই। এটা আমাদের শহর। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। আমাদেরকে নিয়ে যাবে।'

স্টেশনের সামনে বড়সড় একটি সেডান অপেক্ষা করছিল। *boina vasca* পরা, মাথায় চওড়া কিনারের বেরেট, গাড়ির ড্রাইভার ওদেরকে দেখে সহাস্যে এগিয়ে এল। জেমিকে উষ্ণ আলিঙ্গনে বাঁধল বুকে। সবাই গাড়িতে চড়ল।

'তোমাকে নিয়ে আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম, জেমি,' বলল ড্রাইভার। 'পেপারে পড়লাম কর্নেল আকোকা তোমাকে ধরার জন্য বিরাট আয়োজন করেছে।'

হেসে উঠল জেমি। 'ওকে ওর আয়োজন নিয়ে থাকতে দাও, গিল। ও আর আমার টিকিটিও ছুঁতে পারবে না।'

আভেনিডা সানচো এল সাবিও ধরে সৈকতের দিকে চলল ওরা। মেঘহীন গ্রীষ্মের আকাশ রাস্তায় দম্পতিরা কলহাস্যে মত্ত, অসংখ্য ইয়ট আর ক্ষুদ্রকায় জলযান নিয়ে জেগে রয়েছে জেটি। দূরের পাহাড় লাগছে ছবির মতো। সবখানে শান্তির চিত্র বিরাজমান।

'কোথায় উঠছি আমরা?' ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল জেমি।

'হোটেল নিজা। লারগো করটেজ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'বুড়ো জলদস্যুটাকে অনেকদিন দেখি না!'

স্যান মার্টিন স্ট্রিটের একটি ব্যস্ত চত্বরের পাশে, প্লাজা জুয়ান ডি ওলিজেবালে নিজা একটি মধ্যমশ্রেণীর হোটেল। ভবনটি শাদা রঙের, বাদামি ঝাঁপ, ছাদের মাথায় নীলরঙে বড় বড় অক্ষরে হোটেলের নাম লেখা। হোটেলের পেছন দিকে সাগর-সৈকত।

হোটেলের সামনে এসে থামল গাড়ি। দলটি নামল গাড়ি থেকে। জেমির পেছন পেছন উঠে এল লবিতে।

হোটেলের মালিক লারগো করটেজ দৌড়ে এল ওদেরকে স্বাগত জানাতে। বিশালদেহী লোকটার একটা হাত নেই, বোমা বিস্ফোরণে উড়ে গেছে। তার হাঁটার ভঙ্গিটি অদ্ভুত, যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে।

'স্বাগতম,' উদ্ভাসিত চেহারা নিয়ে বলল, 'তোমাদের অপেক্ষায় গত এক হপ্তা ধরে দিল গুনছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল জেমি। 'আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল, অ্যামিগো।'

হাসল করটেজ। 'দেরির কারণ জানি। কাগজে পড়েছি। তোমাদের কথা ছাড়া কাগজে এখন আর কিছুই লেখা হয় না।' সে মেগান এবং গ্রাসিয়েলার দিকে তাকাল। 'আপনাদেরকে সবাই সাপোর্ট করছে, সিস্টার। আপনাদের সবার জন্য ঘর রেডি করে রেখেছি।'

'আমরা শুধু আজ রাতটা আছি,' বলল জেমি। 'কাল খুব ভোরে চলে যাব। বর্ডার পার হয়ে ফ্রান্সে ঢুকব। পাহাড়ের রাস্তাঘাট ভালো চেনে এরকম একজন গাইড দরকার আমার—কাবরেরা ইনফান্টে কিংবা হোসে সেব্রিয়ান যে-কাউকে জোগাড় করতে পারো কিনা দেখো।'

'জোগাড় হয়ে যাবে,' ওকে আশ্বস্ত করল হোটেল মালিক। 'তোমরা ছজন যাচ্ছ তো?'

জেমি এক ঝলক দেখল আমপারোকে। 'না, পাঁচজন।'

আমপারো মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকল।

'হোটেলের রেজিস্টার খাতায় কারও নাম-ধাম লেখার দরকার নেই,' বলল করটেজ। 'চলো তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই। হাতমুখ ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নাও। তারপর তোমাদের জন্য জম্পেশ সাপারের ব্যবস্থা করছি।'

'আমি আমপারোকে নিয়ে বার-এ যাব ড্রিংক করতে,' বলল জেমি। 'তোমাদের সঙ্গে পরে যোগ দিচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকাল লারগো করটেজ। 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

মেগান লক্ষ করছিল জেমিকে। ভাবছিল আমপারোকে নিয়ে কী করবে জেমি। ওকে কি ঠাণ্ডা মাথায়—? আর ভাবতে পারল না ও।

জেমি লবির শেষ মাথায়, বার-এ একটি টেবিলে গিয়ে বসল আমপারোকে নিয়ে।

ওয়েটার আসার পরে জেমি বলল, 'এক গ্লাস ওয়াইন, প্লিজ।'

চলে গেল ওয়েটার। জেমি পকেট থেকে ছোট একটি প্যাকেট বের করল। ভেতরে মিহি রঙের পাউডার।

'জেমি—' মরিয়া গলায় বলল আমপারো। 'আমার কথা শোনো! আমি যা করেছি তা কেন করলাম বোঝার চেষ্টা করো। তুমি দেশটাকে ভাগ করে ফেলতে চাইছ। তুমি যেসব যুক্তি দেখাতে চাইছ তা অর্থহীন। এ পাগলামি তোমাকে বন্ধ করতেই হবে।'

এক গ্লাস মদ নিয়ে উদয় হল ওয়েটার। গ্লাসটা টেবিলে রেখে চলে গেল। জেমি

প্যাকেটের পাউডার ঢেলে দিল মদের গ্লাসে। চামচ দিয়ে নেড়ে ওটা মিশিয়ে দিল মদের সঙ্গে। আমপারোর দিকে ঠেলে দিল গ্লাস।

'খাও।'

'না!'

'খুব কম মানুষেরই এভাবে মৃত্যুবরণ করার সুযোগ ঘটে' শান্ত গলায় বলল জেমি। 'দ্রুত, যন্ত্রণাহীন মৃত্যু হবে তোমার। কিন্তু তোমাকে যদি আমার লোকদের হাতে তুলে দিই, ওরা তোমার কী দশা করবে জানি না।'

'জেমি—একসময় আমি তোমাকে ভালোবাসতাম। আমাকে তোমার বিশ্বাস করতেই হবে। প্লিজ—'

'খাও।' কৃপাহীন জেমির কণ্ঠ।

আমপারো অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর তুলে নিল গ্লাস। 'তোমার মৃত্যু কামনায়' বলে এক ঢোকে গ্লাসের তরলটা গিলে নিল সে।

শিউরে উঠল আমপারো। 'এরপরে কী ঘটবে?'

'এসো, তোমাকে ওপরে নিয়ে যাই। তুমি বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়বে।'

আমপারোর চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। 'তুমি একটা বোকা, জেমি,' ফিসফিস করল সে। 'আমি মারা যাচ্ছি, তবু বলছি তোমাকে আমি ভালোবাসতাম বলে—' ওর গলা জড়িয়ে এল।

জেমি চেয়ার ছাড়ল। আমপারোকে সিধে হতে সাহায্য করল। ও টলছে। ঘরটা দুলছে চোখের সামনে।

'জেমি—'

ওকে নিয়ে লবিতে চলে এল জেমি। লারগো করটেজ অপেক্ষা করছিল একটি চাবি নিয়ে।

'আমি ওকে ওর ঘরে নিয়ে যাচ্ছি,' বলল জেমি। 'কেউ যেন ওকে বিরক্ত না করে।'

'আচ্ছা।'

জেমি প্রায় কোলে করে আমপারোকে নিয়ে সিঁড়ি বাইতে লাগল।

নিজের ঘরে বসে জেমির কথা ভাবছিল মেগান। জেমি আমপারোর কী করেছে? ও কি সত্যি...না, জেমি অমন নিষ্ঠুর হতেই পারে না।

হঠাৎ জেমিকে কাছে পেতে বড্ড ইচ্ছে করল মেগানের। ওর সঙ্গে মিলন কেমন সুখের হবে ভেবে শিহরিত হল। *ওকে আমার চাই,* মনে মনে বলল মেগান। *কিন্তু ঈশ্বর, এ আমার কী হল? আমি এখন কী করব?*

পোশাক পরতে পরতে শিস বাজাচ্ছে রিকার্ডো। চমৎকার মুডে আছে সে। ভাবছে *আমি*

পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ। ফ্রান্সে গিয়েই আমরা বিয়ে করে ফেলব। বেয়নে খুব ভালো একটি চার্চ আছে। আগামীকাল...

নিজের ঘরের বাথরুমে গরম পানিতে গোসল করতে করতে গ্রাসিয়েলা ভাবছিল রিকার্ডোর কথা। মুচকি হেসে মনে মনে বলল, *আমি ওকে সুখি করব। ধন্যবাদ, ঈশ্বর।*

ফেলিক্স কারপিও ভাবছিল জেমি আর মেগানকে নিয়ে। একজন অন্ধমানুষও বুঝতে পারবে ওদের মধ্যে কী চলছে। কিন্তু নানদেরকে বিয়ে করা পাপ। নানরা হল ঈশ্বরের সম্পত্তি। এদিকে গ্রাসিয়েলাকে বিয়ে করার ঘোষণা দিয়েছে রিকার্ডো। ওকে পটানো মোটেই উচিত হয়নি রিকার্ডোর। ফেলিক্স জানে না জেমি এবং রিকার্ডোর ভাগ্যে কী আছে।

ওরা পাঁচজন মিলে এল হোটেলের ডাইনিং রুমে। কেউ আমপারোর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করল না।

জেমির দিকে তাকিয়ে বিব্রতবোধ করল মেগান। যেন ও মেগানের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে। *নাহ্, ওকে কোনো প্রশ্ন করা উচিত হবে না। আমি জানি জেমি নিষ্ঠুর কোনো কাজ করতে পারে না,* ভাবল মেগান।

সাপারের ব্যাপারে লারগো করটেজ অতিরঞ্জিত কিছু বলেনি। খাওয়া শুরু হল gazpacho দিয়ে; টমেটো, শসা এবং পানিতে ভেজানো রুটি দিয়ে তৈরি ঘন, ঠাণ্ডা সুপ; তারপর এল তাজা সালাদ, সেইসঙ্গে বিশাল এক ডিশ *Paella*-ভাত, চিংড়ি, মুরগি ও গরুর মাংসের সঙ্গে চমৎকার সস দিয়ে রান্না করা খাবারটি। সবশেষে মুখরোচক ফ্ল্যান (পেস্ট্রি ছাড়া ফলের কেক)। অনেক দিন পরে এরকম গরম খাবার খেল গ্রাসিয়েলা এবং রিকার্ডো।

খাওয়া শেষ করে মেগান চেয়ার ছাড়ল, 'আমি ঘুমাতে গেলাম।'

'দাঁড়াও,' বলল জেমি। 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। লবির জনশূন্য কোণে নিয়ে এল সে ওকে।'

'তুমি নিশ্চয় কনভেন্টে ফিরে যেতে চাও না, চাও কি?'

জেমির চোখে চোখ রাখল মেগান। 'আমি ঠিক জানি না, জেমি, আমি কী চাই। আমি বিভ্রান্ত।'

হাসল জেমি। পরবর্তী শব্দগুলো বাছাই করল সাবধানে। 'মেগান—যুদ্ধ শীঘ্রি শেষ হয়ে যাবে। আমরা যা চাই তা পেয়ে যাব, কারণ আমাদের পক্ষে জনগণের সমর্থন রয়েছে। এ মুহূর্তে তোমাকে আমার বিপদের সঙ্গী হতে বলছি না। তবে আমি চাই তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। ফ্রান্সে আমার বেশকিছু বান্ধবন্ধু আছে। তুমি তাদের

কাছে নিরাপদেই থাকবে।'

মেগান অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল জেমির দিকে। তারপর বলল, 'জেমি— আমাকে ভাবার জন্য একটু সময় দাও।'

'তাহলে তুমি মানা করছ না?'

মৃদু গলায় জবাব দিল মেগান, 'না, আমি মানা করছি না।'

সে রাতে ওদের কারোরই ঘুম হল না। মেগান ভাবছিল জেমি যা বিশ্বাস করে তার জন্য সে লড়াই করছে। *কিন্তু আমি কিসে বিশ্বাস করি? আমি বাকি জীবনটা কীভাবে কাটাতে চাই?*

ও একবার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ওকে আবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কাল সকালের মধ্যে জবাব দিতে হবে ওকে।

গ্রাসিয়েলাও কনভেন্ট নিয়ে ভাবছিল। *ওখানকার জীবন ছিল সত্যি শান্তিময় এবং সুখের। ঈশ্বরকে মনে হত কাছের মানুষ। আমি কি ওগুলো মিস করব?*

জেমি মেগানকে নিয়ে ভাবছে। *ওকে কনভেন্টে ফিরে যেতে দেব না আমি। ওকে আমার পাশে চাই। ও কাল আমাকে কী জবাব দেবে?*

বিয়ের প্ল্যান নিয়ে উত্তেজনায় ঘুম আসছে না রিকার্ডোর। বেয়নের চার্চে...

ফেলিক্স ভাবছিল আমপারোর লাশটার কী ব্যবস্থা করবে ওরা। *লারগো করটেজই ব্যবস্থা নেবে'খন।*

পরদিন সকালে দলটি মিলিত হল লবিতে।

জেমি এগিয়ে গেল মেগানের কাছে।

'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং।'

'আমাদের বিষয়টি নিয়ে ভেবেছ কিছু?'

ও কিছুই সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। 'হ্যাঁ, জেমি।'

ওর চোখে চোখ রাখল জেমি, বুঝবার চেষ্টা করল জবাবটা কী হতে পারে। 'তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করবে?'

'জেমি—'

এমন সময় ঝড়ের বেগে লারগো করটেজ ঢুকল লবিতে। সঙ্গে পঞ্চাশোর্ধ্ব এক লোক।

'নাশতা খাওয়ার সময় বোধহয় তোমরা পাবে না,' বলল করটেজ। 'তোমরা এখুনি রওনা দাও। এ হোসে সেব্রিয়ান, তোমাদের গাইড। এ তোমাদেরকে পাহাড় ডিঙিয়ে ফ্রান্সে নিয়ে যাবে। স্যান সেবাস্টিয়ানের সেরা গাইড সে।'

'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, হোসে,' বলল জেমি। 'তোমার প্ল্যানটা কী?'

'যাত্রার শুরুটা হবে পায়ে হেঁটে,' বলল হোসে সেব্রিয়ান। 'সীমান্তের ওপাশে আপনাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। চলুন, রওনা হওয়া যাক।'

ওরা বেরিয়ে এল রাস্তায়, উজ্জ্বল সূর্যের হলুদ আলোয় মাখামাখি হয়ে গেল গা।

লারগো করটেজ ওদেরকে বিদায় জানাতে এল, 'তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।'

'ধন্যবাদ,' বলল জেমি। 'আমরা আবার ফিরে আসব, অ্যামিগো। যত দ্রুত সম্ভব।'

'এই পথে আসুন,' বলল হোসে।

ওরা চত্বরের দিকে ঘুরতে শুরু করেছে এমন সময় রাস্তার দুপাশে অকস্মাৎ উদয় হল সেনা এবং GOE'র সদস্যরা। তারা বন্ধ করে দিল রাস্তা। কমপক্ষে একডজন হবে সংখ্যায়, সবার হাতে ভারী অস্ত্র। ওদের নেতৃত্বে রয়েছেন কর্নেল র‍্যামন আকোকা এবং কর্নেল ফাল সস্তেলো।

জেমি চট করে একবার সৈকতের দিকে তাকাল ওদিক দিয়ে পালানো যায় কিনা দেখতে। ওদিক থেকেও এক ডজন সৈন্য আসছে মার্চ করে। পালাবার পথ নেই। ওদেরকে লড়াই করতে হবে। জেমির হাত চলে গেল অস্ত্রের দিকে।

হাঁক ছাড়লেন কর্নেল আকোকা। 'ভুলেও অমন চিন্তা কোরো না, মাইরো। অস্ত্র বের করেছ কি সবকটাকে গুলি করে মেরে ফেলব।'

ঝড়ের গতিতে চলছে জেমির মস্তিষ্ক। আকোকার লোকেরা ওদের খোঁজ পেল কী করে? ঘুরল ও, দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আমপারো। বিষাদক্লিষ্ট চেহারা।

ফেলিক্স বলল, 'আরি! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি ওকে—'

'শুধু ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওর ঘুম ভাঙতে ভাঙতে আমরা সীমান্ত পার হয়ে যাব।'

'মাগী!'

কর্নেল আকোকা হেঁটে এলেন জেমির কাছে। 'খেল খতম।' নিজের লোকদের দিকে ফিরলেন। 'ওদের অস্ত্রগুলো বের করে নাও।'

ফেলিক্স এবং রিকার্ডো জেমির হুকুমের অপেক্ষায় আছে। মাথা নাড়ল জেমি। লড়াই করে লাভ হবে না। বিরসবদনে সে নিজের অস্ত্র বের করে দিল। ওর দেখাদেখি ফেলিক্স এবং রিকার্ডোও।

'আমাদেরকে নিয়ে কী করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল জেমি।

পথচারীরা দাঁড়িয়ে পড়েছে কী ঘটছে দেখার জন্য। কর্কশ গলায় জবাব দিলেন আকোকা, 'তোমাদেরকে নিয়ে ফিরে যাব মাদ্রিদ। সেখানে সামরিক আদালতে

তোমাদের বিচার শেষে ঝুলিয়ে দেয়া হবে ফাঁসিতে। যদি সুযোগ পেতাম, এক্ষুনি তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতাম।'

'সিস্টারদেরকে ছেড়ে দাও,' বলল জেমি। 'ওরা তো কোনো দোষ করেনি।'

'অবশ্যই করেছে। ওরা তোমার সহযোগী। তোমাদের মতো তারাও দোষী।'

ঘুরল কর্নেল। ইঙ্গিত দিল। সৈন্যরা পথচারীদেরকে সরে দাঁড়াতে বলল তিনটি সামরিক ট্রাক আসার পথ করে দেয়ার জন্য।

'তুমি তোমার চ্যালাচামুন্ডাদের নিয়ে মাঝখানের ট্রাকে উঠবে,' জেমিকে বললেন কর্নেল আকোকা। 'আমার লোকেরা তোমাদের সামনে এবং পেছনের ট্রাকে থাকবে। কেউ চালাকির চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। বোঝা গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল জেমি।

কর্নেল আকোকা ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলেন জেমির গালে। 'যাও, ট্রাকে ওঠো।'

জেমিকে চড় খেতে দেখে জনতা অসন্তোষে গড়গড় করে উঠল।

আমপারো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নির্বিকার চেহারা নিয়ে দেখছে জেমি, মেগান, গ্রাসিয়েলা, রিকার্ডো এবং ফেলিক্স স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রহাতের সৈন্য-পরিবিষ্ট হয়ে ট্রাকে উঠছে।

কর্নেল ফাল সন্তেলো প্রথম ট্রাকের ড্রাইভারকে বললেন, 'আমরা সরাসরি মাদ্রিদ যাব। কোথাও থামবে না।'

'জি, কর্নেল।'

ইতিমধ্যে অসংখ্য লোকের ভিড় জমে গেছে রাস্তায়। কী হচ্ছে দেখতে এসেছে সবাই। কর্নেল আকোকা প্রথম ট্রাকে উঠে বসলেন। যারা ট্রাকের সামনে ভিড় জমিয়েছে তাদের উদ্দেশে বললেন, 'রাস্তা খালি করো।'

গলিপথ থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে লাগল মানুষজন।

'হঠো,' হুকুম দিলেন আকোকা। 'রাস্তা ছাড়ো।'

কিন্তু কেউ রাস্তা ছাড়ল না। বরং প্রতি সেকেন্ডে বেড়ে চলল লোকসংখ্যা। এদের সবার পরনে বাস্ক *boina*। যেন অদৃশ্য কোনো সংকেতে তারা সাড়া দিচ্ছে—*জেমি মাইরো বিপদে পড়েছে।* ওরা আসছে দোকান এবং বাড়ি থেকে। কাজকর্ম ফেলে চলে এসেছে গৃহিণীরা। দোকান খুলতে যাচ্ছিল দোকানিরা। তারাও খবর শুনে দোকান না খুলে ছুটে এল হোটেলের সামনে। এল চিত্রশিল্পী, কাঠমিস্ত্রি, ডাক্তার, মেকানিক, সেলসম্যান এবং ছাত্ররা। দলে দলে আসতে লাগল সকল পেশার মানুষ। অনেকের হাতে শটগান এবং রাইফেল। ওরা বাস্ক, আর এটা তাদের মাতৃভূমি। শুরু হয়েছিল অল্প কজন মানুষের উপস্থিতিতে, অতিদ্রুত সংখ্যাটা শ' ছাড়িয়ে হাজারে উন্নীত হল। ফুটপাত এবং রাস্তা ভরে গেল তাদের আগমনে। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সবাই ঘিরে

ফেলেছে আর্মি ট্রাকগুলো। কারও মুখে কোনো রা নেই। অশুভ এক নীরবতায় থমথমে পরিবেশ।

কর্নেল আকোকা প্রবল হতাশা নিয়ে জনতার ভিড় দেখছেন। চেঁচালেন তিনি, 'সবাই হঠো নয়তো আমরা গুলি করতে বাধ্য হব।'

জেমি উঁচুগলায় বলল, 'এরা তোমাদেরকে ঘৃণা করে, কর্নেল। আমি আদেশ দেয়া মাত্র ওরা তোমাদের সবাইকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তুমি একটা কথা ভুলে গেছ, কর্নেল। স্যান সেবাস্টিয়ান বাস্কদের শহর, আমার নিজের শহর।' সে ফিরল দলের দিকে। 'নেমে পড়ো সবাই।'

জেমি হাত ধরে মেগানকে নামল সবার আগে। তারপর অন্যরা একে একে নেমে এল ট্রাক থেকে। কর্নেল আকোকা অসহায়ের মতো দৃশ্যটা দেখলেন, রাগে শক্ত চেহারা।

অপেক্ষা করছে জনতা। তারা ক্রুদ্ধ এবং নীরব। জেমি কর্নেলের কাছে গিয়ে বলল, 'তোমার ট্রাক নিয়ে মাদ্রিদে ফিরে যাও।'

আকোকা ক্রমবর্ধমান জনতার ভিড়ে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে জেমির দিকে ফিরলেন, 'আমি—তুমি পার পাবে না, জেমি।'

'আমি পার পেয়ে গেছি। এখন ভাগো,' বলে কর্নেলের মুখে সপাটে চড় বসিয়ে দিল জেমি।

কর্নেল চোখে খুনের নেশা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন জেমির দিকে। জানেন দাবায় হেরে গেছেন তিনি। এ পরাজয়ে আসলে তাঁর মৃত্যু সমন ঘোষিত হল। opus mundo তাঁকে ছাড়বে না। মাদ্রিদে তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে তারা। এক সাগর মানুষের দিকে আবার তাকালেন। কর্নেল। নাহ্, কোনো উপায় নেই।

ড্রাইভারের দিকে ফিরলেন কর্নেল, রাগে বুজে এল গলা, 'গাড়ি ছাড়ো।'

পিছিয়ে গেল জনতা। দেখল সৈন্যরা উঠে পড়ছে ট্রাকে। এক মুহূর্ত পরে ট্রাকগুলো চলতে শুরু করল। হর্ষধ্বনি করে উঠল জনতা। ক্রমে বাড়তে লাগল তাদের উল্লাস। তারা উল্লাস করছে তাদের স্বাধীনতার জন্য, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, তাদের আসন্ন বিজয়ের জন্য। তাদের চিৎকারে রাস্তা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

দুই কিশোর চিৎকার করতে করতে গলা ভেঙে ফেলল। একজন অপরজনকে বলল, 'চল্, ETA-তে যোগ দিই।'

এক বুড়ো দম্পতি হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। বুড়ি বলল, 'এবারে হয়তো আমাদের খামারটা ফিরে পাব।'

এক বৃদ্ধ ভিড়ে একা, নীরবে দেখছিল আর্মি ট্রাকের প্রস্থানে। সে মন্তব্য করল, 'একদিন ওরা ফিরে আসবে।'

জেমি মেগানের হাত ধরল, 'ইটস ওভার। আমরা মুক্ত। আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে

সীমান্ত পার হব। তোমাকে আমি আমার খালার কাছে নিয়ে যাব।'

মেগান তাকাল জেমির দিকে। 'জেমি—'

এক লোক ভিড় ঠেলে দ্রুত এগিয়ে এল মেগানের কাছে।

'এক্সকিউজ মি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'আপনিই কি সিস্টার মেগান?'

ঘুরল মেগান। বিস্মিত। 'হ্যাঁ।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল লোকটা। 'আপনাকে খুঁজে পেতে আমার জান বেরিয়ে গেছে। আমার নাম অ্যালান টাকার। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?'

'বলুন।'

'একটু নিভৃতে কথা বলতে চাইছি।'

'দুঃখিত। আমি এক্ষুনি—'

'প্লিজ, ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিউইয়র্ক থেকে এতদূরে এসেছি শুধু আপনার খোঁজে।'

অবাক মেগান, 'আমার খোঁজে? ঠিক বুঝলাম না। কেন?'

'সব বলছি। যদি একটু সময় দেন...'

লোকটা মেগানের হাত ধরে রাস্তায় হাঁটা দিল, অনর্গল বকবক করে চলেছে। মেগান একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল জেমি ওর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে।

অ্যালান টাকার যেন মেগানের পুরো দুনিয়াটা ওলোটপালোট করে দিল।

'আমি যে ভদ্রমহিলার হয়ে এসেছি উনি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চান।'

'কোন্ মহিলা? আমার সঙ্গে তাঁর কী দরকার?'

'ব্যাপারটা এখুনি বলতে পারব না। উনি আপনার জন্য নিউইয়র্কে অপেক্ষা করছেন।'

এর কোনো মানে হয় না। নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে।

'আপনি সিস্টার মেগানকেই খুঁজছেন তো?'

'জি। তবে আপনার নাম মেগান নয়, প্যাট্রিসিয়া।'

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিল মেগানের মস্তিস্কে। এতদিন পরে ওর ফ্যান্টাসি সত্যি হতে চলেছে। অবশেষে ও নিজের সত্যিকারের পরিচয় জানতে পারবে। ব্যাপারটা চিন্তা করতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল শরীর, সেইসঙ্গে ভয়ও লাগল।

'কখন— কবে আমাকে যেতে হবে?' মেগানের হঠাৎ গলা শুকিয়ে গেল।

'এক্ষুনি। আমি আপনার জন্য পাসপোর্টের ব্যবস্থা করছি।'

ঘুরল মেগান। জেমি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওর জন্য।

'একটু আসছি।'

মেগান চলে এল জেমির কাছে। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত লাগছে নিজেকে, যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে বসবাস করছে।

'তুমি ঠিক আছ তো?' জিজ্ঞেস করল জেমি। 'লোকটা কি তোমাকে বিরক্ত করছে?'

'না, না।'

জেমি মেগানের হাত ধরল। 'আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে আমার খুব দরকার, মেগান।

'আপনার নাম মেগান নয়, প্যাট্রিসিয়া।'

জেমির সুদর্শন চেহারাটা দেখল মেগান। মনে মনে বলল, *তোমাকে আমিও চাই। তবে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। আগে জানতে হবে আমি কে, কী আমার পরিচয়।*

'জেমি—আমিও তোমার সঙ্গে থাকতে চাই। তবে আমার কিছু কাজ আছে। সে কাজগুলো আগে শেষ করতে হবে।'

হতাশ দেখাল জেমিকে। 'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'

'কয়েকদিনের জন্য। তবে শীঘ্রি ফিরে আসব।'

অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল জেমি, তারপর ধীরে ধীরে মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে। লারগো করটেজের কাছে আমার খবর পাবে।'

'আমি ফিরে আসব। কথা দিলাম।'

সাঁইত্রিশ

চার্চে ফাদার রিকার্ডো ও গ্রাসিয়েলার বিয়ে পড়াচ্ছেন। কিন্তু বিয়ের মন্ত্র পড়া প্রায় শেষ, এমন সময় গ্রাসিয়েলা ঘোষণা করল, 'এ বিয়ে আমি করতে পারব না।'

মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল রিকার্ডোর। মুখ শাদা।

'কেন?' কোনোমতে এ শব্দটাই উচ্চারণ করতে পারল সে।

'কারণ আমার বিয়ে হয়ে গেছে,' রিকার্ডোর হাত ধরল গ্রাসিয়েলা। 'আমি দুঃখিত, রিকার্ডো—'

'বু—বুঝতে পারছি না কিছুই। তুমি কি আমাকে আর ভালোবাসো না?'

মাথা নাড়ল গ্রাসিয়েলা। 'আমি তোমাকে আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। কিন্তু আমার জীবনের মালিক আমি নই। আরেকজন। এ জীবন আমি বহু আগেই ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিয়েছি। আমি যিশুর বধূ।'

'না! আমি তোমাকে বলি হতে দেব না—'

'ডার্লিং, রিকার্ডো...এ বলি নয়, এ আশীর্বাদ। কনভেন্টে আমি আমার জীবনের প্রথম শান্তি খুঁজে পাই। তুমি আমার জীবনে অনেক কিছু ছিলে। কিন্তু তোমাকেও আমার ত্যাগ করতে হল। কারণ আমি আমার পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই।'

প্রিস্ট চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছেন।

'তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করে দিও। কিন্তু আমি আমার প্রতিজ্ঞার কাছে ফিরে যেতে পারব না। গেলে আমি এতদিন ধরে যা বিশ্বাস করে এসেছি সেসবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। একথা আমি এখন বুঝতে পারছি। আমি কোনোদিন তোমাকে সুখি করতে পারব না, কারণ আমি নিজেই কোনোদিন সুখি হতে পারব না। দয়া করে আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা করো।'

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে রিকার্ডো, কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। মনে হচ্ছে ওর ভেতরের কী যেন একটা এইমাত্র মরে গেল।

গ্রাসিয়েলা রিকার্ডোর বজ্রাহত মুখের দিকে তাকাল। ওর জন্য ভীষণ কষ্ট লাগছে। রিকার্ডোর গালে চুম্বন করল গ্রাসিয়েলা। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' নরম গলায় বলল ও। চোখ ভরে গেছে জলে। 'আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করব। আমি আমাদের দুজনের জন্য প্রার্থনা করব।'

আটত্রিশ

শুক্রবার শেষ বিকেলে, একটি মিলিটারি অ্যাম্বুলেন্স এসে ঢুকল আরাভ্রা ডি ডুয়েরোর হাসপাতালের ইমার্জেন্সি এন্ট্রান্সে। সুইংডোর ঠেলে অ্যাম্বুলেন্স অ্যাটেনডেন্সের সঙ্গে দুজন উর্দিধারী পুলিশম্যান চলে এল সুপারভাইজারের কাছে।

'রুবিও আনজারোকে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা,' বলল একজন পুলিশম্যান। একটি ডকুমেন্ট দিল সে।

সুপারভাইজার কাগজে চোখ বুলাল। কুঁচকে গেছে কপাল। 'তাকে ছেড়ে দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেরের দায়িত্ব।'

'বেশ। তাঁকে খবর দিন।'

ইতস্তত করল সুপারভাইজার। 'তাঁকে খবর দেয়া যাবে না। উনি ছুটিতে গেছেন।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। কর্নেলের আকোকার সই করা রিলিজ অর্ডার দেখতেই পাচ্ছেন। তাঁকে কি ফোন করে বলব যে তাঁর রিলিজ অর্ডারের ওপর আপনার ভরসা নেই?'

'না, না,' দ্রুত বলল সুপারভাইজার। 'তার প্রয়োজন হবে না। আমি নিজেই কয়েদিকে ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছি।'

আধমাইল দূরে, সিটি জেলের সামনে, পুলিশের একটি গাড়ি থেকে নামল দুজন গোয়েন্দা। প্রবেশ করল ভবনে। এগিয়ে গেল ডেস্ক সার্জেন্টের দিকে।

একজন তার ব্যাজ দেখাল। 'আমরা লুসিয়া কারমিনকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

দুই ডিটেকটিভের ওপর চোখ বুলিয়ে সার্জেন্ট বলল, 'কেউ তো আমাকে বলেনি যে আপনারা আসছেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল একজন গোয়েন্দা। 'জাহান্নামে যাক ব্যুরোক্রেসি। বাম হাত কখনও ডান হাতকে বলে না সে কী করছে।'

'রিলিজ অর্ডারটা দেখি।'

ডিটেকটিভদ্বয় রিলিজ অর্ডার দিল তাকে।

'কর্নেল আকোকা এতে সাইন করেছেন, না?'

'হুঁ।'

'আপনারা ওকে কোথায় নিয়ে যাবেন?'

'মাদ্রিদ। কর্নেল নিজে মেয়েটাকে জেরা করবেন।'

'তাই নাকি? তাহলে কর্নেলের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।'

'তার কোনো প্রয়োজন নেই,' আপত্তি করল একজন গোয়েন্দা।

'মিস্টার, আমাদের ওপর হুকুম আছে এ মহিলাকে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। ইটালিয়ান সরকার একে ফিরে পাবার জন্য পাগল হয়ে আছে। কর্নেল আকোকা মহিলাকে চাইলে স্বয়ং তাঁকে কথা বলতে হবে।'

'দেখুন, আপনি বেহুদা সময় নষ্ট করছেন।'

'আমার হাতে প্রচুর সময় আছে, অ্যামিগো। তবে আমার পাছা একটাই এবং সেটার ছাল হারাতে চাই না।' ফোন তুলল সে। 'আমাকে মাদ্রিদে, কর্নেল আকোকার কাছে লাইন দাও।'

একটু পরেই বেজে উঠল ডেস্কের ফোন। সার্জেন্ট রিসিভার তুলল। 'হ্যালো, আমি আরান্ডা ডি ডুয়েরোর পুলিশস্টেশনের ডেস্ক সার্জেন্ট বলছি। কর্নেল আকোকার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ফোনে বজ্রগম্ভীর একটি কণ্ঠ ভেসে এল। 'কর্নেল আকোকা বলছি। কী দরকার?'

'আমার কাছে দুজন গোয়েন্দা এসেছেন, কর্নেল। আপনি নাকি একজন কয়েদিকে ছেড়ে দিতে বলেছেন?'

'লুসিয়া কারমিন?'

'জি, স্যার।'

'ওরা কি আমার দস্তখত করা কাগজপত্র দেখিয়েছে?'

'জি, স্যার। ওরা—'

'তাহলে কোন্ সাহসে তুমি আমাকে বিরক্ত করছ, গর্দভ? ওকে এক্ষুনি ছেড়ে দাও।'

'আমি ভাবলাম—'

'তোমাকে কে ভাবতে বলেছে? হুকুম তামিল করো, বেত্তমিজ।'

কেটে গেল লাইন।

ঢোক গিলল সার্জেন্ট। 'ইয়ে-উনি—?'

'খুব একচোট ঝেড়েছেন, না?' হাসল ডিটেকটিভ।

সিধে হল সার্জেন্ট, গম্ভীর করে তুলল চেহারা। 'আমি মহিলাকে নিয়ে আসছি।'

পুলিশস্টেশনের পেছনের গলিতে ছোট একটি ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল এক লোক টেলিফোন পোলের একটি তার থেকে একটি ক্লাম্প ছুটিয়ে নিয়ে নেমে এল নিচে।

'আপনি কী করছেন?'

ছেলেটার চুলে হাত বুলিয়ে দিল লোকটা। 'একজন বন্ধুকে সাহায্য করছি, *muchachon,'*

তিন ঘণ্টা পরে, উত্তরে একটি নির্জন খামারবাড়িতে একত্রিত হল লুসিয়া এবং রুবিও।

রাত তিনটায় টেলিফোনের শব্দে জেগে গেলেন তিনি। পরিচিত কণ্ঠটি বললেন, 'কমিটি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।'

'জি, স্যার। কখন?'

'এক্ষুনি, কর্নেল। এক ঘণ্টার মধ্যে একটি লিমুজিন তোমাকে তুলে নেবে। রেডি হয়ে থেকো।'

'জি, স্যার।'

রিসিভার রেখে বিছানার কোণে বসে রইলেন তিনি। একটা সিগারেট ধরিয়ে মস্ত টানে ফুসফুস ভরিয়ে ফেললেন ধোঁয়ায়।

এক ঘণ্টার মধ্যে একটি লিমুজিন তোমাকে তুলে নেবে। রেডি হয়ে থেকো।

তাঁকে রেডি হতে হবে।

বাথরুমে গেলেন তিনি। আয়নায় নিজের মুখখানা দেখলেন। একজন পরাজিত মানুষের চেহারা।

প্রায় জিতে যাচ্ছিলাম আমি, তেতো মন নিয়ে ভাবলেন তিনি, *প্রায় জিতে যাচ্ছিলাম।*

অত্যন্ত সাবধানে শেভ শুরু করলেন কর্নেল আকোকা। শেভ সেরে গরম পানিতে অনেকক্ষণ গোসল করলেন। তারপর বাইরে যাবার জামা-কাপড় বাছাই করলেন।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে তিনি পা বাড়ালেন সদর দরজায়। শেষবারের মতো তাকালেন নিজের বাড়ির দিকে। জানেন এ-বাড়িতে আর কোনোদিন ফিরে আসা হবে না। কোনো মিটিং হবে না ওখানে। তাঁর সঙ্গে ওদের আলোচনার প্রয়োজন সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গেছে।

বাড়ির সামনে লম্বা, কালো একটি লিমুজিন অপেক্ষা করছিল। তিনি গাড়ির দিকে পা বাড়াতে খুলে গেল একটি দরজা। সামনে দুজন এবং পেছনে বসে আছে দুজন।

'উঠে পড়ুন, কর্নেল।'

বুক ভরে দম নিলেন তিনি, তারপর বসলেন গাড়িতে। এক মুহূর্ত। পরে গাড়িটি হাকিয়ে গেল রাতের আঁধারে।

'এ যেন স্বপ্ন দেখছি,' ভাবছে লুসিয়া। 'জানালা দিয়ে সত্যি সত্যি সুইস আল্পস দেখতে পাচ্ছি। আমি সত্যি এখানে চলে এসেছি।'

জেমি মাইরো একজন গাইডের ব্যবস্থা করেছিল যাতে লুসিয়া নিরাপদে জুরিখ পৌঁছাতে পারে। গতরাতে সুইজারল্যান্ডের রাজধানীতে চলে এসেছে লুসিয়া।

কাল সকালে আমি লিউ ব্যাংকে যাব এবং টাকা তুলব।

ভাবনাটা ওকে অস্থির করে তুলল। যদি কোনো সমস্যা হয়? যদি টাকাটা ওর

নামে অ্যাকাউন্টে না থাকে? যদি...

বরফ-ঢাকা পাহাড় চুড়োয় ভোরের আলো যখন চুম্বন করল তখনও জেগে আছে লুসিয়া কারমিন।

সুইস ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে কোনো সমস্যাই হল না ওর। ওর বাবা ওর নামে তেরো মিলিয়ন ডলার রেখেছেন। তবে পুরো টাকাটাই ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বলে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর একটি ব্যাংকে ট্রান্সফার করল ও। তারপর গেল একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে। রুবিও ওর জন্য, বিয়ারিৎজে অপেক্ষা করছে। দুজনে একসঙ্গে ব্রাজিল যাবে। দুটো টিকেট কাটল লুসিয়া। তবে পরদিন সকালে সুইস এয়ারফ্লাইটে রিও অভিমুখে ও যখন যাত্রা করল, সঙ্গে কেউ ছিল না।

উনচল্লিশ

ইলেন স্কটের টাউন হাউজের অভিজাত ড্রইংরুমে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল। ইলেন পায়চারি করছেন। অপেক্ষা করছেন অ্যালান টাকারের জন্য। আজ মেয়েটিকে নিয়ে আসবে টাকার। না, মেয়ে নয়, মহিলা। একজন নান। কেমন দেখতে সে?

বাটলার ঢুকল ঘরে। 'আপনার অতিথিরা এসে পড়েছেন, ম্যাডাম।'

গভীর দম নিলেন ইলেন স্কট। 'ওদেরকে নিয়ে এসো।'

একটু পরে ঘরে ঢুকল মেগান এবং অ্যালান টাকার।

মেয়েটি খুব সুন্দরী, মনে মনে বললেন ইলেন স্কট। হাসল টাকার। 'মিসেস স্কট, এ মেগান।'

ইলেন স্কট টাকারের দিকে তাকিয়ে নিরুত্তাপ গলায় বললেন, 'তোমাকে আমার আর দরকার নেই।' তার কথায় ধ্বনিত হল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

টাকারের মুখের হাসি মুছে গেল।

'বিদায়, টাকার।'

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল টাকার, অনিশ্চয়তার দোলাচলে যেন দুলল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

ইলেন স্কট মেগানকে বললেন, 'বসো, প্লিজ।'

ও দেখতে ওর মায়ের মতো হয়েছে, ভাবছেন ইলেন স্কট।

'আমি ইলেন স্কট,' পরিচয় দিলেন তিনি। 'স্কট ইন্ডাস্ট্রিজের প্রেসিডেন্ট। এর নাম শুনেছ কখনও!'

'জি না।'

'অবশ্য ওর শোনার কথাও নয়, নিজেকে ভর্ৎসনা করলেন ইলেন। কীভাবে শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না। একটা গল্প বানিয়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন বলবেন মেগান তাঁর এক পারিবারিক বন্ধুর মেয়ে। তিনি বন্ধুকে কথা দিয়েছিলেন তার মৃত্যুর পরে মেয়ের দেখাশোনা করবেন। কিন্তু মেগানের দিকে তাকানো মাত্র ইলেন বুঝে গেছেন এ-গল্প এ মেয়েকে শুনিয়ে লাভ হবে না। ও বিশ্বাস করবে না। ওকে সত্যি কথাটাই বলতে হবে। এ ছাড়া কোনো উপায় নেই।

মেগানের দিকে ঝুঁকে ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন। 'তোমাকে

একটা গল্প বলি শোনো,' মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি।

এ সবই তিন বছর আগের ঘটনা। প্রথম বছরে মারাত্মক অসুস্থ না হয়ে পড়া পর্যন্ত ইলেন স্কট মেগানকে তাঁর আঁচলের তলায় রেখে দিয়েছিলেন। মেগান স্কট ইন্ডাস্ট্রিজের জন্য কাজ শুরু করেছে, তার তীক্ষ্ণধী এবং বুদ্ধিমত্তা মুগ্ধ করেছে বৃদ্ধাকে।

'তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে,' বলেছিলেন ইলেন স্কট। 'তোমাকে শিখতে হবে যেভাবে আমি শিখেছিলাম। শুরুতে সবকিছু কঠিন লাগবে, তবে শেষে কাজই হয়ে উঠবে তোমার জীবন।'

এবং ঘটেছেও তাই।

মেগানের মতো পরিশ্রম কেউ করতে পারে না। তার অফিসের লোকজন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি ভোর চারটায় অফিসে আসেন। তারপর সারাদিন কাজ করেন। কী করে এটা সম্ভব?'

জবাবে হাসে মেগান, ভাবে *কনভেন্টে ভোর চারটে পর্যন্ত ঘুমালে সিস্টার বেটিনা আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলতেন।*

ইলেন স্কট আর নেই, তবে মেগানের শেখার পালা এখনও শেষ হয়নি। সেইসঙ্গে আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে কোম্পানি। *তার কোম্পানি।* ইলেন স্কট ওকে দত্তক নিয়েছিলেন। 'তাহলে আর কাউকে ব্যাখ্যা করতে হবে না তুমি স্কট কেন।' বলেছিলেন তিনি। তবে তাঁর কণ্ঠে ছিল গর্বের ছোঁয়া।

ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত, ভাবে মেগান। *এতিমখানায় কেউ আমাকে দত্তক নিতে চায়নি। অথচ এখন আমার নিজের পরিবার আমাকে দত্তক নিল।*

চল্লিশ

গ্রান্ড ক্যানিয়নের ৩৫০০০ ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে ৭২৭ বোয়িং। লম্বা, কঠিন একটি দিন গেছে আজ। ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছে মেগান কিছু কাগজপত্রে সই করবে। সই সাবুদ ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে স্যানফ্রান্সিসকোর উত্তরে, দশলাখ একর টিম্বারল্যান্ডের মালিক বনে যাবে স্কট ইন্ড্রাস্টিজ।

পত্রিকা ও খবরের কাগজের তাকের দিকে তাকাল মেগান। এমন ব্যস্ত ছিল সারাদিন, কাগজ পড়ার সময় পায়নি। স্টুয়ার্ডসকে ডেকে বলল, 'আজকের *নিউইয়র্ক টাইমসটা* দাও, প্লিজ।'

প্রথম পৃষ্ঠার খবরটা দেখে লাফিয়ে উঠল মেগানের কলজে। জেমি মাইরোর ছবি ছেপেছে ওরা। নিচে লেখা জেমি মাইরো, স্পেনে বাস্ক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অন্যতম ETA নেতা গতকাল বিকেলে সেভিলে ব্যাংক-ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে সে আহত হয় এবং তার সঙ্গী, অপর এক সন্ত্রাসবাদী ফেলিক্স কারপিও মারা যায়। কর্তৃপক্ষ বহুদিন ধরে মাইরোকে খুঁজছিল...

মেগান পুরো লেখাটি পড়ল এবং স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। মনে পড়ে যাচ্ছে অতীত স্মৃতি। এ যেন এক দূরের স্বপ্ন, পর্দার আড়ালে তোলা ছবি, ঝাপসা ও অবাস্তব। ও জেমিকে দুবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে—একবার প্রাসাদে, আরেকবার পার্কে। ওকে আবারও বাঁচাতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল মেগান।

সিটের পাশের ফোন তুলে নিল ও, পাইলটকে বলল, 'প্লেন ঘোরাও। আমরা নিউইয়র্কে ফিরব।'

লা গুয়ারডিয়ায় মেগানের জন্য একটি লিমুজিন অপেক্ষা করছিল। রাত দুটোর সময় সে নিজের অফিসে এসে হাজির হল। লরেন্স গ্রে জুনিয়ার তার জন্য অপেক্ষা করছিল। লরেন্সের বাবা বহুদিন কোম্পানির অ্যাটর্নি ছিলেন। তিনি অবসরে যাওয়ার পরে ছেলে এখন স্কট ইন্ডাস্ট্রিজের অ্যাটর্নি হিসেবে কাজ করছে। ছেলে বাবার মতোই প্রতিভাবান এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

গৌরচন্দ্রিকার ধার না ধেরে সরাসরি জিজ্ঞেস করল মেগান, 'জেমি মাইরো সম্পর্কে তুমি কী জানো?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, 'সে একজন বাস্ক টেররিস্ট, ETA-র মাথা। সে দুদিন আগে গ্রেফতার হয়েছে শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছ। সরকার তার বিচার করতে যাচ্ছে। আমি ওখানে কাউকে পাঠাতে চাই। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আইনজীবী কে?'

'কার্টিস হেম্যান।'

'না, তাঁকে দিয়ে হবে না। উনি বড্ড বেশি ভদ্রলোক। আমাদের একজন কিলার দরকার।' একটু ভেবে মেগান বলল, 'মাইক রোজেনের সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

'সে আগামী একশো বছরের জন্য বুকড হয়ে আছে, মেগান।'

'আনবুক হিম। মাদ্রিদের ট্রায়ালে আমি তাকে চাই।'

ভুরু কোঁচকাল লরেন্স গ্রে জুনিয়ার। 'স্পেনের পাবলিক ট্রায়ালে আমাদেরকে তো ঢুকতেই দেবে না।'

'ঢোকার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা বিবাদীর বন্ধু।'

'ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করছি।'

একচল্লিশ

জেমি মাইরোর বিচার শুরু হবে ১৭ সেপ্টেম্বর।

'আমার সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করে দাও,' মেগান বলল তার সহকারীকে। 'একটা বিশেষ কাজে মাদ্রিদ যাব আমি।'

'কবে ফিরছেন?'

'জানি না।'

আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে মেগানের ব্যক্তিগত বিমান। মাদ্রিদ থেকে মাইক রোজেনের পাঠানো ফ্যাক্সের কথা ভাবছে ও ইউরোপের সেরা ছজন আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেছি আমি। তাঁরা জেমি মাইরোর পক্ষে লড়াই করতে রাজি হননি। আমি নিজেও ব্যর্থ হয়েছি। আদালত আমার বিরুদ্ধে রুলনিশি জারি করেছে যাতে এ মামলায় মাইরোর পক্ষে দাঁড়াতে না পারি। ভেবেছিলাম আপনার বন্ধুর জন্য একটা মিরাকল ঘটিয়ে দেব। কিন্তু আপনার যেসাস বোধহয় সেটা চাননি। আমি শীঘ্রি বাড়ি ফিরছি।'

দুঁদে আইনজীবী মাইক রোজেনকে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে জেমি মাইরোর পক্ষে লড়াই করতে রাজি করিয়েছিল মেগান। কিন্তু এ মানুষটাও যে এভাবে ব্যর্থ হবে, কল্পনাও করেনি সে। শেষ চেষ্টা হিসেবে স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে মেগান। ওর টাকা এবং ক্ষমতা আছে। আশা করছে এ দুটোকে ব্যবহার করে উদ্ধার করবে কাজ।

মাদ্রিদে পৌঁছার চব্বিশ ঘণ্টা পরে প্রধানমন্ত্রী লিওপোল্লো মার্টিনেজের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেল মেগান। তিনি ওকে মনক্লোয়া প্রাসাদে লাঞ্চের দাওয়াত দিলেন।

'আমার সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি দেখা করেছেন বলে ধন্যবাদ,' বলল মেগান। 'জানি আপনি কী ব্যস্ত মানুষ।'

ওর কথা উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত তুললেন প্রধানমন্ত্রী। 'মাই ডিয়ার মিস স্কট, স্কট ইন্ডাস্ট্রিজের মতো বিশাল প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার যখন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এতদূরে উড়ে আসেন, তখন আমি সম্মানিত বোধ করি। প্লিজ, বলুন, কীভাবে আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।'

'আসলে আমি আপনাদেরকে সহযোগিতা করতে এসেছি,' বলল মেগান। 'স্পেনে আমাদের কয়েকটি কলকারখানা আছে, যদিও আপনার দেশের আমাদেরকে দেয়ার অনেক কিছু আছে এবং সে পোটেনশিয়ালিটি আমরা কেন ব্যবহার করছি না ভেবে আমি নিজেই অবাক।'

মনোযোগ দিয়ে মেগানের কথা শুনছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর চোখ চকচক করছে। 'তো?'

'স্কট ইন্ডাস্ট্রিজ বিশাল একটি ইলেকট্রনিক্স প্ল্যান্ট খুলতে যাচ্ছে। এতে কমপক্ষে দেড় হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। যদি আমাদের পরিকল্পনা সফল হয়, আমরা স্যাটেলাইট ফ্যাক্টরি নির্মাণ করব।'

'এবং আপনি এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি যে কোন্ দেশে এ প্ল্যান্ট বসাবেন?'

'জি। ব্যক্তিগতভাবে আমি স্পেনের পক্ষে, তবে সত্যিকথা বলতে কী, ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনার দেশের মানবাধিকার রেকর্ড নিয়ে আমার কয়েকজন নির্বাহীকে একটু অসন্তুষ্টই বলা যায়।

'তাই নাকি?'

'জি। তাদের ধারণা, আপনার দেশে কেউ নীতিনির্ধারকদের কোনো পলিসি নিয়ে আপত্তি কিংবা প্রতিবাদ জানালে তাদের ওপরে নেমে আসে সরকারের খড়্গ।'

'যেমন?'

'জেমি মাইরোর কথাই ধরুন না। তাকে আপনারা গ্রেফতার করেছেন সে আপনাদের কিছু নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় বলে।'

স্থির চোখে মেগানের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রধানমন্ত্রী। 'আই সি। তার মানে আমরা যদি জেমি মাইরোর প্রতি উদারতা দেখাই তাহলে ইলেকট্রনিক্স ফ্যাক্টরি বসানোর কাজটা আমরা পেয়ে যাব এবং—'

'আরও অনেক কিছু পাবেন,' তাঁকে আশ্বস্ত করল মেগান। 'আমাদের ফ্যাক্টরি এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে তুলবে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল প্রধানমন্ত্রীর। 'একটা সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা? আমরা বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে পারি।'

'এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলার কিছু নেই, মিস স্কট। স্পেনের সম্মান অর্থে বিকোয় না। আপনি আমাদেরকে ঘুস বা টাকার লোভ দেখিয়ে কিনতে পারবেন না, হুমকিতেও কোনো কাজ হবে না।'

'বিশ্বাস করুন, আমি—'

'আপনি এখানে ভিক্ষা দিতে এসেছেন এবং ভেবেছেন আপনার ভিক্ষা নিয়ে আমাদের আদালতকে বলব যাতে আপনাকে খুশি করে দেয়? কক্ষনো না। আপনার ফ্যাক্টরির আমাদের প্রয়োজন নেই, মিস স্কট।'

সব কেঁচেগণ্ডুষ করে ফেলেছি, হতাশ হয়ে ভাবল মেগান।

সশস্ত্র গার্ড দ্বারা ঘিরে থাকা আদালতকক্ষে ছয় হপ্তা ধরে জেমি মাইরোর বিচারের মামলা চলল। বাইরের কাউকে এ কক্ষে প্রবেশ করতে দেয়া হল না।

মেগান মাদ্রিদেই রইল, বিচারের খবর প্রতিদিন কাগজে পড়ছে। তাকে প্রায় প্রতিদিনই ফোন করল মাইক রোজেন।

'আমি পারব না, মাইক।'

মেগান দেখা করার চেষ্টা করল জেমির সঙ্গে।

'ভিজিটররা একেবারেই অ্যালাউ নয়।'

মামলার শেষদিনে মেগান কোর্টরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল জনতার ভিড়ে মিশে। সাংবাদিকরা স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে ভবন থেকে। তাদের একজনকে থামাল ও।

'কী রায় হল?'

'দোষী সাব্যস্ত হয়েছে জেমি মাইরো। ওকে গ্যারটে চড়ানো হবে।'

বিয়াল্লিশ

ভোর পাঁচটা। মাদ্রিদের কেন্দ্রীয় কারাগার। এখানে জেমি মাইরোর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেছে মানুষজন। কারাগারের সামনে অত্যুৎসাহী জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে কারাগারের সামনে ব্যারিকেড বসিয়েছে *Guardia Civil*। আর্মড ট্রাক এবং ট্যাংক কারাগারের লোহার গেটের সামনেটা ব্লক করে রেখেছে।

কারাগারের অভ্যন্তরে, ওয়ার্ডের গোমেজ ডি লা ফুয়েন্টের অফিসে বসেছে অভূতপূর্ব এক বৈঠক। ঘরে আছেন প্রধানমন্ত্রী লিওপোল্ডো মার্টিনেজ, GOE'র নতুন প্রধান আলোন জো সেবাস্টিয়ান এবং ওয়ার্ডের দুই নির্বাহী ডেপুটি জুয়ানিটো মোলিনাস ও পেদ্রোস আরাঞ্জো।

ওয়ার্ডেন ডি লা ফুয়েন্টে প্রকাণ্ডদেহী, মধ্যবয়স্ক, গম্ভীর চেহারার একজন মানুষ। তিনি সারাটা জীবন দুষ্কৃতকারীদের শৃঙ্খলা শেখানোর কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন বলে সরকার তাঁকে এ গুরুদায়িত্বটি দিয়েছে। তাঁর দুই সহকারী মোলিনাস এবং আরাঞ্জো যথেষ্ট পরিশ্রমী, গত কুড়ি বছর ধরে একনিষ্ঠ সেবা করে আসছে ফুয়েন্টের।

প্রাইম মিনিস্টার মার্টিনেজ বললেন, 'মাইরোর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে কী ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে আপনাদের?'

ওয়ার্ডেন ডি লা ফুয়েন্টে বললেন, 'যে-কোনো ধরনের সম্ভাব্য আকস্মিক ঘটনার জন্য আমাদের সবরকম প্রস্তুতি রয়েছে। ইয়োর এক্সেলেন্সির নিশ্চয় দেখেছেন কারাগার ঘিরে রেখেছে পুরো এক কোম্পানি সশস্ত্র সৈনিক। গোটা একটা সেনাবাহিনী ছাড়া এ নিরাপত্তার দেয়াল ভেদ করা সম্ভব নয়।'

'আর কারাগারের ভেতরে?'

'আরও কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দোতলায় একটি ডাবল সিকিউরিটি সেল-এ তালা মেরে রেখেছি জেমি মাইরোকে। ওই ফ্লোরের অন্যান্য কয়েদিদেরকে সাময়িকভাবে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। সেল ব্লকের দুপ্রান্তে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় থাকছে দুজন গার্ড। আমি জেনারেল লক-ডাউনের হুকুম দিয়েছি। ফলে জেমির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না-করা পর্যন্ত কেউ সেল থেকে বেরুতে পারবে না।'

'কখন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে?'

'দুপুরে, ইয়োর এক্সেলেন্সি। তবে স্পেনে তাকে কবর দেয়া হবে না। কারণ তার

কবরস্থানে বাস্করা সমাধিস্তম্ভ জাতীয় কিছু একটা তৈরির পাঁয়তারা করলে স্পেন সরকারের জন্য সেটা বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে জেমির লাশ পাঠিয়ে দেয়া হবে ফ্রান্সে, তার খালার কাছে। তিনি বেয়নের উপকণ্ঠে খুদে একটি গাঁয়ে বাস করেন। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমরা। তিনি ওখানে জেমিকে কবর দিতে রাজি হয়েছেন।'

চেয়ার ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী। 'চমৎকার।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'তবে লোকটাকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া গেলে আরও ভালো হত।'

'জি, ইয়োর এক্সেলেন্সি। তবে সেক্ষেত্রে জনগণ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে হয়তো কোনো গণ্ডগোল বাঁধিয়ে ফেলত। আর তাদের বিক্ষোভ দমন করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। খামোকা উত্তেজনা সৃষ্টি করে লাভ নেই। যন্ত্রণাদায়ক গ্যারটের মৃত্যুই ওর উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।'

ওয়ার্ডেন ডি ফুয়েন্টে বললেন, 'মাফ করবেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি, শুনলাম বিচারক কমিশন বৈঠক বসিয়েছেন। মাইরোর আইনজীবীদের শেষমুহূর্তে দাবি পূরণ করা যায় কিনা তা নিয়ে মিটিং। যদি আমার কাছে এরকম কোনো অনুরোধ আসে তাহলে—'

বাধা দিলেন প্রধানমন্ত্রী, 'কোনো লাভ হবে না। নির্ধারিত সময়েই ওর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।'

শেষ হয়ে গেল মিটিং।

সকাল সাড়ে সাতটায় কারাগারের গেটে রুটির একটি ট্রাক এসে দাঁড়াল।

'ডেলিভারি।'

গেটের একজন কারারক্ষী ড্রাইভারের দিকে তাকাল। 'নতুন লোক মনে হচ্ছে।'

'জি।'

'জুলিও কোথায়?'

'সে অসুস্থ। আসতে পারে নাই। শুয়ে আছে বিছানায়।'

'তুমিও তার সঙ্গে শুয়ে থাকো গে, অ্যামিগো।'

'মানে?'

'মানে হল আজ কোনো ডেলিভারি হবে না। বিকেলে এসো।'

'কিন্তু প্রতিদিন সকালে তো—'

'আজ সকালে ভেতরে কিছু যাবে না, শুধু ভেতর থেকে মাল আসবে বাইরে। আমার বন্ধুদের মেজাজ খারাপ হবার আগেই এখন ভাগো।'

ড্রাইভার দেখল সশস্ত্র সেনারা তার দিকে তাকিয়ে আছে কটমট করে। 'আচ্ছা, যাচ্ছি।'

গাড়ি নিয়ে চলে গেল ড্রাইভার। পোস্টের কমান্ডার তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি জানিয়ে দিল ওয়ার্ডেনকে। খবর নিয়ে জানা গেল যে-লোক নিয়মিত ব্রেড সরবরাহ করত সে গাড়ি

চাপা পড়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

সকাল আটটার দিকে কারাগারের রাস্তার ওপারে একটি বোমা-বিস্ফোরণে আধডজন পথচারী আহত হল। অন্য কোনোদিন হলে ফটকে দাঁড়ানো রক্ষীরা ছুটে গিয়ে আহতদেরকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করত। কিন্তু আজ একজনও গেট ছেড়ে একপাও বাড়ল না। *Guardia Civil* গেল ঘটনাস্থলে।

বিষয়টি ওয়ার্ডেন ডি লা ফুয়েন্টকে জানানো হলে তিনি মন্তব্য করলেন, 'ওরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। যে-কোনো কিছুর জন্য প্রস্তুত থেকো।'

সকাল সোয়া ন'টায় প্রিজন গ্রাউন্ডে উদয় হলো একটি হেলিকপ্টার। ওটার গায়ে লেখা LA PRENSA। স্পেনের জনপ্রিয় একটি দৈনিক পত্রিকা।

কারাগারের ছাদে একজোড়া অ্যান্টিএয়ারক্রাফট গান বসানো হয়েছে। দায়িত্বরত লেফটেনেন্ট একটা পতাকা উড়িয়ে সাবধান করে দিল হেলিকপ্টারকে। কিন্তু ওটা কারাগারের আকাশে উড়তেই থাকল। অফিসার ফিল্ড টেলিফোনে ওয়ার্ডেনের সঙ্গে যোগাযোগ করল। তিনি হুকুম দিলেন হেলিকপ্টারকে সাবধান করে দেয়ার জন্য সতর্কতামূলক গুলি ছুড়তে। তারপরও যদি ওটা সরে না যায়, আকাশেই ওটাকে ধ্বংস করার নির্দেশ এল।

'জি, স্যার,' বলে অফিসার তার গানারকে গুলি ছুড়তে বলল।

প্রথম এক পশলা গুলি হেলিকপ্টারের পাঁচগজ সামনে দিয়ে চলে গেল। ভয় পেল কপ্টারের চালক। সে হেলিকপ্টার নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মাদ্রিদের আকাশে।

এরপরে কী আসবে? ভাবছে লেফটেনেন্ট।

সকাল এগারোটায় কারাগারের রিসেপশন অফিসে হাজির হল মেগান স্কট। তাকে নির্জীব, বিধ্বস্ত লাগছে। 'আমি ওয়ার্ডেন ডি লা ফুয়েন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'না, তবে—'

'দুঃখিত। ওয়ার্ডেন এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। আপনি বিকেলে ফোন করুন—'

'বলুন যে মেগান স্কট এসেছে।'

রিসেপশনিস্ট কৌতূহল নিয়ে দেখল ওকে।

এ-ই তাহলে সেই ধনী আমেরিকান যে জেমি মাইরোকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। 'ঠিক আছে, ওয়ার্ডেনকে আপনার কথা বলছি।'

পাঁচ মিনিট পরে মেগান বসল ওয়ার্ডেন ডি লা ফুয়েন্টের অফিসে। ওয়ার্ডেনের সঙ্গে প্রিজন বোর্ডের আধডজন সদস্য।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, মিস স্কট?'

'আমি জেমি মাইরোর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ওয়ার্ডেন। 'সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আমি—'

'মিস স্কট, আমরা সবাই জানি আপনি কে। সম্ভব হলে নিশ্চয় আপনাকে দেখা করতে দিতাম। কিন্তু পারছি না বলে দুঃখিত। আপনি যার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন সে লোককে বহু কষ্ট করে আমরা পাকড়াও করেছি। তার সঙ্গে যিনি দেখা করতে পারবেন তার নাম ঈশ্বর— অবশ্য জেমি মাইরোর ঈশ্বর বলে যদি কিছু থাকে!'

'এক মুহূর্তের জন্যও কি ওকে চোখের দেখা দেখতে পাব না?' করুণ গলায় জানতে চাইল মেগান।

মেগানের চেহারার আর্তি ও বেদনা প্রিজন বোর্ডের এক সদস্যকে ভীষণ ছুঁয়ে গেল। সে মেগানের পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তবে পরক্ষণে সামনে নিল নিজেকে।

'দুঃখিত,' বললেন ওয়ার্ডেন ডি লা ফুয়েন্টে। 'হবে না।'

'একটি ম্যাসেজ অন্তত পাঠাতে পারি কি?' কান্নার ডেলা বাঁধল মেগানের গলায়।

'মৃত জেমি মাইরোকে পাঠাতে পারবেন,' বললেন ওয়ার্ডেন। 'আর এক ঘণ্টারও কম সময় পরে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।'

'কিন্তু সে তো তার মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। বিচারকদের প্যানেল না বৈঠক করছেন—?'

'ওরা এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। পনেরো মিনিট আগে তাদের কাছ থেকে খবর পেয়েছি মাইরোর আপিল প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রয়েছে। মাফ করবেন, এখন আমি উঠব।'

সিধে হলেন ওয়ার্ডেন, সঙ্গে তার সহকর্মীরাও। মেগান তাঁদের শীতল মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল।

'ঈশ্বর আপনাদের সবাইকে যেন দয়া করেন,' বলল মেগান। তারপর একরকম ছুটে পালিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

দুপুরের ঘণ্টা পড়ার দশ মিনিট আগে জেমি মাইরোর প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে গেল। ওয়ার্ডেন গোমেজ ডি লা ফুয়েন্টে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর দুই সহকারী এবং ড. মিগুয়েল আনুসিয়ন। চার সশস্ত্র রক্ষী সতর্ক নজর বুলাচ্ছে করিডরে।

ওয়ার্ডেন সেল-এ ঢুকলেন। 'সময় হয়ে গেছে।'

জেমি তার কট থেকে নামল। তার হাতে হ্যান্ডকাফ এবং শিকল। 'আমি ভাবলাম আপনারা বুঝি আরেকটু দেরি করে আসবেন।' মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জেমির রসিকতা করার সাহসিকতার জন্য মনে মনে প্রশংসা করলেন ওয়ার্ডেন।

জেমি জনশূন্য করিডরে পা রাখল। পায়ে শেকল জড়ানো বলে ধীরগতিতে হাঁটছে। 'গ্যারট?' জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা ঝাঁকালেন ওয়ার্ডেন। 'গ্যারট।' মানুষ হত্যা অমানবিক, অবিশ্বাস্য যন্ত্রণাদায়ক একটি প্রক্রিয়া। তবু ভালো, ঘটনা ঘটবে লোকচক্ষুর আড়ালে একটি প্রাইভেট রুমে, ভাবছেন ওয়ার্ডেন।

করিডর ধরে মিছিল করে যেতে লাগল দলটি। বাইরের রাস্তা দিয়ে ভেসে আসছে জনতার চিৎকার 'জেমি... জেমি... জেমি...' হাজার হাজার কণ্ঠের সম্মিলিত চিৎকার যেন বজ্রনিনাদকেও হার মানিয়েছে।

'ওরা তোমাকে নিয়ে স্লোগান দিচ্ছে,' বলল পেদ্রোস আরাঙ্গো।

'না, ওরা নিজেদেরকেই বলছে। ওরা স্বাধীনতার জন্য চিৎকার করছে। কাল ওরা আরেকটা নাম পাবে। আমি মারা যেতে পারি—কিন্তু আমার মতো হাজারটা জেমি বেঁচে থাকবে।'

দুটো সিকিউরিটি গেট পার হয়ে, করিডরের শেষপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্রকায় কক্ষের সামনে চলে এল ওরা। ঘরটির লোহার দরজার রং সবুজ। করিডরের কোণ দিয়ে উদয় হলেন কালো রোব-পরা এক প্রিস্ট।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি যথাসময়ে এসে পড়েছি। মৃত্যুপথযাত্রীকে শেষ তওবা করাতে এসেছি আমি।'

মাইরোর দিকে পা বাড়িয়েছেন প্রিস্ট, তাঁকে বাধা দিল দুই রক্ষী।

'দুঃখিত, ফাদার,' বললেন ওয়ার্ডেন। 'ওর কাছে যাওয়ার কারও অনুমতি নেই।'

'কিন্তু আমি—'

'তওবা পড়াতে হলে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়াবেন। ভেতরে ঢোকা যাবে না। প্লিজ, সরুন।'

সবুজ দরজা খুলে দিল একজন গার্ড। ভেতরে মেঝের সঙ্গে একটি চেয়ার বসানো। চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মুখোশ-পরা দানবের মতো বিরাট এক লোক। তার হাতে গ্যারট। এ হল জল্লাদ।

ওয়ার্ডেনের ইশারায় জেমির পরে ঘরে একে একে প্রবেশ করলেন মোলিনাস, আরাঙ্গো এবং ডাক্তার। গার্ডরা ঘরের বাইরে পাহারায় রইল। সবুজ দরজা বন্ধ করে লাগিয়ে দেয়া হল ছিটকিনি।

মোলিনাস এবং আরাঙ্গো জেমিকে বসিয়ে দিল চেয়ারে। খুলে দিল হ্যান্ডকাফ। তারপর চেয়ারের সঙ্গে লাগানো হেভি আর্মস্ট্রাপ দিয়ে ওকে বেঁধে ফেলল। ডাক্তার এবং ওয়ার্ডেন দাঁড়িয়ে দেখছেন। ভারী দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল প্রিস্টের মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ।

দানব গ্যারট নিয়ে জেমির পেছনে এসে দাঁড়াল। ওয়ার্ডেন গোমেজ ডি লা ফুয়েন্টে জিজ্ঞেস করলেন, 'মুখে কাপড় বাঁধব?'

'না।'

ওয়ার্ডেন জল্লাদের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালেন। সে গ্যারট উঁচিয়ে ধরে পা বাড়াল জেমির দিকে।

দরজার বাইরে দাঁড়ানো প্রহরীরা রাস্তায় জনতার চিৎকার শুনছিল। একজন মন্তব্য করল, 'জানো, আমার কী ইচ্ছে করছে? মন চাইছে ওদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিই।'

পাঁচ মিনিট পরে খুলে গেল সবুজ দরজা।

ড. আনুসিয়ন বললেন, 'লাশের ব্যাগ নিয়ে এসো।'

জেমি মাইরোর লাশ কারাগারের পেছনের একটি দরজা দিয়ে বের করে একটি ভ্যানে তোলা হল। ভ্যানটি কারাগার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, রাস্তার জনতা ওটার পেছন পেছন ছুটল, যেন একটা মস্ত চুম্বকের টানে তারা এগিয়ে চলেছে।

'জেমি...জেমি...'

তবে চিৎকারে আগের জোরটা নেই। চিৎকার এখন পরিণত হয়েছে কান্নায়। পুরুষ এবং নারীরা কাঁদছে। বাচ্চারা অবাক হয়ে ভাবছে তাদের বাবা-মায়েরা কেন কাঁদছে। জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল ভ্যান। অবশেষে উঠে এল হাইওয়েতে।

'যেসাস,' বলল ভ্যানের ড্রাইভার। 'আমার এতক্ষণ গা ছমছম করছিল। লোকটা একটা মানুষই ছিল বটে।'

'হুঁ। আর হাজার হাজার মানুষ তা জানত।'

ওইদিন বেলা দুটোর সময় ওয়ার্ডেন গোমেজ ডি লা ফুয়েন্টে এবং তাঁর দুই সহকারী, জুনিটো মোলিনাস ও পেদ্রোস আরাঞ্জো হাজির হলেন প্রধানমন্ত্রী মার্টিনেজের অফিসে।

'আপনাদেরকে অভিনন্দন,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'সবকিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন বলে।'

ওয়ার্ডেন বললেন, 'মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমরা এখানে আপনার অভিনন্দন গ্রহণ করতে আসিনি। এসেছি রিজাইন দিতে।'

মার্টিনেজ বিমূঢ় হয়ে ওদের দিকে তাকালেন। 'মানে?'

'এটা মানবিকতার বিষয়, ইয়োর এক্সেলেন্সি। কিছুক্ষণ আগে একজন মানুষকে আমরা মরে যেতে দেখেছি। হয়তো মৃত্যু তার পাওনা ছিল। কিন্তু ওরকম মৃত্যু নয়। ওটা—ওটা ছিল ভয়ানক নৃশংস এবং বর্বরোচিত মৃত্যু। আমি আর এসবের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাই না। আমার সহকর্মীদেরও একই মতো।'

'পদত্যাগ করার আগে বিষয়টি আরেকবার ভেবে দেখার অনুরোধ করছি। আপনাদের পেনশন—'

'সারা জীবন বিবেকের তাড়না নিয়ে আমাদেরকে বাঁচতে হবে,' প্রধানমন্ত্রীর হাতে

তিন টুকরো কাগজ ধরিয়ে দিলেন ওয়ার্ডেন ডি লা ফুয়েন্টে। 'এই যে আমাদের পদত্যাগপত্র।'

ওই রাতে ভ্যানটি পার হল ফরাসি সীমান্ত এবং বেয়নের নিকটবর্তী গাঁ বিদাচে অভিমুখে এগিয়ে চলল। একটি খামার বাড়ির সামনে এসে থামল গাড়ি।

'এটাই সেই জায়গা। গন্ধ ছড়াবার আগেই লাশটাকে ফেলে দাও।'

খামারবাড়ির দরজা খুলে গেল। পঞ্চাশোর্ধ্ব এক পৌঢ়া বেরিয়ে এলেন। 'তোমরা ওকে নিয়ে এসেছ?'

'জি, ম্যাম। ওটাকে—ওকে কোথায রাখব?'

'পার্লারে নিয়ে যাও, প্লিজ।'

লাশের ব্যাগটা ওরা দুজন মিলে পার্লারে নিয়ে গেল। নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

'ধন্যবাদ।'

'De Nada।'

পৌঢ়া দেখলেন গাড়ি নিয়ে ওরা চলে গেল।

আরেকটি ঘর থেকে আরেকজন নারী ছুটে বেরিয়ে এল, দ্রুত খুলে ফেলল ব্যাগের চেইন।

ব্যাগের ভেতরে শুয়ে আছে জেমি মাইরো। দুই নারীর দিকে তাকিয়ে হাসছে। 'একটা কথা কি জানো? ওই গ্যারট গলায় না চাপলেও এতক্ষণ প্রায় দম বন্ধ অবস্থায় আমি সেই নরক থেকে ঘুরে এসেছি।'

'কী খাবে? হোয়াইট ওয়াইন নাকি লাল?' জিজ্ঞেস করল মেগান।

তেতাল্লিশ

মাদ্রিদের বারাবাস বিমানবন্দর। ডিপারচার লাউঞ্জে বসে আছেন সাবেক ওয়ার্ডেন গোমেজ ডি লা ফুয়েন্টে, তাঁর সাবেক দুই সহকারী মোলিনাস এবং আরাঞ্জো, ড. আনুসিওন এবং মুখোশধারী সেই দানব।

'তোমরা আমার সঙ্গে পুয়ের্তো রিকো না গিয়ে ভুল করছ,' বললেন ডি লা ফুয়েন্টে। 'পাঁচ মিলিয়ন ডলার দিয়ে তোমরা গোটা একটা দ্বীপ কিনে ফেলতে পারবে।'

মাথা নাড়ল মোলিনাস। 'আরাঞ্জো এবং আমি সুইজারল্যান্ড যাব ঠিক করেছি। ওখানে ব্যবসা করব।'

'আমিও,' বলল দানব।

ওরা তাকাল মিগুয়েল আনুসিওনের দিকে।

'আপনি কী করবেন, ডাক্তার?'

'আমি বাংলাদেশে যাচ্ছি।'

'কী!!'

'জি। আমার ভাগের টাকা দিয়ে বাংলাদেশে একটা হাসপাতাল খুলব। মেগান স্কটের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার অনেক আগেই এরকম একটা ভাবনা ছিল আমার। ভেবেছি একজন সন্ত্রাসবাদীকে বাঁচিয়ে দিয়ে যদি অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারি, তারচেয়ে ভালো কাজ আর হয় না। তাছাড়া তোমাদেরকে বলতে দ্বিধা নেই, আমি জেমি মাইরোকে পছন্দ করতাম।'

চুয়াল্লিশ

ফ্রান্সের আবহাওয়া এ বছর খুব ভালো যাচ্ছে। কৃষকদের শস্যের বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে চমৎকার আবহাওয়া। *আহ্ প্রতিটি বছর যদি এরকম হত!* ভাবছে রুবিও আরজানো।

সে খুব সুখে আছে। চমৎকার সুন্দরী একটি বউ পেয়েছে, সেইসঙ্গে দুই দারুণ জমজ বাচ্চার বাপ সে। আর কী চাই!

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। রুবিও ট্রাক্টর ঘুরিয়ে গোলাঘরের দিকে চলল। যমজ বাচ্চাদের কথা ভাবছে। ছেলেটা বাপের মতোই বিশালদেহী হবে। আর মেয়েটা। ও যে বড় হয়ে কত ছেলের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবে! হাসল রুবিও। মেয়েটা দেখতে হয়েছে তার মায়ের মতো।

গোলাঘরে ট্রাক্টর রেখে বাড়ি ফিরে চলল রুবিও। বৃষ্টির ঠাণ্ডা ছাঁট লাগছে চোখে-মুখে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে।

'তুমি একদম ঠিক সময়ে এসে পড়েছ,' হাসল লুসিয়া। 'ডিনার রেডি।'

রেভারেন্ড মাদার প্রাইওরেস বেটিনার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তাঁর মনে হচ্ছে তাঁর জন্য খুব ভালো একটি খবর অপেক্ষা করছে। অবশ্য অনেক ভালোকিছুই ইতিমধ্যে ঘটে গেছে তাঁর কনভেন্টে। তাঁর কনভেন্ট বহু আগে খুলে দেয়া হয়েছে স্বয়ং রাজা ডন হুয়ান কার্লোসের তত্ত্বাবধানে। মাদ্রিদে ধরে নিয়ে যাওয়া নানদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে কনভেন্টে, ফিরে এসেছে গ্রাসিয়েলা। আবার পবিত্র নীরবতার জীবন শুরু হয়ে গেছে তাদের।

নাশতা সেরে মাদার প্রাইওরেস নিজের অফিসে, ঢুকলেন এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেল। ডেস্কের ওপর ঝলমল করছে সেই সোনার ক্রুশ।

বিষয়টি স্রেফ মিরাকল হিসেবে ধরে নিলেন মাদার বেটিনা।